দে ব্রাদার্স

সচিত্র

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের

গ্রন্থাবলী।

THE POETICAL WORKS

OF

BHARUTCHUNDERROY,

WITH HIS LIFE AND NOTES

BY

DAY BROTHERS.
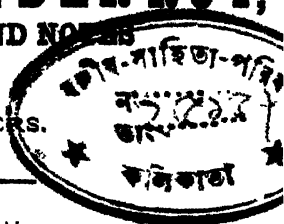
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

গ্রন্থাবলী ।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ, রসমঞ্জরী এবং নানা-
বিষয়িণী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্য-সংগ্রহ
ও চোরপঞ্চাশৎ শ্লোক এবং কবির সংক্ষিপ্ত
জীবনী ও টীকা-টিপ্পনী সম্বলিত।

দে ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।]

হিন্দুপ্রেস,

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

বঙ্গাব্দ ১৩০৯ সাল।

বাঙ্গালাদেশে অদ্যাবধি যে সকল পদ্য-রচিত কাব্য-গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া সাধারণ সমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত অন্নদামঙ্গলাদি কাব্যই সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর ও সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট; ইহা সহৃদয় রসজ্ঞ মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। সকলেই তাঁহার অসাধারণ কবিত্বগুণে মুগ্ধ আছেন। অতএব ভারতচন্দ্রের মোহিনী রচনার উৎকর্ষ প্রতিপাদনের নিমিত্ত অধিক বাগাড়ম্বরের আবশ্যকতা নাই; ফলতঃ, তাঁহার কাব্য কদম্বের মধ্যে উক্তি ভেদে যে স্থানে যেরূপ বাক্য-বিন্যাস ও ভাব প্রয়োগের প্রয়োজন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র অঙ্গহানি বা ত্রুটি হয় নাই। তাঁহার সকল কাব্যই মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। বাক্যের চাতুর্য্য, রচনার মাধুর্য্য, পদের লালিত্য এবং ছন্দের সুমেলপারিপাট্য আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্র সমভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের কোন স্থানেই গুণদোষ, অলঙ্কারদোষ বা রীতিদোষ সহৃদয় রসজ্ঞ পাঠকের নয়নগোচর হয় না। অধিক কি, ভারতের রচনার এতাদৃশী মোহিনীশক্তি যে, তাহা পাঠে প্রবৃত্ত হইলেই হৃদয় প্রফুল্ল মন মুগ্ধ এবং নয়নদ্বয় বিকসিত হইয়া তাঁহার কবিতারসে পরিতৃপ্ত হয়। বস্তুতঃ, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর তাঁহার কবিতা কামিনীকে নানাগুণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, নানালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছেন এবং রীতি রস ভাবাদিতে মনোহারিণী করিয়াছেন। সেই কবিতা কামিনীকে দর্শনমাত্র তাঁহার রসাস্বাদনের বাসনা বলবতী হয়। অধিকন্তু, মহাকবি ভারতের

রচনার এই এক আশ্চর্য্য গুণ যে, তাঁহার কাব্য-কদম্ব চিরকালই যৌবনকালে কালযাপন করিতেছে, অদ্যাপি তাহার জরাকাল বা বার্দ্ধক্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। যৌবনধনসম্পন্ন যুবক যুবতী যেমন মানুষ্যের প্রিয় দর্শন, ভারতের কাব্য-কদম্বও তেমনি প্রিয়দর্শন হইয়া সহৃদয়-বর্গের হৃদয়-কমল বিকসিত ও মনোমধুকর লোলুপ হইয়া উঠে। গুণাকরের সরস কাব্য যত অনুশীলন করা যায়, ততই পাঠ-লালসা বৃদ্ধিমতী হয়।

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত ও কৃত নানা প্রকার নূতন নূতন শ্রুতিমধুরচ্ছন্দ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত ও সঙ্কলিত ছন্দাংশে কেহই কোনরূপে দোষ দিতে পারেন নাই। তবে যে কেহ কেহ ভারতের ভারতীর প্রতি দোষারোপ করে, তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দোষগ্রাহীদের ভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বোধ হইবে না। প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইল, রাধামোহন সেন যত্ন পূর্ব্বক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কাব্য সমুদায় টীকা টীপ্পনী সহিত মুদ্রিত করেন। তিনি মনুষ্যস্বভাব-সিদ্ধ ভ্রান্তি বশতঃ স্থানে স্থানে ভারতের অসাধারণ কবিত্বের পরিচয় লাভে বিড়ম্বিত ও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি স্থানে স্থানে ভারতের রচনা অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ বিবেচনা করিয়া অহঙ্কারপূর্ব্বক তাহা সংশুদ্ধ ও সংবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ, তিনি ভ্রান্তিক্রমে বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহারই সংশোধন ভাবী কালে অশুদ্ধ ও অসম্বদ্ধ রূপে পরিগণিত হইবে। এই কাব্যের টিপ্পনী স্থলে রাধামোহন সেনের সমুদায় আপত্তি যথাসাধ্য খণ্ডিত হইয়াছে, এক্ষণে গুণজ্ঞ পাঠকবৃন্দ পাঠ করিয়া সদ্বিবেচনা করিবেন।

৮০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষার কাব্যের ও পদ্যের যথেষ্ট আদর গৌরব ছিল। মধ্যে আর সেরূপ ছিল না। পূর্ব্বে অনেক অনেক ধনসম্পন্ন ভূম্যধিকারী ও রাজগণ নূতন নূতন কাব্য রচিত হইলে পরম সমাদরে গ্রহণ ও পাঠ করিয়া তাহার রসাস্বাদন করিতেন; তৎকালে মুদ্রা যন্ত্রের এরূপ কৌশল ছিল না। এই নিমিত্ত সেই সকল কাব্য হস্ত লিখিত হইয়া ধনিবর্গের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইত। সেই সকল কাব্যামোদী ভূম্যধিকারী ও রাজগণ কবিদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন, মর্য্যাদা করিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারাও প্রোৎসাহিত হইয়া উত্তমোত্তম রসভাব পরিপূরিত মনোহর কাব্য-কদম্ব রচনা পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় কবিত্বশক্তিকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর সেরূপ কাল নাই—সেরূপ উৎসাহদাতা নাই—সেরূপ কিছুই নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ, উৎসাহদাতার সংখ্যা দিন দিন ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আসিতে লাগিল। গুণগ্রাহী সমাজের তিরোভাব হইয়া দোষগ্রাহীদের আবির্ভাব হইল। এই হেতু কিছুকাল কাব্যের আদর তিরোহিত হইয়াছিল। এক্ষণে আবার বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য-শশধর বহুদূরে কিঞ্চিৎ উদিত হইয়া সহৃদয় রসজ্ঞদিগকে আশ্বাস দিতেছে, পরমেশ্বর করুন, যেন ঐ প্রার্থনীয় শশধর ক্রমে ক্রমে আমাদের মস্তকের উপর আসিয়া নির্ম্মল করণ বিতরণ করে। তাহা হইলেই আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে। এক্ষণে অনেকে মাতৃভাষার প্রতি যত্ন করিতেছেন, অনেক নব্য ভব্য রসজ্ঞেরা গদ্য রচনায় মনঃসংযোগ করিয়াছেন, অনেকে তাহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ ও পাঠ করিতেছেন, সুতরাং বোধ হইতেছে, এরূপ গদ্যের অনুশীলন আর কিছুকাল থাকিলেই বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব

ও দর্শন সৌন্দর্য্য দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। সংপ্রতি শিক্ষা সমাজ ও অন্যান্য দেশীয় কতিপয় সামাজিক ব্যক্তির অধ্যবসায়, পরিশ্রম সহকারে অনেকগুলি গদ্য গ্রন্থ রচিত ও অনুবাদিত হইয়া প্রকাশ হওয়াতে দেশের মঙ্গল সাধনের সোপান সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু কবিতা রচনা বিষয়ে তাঁহাদিগের কোন প্রকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সৎকাব্য অনুশীলনের ফল নানা প্রকার। অতএব সমুৎসুক নবীন কবিদিগের ভারতচন্দ্র কৃত কাব্য সকল অনুশীলন করা অগ্রে কর্ত্তব্য। এই সুধাময় সুমিষ্ট কাব্য যাদৃশ অনুরাগ ও যত্ন পূর্ব্বক অনুশীলন করা উচিত, তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ অনুসন্ধান করিলে নানা প্রকার কারণ আবিষ্কৃত হইবে। তাহার মধ্যে দেশীয় ভাষার প্রতি অশ্রদ্ধাই ইহার প্রধান কারণ। সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যেরা কেবল ধর্ম্মশাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াই জীবিতকাল ক্ষয় করেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ সুতরাং তাহা সহজ ভাবিয়া অশ্রদ্ধা করেন; বাঙ্গালা ভাষা বা কাব্য ভ্রান্তিক্রমেও দেখেন না। কাব্য-সমুৎসুক বিষয়ী লোকেরা স্বীয় স্বীয় বিষয়কর্ম্ম সমাধানান্তে অবকাশ সময়ে বাঙ্গালা কাব্যের অনুশীলন করেন বটে, কিন্তু তাহা কোন কাজেরই হয় না। তাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, কিরূপে যথার্থ কাব্যানুশীলন জন্য ফলের অধিকারী হইবেন? পাঠার্থী বালকবৃন্দেরাও মাতৃভাষার প্রতি যত্ন করে না। তাহাদিগের পিতা মাতা পাঁচ বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার্থে প্রেরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারা ইংরাজীভাষাই কেবল পাঠ্য বিবেচনা করিয়া তাহারই অনুশীলন করে। দেশীয় ভাষার প্রতি

কিঞ্চিন্মাত্রও আদর প্রকাশ করে না। এই এই কারণ বশতঃই বাঙ্গালা ভাষার কাব্যের শ্রীবৃদ্ধির দ্বার অবরুদ্ধ রহিয়াছে। যদি সামাজিক ভদ্র-মহাশয়েরা দেশীয় কাব্যের অনবরত অনুশীলন ও গ্রন্থ প্রচার করিয়া সেই অবরুদ্ধ দ্বার অনাবৃত করিতে পারেন, তাহা হইলেই কি এক পরম সুখের—ও পরম আহ্লাদের বিষয়ই সম্পাদিত হয়। যাহা হউক, অদ্যাপি কোন সহৃদয় মহাত্মাই দেশীয় পদ্য ও কাব্যের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্তে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সাধারণ সমাজে যথারীতি গাত্রোত্থান করেন নাই, করিলে পর আর কিছুই ভাবনা ছিল না।

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পর কবীশ্বর ঈশ্বর-চন্দ্র গুপ্ত গুণগ্রাহী যথার্থ কবি জন্মিয়াছিলেন। বাঙ্গালা কাব্য ও পদ্যের তিনি অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নির্ম্মল কবিত্ব কীর্ত্তি অদ্যাপি বাঙ্গালা সমাজে জাজ্বল্যমান রহি-য়াছে। কবি না হইলে কবির যথার্থ গুণ ও শক্তির অনুভব হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সুকবি ছিলেন। তিনিই ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের যথার্থ গুণ বুঝিয়া ছিলেন। মহা-কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কৃত কাব্যের এই সকল যদি বাঙ্গালা সমাজে সমাদৃত ও পরিগৃহীত হয়, তবে সংগ্রহীতার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যার অধিক আলোচনা প্রযুক্ত অনেক বিদ্বান্ ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হইতেছে, একথা যথার্থ বটে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে পূর্ব্বতন অসাধারণ গুণসম্পন্ন দুই একটী কবিকুলতিলক যে প্রকার গ্রন্থাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন কালে তত্তুল্য প্রামাণিক গ্রন্থকার নয়নগোচর হয় না। ভারতচন্দ্র রায়ের তুল্য কবি কি এই বঙ্গভূমিতে

অদ্যাপি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আহা! যদি ভারতচন্দ্র আর কিছুদিন অবনীমণ্ডলে অধিবাস করিতেন, তবে কি সুখের বিষয়ই হইত। বিধির কি বিড়ম্বনা! কালের কি নিদারুণ ব্যবহার! ঐ মহাত্মাকে অল্প বয়সেই সংহার করিল।

কোথায় ভারত রায়, গুণাকর মহাকায়,
ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী।
কবিকুল চূড়ামণি, কবিত্ব ধনেতে ধনী,
অজ্ঞানের মনোধ্বান্তহারী॥
লোকাতীত শক্তিধর, অদ্বিতীয় কবিবর,
প্রভাকর সম গুণাকর।
হৃদাম্বুজ ভাবুকের, চিত্তাম্বুজ পাঠকের,
কাব্য করে বিকসিত কর॥
অপরূপ কাব্য সার, ভাব অতি চমৎকার,
নির্ম্মল অক্ষয় সুধাধার।
কিবা সুমধুর রস, যাতে দিক দশ বশ,
ঘোষে যশ অশেষ প্রকার॥
অন্নদামঙ্গল তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
মরি কিবা অপূর্ব্ব রচন।
যখন পড়িতে যাই, অশেষ আনন্দ পাই,
বিশেষ মোহিত করে মন॥
এত দিন হলো ক্ষয়, তবু নব্য বোধ হয়,
এ বড় অদ্ভুত দেখি রঙ্গ।
মনে উঠে কত ভাব, সে ভাব বর্ণনাভাব,
বোধ হয় নূতন প্রসঙ্গ॥
কিবা রচনার ছটা, কিবাই শব্দের ঘটা,
কিবা অলঙ্কার তাহে শোভে।
পাঠকের মুগ্ধ মন, ধায় তাহে অনুক্ষণ,
অলি যথা মকরন্দ লোভে॥

এই সে ভারতে চেয়ে, সেই সে ভারতে চেয়ে,
কোথাও তাঁহারে নাহি পাই।
আহা আহা মরি মরি, এই ভব পরিহরি,
কোথা গেল কাব্যের গোঁসাই ॥
দারুণ নিষ্ঠুর কাল, না বিচারি কালাকাল,
ঘটাইল বিষম জঞ্জাল।
এমত সুবুদ্ধিমানে, বধিলেক কোন প্রাণে,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ ওরে কাল ॥

ভারতচন্দ্র রায়ের বিয়োগ হইলে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সদৃশ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ঈশ্বরানুগ্রহে ভারতের অনুরূপ কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অকালে কাল কবলে কবলিত হওয়াতে কি আক্ষেপের বিষয় হইয়াছে। আহা, তিনি অকস্মাৎ একেবারে ভারতকে অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে প্রভাকরের আর সে প্রভা নাই। আর কেবা সাধুরঞ্জন করিবে।

ভারতের অনুরূপ সুকবি ঈশ্বর।
ভারতে আসিয়া লীলা করিলা বিস্তর ॥
কিছুদিন থাকি ভবে সেই গুপ্ত ধন।
করিলেন ঈশ্বরেতে জীবন অর্পণ ॥
ধরাধামে আসি ভাল খেলিলে হে খেলা
নিত্য নিত্য ভব ধামে হইত যে মেলা ॥
গদ্যকার পদ্যকার লেখকের দল।
শিখিতে আসিত সবে লেখার কৌশল ॥
নূতন নূতন শব্দ নূতন প্রণালী।
নূতন নূতন রস তাহে দিতে ঢালি ॥
নূতন নূতন ভাব নূতন প্রকার।
নূতন নূতন ছন্দ কি লালিত্য তার ॥

ভারতের তুল্য তুমি ভারতে প্রচার।
তোমার কাব্যের কথা অতি চমৎকার॥
যে পড়েছে সে মজেছে ভুলিতে না পারে।
দিবানিশি ঝরে আঁখি স্মরিয়া তোমারে॥
তুমি হে লেখক সার গুণের ঈশ্বর।
ঈশ্বর হইয়া কেন হইলে নশ্বর॥
হায় হায় কালের কি কুটিল স্বভাব।
ভালমতে প্রকাশিল কালের প্রভাব॥
ঈশ্বরে হরিয়া কেন ঘটালি জঞ্জাল।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে ধিক্ ওরে কাল

দে ব্রাদার্স

প্রতিমূর্ত্তির স্থানের নির্দ্দেশ।

১।—বিদ্যা

২—৮।—গণেশ, শিব, সূর্য্য, কৌশিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্ত্তি ৩৭ নাং ৫১

৯।—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় ভারতচন্দ্র পুস্তক হস্তে উপবিষ্ট ৫৮

১০—১৯।—দশমহাবিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি ৬৭ নাং ৭৬

২০।—শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ ৮৯

২১।—শিবের বিবাহ ১০৯

২২।—কৈলাসপুরী ১২৫

২৩।—অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি ধারণ ১৬০

২৪।—অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসে ছলনা ২১২

২৫।—অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা ২৬৭

২৬।—সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা ২৪৪

২৭।—সুন্দরের বকুলতলায় মালিনী সাক্ষাৎ ২৬৭

২৮।—বিদ্যাসুন্দরের পরস্পরের সাক্ষাৎ ২৯৪

২৯।—সুন্দরের উপস্থিতি ও বিদ্যার বিরহ ৩০২

৩০।—বিদ্যাকে রাণীর ভৎর্সনা ৩৬২

৩১।—রাজসভায় চোর আনয়ন ৩৮০

৩২।—সুন্দর সহ রাজার মশানে কালী দরশন ৪০১

৩৩।—মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ ৪১৯

৩৪।—জগন্নাথপুরী ৪২৮

৩৫।—দিল্লীতে ভূতের উৎপাত ৪৪৬

৩৬।—গঙ্গামূর্ত্তি ৪৫৮

৩৭।—রামসীতার মূর্ত্তি ৪৬২

৩৮।—চারি জাতি নারী ও চারি জাতি পুরুষ ৫২৪

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন-বৃত্তান্ত	১
মানসিংহের ইতিহাস	১১
নানাবিষয়িণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যাবলী	১৭
নাগাষ্টকম্	২৪
গণেশ বন্দনা	৩৭
শিব বন্দনা	৩৮
সূর্য্য বন্দনা	৪০
বিষ্ণু বন্দনা	৪২
কৌষিকী বন্দনা	৪৪
লক্ষ্মী বন্দনা	৪৬
সরস্বতী বন্দনা	৪৮
অন্নপূর্ণা	৫১
গ্রন্থসূচনা	৫[illegible]
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন	৫[illegible]
গীতারম্ভ	৬[illegible]
সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ	৬৬
সতীর দক্ষালয়ে গমন	৭৭
শিব নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ	৭৯
শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা	৮৩
দক্ষযজ্ঞ নাশ	৮৪
প্রসূতির স্তবে দক্ষের জীবন লাভ	৮৬
পীঠমালা	৯০
শিববিবাহের মন্ত্রণা	৯৪
নারদের গান	৯৫

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
শিব বিবাহের সম্বন্ধ	৯৬
শিবের ধ্যান ভঙ্গ ও কাম ভস্ম	৯৮
রতির বিলাপ	১০১
রতির প্রতি দৈববাণী	১০৩
শিবের হিমালয়ে যাত্রা	১০৫
শিব বিবাহ	১০৮
কন্দল ও শিবনিন্দা	১১২
শিবের মোহন বেশ	১'
সিদ্ধিঘোটন	১১৬
সিদ্ধিভক্ষণ	১১৮
হরগৌরীর কথোপকথন	১২১
হরগৌ	১২৩
কৈলাস বর্ণন	১২৪
হরগৌরীর বিবাদ সূচনা	১২৭
হরগৌরীর কন্দল	১২৮
শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ	১৩০
জয়ার উপদেশ	১৩২
অন্নপূর্ণামূর্ত্তি ধারণ	১৩৪
শিবের ভিক্ষা যাত্রা	১৩৬
শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ	১৩৭
শিবে অন্নদান	১৩৯
অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য	১৪২
শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা	১৪৪
বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি	১৪৬
অন্নপূর্ণা পুরী নির্ম্মাণ	১৪৮
দেবগণ নিমন্ত্রণ	১৫২
শিবের পঞ্চতপ	১৫৫

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
ব্রহ্মাদির তপ	১৫৭
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠান	১৬০
শিবের অন্নদা পূজা	১৬৩
অন্নদার বরদান	১৬৫
ব্যাস বর্ণন	১৬৭
শিবপূজা নিষেধ	১৭০
শিব নামাবলী	১৭২
ঋষিগণের কাশী যাত্রা	১৭৩
হরি নামাবলী	১৭৪
হরিসংকীর্ত্তন	১৭৫
ব্যাসের শিবনিন্দা	১৭৮
ব্যাসের ভিক্ষা বারণ	১৮০
কাশীতে শাপ	১৮৩
অন্নদার মোহিনীরূপ	৮৬
শিব ব্যাসে কথোপকথন	৮৯
ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ	৯২
গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা	৯৫
ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি	৯৭
ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার	
গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার	২০০
বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা	২০৩
ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন	২০৬
ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য	২০৮
অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসে ছলনা	২১১
ব্যাসের প্রতি দৈববাণী	২১৬
বসুন্ধরে অন্নদার শাপ	২১৮
বসুন্ধরের বিনয়	২২১

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে গমন	২২৩
হরিহোড়ের বৃত্তান্ত	২২৬
হরিহোড়ে অন্নদার দয়া	২২৯
হরিহোড়ে বরদান	২৩১
বসুন্ধরার জন্ম	২৩৩
নলকূবরে শাপ	২৩৬
নলকূবরের প্রাণত্যাগ	২৪০
ভবানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত	২৪১
অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা	২৪৪
রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন	২৫১
বিদ্যাসুন্দরের কথা আরম্ভ	২৫২
সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা	২৫৩
সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ	২৫৭
বর্দ্ধমানের গড় বর্ণন	২৬০
পুর বর্ণন	২৬২
সুন্দর দর্শনে নারীগণের খেদ	২৬৫
সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ	২৬৬
সুন্দরের মলিনী বাটী প্রবেশ	২৭০
মালিনীর বেসাতির হিসাব	২৭৩
মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন	২৭৫
বিদ্যার রূপ বর্ণন	২৭৭
মাল্য রচনা	২৮৩
পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা	২৮৩
মালিনীকে তিরস্কার	২৮৫
মালিনীকে বিনয়	২৮৭
বিদ্যাসুন্দরের দর্শন	২৯১
সুন্দর সমাগমের পরামর্শ	২৯৬

সূচীপত্র

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
সন্ধি খনন	২৯৯
বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি	৩০১
সুন্দরের পরিচয়	৩০৫
বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ	৩১১
বিহারারম্ভ	৩১৪
বিহার	৩১৫
সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা	৩১৭
বিপরীত বিহারারম্ভ	৩২২
বিপরীত বিহার	৩২৪
সুন্দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন	৩২৬
বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য	৩৩০
দিবা-বিহার ও মান-ভঙ্গ	৩৩৪
সারী শুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ	৩৩৭
বিদ্যার গর্ব্ভ	৩৪২
গর্ব্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার	৩৪৬
বিদ্যার অনুনয়	৩৫০
রাজার বিদ্যার গর্ব্ভ শ্রবণ	৩৫২
কোটালের শাসন	৩৫৪
কোটালের চোর অনুসন্ধান	৩৫৬
কোটালগণের স্ত্রীবেশ	৩৫৯
চোর ধরা	৩৬১
কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ	৩৬৩
সুড়ঙ্গ দর্শন	৩৬৫
মালিনী নিগ্রহ	৩৬৬
বিদ্যার আক্ষেপ	৩৬৯
নারীগণের পতিনিন্দা	৩৭২
রাজসভায় চোর আনয়ন	৩৭৯

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা	৩৮৩
রাজার নিকট চোরের পরিচয়	৩৮৫
রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ	৩৮৭
শুকমুখে চোরের পরিচয়	৩৯০
মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি	৩৯২
দেবীর সুন্দরে অভয়দান	৩৯৬
ভাটের প্রতি রাজার উক্তি ও ভাটের উত্তর	৩৯৮
সুন্দর প্রসাদন	৩৯৯
সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা	৪০৩
বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ	৪০৫
বার মাস বর্ণন	৪০৭
বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা	৪১০
বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান	৪১১
মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি	৪১৩
মানসিংহের যশোর যাত্রা	৪১৬
মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ	৪১৮
মানসিংহের ভাবানন্দ বাটী আগমন	৪২২
ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা	৪২৩
দেশ বিদেশ বর্ণন	৪২৫
জগন্নাথপুরীর বিবরণ	৪২৭
মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি	৪৩০
পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন	৪৩১
পাতশাহের দেবতা নিন্দা	৪৩৩
পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর	৪৩৬
দাসু বাসুর খেদ	৪৩৯
মজুন্দারের অন্নদা স্তব	৪৪১
অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান	৪৪৬

সূচীপত্র

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
অন্নপূর্ণা সৈন্য বর্ণন	৪৪৩
দিল্লীতে ভূতের উৎপাত	৪৪৪
পাতশার নিকটে উজীরের নিবেদন	৪৪৯
অন্নপূর্ণার মায়া প্রপঞ্চ	৪৫১
ভবানন্দের পাতশার বিনয়	৪৫৫
গঙ্গা বর্ণন	৪৫৮
অযোধ্যা বর্ণন	৪৬০
রামায়ণ কথন	৪৬১
ভবানন্দের কাশী গমন	৪৬৫
ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি	৪৬৭
ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি	৪৬৯
বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য	৪৭০
ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য	৪৭১
ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ	৪৭৩
মাধীকৃত সাধীর নিন্দা	৪৭৫
পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি	৪৭৬
ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ	৪৭৮
মজুন্দারের রাজ্য	৪৮০
অন্নদার এয়োজাত	৪৮২
রন্ধন	৪৮৩
অন্নদা পূজা	৪৮৮
অষ্টমঙ্গলা	৪৮৯
রাজার অন্নদার সহিত কথা	৪৯৩
মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা	৪৯৭
চোরপঞ্চাশৎ	৪৯৯
রসমঞ্জরী	৫৭৪

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের

জীবন-বৃত্তান্ত।

যে কোন ব্যক্তি কোন গ্রন্থ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি আদৌ সেই গ্রন্থকারের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করেন। এই নিমিত্ত মহাকবি ভারতচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী নানা স্থান হইতে সঙ্কলন পূর্ব্বক তাঁহার এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহের প্রারম্ভে প্রকটিত হইল। বোধ করি, পাঠক মহাশয়েরা পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তঃপাতি ভূরসুট পরগণার মধ্যস্থিত পাণ্ডুয়া নামক গ্রামে বাস করিতেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রে মুখটি বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রচুর বিষয় বিভব জন্য "রায়" এবং "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার বাটীর চতুর্দ্দিক গড়বন্দী ছিল বলিয়া, অদ্যাপিও সেই স্থান "পেঁড়োর গড়" বলিয়া বিখ্যাত আছে।

নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের চারি পুত্র; জ্যেষ্ঠ চতুর্ভুজ, মধ্যম অর্জ্জুন, তৃতীয় দয়ারাম এবং চতুর্থ বা সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভারতচন্দ্র। এই অসাধারণ গুণসম্পন্ন কবি-কেশরী ভারতচন্দ্র রায় ১৬৩৪ শকে (১১১৯ সালে) জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ভূম্যধিকার সংক্রান্ত কোন বিবাদ সূত্রে বর্দ্ধমানাধীশ্বর কীর্ত্তিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননীকে কটূক্তি করাতে, সেই রাজ্ঞীর আজ্ঞানুসারে তাঁহার সেনাপতিরা ভবানীপুরের গড় এবং পেঁড়োর গড় অধিকার করিয়া যাবতীয় অস্থাবর দ্রব্য সামগ্রী হরণ করিলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনারায়ণ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে কালাতিপাত

করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ভারতচন্দ্র পলায়ন পূর্ব্বক মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়া-পাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলাশ্রমে বাস করিয়া তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্ত-সার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগি-লেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া উক্ত মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের নিকটবর্ত্তী সারদা নামক গ্রামের কেশর কুণি আচার্য্যদিগের একটি কন্যা বিবাহ করিলেন। তৎপরে তিনি কেবল মাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃবর্গ বিরক্ত হইয়া ভর্ৎসনা করাতে ভারতচন্দ্র অভিমান পরবশ হইয়া হুগলি প্রদেশের অন্তঃপাতি বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর-নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে গমন পূর্ব্বক পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিতে পারেন; কিন্তু তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, এবং রীতিমত কোন বিষয়েরই রচনা বা বর্ণনা করেন না, কেবল মনে মনে তাহার আন্দোলন মাত্র করিয়া থাকেন। কেবল বিদ্যাভ্যাসেই নিয়ত সাধ্যবসায় পরিশ্রম করেন। দিবসে একবার রন্ধন করিয়া তাহাই দুইবার আহার করেন। ব্যঞ্জনের মধ্যে বার্ত্তাকুদগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছুই

৬১৩

একদিবস তিনি উক্ত মুন্সীদিগের বাটীতে সত্যনারা-য়ণের পুঁথি পড়িবার নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সে দিবস বাসায় প্রত্যাগমন করিয়া একখানি সত্যনারায়ণের পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাই সভায় পাঠ করেন। ইহা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। বিশেষতঃ আমাদিগের বালক কবিবর, তৎকালে পঞ্চদশ

বর্ষ অতিক্রম করেন নাই। এই নবীন বয়সে এ প্রকার ক্ষমতাপন্ন হওয়া ভারত ভিন্ন ভারতে দৃষ্টিগোচর হয় না। অধিকন্তু এই রচনাই তাঁহার প্রথম রচনা। চৌপদীতে আর একখানি সত্যনারায়ণের কথা রচনা করেন, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে কোন্ খানি প্রথমে রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তবে শেষোক্ত গ্রন্থ নিবিষ্ট "সনে রুদ্র চৌগুণা" এই বাক্য দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ঐ খানি ১১৩৪ সালে লিখিত হইয়াছিল। ফলতঃ দুইজন আদেশ-কর্ত্তার আদেশমতে দুইখানি পুঁথি রচনা করিয়া দুইবার সমাজে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, জগদীশ্বরের বিশেষ অনুকম্পা ব্যতিরেকে এরূপ ক্ষমতা হয় না।

ভারতচন্দ্র রায় পারস্য ভাষাতে কৃতবিদ্য হইয়া অনু-মান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বাটীতে আসিয়া জনক জননী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহাকে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য ও আহ্লাদিত হইলেন। কিছুদিন পরে অগ্রজদিগের অনুমত্যনুসারে ভারতচন্দ্র তাঁহাদিগের কর্ম্ম-চারী (মোক্তার) হইয়া বর্দ্ধমানে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া স্বীয় পিতার ইজারা গৃহীত ভূমি সম্পর্কে সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালন করেন, এমন সময়ে তাঁহার ভ্রাতারা নিয়মিতকালে কর প্রেরণে অপারগ হওয়াতে বর্দ্ধমানাধিপতি সেই ইজারাটি খাসভুক্ত করিয়া লইলেন। তাহাতে ভারত আপত্তি করাতে রাজ-কর্ম্মচারীগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তথায় কারারক্ষকের দয়াস্পদ হইয়া গোপনে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী কটকে আসিয়া শিবভট্ট নামা দয়াবান সুবাদারের আশ্রয় লইলেন। পরে শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম

ধামে কিছুদিন বাস করণের প্রার্থনা করাতে সুবাদার পাণ্ডাদিগের উপর এমত আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন যে, ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য বিনা কর প্রদানে যেথানে ইচ্ছা বাস করিতে পারিবেন, এবং প্রতিদিন এক একটি বলরামি আট্‌কে প্রাপ্ত হইবেন।

অনন্তর ভারত শ্রীক্ষেত্রে শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মঠে বাস করিয়া শ্রীভাগবত এবং অন্যান্য বৈষ্ণবমতে গ্রন্থ সকল পাঠ করেন, এবং সশিষ্য গেরুয়াবসন পরিধান পূর্ব্বক বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হয়েন।

কিয়দ্দিনানন্তর ভারতচন্দ্র বৃন্দাবন ধাম দর্শনার্থী হইয়া বৈষ্ণবদিগের সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্র হইতে শুভযাত্রা পূর্ব্বক পদব্রজে খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রী৺গোপীনাথ জীউকে দর্শন এবং কীর্ত্তন শ্রবণে অতিশয় মুগ্ধ হইয়া প্রেমাশ্রুপাতন করিতে লাগিলেন।

ঐ খানাকুলগ্রামে তাঁহার শালীপতি ভ্রাতা ভট্টাচার্য্যের বাস। ভারতের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্যরা আসিয়া তাঁহাকে বিস্তর প্রবোধ দিয়া স্বালয়ে লইয়া গিয়া সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করাইয়া দিলেন; এবং অনেক চেষ্টা দ্বারা তাঁহাকে সংসার-মার্গে পুনরানয়ন করাইলেন। কিন্তু তিনি কোনমতে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের নিকট গেলেন না। তিনি কহিলেন, যাবৎ অর্থ উপার্জ্জন না করিতে পারি, তাবৎ গৃহে গমন করিব না।

কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র তাঁহার ভায়রা-ভাই ভট্টাচার্য্যের সমভিব্যাহারে তাজপুরের পার্শ্বস্থিত শারদা গ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন পূর্ব্বক মহাহর্ষে কিয়ৎকাল বাস করিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্বশুরকে অনুরোধ করিলেন যে, তাঁহার পিতা কিম্বা ভ্রাতারা লইতে আসিলে, তাঁহার কন্যাকে কদাচ না পাঠান।

অনন্তর তিনি ফরাসি গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত শ্রোত্রিয় পালধিবংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট ফরাশডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তথায় প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তৎকালে উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের জাতিঘটিত কোন অপবাদ থাকাতে তাহার বাসায় অবস্থান না করিয়া ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের দেওয়ান গোন্দলপাড়া-নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের ভবনে থাকিয়া আহারাদি করিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় ঐ পাল চৌধুরীর নিকটে প্রয়োজন মতে দুই চারি লক্ষ টাকা ঋণ করিতে আসিতেন। এক দিন প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ শুভাগমন করিলে চৌধুরী মহাশয় নানা প্রসঙ্গান্তর ভারতের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে বিশিষ্টরূপে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে রাজা সম্মত হইয়া ভারতকে কৃষ্ণনগর রাজধানীতে পাঠাইবার অনুজ্ঞা করিয়া গেলেন।

কিয়দ্দিবস পরে ভারত কৃষ্ণনগরে গমন করিলে, রাজা মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাঁহাকে বাসা প্রদান করিলেন। ভারত প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মধ্যে মধ্যে দুই একটি কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখান। রাজা প্রফুল্লচিত্তে কবিশ্রেষ্ঠ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার অভিমতক্রমে ভারতচন্দ্র মুকুন্দরায় কবিকঙ্কণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত ভাষা কবিতায় চণ্ডী রচনার প্রণালীতে অন্নদামঙ্গল বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন (১১৫৯ সাল)। একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হইয়া তৎসমুদায় লিখিতে লাগিলেন, এবং নীলমণি সমাদ্দার নামক একজন গায়ক সেই সকল পালাভুক্ত গীতের সুর, রাগ এবং পাঁচালী শিক্ষা করিয়া প্রতিদিন গান করিতে লাগিলেন। পরে রাজার

আদেশানুসারে বিদ্যাসুন্দরের প্রসঙ্গ তন্মধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর রসমঞ্জরী পুস্তক রচনা করেন।

ভারতচন্দ্র রায় ইষ্টনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদা যথানিয়মে দেবার্চ্চনা ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন, কোনক্রমে বৃথা কালাতীত করিতেন না। তিনি প্রায় নিয়তই বিদেশে বাস করিতেন, তথাপি পরস্ত্রীগমনে কদাচ রত ছিলেন না। একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভারতের চরিত্র পরীক্ষার্থ যবন জাতীয়া এক সুরূপা লোচনানন্দদায়িনী বারবিলাসিনীকে বিশিষ্টরূপে উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ভারতের নিকটে প্রেরণ করিলেন। ঐ দিব্যাঙ্গনা ভারতের নিকেতনে উপস্থিত হইয়া সহসা তাঁহার গলদেশে ভুজদ্বয় সংলগ্ন করিয়া আলিঙ্গন করাতে ভারত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইলেন, ইহাতে সুন্দরী অপমানিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। রাজা বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে কহিল, মহারাজ। এমন মূখ অসভ্য অরসিক ব্যক্তির সন্নিধানেও আমাকে পাঠাইয়াছিলেন? এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সমুদয় ঘটনার বর্ণন করিল। রাজা ভারতকে ডাকাইয়া ক্রোধস্বরে সুরত-রঙ্গিণীর অঙ্গস্পর্শে বদন ফিরাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভারত কহিলেন, মহারাজ। আপনার প্রেরিতা অপূর্ব্ব বারবনিতাকে আমি অপমান করিবার মানসে এতদ্রূপ ব্যবহার করি নাই। তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে পয়োধর পীনোন্নত যুগল অত্যন্ত কঠিন, এ নিমিত্তে আমার বক্ষে এ প্রকার আঘাত করিল, যে বোধ হইল, বুঝি বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পৃষ্ঠদেশে কুচাগ্র ভাগ বিনির্গত হইয়াছে, এই আশঙ্কাতে মুখ ফিরাইয়া পৃষ্ঠদেশ নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম। রাজা ভারতের এতাদৃশী সদুত্তর শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া ভারতকে যথোচিত প্রশংসা করিলেন।

প্রথিত আছে, রাজাজ্ঞানুসারে ভারতচন্দ্র রায় বিদ্যা-সুন্দরের কথা রচনা করিয়া এক দিবস সেই পুঁথিহস্তে রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রতি রাজার দৃষ্টিপাত হইবামাত্র ভারত বিনীতভাবে নিকটে গমন করিয়া অঞ্জলি পুরিয়া সেই পুঁথিখানি রাজকরে অর্পণ করিলেন। রাজা তৎকালে কোন প্রয়োজনীয় বিষয়-ঘটিত কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন, এজন্য তৎপ্রতি বিশেষ গৌরব না করিয়া শিরো-ধানের উপর রক্ষিত করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা কিঞ্চিৎ অবসর প্রাপ্ত হইলে ভারত গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মদ্রচিত পুঁথিখানি শিরোধানের উপর এ প্রকার হেলাইয়া রাখা উচিত নহে, যে হেতু তদবস্থায় অধিকক্ষণ থাকিলে কাব্যের রসাভাব হইবার সম্ভাবনা। সুচতুর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতের ইঙ্গিত আশু হৃদয়ঙ্গম করিয়া অতি যত্নসহকারে পুস্তক হস্তে লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হর্ষোৎফুল্ল বদনে কহিলেন, ভারত! তুমি যথার্থই কহিয়াছ। এই কাব্য মধ্যে রস টলটল করিতেছে। অতএব হেলাইয়া রাখিলে রস নিঃসৃত হইবার সম্যক সম্ভাবনা। ভারত তুমিই যথার্থ কবি, এবং তোমার পরি-শ্রমও সার্থক।

রায় গুণাকর স্বীয় অসামান্য কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যগুণে নৃপতির প্রিয় সভাসদ হইয়া কিছুদিন যাপন করিলে, এক দিন রাজা তাঁহার বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি কহিলেন, আমার স্ত্রী আমার শ্বশুরালয়ে আছেন। ভ্রাতা-দিগের সহিত আমার তাদৃশ সদ্ভাব নাই, এ জন্য বাটী যাইবার অভিলাষ নাই। গঙ্গাতীরে কিঞ্চিৎ স্থান পাইলেই পরিবার লইয়া বাস করিতে পারি। পরে ভারতের ইচ্ছানু-সারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতকে মূলযোড়ে বাস করি-বার আদেশ করিয়া বাটীর নিমিত্ত ১০০ এক শত টাকা

এবং ৬০০ ছয়শত টাকা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া মূলা-যোড় গ্রামখানি ইজারা দিলেন।

ভারতচন্দ্র রাজপ্রদত্ত অর্থ ও সনন্দ লইয়া আনন্দ-মনে পিতৃগৃহবাসিনী স্বীয় রমণীকে আনয়নপূর্ব্বক মূলাযোড়ের ঘোষালদিগের একটী ঘর লইয়া কিছুকাল বাস করিয়া রহি-লেন। কিছুদিন পরে নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইলে, শুভদিন ক্ষণে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভারতের পিতা এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া গঙ্গাতীর বাস করণের সুযোগ জানিয়া মূলা-যোড়ে আসিয়া কিছুদিন তথায় বাস করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। যথাসাধ্য পিতৃকৃত্য সমাধা করিয়া ভারত পুন-র্ব্বার কৃষ্ণনগরে গমনানন্তর নানা বিষয় ঘটিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন।

ভারত কখন মূলাযোড়, কখন কৃষ্ণনগরে, কখন বা করাশডাঙ্গায় বাস করিয়া থাকেন, এমন সময়ে রাঢ়দেশের প্রসিদ্ধ "বর্গির হেঙ্গামা" প্রবলতর হওয়াতে বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ তিলকচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী পুত্র লইয়া প্রাণ রক্ষার্থে মূলাযোড়ের পূর্ব্ব দক্ষিণ "কাউগাছী" গ্রামে বাস করাতে দেখিলেন, ভারতচন্দ্র মূলাযোড় ইজারা লইয়াছেন। অতএব হস্তি অশ্ব পশ্বাদি গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করিলে ব্রহ্মস্ব হরণ করা হইবে, এই নিমিত্তে মূলাযোড় গ্রাম আমারই পত্তনি লওয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ ধার্য্য করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে পত্র লিখিলেন। নবদ্বীপাধিপতি প্রার্থিত পত্তনি স্বীকৃত হইলে, রাজ্ঞী স্বীয় কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে পত্তনি লইলেন। এতদ্ব্যাপার অবগত হইয়া ভারত-চন্দ্র রায় কৃষ্ণনগরের রাজার নিকট অনেক আপত্তি করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার এ গ্রামে বাস করা অকর্ত্তব্য। রাজা কহিলেন, তবে আনরপুরের অন্তঃপাতি গুস্তে নামক গ্রামে গিয়া বসতি কর। এই বলিয়া গুস্তেবাসী মুখো-

পাধ্যায়দিগের বাটীর সন্নিকট ১০৫ বিঘা এবং মূলাযোড়ে ১৬ বিঘা ভূমিতে আপন স্বত্বাধিকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে দান করিলেন।

ভারতচন্দ্র রায় গুস্তে গ্রামে গমনার্থ প্রস্তুত হইলে মূলা-যোড়স্থ যাবতীয় ভদ্রলোক বিষণ্ণবদনে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, মহাশয়, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? আমরা কদাচ যাইতে দিব না। এই অনুরোধে তাঁহার গুস্তে গমন করা হইল না, মূলাযোড়েই রহিলেন।

রামদেব নাগ পত্তনি গ্রহণ করিয়া সকল লোকের উপর অত্যাচার করাতে ভারত ক্রোধবশতঃ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায় নাগাষ্টক রচনা করিয়া পত্রযোগে কৃষ্ণনগরে পাঠাইয়া দিলেন। রাজা নাগাষ্টক পাঠপূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল-মনে অবিলম্বে নাগের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দিলেন। ঐ পত্র ও নাগাষ্টক যে প্রকার সুললিত সুধাভিষিক্ত শব্দে রচিত, তাহা বলা যায় না। ফলতঃ ধীমান বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণই ইহার সার গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন।

রায় গুণাকর ভাষা রচনার বিষয়ে যে সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা তদীয় গ্রন্থ পাঠকারী ব্যক্তি-মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন; কিন্তু তদ্ব্যতীত তিনি পারস্য ভাষাতেও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ব্রজবুলী হিন্দি সংস্কৃত ও যাবনীক শব্দেও কবিতা রচনা করিয়া তত্তাবৎ ভাষাভিজ্ঞতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। বিদ্যা-সুন্দরের রচনা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হওয়াতে কেহ কেহ বোধ করেন, ভারত ইহাতে রাজ-সভাসদ অন্যান্য পণ্ডিতগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ১১৬৭ সালে (১৬৮২ শকে) ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হইয়া

লোকান্তর গমন করেন। অতএব এক্ষণে ১৪০ একশত চল্লিশ বৎসর অতীত হইল, তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অর্থাৎ (১৬৭৪ শকে) অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। অন্নদামঙ্গলে তাহার নির্দ্দেশ আছে। যথা—

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

এই প্রধান গ্রন্থের পরেই ভারতচন্দ্র রসমঞ্জরী পুস্তক রচনা করেন। জীবনাবসানের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-হিন্দি-মিশ্রিত বঙ্গভাষায় চণ্ডীনাটক নামধেয় এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনারম্ভ করেন; কিন্তু তাহার পরিশেষ না হইতেই কৃতান্তের করাল কবল ভুক্ত হইলেন। চণ্ডী নাটক সমাপ্ত হইলে পৃথিবীতে একখানি অতি অলৌকিক রসভাবপূর্ণ নাটক দৃষ্ট হইত।

ভারতচন্দ্র রায়ের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিত রায়, মধ্যম রামতনু রায় এবং কনিষ্ঠ ভগবান রায়—এক্ষণে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ নাই। মধ্যম রামতনু রায়ের পুত্র তারকনাথ রায় মহাশয় মূলাযোড়ে বাস করিয়া কয়েক বৎসর গত হইল একোত্তর অশীতি বৎসর বয়সে দেহ পরিত্যাগ করিয়া যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। উক্ত তারকনাথ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীঅমরনাথ রায় এতৎ রাজধানীতে বাস করিয়া বিষয়কর্ম্ম করিতেছেন। তাঁহার দুইটি পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে উভয়ই যুবা। অধুনা কবিকুলতিলক ভারতচন্দ্র রায়ের একটি প্রপৌত্র এবং দুইটি বৃদ্ধ প্রপৌত্র মাত্র বর্ত্তমান আছেন। জগদীশ্বরের কৃপায় তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের বিশেষ ক্লেশ নাই।

মানসিংহ।

অন্নদামঙ্গলই ভারতচন্দ্রের মূল গ্রন্থ। তাহার দুইটি শাখা আছে, বিদ্যাসুন্দর ও মানসিংহ। বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থনায়ক ভবানন্দ মজুন্দারের মুখে বর্ণিত পথঘটিত একটি অপ্রাসঙ্গিক উপাখ্যান মাত্র। সে উপাখ্যান ছাড়িয়া দিলেও মূল গ্রন্থের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই।

মানসিংহ অন্নদামঙ্গলের উত্তরাংশ বলিলেও হয়। অন্নদামঙ্গলের নায়ক ভবানন্দের শেষ কীর্ত্তি ও তাঁহার ভবিষ্যবংশের কতকটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই খণ্ডে বর্ণিত আছে। মানসিংহ ইতিহাস-মূলক। তৎকালীন ইতিবৃত্ত-ঘটিত অনেক কথার পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। আবার ভূগোলের বৃত্তান্তও কতকটা আছে। প্রদেশ, পরগণা, জেলা, নদ, নদী, পর্ব্বত ও কতকগুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম নগরাদির প্রাসঙ্গিক বিবরণ ইহাতে আছে।

মানসিংহে তখনকার তিন জন প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তির কীর্ত্তি বর্ণনা আছে; ভবানন্দ, প্রতাপ আদিত্য ও মানসিংহ। প্রথম দুইজন বাঙ্গালী, শেষ ব্যক্তি রজঃপুত।

ভবানন্দ মজুন্দারই সমগ্র অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের নায়ক। বঙ্গেশ্বর আদিশূর ১০৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্যাসদাচারসম্পন্ন পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় এবং বেদগর্ভ।

এই ভট্টনারায়ণ হইতে কাশীদাস পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ। ১৫৯৭ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সন্নিহিত প্রদেশে

বিষয়াদি ভোগ করিয়া আসিলেন। তাহার পর কাশীনাথ বাঙ্গালার নবাবের উত্তেজনায় সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক [illegible] প্রাণে বিনষ্ট হইলেন।

কাশীনাথের বিধবাপত্নী, কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া আন্দুলিয়া নিবাসী হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের গৃহে আশ্রয় লই-লেন। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার বাগোয়ান পরগণার জমীদার। তিনি নিঃসন্তান। কাশীনাথের পত্নীকে দুহিতার মত যত্ন করিয়া রাখিলেন। তিনি গর্ভবতী ছিলেন। পুত্র প্রসব করিলে, হরেকৃষ্ণ তাহার রামচন্দ্র নাম রাখিয়া আপনার সমাদ্দার উপাধি ও সম্পত্তি সমস্ত তাহাকে দিলেন। এই রাম সমা-দ্দারের পুত্র ভবানন্দ মজুন্দার। রাম সমাদ্দারের নাম মান-সিংহের দুই একস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ হইতে ভবানন্দ একুশ পুরুষ।

ভবানন্দ বালককাল হইতেই মনস্বী, প্রতিভাশালী ও শান্তস্বভাব ছিলেন। ১৩।১৪ বৎসর বয়সে, সপ্তগ্রামে একজন মুসলমান রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তখন সংস্কৃত বিদ্যা তিনি বেশ শিখিয়াছিলেন। রাজ-পুরুষ, বালকের অদ্ভুত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয়ে তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া সপ্তগ্রামে লইয়া গিয়া তাঁহাকে রাজভাষা (পারস্য ভাষা) শিখাইলেন। পরিশেষে একদিন তাঁহাকে অনুরোধপত্র সহ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঢাকায় পাঠাইয়া দিলেন। নবাব তাঁহার বংশাবলী ও বিদ্যার পরি-চয়ে পরম সন্তুষ্টচিত্তে, মজুন্দার উপাধি ও কানুনগো পদ প্রদান করিলেন।

হরিবল্লভ, জগদীশ ও সুবুদ্ধি নামক ভবানন্দের আর তিন সহোদর ছিল। কিছুদিন পরে ভবানন্দ, ঐ তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়ুবগাছি ও পাটকাবাড়ি যথাক্রমে এই তিনটী পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিয়া আপনি

অবশিষ্ট রাখিয়া, বাগুয়ান পরগণার বল্লভপুর গ্রামে বসতি করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা মানসিংহ দিল্লী হইতে প্রতাপ আদিত্যকে দমন করিতে আসিলে, ভবানন্দ মজুন্দার সম্রাটের সেনাপতিকে বর্দ্ধমান হইতে স্বভবনে লইয়া আসিলেন। মানসিংহ স্বকার্য্য সাধনে ভবানন্দের নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার সৈন্য মধ্যে, ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টির সময়, ভবানন্দের সাহায্য না পাইলে, সেনাবল-ক্ষয়ে হয়ত তাঁহার কার্য্যোদ্ধার অসম্ভব হইত। ভবানন্দকে মানসিংহ আর ছাড়িলেন না। প্রতাপ আদিত্যকে দমন করিয়া, দিল্লী প্রত্যাগমনকালে বাদশাহের দরবারে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর মানসিংহের মুখে ভবানন্দের পরিচয় ও তাঁহার পিতামহ কাশীনাথের দুর্গতির কথা শ্রবণ করিয়া এবং মজুন্দারের সহিত আলাপে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজা উপাধি ও নবদ্বীপ প্রভৃতি ১৪টি পরগণার জমিদারী এবং ১৬১৩ অব্দে আরও কয়েকটী পরগণা প্রদান করিলেন। ভবানন্দ মজুন্দারই নবদ্বীপের রাজবংশের আদি পুরুষ।

তৎপরে পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া, ও ভূতলে অন্নপূর্ণা পূজা প্রচার করিয়া, সুযোগ্য পুত্র গোপালকে রাজ্যভার দিয়া ভবানন্দ স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার বংশধর কৃষ্ণনগরে রাজত্ব করিতেছেন। নবদ্বীপের রাজবংশ বহুকাল ধরিয়া বঙ্গদেশে ধর্ম্ম, সমাজ, বিদ্যা ও কিয়দংশে রাজনীতির অধিনেতা ছিলেন। কৃষ্ণনগর, মাটিয়ারি, শিবনিবাস, গঙ্গাবাস প্রভৃতি নগরে এই রাজবংশের রাজপ্রাসাদ আছে।

প্রতাপ আদিত্য বাঙ্গালার মধ্যে একজন প্রতাপশালী দুর্দান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি বঙ্গজ কায়স্থবংশীয়। তাঁহার ৫২ হাজার পদাতি ও সহস্র অশ্বারোহী সেনা এবং বহু সংখ্যক হস্তী ইত্যাদি ছিল। প্রতাপ আদিত্য বড় স্বাধীনচেতা। দিল্লীর

সম্রাটের প্রতাপে নত হইতেন না। সম্রাট তাঁহাকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারেন নাই। পরিশেষে তাঁহার নিষ্ঠুরাচরণে দৈব তাঁহার প্রতিকূল হইলেন, তিনি আপনার পিতৃব্য বসন্ত রায়কে সবংশে হত্যা করিলেন। কেবল বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায়, প্রতাপের মহিষীর কৌশলে কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার মুখে প্রতাপের অত্যাচার বৃত্তান্ত শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহার দমনার্থ মানসিংহকে বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। কচুরায় মানসিংহের সঙ্গে আসিলেন। প্রতাপ আদিত্য বাঙ্গালী হইয়াও যবন সম্রাটের প্রধান রজঃপুত সেনাপতি মানসিংহের সহিত নির্ভয়ে অতুল সাহসে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় পরিশেষে তিনি মানসিংহের হস্তে পরাজিত ও পিঞ্জরাবদ্ধ হন। প্রভুপরায়ণ রজঃপুত সেনাপতি পতিত শত্রুকে পিঞ্জর মধ্যে অনাহারে মারিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার শবদেহ ঘৃতে ভাজিয়া যবন সম্রাটের পদতলে উপহার দিলেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের শবদেহ যমুনার জলে ভাসাইতে আদেশ করিয়া কচুরায়কে যশোরের রাজ্য প্রদান করিলেন। অধুনা যশোর নামে যে জেলা আছে, ইহা সে যশোর নয়। সুন্দরবন অঞ্চলে যশোহর নামে তৎকালে এক সুপ্রসিদ্ধ নগর ছিল, উহাই প্রতাপ আদিত্যের রাজধানী। এখন সে স্থান জঙ্গলময়। খুলনা জেলার অন্তর্গত একটি বনময় প্রদেশে অদ্যাপি প্রতাপাদিত্যের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশিষ্ট বিদ্যমান আছে। নহবৎখানা, ঘড়ীখানা প্রভৃতি রাজভবনের লক্ষণ সমূহ এখনও তথায় স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। শিলাময়ী নামে প্রতাপাদিত্যের গৃহে যে পাষাণময়ী দেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, রাজার পাপে যুদ্ধকালে তিনি মুখ ফিরাইয়া অর্থাৎ রাজার উপর প্রতিকূল হইয়া বসিয়া ছিলেন। শুনা যায়, মন্দির মধ্যে শিলাময়ী দেবী এখনও দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া আছেন।

প্রতাপ আদিত্যের কীর্ত্তি-কলাপের কথা বিবৃত করিয়া, কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত রাম বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কবি রাম বসু নহেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে, ১৮০১ অব্দে ঐ গ্রন্থ প্রণীত হয়। বোধ হয়, বাঙ্গালা ভাষার উহাই প্রথম গদ্য পুস্তক, ঐ পুস্তক এখন পাওয়া দুষ্কর। বঙ্গাধিপ-পরাজয় প্রভৃতি দু-একখানি আধুনিক গ্রন্থেও প্রতাপ আদিত্যের কথা কিছু কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু সে অতি সামান্য। তাহাতে ঐতিহাসিক জ্ঞানের বিশেষ কিছু সাহায্য হয় না।

প্রতাপ আদিত্যের মৃত্যুর পর কচুরায় যশোর রাজ্যের সম্রাটের প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার বংশ লোপ হয় নাই। কিন্তু রাজত্ব ও উপাধি বিলুপ্ত হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশে কচুরায়ের বংশ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই বংশের একজন ওকালতী পরীক্ষা দিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। বিচারপতি জ্যাকৃসন সাহেব তাঁহাকে মুনসেফী পদ দিয়া যান। বোধ হয়, অদ্যাপি তিনি সেই কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

মানসিংহ অম্বরের রাজা ছিলেন। বিহারী মল্ল, ইহার বংশের আদি পুরুষ। যে সকল রাজপুতযোদ্ধা যবন সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার করিয়া, ভারতে যবন সম্রাটের প্রতাপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, মানসিংহ তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিবাহ দ্বারা ইনি সম্রাটবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। চিতোরের তেজস্বী রাণা প্রতাপ ইহাকে যবনদাস বলিয়া বড় ঘৃণা করিতেন।

যবনের শত্রুদমনে রাজা মানসিংহ বড়ই সুদক্ষ ছিলেন। রাজপুত প্রতাপ ও বাঙ্গালি প্রতাপ, এই দুই প্রতাপের তিনিই সর্ব্বনাশের মূল। রাজা মানসিংহ, আকবর ও

জাহাঙ্গীর, পিতা পুত্র এই দুই জনের রাজত্বকালেই সেনা-পতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটের পঞ্চ হাজারী, অর্থাৎ পাঁচ হাজার সেনার অধিনায়ক ছিলেন। পরাক্রমে মান-সিংহ অজেয় ছিলেন। সুতরাং সঙ্কটাকুল স্থানে তিনিই প্রেরিত হইতেন। আজি কালি ইতিহাস পাঠকের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং তাঁহারা সকলেই ইহাঁর বিষয় অল্প না অধিক পরিমাণে জ্ঞাত আছেন। অতএব এ বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

নানাবিষয়িণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্যাবলী।

সত্যপীরের কথা।

(১)

গণেশাদি রূপ ধর, বন্দ প্রভু স্মরহর,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষদাতা।
কলিযুগে অবতরি, সত্যপীর নাম ধরি,
প্রণমহ বিধির বিধাতা ॥
দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র, কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র,
যবনে করিতে বলবান।
ফকীর শরীর ধরি, হরি হৈলা অবতরি,
এক বৃক্ষতলে কৈলা স্থান ॥
লম্বমান দাড়ী গোঁপ, গায় কাঁথা শিরে টোপ,
হাতে আশা কাঁধে ঝোলে ঝুলি।
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাক্য পীর নবি,
নমাজে দগার চুমে ধূলি ॥
জাহির কিরূপে হব, কারে বা কিরূপে কব,
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি।
ঈশ্বর ইচ্ছায় ক্ষিপ্র, বিষ্ণু নামে এক বিপ্র,
সেইখানে উত্তরিল আসি ॥
দীন দেখে দ্বিজবরে, সত্যপীর কন তাঁরে,
প্রকাশ করিতে অবতার।
যে সত্য জনারগির, সির্ণি বেদ দরপীর,
পুলকে প্রসাদ খাও তাঁর ॥
দ্বিজ বলে হরি বিনে, পূজি নাই অন্য জনে,
কি বলে ফকীর দুরাচারী।

ফকীরের অঙ্গে চায়, অদ্ভুত দেখিতে পায়,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী ॥
সম্ভ্রমে প্রণতি করি, উঠে দেখে নাহি হরি,
শূন্যে শুনে সিন্নি ইতিহাস।
ক্ষীর চিনি আটা কলা, পান গুয়া পুষ্পমালা,
মোকাম পিঠের পরে বাস ॥
দ্বিজ আসি নিজালয়, আনি দ্রব্য সমুদয়,
নিবেদন কৈল সত্য নামে।
পূজার প্রসাদ-গুণে, ধন্য হৈল ত্রিভুবনে,
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে ॥
দ্বিজ স্থানে ভেদ পেয়ে, সাত জন কাঠুরিয়ে,
সিন্নি দিয়ে পূজে সত্যপীর।
দুঃখ তিমিরের রবি, সকল বিস্তায় কবি,
অন্তে পেলে অনন্ত শরীর ॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সিন্নি মেনে,
কন্যা হেতু করিল কামনা।
ঈশ্বর ইচ্ছায় সার, জন্মিল দুহিতা তার,
চন্দ্রমুখী চঞ্চলনয়না ॥
কাদম্ব কোদর স্থূলা, কাদম্বিনী সুকোমলা,
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে, ধৈরয কি তার প্রাণে,
কামিনী কামনা করে কাম ॥
কন্যা দেখি রূপযুত, আনিয়া বণিকসুত,
বিবাহ দিলেক সদাগর।
দম্পতির মনোমত, কে জানে কৌতুক কত,
এক তনু নাগরী নাগর ॥
সদাগর মত্ত ধনে, সিন্নি নাহি পড়ে মনে,
সজামাতা সাজিল পাটন।

বাজে কাড়া দামা শিঙ্গা, বাত্ত গামি সাত ডিঙ্গা,
তুর্গদেশে দিল দরশন ॥
সত্যপীর ক্রোধ মন, রাজ-ভাণ্ডারের ধন,
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজবলে, কোটাল প্রভাতে চলে,
লোৎ পেয়ে বাঁধে সদাগরে ॥
মৃত্যু হৈতে আয়ু রাগে, বেড়ী পায় বন্দী থাকে,
মেগে খায় নায়ের নফর।
যৌবনে প্রবাসে পতি, কাল নিত্য চাহে রতি,
সাধুকন্যা হইল কাঁফর ॥
ভেদ পেয়ে দ্বিজস্থানে, সত্যপীরে সির্ণি মানে,
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যূষে ফকীর রূপ, স্বপনে দেখিয়া ভূপ,
ছেড়ে দিলা সাধু তুই জনা ॥
সাত গুণ ধন লয়ে, সাধু চলে নৌকা বেয়ে,
প্রভু পথে হইলা ফকীর।
তথাপি নির্ব্বোধ সাধু, চিনিতে না পারে বিধু,
ক্রোধে মন হৈল নব নীর ॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি, পুনঃ পেলে অব্যাহতি,
নৌকায় পূরিল গিয়া ধন।
অব্যাহতি পেয়ে তনু, ডিঙ্গা বেয়ে যায় পুনু,
নিজদেশে দিল দরশন ॥
নিজ দেশে উত্তরিল, সাধুকন্যা বার্ত্তা পেল,
স্বামীরে দেখিতে বেগে ধায়।
প্রসাদ সিরিণী হাতে, ফেলে যায় পথে পথে,
লাফানে তা পানে নাহি চায় ॥
সত্যপীর ক্রোধভরে, সাধুর জামাতা মরে,
ক্রন্দন করয়ে চন্দ্রকলা।

ওরে বিধি হায় হায়, এ যৌবন বৃথা যায়,
যেন রতি কামের অবলা ॥
ডুবিয়া মরিব জলে, থাকিব স্বামীর কোলে,
হেনকালে হৈল দৈববাণী।
সির্ণি ফেলাইয়া আলি, পুনঃ গিয়া খাও তুলি,
পাবে পতি না কাঁদিও ধনী ॥
উপদেশ পেয়ে ধেয়ে, সির্ণি কুড়াইয়ে খেয়ে,
মৃত পতি বাঁচাইল প্রাণে।
জামাতার মুখ দেখি, সদাগর হৈল সুখী,
সিরিণি করিল সাবধানে ॥
এ তিন জনার কথা,* পাঁচালী প্রবন্ধে গাঁথা,
বুদ্ধিরূপ কৈল নানা জনা।
দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম,
হীরারাম রায়ের বাসনা ॥
ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়,
নায়কের গোষ্ঠীর সহিত।
ব্রতকথা সাঙ্গ হোলো, সবে হরি হরি বলো,
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥

সত্যপীরের কথা।

(২)

শুন সবে একচিত, সত্যপীর-গুণ-গীত,
দুই লোকে পাবে প্রীত, সিদ্ধ মনস্কামনা।
গণেশাদি দেবগণ, বন্দ সত্যনারায়ণ,
সিদ্ধ দেহ অনুক্ষণ, যারে যেই ভাবনা॥
কলির প্রথমে হরি, ফকীর শরীর ধরি,
অবনীতে অবতরি, হরিবারে যন্ত্রণা।
দ্বিতীয়েতে বিষ্ণু নামে, দরিদ্র দ্বিজের ধামে,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কামে, দানে কৈল মন্ত্রণা॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যায়, প্রভু দেখা দিল তায়,
হইয়া ফকীর কায়, মুখে দিব্য দাড়ি রে।
গায়ে কাঁথা শিরে টোপ, গলে ছেলি মুখে গোঁপ,
ঝুলিতে ঝুলিতে থোপ, হাতে আশাবাড়ি রে॥
সেলাম হামারা পাঁড়ে, ধূপ্‌মে তোম্ কাহে খাড়ে,
পেরেশান দেখে বড়ে, মেরে বাৎ ধরতো।
সিন্নি বদে পির বা, সভি হাম্‌ছো মিরবা,
মোকামে হাজির বা, দরব্ হস্ত তপতো॥
বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখি দ্বিজ, নিবাসে আসিয়া নিজ,
পূজিল গরুড়ধ্বজ, সিন্নি দিয়া বিহিতে।
দেখিয়া বিপ্রের ধন, ঘরে ঘরে সর্ব্বজন,
পূজে সত্যনারায়ণ, খ্যাতি হৈল ক্ষিতিতে॥
চতুর্থে উৎকট কষ্ট, কাঠুরের হৈল নষ্ট,
জগতে হইল শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি কৈল পালনা।
সত্যপীর-গুণ গেয়ে, মনোমত ধন পেয়ে,
সিরিণি প্রসাদ খেয়ে, সিদ্ধি করে বাসনা॥
সদানন্দ নামে বেণে, সত্যপীরে সিন্নি মানে,
পঞ্চমে পাইল কন্যা, চন্দ্রকলা নামেতে।

কি কব তাহার ছাঁদ, কাম ধরিবার ফাঁদ,
মুখখানি পূর্ণচাঁদ, জিত রতি-কামেতে ॥
বর আনি নীলাম্বর, রূপে গুণে মনোহর,
সদানন্দ সদাগর, কন্যা দিল দানেতে।
চন্দ্রকলা নিকেতনে, সত্যদেবে পূজা মানে,
সত্যদেব ভাবি মনে, সদা থাকে ধ্যানেতে ॥
কন্যার বিবাহ দিয়ে, জামাতারে সঙ্গে নিয়ে,
সিরিণি বিস্মৃত হোয়ে, পাটনেতে চলিল।
পীর ক্রোধ করে তায়, ধরা পড়ে চোর দায়,
গলে ডোর বেড়ি পায়, কারাগারে রহিল ॥
এ সব প্রকার ষষ্ঠে, সদাগর মুক্ত কষ্টে,
সপ্তমে সাধুর দৃষ্টে, পথে কৈল ছলনা।
অষ্টমেতে ঘরে এলো, চন্দ্রকলা বার্ত্তা পেলো,
প্রসাদ খাইতে ছিল, ফেলে করে হেলনা ॥
জলে ডুবে মরে পতি, উভরায় কান্দে সতী,
কি হবে আমার গতি, প্রভু কোথা গেলে হে।
এ নব যৌবন নিশি, হোয়ে তার পূর্ণ শশি,
কোথা আছ অহর্নিশি, প্রেমাধীনী ফেলে হে ॥
যৌবন প্রভুর কাল, মদন দাহন জাল,
কোকিল কোকিলা কাল, রাখ পদতলে হে।
যৌবনে প্রফুল্ল ফুল, কেবল দুঃখের মূল,
খেদে হয় প্রাণাকুল, ঝাঁপ দিই জলে হে ॥
স্তবে তুষ্ট জগৎকর্ত্তা, বাঁচাইল তার ভর্ত্তা,
সদানন্দ পেয়ে বার্ত্তা, পূজারম্ভ করিল।
ভাঙ্গাইয়া কড়ি টাকা, সির্ণি কৈল কাঁচা পাকা,
যেন শশধর রাকা, দুই লোকে তরিল ॥
ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদা ভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।

নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়,
ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

বসন্ত

ভাল ছিল শীতকাল, সে তো কামানল জ্বাল,
হৃদয় সহিত শাল, এবে হলো দুরন্ত।
না ছিল কোকিল শব্দ, ভ্রমর আছিল জব্দ,
উত্তরে বাতাসে স্তব্ধ, বৃক্ষ ছিল জীয়ন্ত ॥
এবে বায়ু সাপেখেকো, ভুবন করিল ভেকো,
কেবল কামের ডেকো, সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি, শুষ্ককাষ্ঠ মুঞ্জরিলি,
ভারতেরে ভুলাইলি, আঃ আরে বসন্ত ॥

বর্ষা।

প্রথমেতে জ্যৈষ্ঠ মাস, নিদাঘের পরকাশ,
কৃষ্ণনগরেতে বাস, গেল এক বর্ষা।
শরদে অম্বিকা পূজা, রাজঘরে দশভুজা,
দেখিনু মৈনাকানুজা, জগতের হর্ষা ॥
হিম শীত তার পর, শীর্ণ করে কলেবর,
পুণ্যবাদে যাব ঘর, সেই ছিল ভরসা।

বসন্ত নিদাঘ শেষ, পুনঃ তোর পরবেশ,
ভারত না গেল দেশ, আঃ আরে বর্ষা ॥
ভুবনে করিল তূর্ণ, নদ নদী পরিপূর্ণ,
বিরহিণী বেশ চূর্ণ, ভাবিয়া অভরসা ।
বিদ্যুতের চক্‌মকি, ডাহুকের মক্‌মকি,
কামানল ধক্‌ধকি, বড় হৈল কর্ষা ॥
ময়ূর ময়ূরী নাচে, চাতকিনী পিউ যাচে,
আর কি বিরহী বাঁচে, বুঝিনু নিস্তর্ষা ।
ভারতের দুঃখমূল, কেবল হৃদয়ে শূল,
ফুটালি কদম্বফুল, আঃ আরে বর্ষা ॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ।

বয়স আমার অল্প, নাহি জানি রসকল্প,
তুমি দেখাইয়া তল্প, জাগাইলা যামী ।
ননী ছানা খাওয়াইয়া, রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া, তুমি কৈলা কামী ॥
তুমি বৃষভানুসুতা, অশেষ চাতুরীযুতা,
তোমার ননদীপুতা, সব জানি আমি ।
আগে হানি নেত্র-বাণ, কাড়িয়া লইলে প্রাণ,
এবে কর অভিমান, আঃ আরে মামী ॥

শ্রীরাধিকার উক্তি-উত্তর ।

চূড়াটি বাঁধিয়া চুলে, মালা পর বনফুলে,
দান মাগো তরুমূলে, আমি তেমন্ মাগিনে ।
মোরে দেখিবার লেগে, অনুরাগে রাগে রেগে,
রাত্রি দিন থাক জেগে, আমি তেমন্ জাগিনে ॥
বুক বাড়ায়েছে নন্দ, যার তার সনে দ্বন্দ্ব,
কোন দিন হবে মন্দ, আমি তোমায় লাগিনে ।

গুণ্ডার বিষম কাজ,
সে ভয়ে পড়ুক বাজ,
মামী বোলে নাহি লাভ,
আঃ আরে ভাগিনে ॥

হাওয়া।

চন্দনের দণ্ড ধোরে,
ফণি ফণা ছত্র ক'রে,
মলয় রাজত্ব হ'রে,
আরো রাজ্য চাওয়া।
বসন্ত সামন্ত সঙ্গে,
শৈত্য গন্ধ মান্দ্য অঙ্গে,
কাবেরি ভরিয়া রঙ্গে,
হিমালয়ে ধাওয়া ॥
বিয়োগীরে কাঁদাইয়ে,
সংযোগিরে ফাঁদাইয়ে,
যোগি যোগ ভাঙ্গাইয়ে,
কাম গুণ গাওয়া।
নরমিরে প্রকাশিয়ে,
গর্ম্মিরে বিনাশিয়ে,
শীতল করিলি হিয়ে,
বাহবারে হাওয়া ॥
কখনো দারুণ ঝড়,
শাখি উড়ে পাখী জড়,
ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়,
নাহি চায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে,
মেঘ স্থির হ'তে নারে,
জলস্থল পারাবারে,
প্রলয়ের দাওয়া ॥
কভু থাক কোন্ গড়ে,
তাপে প্রাণি প্রাণ ছাড়ে,
বৃক্ষ নাহি পাতা নাড়ে,
আনন্দের পাওয়া।
কখনো মধুর মন্দ,
সুগন্ধ আনন্দ কন্দ,
শীতল পরমানন্দ,
বাহবারে হাওয়া ॥
ধূম বড়া ধুমকিয়া,
খানে শোনে নাহি দিয়া,
চঁহুয়ার ঘেরলিয়া,
ফৌজ্ কিসি কাওয়া।
বালাখানা কোট্‌কিয়া,
কাণাৎ সে ঘেরলিয়া,
তঁহুয়ান্ দাগা দিয়া,
আগ্ কিসি তাওয়া ॥
দেখ্‌নে সে হুয়া চুর,
ছোড় লিয়া মেরি পুর,
তোঁহারি [illegible]লাই দূর,
আও মেরে বাওয়া।
ভুজ্‌লিয়া [illegible] [illegible]টি,
উজ্‌লিয়া গরম্ মাটি,
চিরণ্ [illegible] [illegible]ম্ মাটি,
বাহবারে হাওয়া ॥

বাসনা।

বাসনা করয়ে মন, পাই কুবেরের ধন,
সদা করি বিতরণ, তুষি যত আশনা।
আশ্‌নাই আরো চাই, ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য পাই,
ক্ষুধামাত্র সুধা খাই, যমে করি ফাঁস্‌না ॥
ফাঁস্‌না কেবল রৈল, বাসনা পূরণ নৈল,
লাভে হ'তে লাভ হৈল, লোকে মিথ্যা ভাসনা।
ভাস্‌নাই কারে বলে, ভারত সন্তাপে জ্বলে,
কলার বাসনা হ'লে, আঃ আরে বাসনা ॥

ধেড়ে ও ভেঁড়ের সমান রূপ বর্ণন।

ধেড়েকুলে জন্ম পেয়ে, বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে,
বেড়াইতে দুম খেয়ে, লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাছ, বেড়াইত পাছ্‌ পাছ্‌,
এখন বাছের বাছ্‌, দিতে লও কেড়ে ॥
কেড়ে খেতে কেহ নায়, কৌতুক না বুঝ তায়,
ক্রোধে কুলো বাগ প্রায়, ফোঁস ফোঁস ছেড়ে।
ছেড়ে গেড়ে ডোবা জল, রাজপুরে পেয়ে স্থল,
ডোলা-জলে কুতূহল, সাবাস্‌রে ধেড়ে ॥
ধেড়ে বড় দাগাবাজ, জল পেয়ে স্ত্রী-সমাজ,
বাস্ত ক'রে দেয় লাজ, কূলে ডুব পেড়ে।
পেড়ে রাঙ্গা যত শাড়ী, ধোরে কর কাড়াকাড়ি,
কেহ দিলে তাড়াতাড়ি, প্রবেশয়ে গেড়ে ॥
গেড়ে হ'তে পুনঃ আসি, ভুস্‌ ক'রে উঠে ভাসি,
সবে দেখে বলে হাসি, বড় দুষ্ট ধেড়ে।
ধেড়ে ভেড়ে এক নয়, ঝকমারিবার যম,
কেহ কারে নহে কম, কেরে যেন টেড়ে ॥

দেড়ে মারে দাঁড় খোঁটা, মাগুর খাইয়া ঘোটা,
না ছাড়ে কড়ির পোঁটা, পোঁচা বোঁচা দেড়ে।
দেড়ে দাবাড়িয়া ধরে, কান্তার উপরে চড়ে,
সেগুণ শালের ডরে, ফেরে অঙ্গ ঝেড়ে॥
ঝেড়ে শরীরের ধূলা, দিয়া বুলে গোঁপ ফুলা,
ভাল বিধি কল্লে তুলা, ধেড়ে আর ভেড়ে।
ভেড়ের ভাড়ামি মুখে, ধেড়ের বিক্রম বুকে,
ভেড়ে ধেড়ে ফেরে সুখে, স্থল জল নেড়ে॥

রিফথ্

কামিনী যামিনী মুখে, নিদ্রাগতা শুয়ে সুখে,
ধীর শঠ তার মুখে, চুম্বিতে চুম্বন সুখে,
ধীরে ধীরে ফর্দ্দোরফথ্। (১)
নিদ্রা হ'তে উঠে নারী, অলসে অবশ ভারি,
আরসিতে মুখ হেরি, চুম্বচিহ্ন দৃষ্টি করি,
ভালে ভাল ফর্দ্দোরফথ্॥

হিন্দি ভাষায় কবিতা।

এক সম বৃকভানু কুমারী।
মাত পিত সন, বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ্ আউসর, দূতী জো আয়ি।
ভেট্ চল, নন্দলাল, বোলায়ি॥
দেখ্ নহি আঁখ্ শুন্ নহি কাণ্।
কা কুছ্ আয়িহো, আওল খায়ি॥
কাঁহাকে কানায়া লাগ, কাঁহা সো পছান্ জান্।
কাঁহাসো তু আয়ি হায়, খাক্ পড়্ তেরে ব্রজকি বস্নে॥

(১) করিয়া গেল।

পাণি মে আগ্ লাগাওনে আমি।
কুছ বাত এতোৎ কো, কুছ বাৎ ও তোৎ কো,
বাতোন্ শুন্ বাত হামারি সাৎ, লাগামি হায় ॥

"পায় পায় পায়না।"

বলিরাজার উক্তি।

চিনিতে নারিনু আমি, আইল জগৎস্বামী,
মাগিল ত্রিপদ ভূমি, আর কিছু চায় না।
খর্ব্ব দেখি উপহাস, শেষে এ কি সর্ব্বনাশ,
স্বর্গ মর্ত্ত্য দিব আশ, তাহে মন ধায় না ॥
গেল সকল সম্পদ, এক্ষণে পরম পদ,
বাকী আছে এক পদ, ঋণ শোধ যায় না।
হাদে শুন হৃদিপ্রিয়ে, বৃন্দাদেবী দেখসিয়ে,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দিয়ে, পায় পায় পায় না ॥

"পায় পায় পায়।"

বৃন্দাবলীর উক্তি।

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী, বলিরাজ শুন বলি,
ছলিবারে বনমালী, হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে, যার বস্তু সেই লবে,
জগতে ঘোষণা রবে, বলি জয় জয় ॥
এক পদ আছে বক্রী, প্রকাশ করিলে চক্রী,
এ দেহ করিয়া বিক্রী, ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের, ঘুচিল কর্ম্মের ফের,
মিলাইল বামনের, পায় পায় পায় ॥

সংস্কৃত, বাঙ্গালা, পারস্য এবং হিন্দি ভাষা মিশ্রিত কবিতা।

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর, বায়দ্‌কে গোয়দ্‌ কুবর,
কাতর দেখে আদর কর, কাহে মর রো রোয়কে।
বক্তুং বেদং চন্দ্রমা, চু লালা চে রেমা,
ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা, মেট্রিমে, কাহে শোয়কে॥
যদি কিঞ্চিৎ ত্বং বদসি, দরজানে মন আয়ৎ খোশি,
আমার হৃদয়ে বসি, প্রেম কর খোস্‌ হোয়কে।
ভূয়ো ভূয়ো রোরুদসি, ইয়াদাৎ নমুদা জাঁ কোশি,
আজ্ঞা কর মিলে বসি, ভারত ফকীরি খোয়্‌কে।

চণ্ডী নাটক।

সূত্রধার এবং নটীর রাজসভায় প্রবেশ।

নটীর প্রতি সূত্রধারের উক্তি।

সংগায়ন যদশেষ কৌতুককথাঃ পঞ্চানন পঞ্চভির্বক্তৈর্বাদ্য বিশালকৈর্ডমরুকোথানৈশ্চ সংনৃত্যতি। যাতস্মিন্‌ দশবাহুভির্দশভুজা তালং বিধাতুং গতা সা দুর্গা দশদিক্ষু নঃ কলয়তু শ্রেয়াংসি নঃ শ্রেয়সে॥ ১॥

নটীর উক্তি।

শুন শুন ঠাকুর, নৃত্য বিশারদ,
সভাসদ সারি চতুর।
নূতন নাটক, নূতন কবি কৃত,
হাম তোঁহি নূতন নারী॥
ক্যায় সে বাতায়ব, ভাব ভবানীকো,
ভীতি ভৈ মুঝে ভারি।
দানব দলনে, ধরণী-মণ্ডলে,
তারিণী সে অবতারী॥

শুক্র সম ধীর, বীর সম শুনহ,
সম সগুণ মুরারি।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপ, রাজশিরোমণি,
ভারতচন্দ্র বিচারি॥

সূত্রধারের উক্তি।

রাজ্ঞোঽস্য প্রপিতামহো নরপতী রুদ্রঃ ভবদ্রাঘব।
তৎপুত্রঃ কিল রামজীবন ইতি খ্যাতঃ ক্ষিতীশোমহান॥
তৎপুত্রো রঘুরামরায় নৃপতিঃ শাণ্ডিল্যগোত্রাগ্রণী।
তৎপুত্রোঽয়মশেষ বীরতিলকঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোনৃপঃ॥
ভূপস্যাস্য সভাসদো বিমলধীঃ শ্রীভারতো ব্রাহ্মণঃ।
ভূরি শ্রেষ্ঠপুরে পুরন্দর সমো দত্তাত আসীন্নৃপঃ॥
রাজ্যাদ্ভ্রষ্ট ইহাগতস্য নৃপতেঃ পার্শ্বে বভূবাশ্রিতঃ।
মূলাযোড়পুরং দদৌ স নৃপতিঃ সায় গঙ্গাতটে॥
তস্মৈ ভারতচন্দ্র রায় করয়ে কাব্যায় রাশীন্দবে।
ভাষা শ্লোক কবিত্ব গীত মিলিতং যত্নেন সদ্বর্ণিতং॥

চণ্ডী এবং মহিষাসুরের আগমন।

খট্ মট্ খট্ মট্ খুরোত্থ ধ্বনিকৃত জগতী কর্ণপূরাবরোধঃ ফোঁ ফোঁ ফোঁ ফোঁতি নাশা নিলচলদচলত্যাস্ত বিভ্রান্ত লোকঃ সপ সপ সপ্ পুচ্ছ ঘাতোচ্ছলজলধি জলপ্লাবিত স্বর্গ মর্ত্যো ঘর্ ঘর্ ঘর্ ঘোর নাদৈঃ প্রবিশতি মহিষঃ কামরূপো বিরূপঃ॥ ১॥

ধো ধো ধো ধো নাগারা গড় গড় গড় গড় চৌঘড়ী ঘোর ঘর্ঘাঃ। ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ শব্দৈ ঘন ঘন ঘন বাজেচ মন্দীর নাদৈঃ। ভেরী তুরী দামামা দগড় দড়মসা শব্দনিস্তব্ধ দেবৈঃ। দৈত্যোঽসৌ ঘোরদৈত্যোঃ প্রবিশতিঃ মহিষঃ সার্ব্বভৌমো বভূব॥ ১॥

মহিষাসুরের উক্তি।

ভাগেগা দেবদেবী, পাখণ্ড় পাখণ্ড়,
ইন্দ্রকো বাঁধ আগে।
নৈঋৎকো রীত দেনা, যমঘর যমকো,
আগকো আগলাগে॥
বায়ুঁকো রোধ করকে, করত বরণকো,
যব তু সো আর মাগে।
ব্রহ্ম সোঁ বাসুকি সোঁ, কভি নহি ঝগড়ো,
জোঁউ কুবেরা ন ভাগে॥

প্রজার প্রতি মহিষাসুরের উক্তি।

শোন্‌রে গোঁয়ার লোগ্, ছোড় দে উপাস রোগ,
মন হুঁ আনন্দ ভোগ, ভৈষরাজ যোগমে।
আগ্‌মে লাগাও ঘাউ, কাহে কো জ্বালাও জীউ
পক রোজ প্যার পিউ, ভোগ এহি লোগমে॥
আপ্‌কো লাগাও ভোগ, কামকো জাগাও যোগ,
ছোড় দেও যোগ গো, মোক্ষ এহি লোগমে।
ক্যা এগান্ ক্যা বেগান্, অর্থ নায় আব জান্,
এহি ধ্যান এহি জ্ঞান, আর সর্ব্ব রোগমে॥

এই বাক্যে ভগবতীর ক্রোধ।

প্রথমে হাস্য করিলেন।

কমঠ করটট, ফণি ফণা ফলটট,
দিগ্‌গজ উলটট, ঝপটট ভ্যায়রে।
বসুমতী কম্পত, গিরিগণ নম্রত,
জলনিধি ঝম্পত, বাড়বময়রে॥

ত্রিভুবন ঘুঁটত, রবি রথ টুটত,
ঘন ঘন ছুটত, যেঁও পরলয়রে।
বিজলী চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট,
অট্ট অট অট অট, আ ক্যায়া হায়রে॥

পত্রম্।

অবশ্য প্রতিপালস্য শ্রীভারত (১) চন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কৃতীনামানন্তং সবিশেষ নিবেদনং॥ ১॥
মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ
স্ফুরদ্বীর্য্যং সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।
স্থিরা রাজাপদ্মালয়া স্তাং চিরস্থা
যতোহস্মাকমাস্তে সমস্তং পুরস্তাৎ॥
যদবধি তব মুখচন্দ্র বিলোকন বিরহিত নয়ন
চকোরৌ।

পত্রের অনুবাদ।

অবশ্য প্রতিপালস্য শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ।
নমস্কার কোটি কোটি সবিশেষ নিবেদনং॥
শুন ওহে মহারাজ, প্রতাপ তপনে আজ,
ফুটিল সরসী মাঝে কীর্ত্তিপদ দল হে।
আশীর্ব্বাদ করি আমি, হও পৃথিবীর স্বামী,
রাজলক্ষ্মী অচঞ্চল হউক কুশল হে॥
যদবধি কৃষ্ণচন্দ্র, তোমার সে মুখচন্দ্র,
না দেখিয়া মনোদুঃখী নয়ন সজল হে।

(১) পাঠকগণ এই অনুষ্টুপ ছন্দের অক্ষর বৃদ্ধি আশঙ্কা করিবেন না, ভারতচন্দ্র এইরূপে পাঠ করিলে ছন্দের অক্ষরগত কোন দোষ হইবে না।

তদবধি নিরবধি দুঃখহুতাশন প্রসরণ বাসরঘোরৌ
আয়তো মলয়ানিলো মুকুলিতাঃ শুষ্কদ্রুমাঃ
কোকিলাঃ কান্তালাপকুতূহলা মধুকরাঃ কান্তানু-
রাগোৎকরাঃ।
নার্য্যঃ পান্থপতিপ্রসঙ্গবিকলাঃ পান্থাঃ কৃতান্তপ্রিয়া
নোজানে ভবিতা বিচার ইহ কঃ শ্রীমদ্বসন্তে নৃপে॥
হোলীয়ং সমুপাগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পুরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ।
বেশ্যা বাদ্যকরা মূর্খার্পিতকরা নিস্কল্মরাঃ ফাল্গুনো।
নোজানে ভবিতা কিমত্র নগরে ভণ্ডোহপি ভণ্ডায়তে॥

সে অবধি দুঃখাগুনে, জ্বলিতেছে শত গুণে,
দুঃখে দিন কাটিতেছি দুঃখই কেবল হে॥
আইল মলয়ানিল, শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিল,
কোকিল কোকিলা ডাকে কুতূহল দুজনে।
মধুকর মধুপানে, কান্তা সহ নানা গানে,
নারীগণ পথপানে দেখিতেছে নয়নে॥
আইল হোলির কাল, ভগবতী কথাজাল,
পুরজন আহ্লাদেতে গাইতেছে গান হে।
বেশ্যা বাদ্যকর যত, ফাল্গুনে ফল্গুতে রত,
ভাঁড়ামি করিছে ভাঁড় ছাড়িতেছে তান হে॥

নাগাষ্টকম্।

গতরাজ্যে কার্য্যে কৃতবিহিতবীর্য্যে পরিচিতে,
ভবদ্দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে কথমপি।
স্থিতঃ মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ১ ॥
বয়শ্চত্বারিংশত্তম সদসি নীতং নৃপ ময়া,
কৃতা সেবা দেবাদধিক মিতি মত্বাপ্যহরহঃ।
কৃতা বাটী গঙ্গাভজন পরিপাটী পুটুকিতা,
সমস্তং যে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ২ ॥
পিতা বৃদ্ধঃ পুত্রঃশিশুরহহ নারী বিরহিণী,
হতাশাদাশাস্থাশ্চকিত মনসা বান্ধবগণাঃ।

নাগাষ্টকের অনুবাদ। (১)

কিবা রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে সকলি ফুরালো,
তোমার দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে রহিছি হে।
ওহে মূলাযোড়ে পরম কুশলে কাল হরিছি,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি॥ ১॥
বয়স চল্লিশ বৎসর তব নিকটে গেছে, নৃপ আমার,
কিবা সেবা রাজন্ করেছি তব ওহে অহরহঃ।
আমার বাটী গঙ্গা নিকট পরিপাটী দরশনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥ ২ ॥
বুড়া বাবা, ছেলে কচি, আমার ভার্য্যা বিরহিণী,
হতাশা দাশাদি, প্রলয় গণিছে বান্ধবগণে।

(১) এই সংস্কৃত ছন্দের নাম শিখরিণী, মূলের অবিকল অনুবাদের নিমিত্তে ছন্দেরও অবিকলতা গৃহীত হইয়াছে। ইহার ছয় অক্ষর ও সপ্তদশ অক্ষরান্তরে যতি বুঝিয়া ও গুরু লঘু বিবেচনা পূর্ব্বক পাঠ করিতে হইবে।

যশঃ শাস্ত্রং শস্ত্রং ধনমপি চ বস্ত্রং চিরচিতং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ।। ৩ ।।
সমানীতা দেশাদিহ দশভুজা ধাতুরচিতা,
শিবাঃ শালগ্রামা হরি হরিবধূ মূর্ত্তিরতুলা ।
দ্বিজাস্তং সেবার্থং নিয়ম বিনিযক্তা অতিথয়ঃ,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ।। ৪ ।।
মহারাজ ক্ষৌণীতিলককমলার্ক ক্ষিতিমণে,
দয়ালো ভূপাল দ্বিজকুমুদজাল দ্বিজপতে ।
কৃপাপারাবার প্রচুরগুণসাগর শ্রুতিধর,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ।। ৫ ।।
অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং,
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদং ।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগ দমনং,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ।। ৬ ।।

ধনে প্রাণে মানে হৃদয় নিহিত শাস্ত্রে ত্যজিনু হে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ।। ৩ ।।
কিবা শোভা দেবী শুভ দশভুজা ধাতু গঠিতা,
শিলা শালগ্রামো হরি হরিবধূ মূর্ত্তি অতুলা ।
অহে যেবা কার্য্যে নিয়মিত যতো দ্বিজ অতিথিরা,
বিরাগে হে নাগে সকলে গ্রাসিতেছে হরি হরি ।। ৪ ।।
ওহে রাজন্‌ পৃথ্বী তিলক, অথবা মণ্ডলমণে,
দয়াবান্‌ ভূপাল, দ্বিজ কুমুদজাল দ্বিজপতে ।
কৃপাপারাবার, প্রচুর গুণসার, শ্রুতিধর,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ।। ৫ ।।
ওহে কৃষ্ণ স্বামিন্‌, স্মরণ কর না কালিয় হ্রদে,
ছিলো নাগগ্রস্ত প্রথম সময়ে সব জনপদে ।

হৃতং বাক্যং যেন প্রচুরবসুনা কান্তিরতুলা,
যদুতপ্তোহত্রাহং তব বদসি গঙ্গাম্বু নিকটে ।
ত্বদীয়ো গণ্ডূষীকৃতমনুজমণ্ডূক নিকরঃ,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরলবিলবাসী নতমুখঃ,
কুবর্ণো গোকর্ণঃ সবিষ বদনো বক্রগমনঃ ।
তদাস্যে কিং রাজন্ ক্ষিপসি নিজপোষ্য দ্বিজমিতঃ,
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনৃপপারিষদঃ সুকর্ম্মা,
নাগাষ্টকং ভণতি ভারতচন্দ্র শর্ম্মা ।
এভির্জনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা,
তত্তারয়েৎ সপদি নাগভয়াৎ সুধর্ম্মা ॥

কবে রাজন্ চেষ্টা করিবে তুমি হে নাগ দমনে ।
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥ ৬ ॥
অহঙ্কারে গ্রাসে ধন-মদনলে শান্তি ত্যজিয়া,
দুখে হেথা রাজন্ তব আছি হে গঙ্গাম্বু নিকটে ।
জলেতে গণ্ডূষীকৃত মনুষ মণ্ডূক করিয়া,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥ ৭ ॥
জগৎপ্রাণগ্রাসী বিরল বনবাসী নতমুখে,
কুবর্ণে সে সর্পে সবিষ বদনে বক্রগমনে ।
সুখে হে তার রাজন্ ফেলিছ নিজ পোষ্য দ্বিজ জনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥ ৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নৃপ চন্দ্র সভা সুকর্ম্মা,
নাগাষ্টকে ভণিছে ভারতচন্দ্র শর্ম্মা ।
এতে জনে যে হইবে মণিমন্ত্র বর্ম্মা,
তাকে তারিবে সদাই নাগ ভয়ে সুধর্ম্মা ॥

অন্নদামঙ্গল।

গণেশবন্দনা।

গণেশায় নমো নমঃ, আদি ব্রহ্ম নিরুপম,
পরম পুরুষ পরাৎপর।
খর্ব্বস্থূল কলেবর, গজমুখ লম্বোদর,
মহাযোগী পরম সুন্দর॥
বিঘ্ননাশ কর বিঘ্নরাজ।
পূজা হোম যোগ যাগে, তোমার অর্চ্চনা আগে,
তব নামে সিদ্ধ সর্ব্ব কাজ॥
স্বরগ পাতাল ভূমি, বিশ্বের জনক তুমি,
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল।
শিবের তনয় হয়ে, দুর্গারে জননী কয়ে,
ক্রীড়া কর হয়ে অনুকূল॥
হেলে শুণ্ড বাড়াইয়া, সংসার-সমুদ্র পিয়া,
খেলাছলে করহ প্রলয়।
ফুৎকারে করিয়া বৃষ্টি, পুনঃ কর বিশ্ব সৃষ্টি,
ভাল খেলা খেল দয়াময়॥

বিধি বিষ্ণু শিব শিবা, ত্রিভুবন রাত্রি দিবা,
সৃষ্টি পুনঃ করহ সংহার।
বেদে বলে তুমি ব্রহ্ম, তুমি জপ কোন ব্রহ্ম,
তুমি সে জানহ মর্ম্ম তার॥
যে তুমি সে তুমি প্রভু, জানিতে নারিনু কভু,
বিধি হরি হর নাহি জানে।
তব নাম লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই,
তুমি দাতা চতুর্ব্বর্গ দানে॥
আমি চাহি এই বর, শুন প্রভু গণেশ্বর, (১)
অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিব।
কৃপাবলোকন কর, বিঘ্নরাজ বিঘ্ন হর,
ইথে পার তবে যে পাইব॥
আপনি আসরে উর, (২) নায়কের আশা পূর,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥

শিববন্দনা।

শঙ্করায় নমো নমঃ, গিরিসুতাপ্রিয়তম,
বৃষভবাহন যোগধারী।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, সুশোভিত ত্রিনয়ন,
ত্রিগুণ ত্রিশূলী ত্রিপুরারি॥
হর হর মোর দুঃখ হর।
হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
হিমকরশেখর শঙ্কর॥

(১) গণেশ। (২) অবতীর্ণ হও।

গলে দোলে মুণ্ডমাল,   পরিধান বাঘছাল,
হাতে মুণ্ড চিতাভস্ম গায়।
ডাকিনী যোগিনীগণ,   প্রেত ভূত অগণন,
সঙ্গে রঙ্গে নাচিয়া বেড়ায়॥
অতি দীর্ঘ জটাজুট,   কণ্ঠে শোভে কালকূট,
চন্দ্রকলা ললাটে শোভিত।
ফণী বালা ফণী হার,   ফণীময় অলঙ্কার,
শিরে ফণী ফণী উপবীত॥
যোগীর অগম্য হয়ে,   সদা থাক যোগ লয়ে,
কি জানি কাহার কর ধ্যান।

অনাদি অনন্ত মায়া, দেহ যারে পদছায়া,
সেই পায় চতুর্ব্বর্গ দান ॥
মায়ামুক্ত তুমি শিব, মায়াযুক্ত তুমি জীব,
কে বুঝিতে পারে তব মায়া।
অজ্ঞান তাহার যায়, অনায়াসে জ্ঞান পায়,
যারে তুমি দেহ পদছায়া ॥
নায়কের দুঃখ হর মোর গীত পূর্ণ কর,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তি আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

সূর্য্যবন্দনা।

ভাস্করায় নমঃ, হর মোর তমঃ,
দয়া কর দিবাকর।
চারিবেদে কয়, ব্রহ্ম তেজোময়,
তুমি দেব পরাৎপর ॥
দিনকর চাহ দীনে।
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
অপরাধ ক্ষম ক্ষীণে ॥
বিশ্বের কারণ, বিশ্বের লোচন,
বিশ্বের জীবন তুমি।
সর্ব্ব দেবময়, সর্ব্ব দেবাশ্রয়,
আকাশ পাতাল ভূমি ॥
এক চক্র রথে, আকাশের পথে,
উদয়গিরি হইতে।
যাহ অস্তগিরি, একদিনে ফিরি,
কে পারে শক্তি কহিতে ॥

অতি খরতর, পোড়ে মহীধর, (১)
সিন্ধুর জল শুকায়।
পদ্মিনী কেমনে, হাসে হৃষ্টমনে,
তোমার তত্ত্ব কে পায়॥
দ্বাদশ মুরতি, গ্রহগণ পতি,
সংজ্ঞা ছায়া নারী ধন্যা।
শনি যম মনু, তব অঙ্গজনু, (২)
যমুনা তোমার কন্যা॥
বিশ্বের রক্ষিতা, বিশ্বের সবিতা, (৩)
তাই সে সবিতা নাম।
তুমি বিশ্বসার, মোরে কর পার,
করি হে কোটি প্রণাম॥

---

(১) পর্ব্বত। (২) অঙ্গোদ্ভব। (৩) জনক, সূর্য্য

কোকনদোপর, থাক নিরন্তর,
অশেষ গুণসাগর।
বরাভয় কর, ত্রিনয়ন ধর,
মাথায় মাণিকবর ॥
স্মরিলে তোমায়, পাপ দূরে যায়,
আসরে সদয় হবে।
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে, চাহিবে স্বরূপে,
ভারতচন্দ্রের স্তবে ॥

বিষ্ণুবন্দনা।

কেশবায় নমো নমঃ, পুরাণ পুরুষোত্তম,
চতুর্ভুজ গরুড়বাহন।
বরণ জলদ ঘটা, হৃদয় কৌস্তুভ (১) ছটা,
বনমালা নানা আভরণ ॥
কৃপা কর কমললোচন।
জগন্নাথ মুরহর, পদ্মনাভ গদাধর,
মুকুন্দ মাধব নারায়ণ ॥
রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন, লক্ষ্মীকান্ত সনাতন,
হৃষীকেশ বৈকুণ্ঠ বামন।
শ্রীনিবাস দামোদর, জগদীশ যজ্ঞেশ্বর,
বাসুদেব শ্রীবৎসলাঞ্ছন ॥
শঙ্খ চক্র গদাম্বুজ, সুশোভিত চারি ভুজ,
মনোহর মুকুট মাথায়।
কিবা মনোহর পদ, নিরুপম কোকনদ,
রতন নূপুর বাজে তায় ॥

(১) বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিত মণি

পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলি (১) বর,
মুখ সুধাকরে সুধাহাস।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, নাভিপদ্মে প্রজাপতি,
রূপে ত্রিভুবন পরকাশ ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব, চারিদিকে করে স্তব,
সনকাদি যত ঋষিগণ।
নারদ বীণার তানে, মোহিত যে গুণগানে,
পঞ্চমুখে গান পঞ্চানন ॥
কদম্বের কুঞ্জবনে, বিহর সানন্দ মনে,
শীতল সুগন্ধ মন্দ বায়।
ছয় ঋতু সহচর, বসন্ত কুসুম শর,
নিরবধি সেবে রাঙ্গা পায় ॥
ভৃঙ্গের হুঙ্কার রব, কুহরে কোকিল সব,
পূর্ণচন্দ্র শরদ-যামিনী।
বীণা বাঁশী আদি যন্ত্রে, গান করে কাম-তন্ত্রে, (২)
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী ॥
উর প্রভু শ্রীনিবাস, নায়কের পূর আশ,
নিবেদিনু বন্দনা বিশেষে।
ভারত ও পদ আশে, নূতন মঙ্গল ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

(১) তেলাকুচা ফল। (২) তাঁত, তার

কৌষিকীবন্দনা।

কৌষিকী কালিকে, চণ্ডিকে অম্বিকে,
প্রসীদ নগনন্দিনী।
চণ্ডবিনাশিনি, মুণ্ডনিপাতিনি,
শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী॥
শঙ্করি সিংহবাহিনি।
মহিষমর্দ্দিনি, দুর্গবিঘাতিনি,
রক্তবীজনিকৃন্তিনি॥
দিনমুখ রবি, কোকনদ ছবি,
অতুল পদ দুখানি।

রত্তন নূপুর, বাজয়ে মধুর,
ভ্রমর ঝঙ্কার মানি ॥
হেম করিকর, উরু মনোহর,
রত্তন কদলী কায়।
কটি ক্ষীণতর, নাভি সরোবর,
অমূল্য অম্বর (১) তায় ॥
কমল কোরক, (২) কদম্ব নিন্দক,
করিসুত কুম্ভ উচ।
কাঁচলি রঞ্জিত, অতি সুশোভিত,
অমৃত পূরিত কুচ ॥
সুবলিত ভুজ, সহিত অম্বুজ,
কনক মৃণাল রাজে।
নানা আভরণ, অতি সুশোভন,
কনক কঙ্কণ বাজে ॥
কোটি শশধর, বদন সুন্দর,
ঈষৎ মধুর হাস।
সিন্দূর মার্জ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
দশন পাঁতি প্রকাশ ॥
সিন্দুর চন্দন, ভালে সুশোভন,
রবি শশী এক ঠাঁই।
কেবা আছে সমা, কি দিব উপমা,
ত্রিভুবনে হেন নাই ॥
শিরে জটাজট, রত্তন মুকুট,
অর্দ্ধ শশী ভালে শোভে।
মালতী মালায়, বিজলী খেলায়,
ভ্রমর ভ্রময়ে লোভে ॥

---

(১) বস্ত্র। (২) পুষ্পকলিকা।

কহে যোড়করে, উরহ (১) আসরে,
ভারতে করহ দয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র রায়ে, রাখ রাঙ্গাপায়ে,
অভয় দেহ অভয়া॥

লক্ষ্মীবন্দনা।

উর লক্ষ্মী কর দয়া।
বিষ্ণুর ঘরণী, ব্রহ্মার জননী,
কমলা কমলালয়া॥
সনাল (২) কমল, সনাল উৎপল,
দুখানি করে শোভিত।
কমল আসন, কমল ভূষণ,
কমলমাল ললিত॥
কমল চরণ, কমল বদন,
কমল নাভি গভীর।
কমল দুকর, কমল অধর,
কমলময় শরীর॥
কমলকোরক, কদম্ব নিন্দক,
সুধার কলস কুচ।
করি অরি মাঝে, জিনি করিরাজে,
কুম্ভ যুগ চারু উচ॥
সুধাময় হাস, সুধাময় ভাষ,
দৃষ্টিতে সুধা প্রকাশ।
লাক্ষার (৩) কাঁচলি, চমকে বিজলি,
বসন লক্ষ্মীবিলাস॥

---

(১) অবতীর্ণ হও। (২) মৃণালযুক্ত। (৩) আ, রক্তবর্ণ।

রূপ গুণ জ্ঞান, যত যত স্থান,
তুমি সকলের শোভা।
সদা ভুঞ্জে সুখ, নাহি জানে দুঃখ,
যে তব ভকতি লোভা॥
সদা পায় দুঃখ, নাহি জানে সুখ,
তুমি হও যারে বাম।

সবে মন্দ কয়, নাম নাহি লয়,
লক্ষ্মীছাড়া তার নাম ॥
তব নাম লয়ে, লক্ষ্মীপতি হয়ে,
ত্রিলোক পালেন হরি ।
যাদোগণেশ্বর, (১) হৈলা রত্নাকর,
তোমারে উদরে ধরি ॥
যে আছে সৃষ্টিতে, নাম উচ্চারিতে,
প্রথমে তোমার নাম ।
তোমার কৃপায়, অনায়াসে পায়,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥
উর মহামায়া, দেহ পদছায়া,
ভারতের স্তুতি লয়ে ।
কৃষ্ণচন্দ্র বাসে, থাক সদা হাসে,
রাজলক্ষ্মী স্থিরা হয়ে ॥

সরস্বতীবন্দনা ।

উর দেবি সরস্বতি, স্তবে কর অনুমতি,
বাগীশ্বরি বাক্য বিনোদিনি ।
শ্বেতবর্ণ শ্বেত বাস, শ্বেত বীণা শ্বেত হাস,
শ্বেত সরোসিজ নিবাসিনি ॥
বেদ বিদ্যা তন্ত্র মন্ত্র, বেণু বীণা আদি যন্ত্র,
নৃত্য গীত বাদ্যের ঈশ্বরী ।
গন্ধর্ব্ব অপ্সরগণ, সেবা করে অনুক্ষণ,
ঋষি মুনি কিন্নর কিন্নরী ॥

(১) যাদোগণ, জলজন্তুগণ

আগমের নানা গ্রন্থ, আর যত গুণপন্থ, (১)
চারি বেদ আঠার পুরাণ।
ব্যাস বাল্মীকাদি যত, কবি সেনে অবিরত,
তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান।
ছত্রিশ রাগিণী মেলে, ছয় রাগ সদা খেলে,
অনুরাগ সে সব রাগিণী।

(১) ধর্ম্মভেদ

সপ্তস্বরে তিন গ্রাম, (১) মূর্চ্ছনা (২) একুশ নাম,
শ্রুতিকলা সতত সঙ্গিনী॥
তান মান বাদ্য তাল, নৃত্য গীত ক্রিয়া কাল,
তোমা হৈতে সকলি নির্ণয়।
যে আছে ভুবন তিনে, তোমার করুণা বিনে,
কাহার শকতি কথা কয়॥
তুমি নাহি চাহ যারে, সবে মূঢ় বলে তারে,
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবন।
তোমার করুণা যারে, সবে ধন্য বলে তারে,
গুণিগণে তাহার গণন॥
দয়া কর মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
পূর্ণ কর নূতন মঙ্গল।
আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পূর,
দূর কর কুজ্ঞান সকল॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, গীতে দিলা অনুমতি,
করিলাম আরম্ভ সহসা।
মনে বড় পাই ভয়, না জানি কেমন হয়,
ভারতের ভারতী (৩) ভরসা॥

(১) গ্রাম তিন প্রকার,—ষড়জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, গান্ধারগ্রাম।

(২) গানের অঙ্গবিশেষ, গীতের সময়ে স্বরের উত্থান অবরোহণ; মূর্চ্ছনা একবিংশতি প্রকার,—ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিণী, মতঙ্গজা, সৌবিরী, ষণ্ডমধ্যা, পঞ্চমা, মৎসরী, মৃদুমধ্যা, শুদ্ধা, অন্তা, কলাবতী, তীব্রা, রৌদ্রী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, খেদরী, সুরা, নাদাবতী, বিশালা।

(৩) রচনা, কাব্য, সরস্বতী।

অন্নপূর্ণাবন্দনা।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ মোরে পদছায়া,
কোটী কোটী করি যে প্রণাম।
আসরে আসিয়া উর, নায়কের আশা পূর,
শুন আপনার গুণগ্রাম॥

কৃপাবলোকন কর, ভক্তের দুরিত (১) হর,
দারিদ্র দুর্গতি কর চূর্ণ।
তুমি দেবী পরাৎপরা, সুখদাত্রী দুঃখহরা,
অন্নপূর্ণা অন্নে কর পূর্ণ॥
রক্ত সরসিজোপরি, বসি পদ্মাসন করি,
পদতলে নব রবি দেখা।
রক্তজবা প্রভা হর, অতি মনোহর তর,
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ উর্দ্ধরেখা॥
কিবা সুললিত উরু, কদলীকাণ্ডের গুরু,
নিরুপম নিতম্বে কিঙ্কিণী।
শোভে নিরুপম বাস, দশদিক পরকাশ,
ত্রিভুবন মোহনকারিণী॥
কটি অতি ক্ষীণতর, নাভি সুধা সরোবর,
উচ্চ কুচ সুধার কলস।
কণ্ঠ কম্বুরাজ (২) রাজে, নানা অলঙ্কার সাজে,
প্রকাশে ভুবন চতুর্দ্দশ॥
কিবা মনোহর কর, মৃণালের গর্ব্ব হর,
অঙ্গুলী চম্পক চারুদল।
ফণিরাজ ফণামণি, (৩) কঙ্কণের কণকণি,
নানা অলঙ্কারে ঝলমল॥
বামকরতলে ধরি, কারণ অমৃত (৪) ভরি,
পানপাত্র রতন নির্ম্মিত।
রত্নহাতা ডানি হাতে, সঘৃত পলান্ন তাতে,
কিবা দুই ভুজ সুললিত॥

---

(১) পাপ। (২) কম্বু, শঙ্খ।
(৩) বাসুকির ফণার উপরিস্থিত মণি।
(৪) কারণ বারি।

চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয়, নানা রস অপ্রমেয়,
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস, মধুর মধুর হাস,
মহেশের নাচন দেখিয়া॥
দেবতা অসুর রক্ষ, অপ্সর কিন্নর যক্ষ,
সবে ভোগ করে নানা রস।
গন্ধর্ব্ব ভুজঙ্গ নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
নবগ্রহ (১) দিকপাল (২) দশ॥
জিনি কোটী শশধর, কিবা মুখ মনোহর,
মণিময় মুকুট মাথায়।
গলিত কবরী ভার, তাহে মালতীর হার,
ভ্রমর ভ্রমরী কল (৩) গায়॥
বিধি বিষ্ণু ত্রিলোচন, আদি দেব ঋষিগণ,
চৌদিকে বেড়িয়া করে গান।
আগম পুরাণ বেদ, না জানে তোমার ভেদ,
তুমি দেবী পুরুষ প্রধান॥
ঘটে কর অধিষ্ঠান, শুন নিজ গুণ গান,
গায়কের পূর্ণ কর আশ।
রাজার মঙ্গল কর, রাজ্যের আপদ হর,
নায়কের কণ্ঠে কর বাস॥
স্বপনে রজনী শেষে, বসিয়া শিয়র দেশে,
কহিলা মঙ্গল রচিবারে।
সেই আজ্ঞা শিরে বহি, নূতন মঙ্গল কহি,
পূর্ণ কর চাহিয়া আমারে॥

(১) সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, গুরু, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।
(২) ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, নৈঋর্ত, ঈশ, ব্রহ্মা, অনন্ত। (৩) অস্পষ্ট মধুর শব্দ।

বিস্তার অন্নদাকরে, কত গুণ কব আরে,
নিজ গুণে হবে বরদায়।
নূতন মঙ্গল আশে, ভারত সরস ভাষে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়॥

গ্রন্থ-সূচনা।

অন্নপূর্ণা অপর্ণা অন্নদা অষ্টভুজা।
অভয়া অপরাজিতা অচ্যুত অনুজা॥
অনাদ্যা অনন্ত অম্বা অম্বিকা অভয়া।
অপরাধ ক্ষম অগো অব (১) গো অব্যয়া॥ ধ্রু॥
শুন শুন নিবেদন সভাজন সব।
যে রূপে প্রকাশ অন্নপূর্ণা মহোৎসব॥
সুজাখাঁ নবাবসুত সরফরাজ খাঁ।
দেওয়ান আলমচন্দ্র রায় রায় রাঁয়া॥
ছিল আলিবর্দ্দি খাঁ নবাব পাটনায়।
আসিয়া করিয়া যুদ্ধ বধিলেক তায়॥
তদবধি আলিবর্দ্দি হইয়া নবাব।
মহাবদজঙ্গ দিয়া পাতসা খেতাব॥
কটকে মুরসীদ কুলি খাঁ নবাব ছিল।
তারে গিয়া আলিবর্দ্দি খেদাইয়া দিল॥
কটকে হইল আলিবর্দ্দির আমল।
ভাইপো সৌলদজঙ্গে দিলেন দখল॥
নবাব সৌলদজঙ্গ রহিলা কটকে।
মুরাদবাখর তারে ফেলিল ফাটকে॥

(১) (সংস্কৃত) রক্ষা কর।

লুঠি নিল নারী গাড়ী দিল বেড়ি তোক। (১)
শুনি মহাবদজঙ্গ চলে পেয়ে শোক॥
উত্তরিল কটকে হইয়া ত্বরাপর।
যুদ্ধে হারি পলাইল মুরাদবাঁখর॥
ভাইপো সৌলদজঙ্গে খালাস করিয়া।
উড়িষ্যা করিল ছার লুঠিয়া পুড়িয়া॥
বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম। (২)
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধূম॥
ভুবনে ভুবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গাসহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান॥
দুরাত্মা মোগল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।
দেখিয়া নন্দীর মনে ক্রোধ উপজিল॥
মারিতে লইলা হাতে প্রলয়ের শূল।
করিতে যবন সব সমূলে নির্ম্মূল॥
নিষেধ করিলা শিব ত্রিশূল মারিতে।
বিস্তর হইবে নষ্ট একেরে বধিতে॥
অকালে প্রলয় হৈল কি কর কি কর।
না ছাড় সংহার-শূল সংহর সংহর॥ (৩)
আছয়ে বর্গির রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিলা স্বপন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥

(১) হস্তবন্ধন, হাতকড়ি।
(২) অহিতাচার, অত্যাচার।
(৩) (সংস্কৃত) রাখ রাখ, থামাও থামাও

বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥ (১)
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥
লুঠিয়া ভুবনেশ্বর যবন পাতকী।
সেই পাপে তিন সুবা (২) হইল নারকী॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায়॥
নদীয়া প্রভৃতি চারি সমাজের পতি।
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ শুদ্ধ শান্তমতি॥
প্রতাপ তপনে কীর্ত্তি পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী ঋষি ঋবিরাজ।
ইন্দ্রের সমাজ সম যাঁহার সমাজ॥
কাশীতে বান্ধিলা জ্ঞানবাপীর (৩) সোপান।
উপমা কোথায় দিব না দেখি সমান॥
গোবিপুত্র বলি লোক যার গুণ গায়।
এই পাপে সেই রাজা ঠেকিলেন দায়॥
মহাবদজঙ্গ তারে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায়॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়াল (৪) হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ॥

---

(১) আলি, সেতু। (২) তিনসুবা—বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা।
(৩) জ্ঞান-সরোবর। (৪) তহশীলদার।

বর্গিতে লুঠিল কত কত বা সুজন।
নানামতে রাজার প্রজার গেল ধন॥
বদ্ধ করি রাখিলেন মুরশিদাবাদে।
কত শত্রু কত মতে লাগিল বিবাদে॥
দেবীপুত্র দয়াময় ধরাপতি ধীর।
বিবিধ প্রকারে পূজা করিলা দেবীর॥
চৌত্রিশ অক্ষরে বর্ণাইয়া কৈলা স্তব।
অনুকম্পা স্বপনে হইল অনুভব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী মূরতি ধরিয়া।
স্বপন কহিলা মাতা শিয়রে বসিয়া॥
শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।
এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।
কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায়॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
মহাকবি মহাভক্ত আমার কৃপায়॥
তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে।
অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥
সেই আজ্ঞামত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥
সেই আজ্ঞামত কবি রায় গুণাকর।
অন্নদামঙ্গল কহে নব রসতর॥

প্রথম পক্ষেতে পাঁচ কুমার সুজন
পঞ্চ দেহে পঞ্চ মুখ হৈলা পঞ্চানন ॥
প্রথম সাক্ষাৎ শিব শিবচন্দ্র রায় ।
দ্বিতীয় ভৈরবচন্দ্র ভৈরবের প্রায় ॥
তৃতীয় যে হরচন্দ্র হর অবতার ।
চতুর্থ মহেশচন্দ্র মহেশ আকার ॥
পঞ্চম ঈশানচন্দ্র তুল্য দিতে নাই ।
কুলের মুখটি জয়গোপাল জামাই ॥
দ্বিতীয় পক্ষের যুবরাজ রাজকায় ।
মধ্যম কুমার খ্যাত শম্ভুচন্দ্ররায় ॥
জামাতা কুলীন রামগোপাল প্রধান ।
সদানন্দময় নন্দগোপালসন্ধান ॥
শ্রীগোপাল ছোট সবে কুলের মুখটি ।
আদান প্রদানে খ্যাত ত্রিকুল পালটী
রাজার ভগিনীপতি দুই গুণবান ।
মুখটি অনন্তরাম চট্ট বলরাম ॥
বলরাম চট্টসুত ভাগিনা রাজার ।
সদাশিব রায় নাম শিব অবতার ॥
দ্বিতীয় অনন্তরাম মুখর্য্যার সুত ।
রায় চন্দ্রশেখর অশেষ গুণযুত ॥
ভূপতির ভাগিনীজামাই গুণবান ।
বাঁড়ুরি গোকুল কৃপারাম দয়ারাম ॥
মুখ্য কৃষ্ণজীবন কৃষ্ণভক্তের সার
পাঠকেন্দ্র গদাধর তর্ক অলঙ্কার ॥
ভূপতির পিসা শ্যামসুন্দর চাটুতি ।
তার কৃষ্ণদেব রামকিশোর সন্ততি ॥
ভূপতির পিসার জামাই তিনজন ।
কৃষ্ণানন্দ মুখর্য্যা পরম যশোধন ॥

মুখর্য্যা আনন্দিরাম কুলের সাগর।
মুখ রাজকিশোর কবিত্বকলা (১) ধর॥
প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায় চাঁদ রায়।
শুকদেব রায় ঋষি শুকদেব প্রায়॥
কালিদাস সিদ্ধান্ত পণ্ডিত সভাসদ।
কন্দর্প সিদ্ধান্ত আদি কত পারিষদ॥
কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কুলীন প্রিয় বড়।
মুক্তিরাম মুখর্য্যা গোবিন্দ ভক্তি দড়॥
গণক বাঁড়ুর্য্যা অনুকূল বাচস্পতি।
আর যত গণক গণিতে কি শকতি॥
বৈদ্য মধ্যে প্রধান গোবিন্দরাম রায়।
জগন্নাথ অনুজ নিবাস সুগন্ধায়॥
অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ॥
চক্রবর্ত্তী গোপাল দেয়ান সহবর্ত্তি।
রায় বক্সী মদনগোপাল মহামতি॥
কিঙ্কর লাহিড়ী দ্বিজ মুন্সী প্রধান।
তাঁর ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান॥
কালোয়াত গায়ন বিশ্রাম খাঁ প্রভৃতি।
মৃদঙ্গী সমজ খেল কিন্নর আকৃতি॥
নর্ত্তক প্রধান শেরমামুদ সভায়।
মোহন খোষালচন্দ্র বিদ্যাধর প্রায়॥
ঘড়িয়াল কার্ত্তিক প্রভৃতি কত জন।
চেলা খানেজাদ যত কে করে গণন॥
সেফাহীর জমাদার মামুদ জাফর।
জগন্নাথ শিরপা করিলা যার পর॥

---

১) কবিত্ব শক্তি। বিদ্রূপ পক্ষে কবিত্ব রূপ কলা।

ভূপতির তীরের ওস্তাদ নিরুপম।
মুজঃফর হুসেন মোগল কর্ণ সম ॥
হাজারি পঞ্চমসিংহ ইন্দ্রসেন সুত।
ভগবন্ত সিংহ অতি যুদ্ধে মজবুত ॥
মোগরাজ হাজারি প্রভৃতি আর যত।
ভোজপুরে সোয়ার বোঁদেলা (১) শত শত ॥
কুল্ল মালে রঘুনন্দন মিত্র দেয়ান।
তার ভাই রামচন্দ্র রাঘব ধীমান ॥
আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাঁহার তাঁহার তুল্য কায় ॥
বড় রামলোচন অশেষ গুণধাম।
ছোট রামকৃষ্ণ রায় অভিনব কাম ॥
দেওয়ানের পেশকার বস্থ বিশ্বনাথ।
আমিনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ ॥
রত্ন গজ আদি গজ দিগ্‌গজ সংখ্যায়।
উচ্চৈঃশ্রবা উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের লেখায় ॥
হাবশী ইমামবক্স হাবশী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান ॥
অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ী জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ ॥ (২)
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার।
পূর্ব্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গাঙ্গ পার ॥

---

(১) বুন্দেলখণ্ড নিবাসী চোয়াড় জাতি, তাহারা অত্যন্ত বলবান ছিল।

(২) খাঁড়ি।

ফরমানী মহারাজ মনসবদার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই তার॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতসাহী শিরপা সুল্‌তানী সুল্‌তানৎ॥
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
সরপেচ মোরছা কালগী নিরমল॥
দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে।
ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্ত মহিমা॥
কবি রায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে।
স্বপন কহিলা মাতা তাঁর মাতৃবেশে॥
ওরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী।
তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে।
মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত।
কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়।
আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে।
যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতায় মুখে তুলি দিলা।
সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥

গীতারম্ভ।

অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাঁহার ছায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় আকৃতি॥
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥
বিনা চন্দ্রানল রবি, প্রকাশি আপন ছবি,
অন্ধকার প্রকাশ করিলা।
প্লাবিত কারণ জলে, বসি স্থল বিনা স্থলে,
বিনা গর্ভে প্রসব হইলা॥
গুণ সত্ত্ব তমোরজে, হরি হর কমলজে, (১)
কহিলেন তপ তপ তপ।
শুনি বিধি হরি হর, তিনজনে পরস্পর,
করেন কারণজলে জপ॥
তিনের জানিতে সত্ত্ব, জানাইতে নিজ তত্ত্ব,
শবরূপা হইলা কপটে।
পচাগন্ধ মাংস গলে, ভাসিয়া কারণ-জলে,
আগে গেলা বিষ্ণুর নিকটে॥
পচা গন্ধে ব্যস্ত হরি, উঠি গেলা ঘৃণা করি,
বিধিরে ছলিতে গেলা মাতা।
পচাগন্ধে ভাবি দুঃখ, ফিরিয়া ফিরিয়া মুখ,
চারি মুখ হইলা বিধাতা॥

(১) কমলজ—ব্রহ্মা

বিধির বুঝিয়া সত্ত্ব, শিবের জানিতে তত্ত্ব,
শিব অঙ্গে লাগিলা ভাসিয়া।
শিব জ্ঞানী ঘৃণা নাই, বসিতে হইল ঠাঁই,
যত্নে ধরি বসিলা চাপিয়া॥
দেখিয়া শিবের কর্ম্ম, তাহাতে পশিলা মর্ম্ম,
ভার্য্যারূপা ভবানী হইলা।
পতিরূপ পশুপতি, দুজনে ভুঞ্জিয়া রতি,
ক্রমে সৃষ্টি সকল করিলা॥
বিধির মানসসুত, দক্ষমুনি তপোযুত,
প্রসূতি তাহার ধর্ম্মজায়া।
তাঁর গর্ভে সতী নাম, অশেষ মঙ্গল ধাম,
জনম লভিলা মহামায়া॥
নারদ ঘটক হয়ে, নানামত বলে কয়ে,
শিবের বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট (১) সাজ, দেখি দক্ষ ঋষিরাজ,
বামদেবে (২) হৈলা বামমতি॥ (৩)
সদা শিব নিন্দা করে, মহাক্রোধ হৈল হরে,
সতী লয়ে গেলেন কৈলাসে।
দক্ষেরে বিধাতা বাম, না লয় শিবের নাম,
সদা নিন্দা করে কটুভাষে॥
আরম্ভিয়া দেবযাগ, নিমন্ত্রিল দেবভাগ,
নিমন্ত্রণ না কৈল শঙ্করে।
যাইতে দক্ষের বাস, সতীর হইল আশ,
ভারত কহিছে যোড়করে॥

(১) ভয়ানক, করাল।
(২) মহাদেব। (৩) প্রতিকূল, বিমুখ।

সতীর দক্ষালয়ে গমনোদ্যোগ ।

কালীরূপে কত শত পরাৎপরা গো ।
অন্নদা ভুবনবালা, মাতঙ্গী কমলা,
দুর্গা উমা কাত্যায়নী বাণী সুরবরা গো ॥
সুন্দরী ভৈরবী তারা, জগতের সারা,
উন্মুখী বগলা ভীমা ধূমা ভীতিহরা গো ।
রাধানাথের (১) দুঃখ ভরা, নাশ গো সত্বরা,
কালের কামিনী কালী করুণা-সাগরা গো ॥ ধ্রু ।

নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন ।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব পিতার ভবন ॥
শঙ্কর কহেন বটে বাপ ঘরে যাবে ।
নিমন্ত্রণ বিনা গিয়া অপমান পাবে ॥
যজ্ঞ করিয়াছে দক্ষ শুন তার মর্ম্ম ।
আমারে না দিবে ভাগ এই তার কর্ম্ম ॥
সতী কন মহাপ্রভু হেন না কহিবা ।
বাপঘরে কন্যা যেতে নিমন্ত্রণ কিবা ॥
যত কন সতী শিব না দেন আদেশ ।
ক্রোধে সতী হৈলা কালী ভয়ঙ্কর বেশ ॥
মুক্তকেশী মহামেঘবরণা দন্তুরা । (২)
শবারূঢ়া করকাঞ্চী (৩) শবকর্ণ পূরা ॥
গলিত রুধিরধারা মুণ্ডমালা গলে ।
গলিত রুধির মুণ্ড বামকরতলে ॥

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের পুত্র ।
(২) দীর্ঘ দন্ত বিশিষ্টা ।
(৩) করমালায় রচিত চন্দ্রহার ।

কালীমূর্ত্তি। (১)

আর বামকরেতে কৃপাণ (১) খরশান।
দুই ভুজে দক্ষিণে অভয় বরদান ॥
লোলজিহ্বা রক্তধারা মুখের দুপাশে।
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে ॥ ১ ॥

---

(১) খড়্গ, অসি।

তারামূর্ত্তি। (২)

দেখি ভয়ে মহাদেব ফিরাইলা মুখ।
তারারূপ ধরি সতী হইলা সম্মুখ॥
নীলবর্ণা লোলজিহ্বা করালবদনা।
সর্পবান্ধা ঊর্দ্ধ এক জটা বিভূষণা॥
অর্দ্ধচন্দ্র পাঁচখানি শোভিত কপাল।
ত্রিনয়ন লম্বোদর পরা বাঘছাল॥
নীলপদ্ম খড়্গ কাতি (১) সমুণ্ড খর্পর। (২)
চারি হাতে শোভে আরোহণ শিবোপর॥ ২॥

---

(১) শস্ত্রচ্ছেদনাস্ত্র।
(২) রুধিরের শরাব।
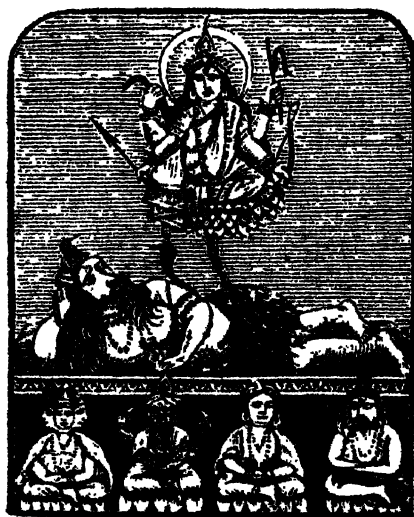
রাজরাজেশ্বরীমূর্ত্তি। (৩)

দেখি ভয়ে পলাইতে চান পশুপতি।
রাজরাজেশ্বরী হয়ে দেখা দিলা সতী॥
রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে সুধাকর।
চারি হাতে পাশাঙ্কুশ (১) ধনুঃশর॥
বিধি বিষ্ণু ঈশ্বর মহেশ রুদ্র পঞ্চ।
পঞ্চপ্রেত নিরমিত বসিবার মঞ্চ (২)॥ ৩॥

(১) পাশ শব্দে রজ্জু দড়ি; অঙ্কুশ শব্দে হস্তীশাসন ডাঙ্গশ।

(২) মাচা, বসিবার আসন।

ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তি। (৪)

দেখিয়া শঙ্কর ভয়ে মুখ ফিরাইলা।
হইয়া ভুবনেশ্বরী সতী দেখা দিলা॥
রক্তবর্ণা সুভূষণা আসন অম্বুজ। (১)
পাশাঙ্কুশ বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
ত্রিনয়না অর্দ্ধচন্দ্র ললাটে উজ্জ্বল।
মণিময় নানা অলঙ্কার ঝলমল॥ ৪॥

---

(১) পদ্মাসন।

ভৈরবীমূর্ত্তি (৫)

দেখি ভয়ে মহাদেব গেলা এক ভিতে।
ভৈরবী হইয়া সতী লাগিলা হাসিতে॥
রক্তবর্ণা চতুর্ভুজা কমল-আসনা।
মুণ্ডমালা গলে নানা ভূষণ ভূষণা॥
অক্ষমালা (১) পুথী বরাভয় চারি কর
ত্রিনয়ন অর্দ্ধচন্দ্র ললাট উপর॥ ৫॥
দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
ছিন্নমস্তা হৈলা সতী অতি বিপরীত॥

(১) রুদ্রাক্ষমালা, জপমালা

ছিন্নমস্তামূর্ত্তি। (৬)

বিকসিত পুণ্ডরীক (১) কর্ণিকার (২) মাঝে।
তিন গুণে ত্রিকোণমণ্ডল ভাল সাজে॥
বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।
কোকনদ বরণা দ্বিভুজা দিগম্বরী॥
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে॥
কণ্ঠ হৈতে রুধির উঠিছে তিন ধার।
এক ধার নিজমুখে করেন আহার॥
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী (৩) বর্ণিনী। (৪)
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিনী॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন॥ ৬॥

(১) শ্বেতপদ্ম, পদ্ম। (২) পদ্মের বীজকোষ
(৩) কালীরগণ বিশেষ। (৪) বণিতা, স্ত্রী।

ধূমাবতীমূর্ত্তি। (৭)

দেখি ভয়ে ত্রিলোচন মুদিলা লোচন।
ধূমাবতী হয়ে সতী দিলা দরশন॥
অতি বৃদ্ধা বিধবা বাতাসে দোলে স্তন।
কাকধ্বজ (১) রথারূঢ়া ধূমের বরণ॥
বিস্তারবদনা কৃশা ক্ষুধায় আকুলা।
এক হস্ত কম্পমান আর [illegible]লা॥ ৭

---

(১) কাকচি[illegible] [illegible]বিশিষ্ট।

বগলামূর্ত্তি। (৮)

ধূমাবতী দেখে ভীম (১) সভয় হইলা।
হইয়া বগলামুখী সতী দেখা দিলা ॥
রত্নগৃহে রাজসিংহাসনমধ্যস্থিতা।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষিতা ॥
এক হস্তে এক অসুরের জিহ্বা ধরি।
আর হস্তে মুদগার ধরিয়া ঊর্দ্ধ করি ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল উজ্জ্বল ত্রিনয়ন।
ললাটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন ॥ ৮ ॥

(১) শিব, মহাদেব

মাতঙ্গীমূর্ত্তি। (৯)

দেখি ভয়ে ভোলানাথ যান পলাইয়া।
পথ আগুলিলা সতী মাতঙ্গী হইয়া॥
রত্নপদ্মাসনা শ্যামা রক্তবস্ত্র পরি।
চতুর্ভুজা খড়্গ চর্ম্ম পাশাঙ্কুশ ধরি॥
ত্রিলোচনা অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে। (১)
চমকিত বিশ্ব বিশ্বনাথের চমকে॥ ৯॥

(১) কপালে

কমলামূর্ত্তি। (১০)

মহাভয়ে মহাদেব হৈলা কম্পমান।
মহালক্ষ্মী রূপে সতী কৈলা অধিষ্ঠান॥
সুবর্ণ সুবর্ণ বর্ণ আসন অম্বুজ।
দুই পদ্ম বরাভয়ে শোভে চারিভুজ॥
চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত বারণ (১) হরিষে।
রত্নঘটে অভিষেকে অমৃত বরিষে॥ ১০॥
ভারত কহিছে মাগো এই দশ রূপে।
দশদিকে রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র ভূপে॥

(১) হস্তি, করী

সতীর দক্ষালয়ে গমন।

একি মায়া একি মায়া কর মহামায়া।
সংসারে যে কিছু দেখি তব মায়া ছায়া॥
নিগম (১) আগমে (২) তুমি নিরুপম কায়া।
ত্রিগুণ জননী পুনঃ ত্রিদেবের জায়া॥
ইহলোকে পরলোকে তুমি যে সহায়া।
ভারত কহিছে মোরে দেহ পদছায়া॥ ধ্রু॥
পলাইতে না পেয়ে ফাঁফর (৩) হৈল হর।
কহিতে লাগিলা কম্পমান কলেবর॥
তোমরা কে মোরে কহ পাইয়াছি ভয়।
কোথা গেল মোর সতী বলহ নিশ্চয়॥
কালীমূর্ত্তি কহিতে লাগিলা মহাদেবে।
পূর্ব্ব সর্ব্ব জান কেন পাসরিলা এবে॥
পরমা প্রকৃতি আমি ভেবে দেখ মনে।
প্রসবিনু তুমি বিষ্ণু বিধি তিন জনে॥
তিনজন তোমরা কারণজলে ছিলা।
তপ তপ তপ বাক্য কহিনু শুনিলা॥
তিনজনে পরস্পর লাগিলা জপিতে।
শবরূপে আইলাম ভাসিতে ভাসিতে॥
পচাগন্ধে উঠি গেলা বিষ্ণু ভাবি দুঃখ।
বিধি হৈলা চতুর্ম্মুখ ফিরি ফিরি মুখ॥
তুমি ঘৃণা না করিয়া করিলা আসন।
প্রকৃতিরূপেতে তোমা করিনু ভজন॥
পুরুষ হইলে তুমি আমার ভজনে।
সেই আমি সেই তুমি ভেবে দেখ মনে॥

---

(১) বেদ। (২) তন্ত্র। (৩) হতজ্ঞান, হতবুদ্ধি।

এত শুনি শিবের হইল চমৎকার ।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র সবাকার ॥
লুকাইয়া দশ মূর্ত্তি সতী হৈলা সতী ।
গৌরবর্ণ ছাড়ি হৈলা কালীর মূরতি ॥
মোহিত মহেশ মহামায়ার মায়ায় ।
যে ইচ্ছা করহ বলি দিলেন বিদায় ॥
রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দিরে ।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥
প্রসূতি সতীরে দেখি কালীর বরণ ।
কহিল দেখিয়াছিল যেমন স্বপন ॥
আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছ ।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছ ॥
স্বপনে দেখেছি দক্ষ শিবেরে নিন্দিবে ।
শিবনিন্দা শুনি তুমি শরীর ছাড়িবে ॥
শিব করিবেন দক্ষে যজ্ঞ সহ নাশ ।
তোমা দেখি স্বপ্নে মোর হইল বিশ্বাস ॥
জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায় ।
জন্ম শোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায় ॥
মার বাক্যে মাতা কিছু আহার করিয়া
যজ্ঞ দেখিবারে গেলা সত্বরা হইয়া ॥
কৃষ্ণবর্ণা দেখি সতী দক্ষ কোপে জ্বলে ।
শিবনিন্দা করিয়া সভার আগে বলে ॥
ভারত শিবের নিন্দা কেমনে বলিবে ।
নিন্দাছলে স্তুতি করি শঙ্কর বুঝিবে ॥

শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ।*

সভাজন শুন, জামাতার গুণ,
বয়সে বাপের বড়। (১)
কোন গুণ নাই, (২) যেথা সেথা ঠাঁই, (৩)
সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥ (৪)
মান অপমান, (৫) সুস্থান কুস্থান,
অজ্ঞান জ্ঞান সমান।
নাহি জানে ধর্ম্ম, (৬) নাহি মানে কর্ম্ম,
চন্দনে ভস্ম জেয়ান॥ (৭)
যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুরে আপনে,
শ্মশানে স্বরগে সম।

* দক্ষ কর্ত্তৃক শিবনিন্দা পাঠমাত্র পাঠকবর্গ অনায়াসেই নিন্দা পক্ষে ইহার অর্থ করিতে পারিবেন, অতএব এই পক্ষে অর্থ না করিয়া কবির অসীম রচনা-কৌশল-প্রদর্শক স্তুতিপক্ষে বাক্যার্থ প্রকাশ করা গেল।

(১) দক্ষপ্রজাপতির পিতা ব্রহ্মার অপেক্ষাও শিবের বয়স অধিক, যেহেতু সৃষ্টির পূর্ব্বকালাবধি তাঁহার অস্তিত্ব অর্থাৎ তিনি পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর।

(২) সত্ত্ব রজঃ, তম ইতি ত্রিগুণাতীত ব্রহ্ম।

(৩) সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্বব্যাপি।

(৪) যোগসিদ্ধিতে বিচক্ষণ।

(৫) নির্ব্বিকার, ভেদ শূন্য।

(৬) ব্রহ্মকে কর্ম্ম স্পর্শ করে না, বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে পরমেশ্বর কর্ম্মের বক্তা, কিন্তু আচরণ কর্ত্তা নহেন।

(৭) আত্ম পর ভেদ রহিত, সর্ব্বত্র সমভাব ব্রহ্ম।

গরল খাইল, (১) তবু না মরিল,
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥
সুখে দুঃখ জানে, (২) দুঃখে সুখ মানে,
পরলোকে নাহি ভয় । (৩)
কি জাতি কে জানে,(৪) কারে নাহি মানে,(৫)
সদা কদাচারময় ॥ (৬)
কহিতে ব্রাহ্মণ, (৭) কি আছে লক্ষণ,
বেদাচার বহিষ্কৃত ।
ক্ষত্রিয় কখন, না হয় ঘটন,
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥

---

(১) তাঁহার মৃত্যু নাই অর্থাৎ তিনি মৃত্যুঞ্জয়, যম তাঁহাকে সংহার করিতে পারেন না।

(২) সুখ দুঃখ সম জ্ঞান।

(৩) যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁহার পাপ জন্য পরলোকে নরক ভোগ আশঙ্কা করার প্রয়োজন নাই।

(৪) যিনি সর্ব্বজীবে আবির্ভূত, তাঁহার জাতির নিরূপণ কি প্রকারে হইতে পারে।

(৫) তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই, অতএব তিনি অন্য কাহাকে মান্য করিবেন? অথবা কাহাকে না মানেন অর্থাৎ সকলকেই মানেন, যেহেতু সকল জীবের প্রতি তাঁহার সমান দৃষ্টি আছে।

(৬) ভূত পিশাচাদির হীন স্বভাব প্রাপ্ত যে শ্রীমহাদেব, ইহাতে তাঁহার অসাধারণ কারুণ্য গুণই প্রকাশ হইয়াছে, যেহেতু ঐ উপ-দেবতাদিগের তাঁহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই; এ নিমিত্ত তাঁহার নাম গণাধিপতি হইয়াছে।

(৭) বর্ণাতীত আশ্রমাতীত অথচ সর্ব্ববর্ণময় ও সর্ব্বাশ্রময়ী পরমেশের নির্দ্দেশ হইল।

যদি বৈশ্য হয়, চাষী কেন নয়,
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা, দ্বিজ দেয় সেবা,
নাগের পৈতা গলায়॥
গৃহী বলা দায়, ভিক্ষা মাগি খায়,
না করে অতিথি সেবা।
সতী ঝি আমার, গৃহিণী তাহার,
সন্ন্যাসী বলিবে কেবা॥
বনস্থ বলিতে, নাহি লয় চিতে,
কৈলাস নামেতে ঘর।
ডাকিনী বিহারী, নহে ব্রহ্মচারী,
একি মহাপাপ হর॥ (১)
সতী ঝি আমার, বিদ্যুৎ আকার,
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন, পরম ভাজন,
ঘটক নারদ ভায়া॥
আহা মরি সতী, কি দেখি দুর্গতি,
অন্ন বিনা হৈলা কালী।
তোমার কপাল, পর বাঘছাল,
আমার রহিল গালি॥
শিবনিন্দা শুনি, রোষে যত মুনি,
দধীচি অগস্ত্য আদি।
দক্ষে গালি দিয়া, চলিল উঠিয়া,
শ্রবণে কর আচ্ছাদি॥
তবু পাপ দক্ষ, নিন্দি কত লক্ষ,
সতী সম্বোধিয়া কহে।

(১) ইনি একমাত্র মহাপাপ হরণকর্ত্তা।

তার মৃত্যু নাই, (১) তোর নাহি ঠাঁই, (২)
আমার মরণ নহে॥
মোর কন্যা হয়ে, প্রেত সঙ্গে রয়ে,
ছিছি একি দশা তোর।
আমি মহারাজ, তোর এই সাজ,
মাথা খেতে আলি মোর॥
বিধবা যখন, হইবি তখন,
অন্ন বস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে, নারিব রাখিতে,
তার মুখ না দেখিব॥
শিবনিন্দা শুনি, মহাদুঃখ গুণি,
কহিতে লাগিলা সতী।
শিবনিন্দা কর, কি শকতি ধর,
কেন বাপা হেন মতি॥
যারে কালে ধরে, সেই নিন্দে হরে,
কি কহিব তুমি বাপ।
তব অঙ্গজন্ম, তাজিব এ তনু,
তবে যাবে মোর পাপ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয়, গালিতে কি ভয়,
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
কর্ম্ম মত ফল, যজ্ঞ যাবে তল,
তোর রক্ষা আর নাই॥
যে মুখে পামর, নিন্দিলে শঙ্কর,
সে মুখ হবে ছাগল।

---

(১) মহাদেবের মৃত্যু নাই, তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

(২) যিনি মহামায়া, বিশ্বময়ী, তিনি সর্ব্বত্র বিরাজমানা, তাঁহার ভিন্ন স্থান নাই।

এতেক কহিয়া, শরীর ছাড়িয়া,
উত্তরিলা হিমাচল॥
হিম গিরিপতি, ভাগ্যবান অতি,
মেনকা তাঁহার জায়া।
পূর্ব্ব তপোবরে, তাঁহার উদরে,
জনমিলা মহামায়া॥
সতী দেহ ত্যাগে, নন্দী মহারাগে,
সত্বরে গেল কৈলাসে।
শূন্যরথ লয়ে, শোকাকুল হয়ে,
নিবেদিল কৃত্তিবাসে॥ (১)
শুনিয়া শঙ্কর, শোকেতে কাতর,
বিস্তর কৈলা রোদন।
লয়ে নিজগণ, করিলা গমন,
করিতে দক্ষ দমন॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিল ভারত,
কবিরায় গুণাকর॥

শিবের দক্ষালয়ে যাত্রা।

মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট্ট জটাজুট সংঘট্ট (২) গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলট্টল কলকল তরঙ্গা॥
ফণাফণ্ ফণাফণ্ ফণীফন্ন গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে॥

---

(১) মহাদেব, শিব। (২) সহিত।

ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশঙ্খ গালে॥
দলমল দলমল গলে মুণ্ডমালা।
কটি কট্ট সদ্যোমরা হস্তি ছালা॥
পচা চর্ম্মঝুলী করে লোল ঝুলে।
মহাঘোর আভা পিনাকে (১) ত্রিশূলে॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী পিশাচে॥
সহস্রে সহস্রে চলে ভূত দানা।
হুহুঙ্কারে হাকে উড়ে সর্পবাণা॥
চলে ভৈরব ভৈরবী নন্দী ভৃঙ্গী।
মহাকাল বেতাল তাল (২) ত্রিশৃঙ্গী॥
চলে ডাকিনী যোগিনী ঘোরবেশে।
চলে শাঁখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে॥
গিয়া দক্ষযজ্ঞে সব যজ্ঞ নাশে।
কথা না সরে দক্ষরাজে তরাসে॥
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দে-রে সতীরে॥
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥

দক্ষযজ্ঞ নাশ।

ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক কাঁপিছে॥

(১) শিবধনু, শূল। (২) প্রেতযোনি।

সৈন্যহৃত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অস্ত্রচাপি বাহুতি ॥
বৈরিপক্ষ যক্ষ রক্ষ রুদ্রবর্গ ডাকিয়া।
যাও যাও হুঁদি খাও (১) দক্ষ দেয় হাঁকিয়া ॥
সে সভায় আত্মগায় (২) রুদ্র দেব নির্ব্বৃতি।
দক্ষরাজ পায় লাজ আর নাহি নিষ্কৃতি ॥
রুদ্রদূত ধায় ভূত নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গিয়া।
ঘোরবেশ মুক্তকেশ যুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়া ॥
ভার্গবের সৌষ্ঠবের দাড়ি গোঁফ ছিঁড়িল।
পূষণের (৩) ভূষণের দন্তপাঁতি পাড়িল ॥
বিপ্র সর্ব্ব দেখি খর্ব্ব ভোজ্য বস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে ॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দাক রে ॥
যক্ষ গেহ ভাঙ্গি কেহ হব্যগব্য (৪) খাইছে।
ঊর্দ্ধ হাত বিশ্বনাথ নাম গীত গাহিছে ॥
মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে ॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীমশব্দ ভাষিছে ॥
ঊর্দ্ধবাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্ফ ভূমিকম্প নাগ কূর্ম্ম নাড়িছে ॥ (৫)
অগ্নিজ্বালি সর্পিঃ (৬) ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্ম শেষ হৈল দেশ রেণু রেণু উড়িছে ॥

---

(১) হুঙ্কার করা। (২) দেব। (৩) মুনি বিশেষ।
(৪) [পাঠান্তরে হব্য কব্য] হোমের ঘৃত।
(৫) বাসুকি ও কচ্ছপকে আলোড়ন করিতেছে। (৬) ঘৃত।

হাস্তভুণ্ড বক্রতুণ্ড পুরি পুরি ঢুকিছে।
পদঘায় ঠায় ঠায় অশ্ব হাতী ফুকিছে ॥
রাজাখণ্ড লণ্ডভণ্ড বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুল থুল কুল কূল ব্রহ্মডিম্ব (১) ফুটিছে ॥
মৌন তুণ্ড (২) হেঁটমুণ্ড দক্ষ মৃত্যু জানিছে।
কেহ ধায় মুষ্টি খায় মুণ্ড ছিণ্ডি আনিছে ॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্দ বন্ধ বাড়িছে ॥

প্রসূতিস্তবে দক্ষের জীবন।

শিবনাম বল রে জীব বদনে।
যদি আনন্দে যাবে শিব সদনে ॥
শিব নাম লয়ে মুখে, তরিব সকল দুঃখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব সেবনে ॥
শিব শিব বলে যেই, এই দেহে শিব সেই,
শিব নিজ পদ দেই সে জনে।
কাতরে করুণা কর, পাপ তাপ সব হর,
ভারতে রাখহ হর ভজনে ॥ ধ্রু ॥
এইরূপে যজ্ঞনাশে দক্ষ নাশ পায়।
প্রসূতি বাঁচিলা মাত্র সতীর কৃপায় ॥
বিধি বিষ্ণু দুইজন নিজ স্থানে ছিলা।
দেখিয়া শিবের ক্রোধ অস্থির হইলা ॥

---

(১) ব্রহ্মাণ্ড।   (২) বদন, মুখ।

অকালে প্রলয় জানি কম্পেন শঙ্কর।
দক্ষবাসে শিবকাছে আইলা শঙ্কর॥
সতীশোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ॥
দূরে গেল রুদ্রভাব শিবভাব হয়।
প্রসূতি বিস্তর স্তুতি করে সবিনয়॥
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্বমাতা সতী।
অসীম মহিমা জানে কাহার শকতি॥
আমি জানি আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা তুমি আমার জামাই॥
বেদেতে মহিমা তব পরম নিগূঢ়।
সেই বেদ পড়ি মোর পতি হৈল মূঢ়॥
আপনি বিচার কর পরিহর রোষ।
দক্ষের এ দোষ কেন বেদের এ দোষ॥
যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিলে সেহ নহে তার মত ফল॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় যোরে আমি তার নারী॥
সতীর জননী আমি শাশুড়ী তোমার।
তথাপি বিধবা দশা হৈল আমার॥
ছাড়িয়া গেলেন সতী মরিলেন পতি।
তোমার না হয় দয়া কি হইবে গতি॥
তোমার শাশুড়ী বলি যম নাহি লয়।
আমারে কাহারে দিয়া কহ দয়াময়॥
প্রসূতির বাক্যে শিব সলজ্জ হইল।
ছাগ সহ দক্ষমাথে যোড়াইয়া দিল॥

ধড়ে মুণ্ড নাহি দক্ষ দেখিতে না পায়।
উঠে পড়ে ফিরে ঘুরে কবন্ধের (১) প্রায়॥
দক্ষের দুর্গতি দেখি হাসে ভূতগণ।
প্রসূতি বলিছে প্রভু একি বিড়ম্বন॥
বিধাতা বিষ্ণুর সহ করিয়া মন্ত্রণা।
কহিলেন খণ্ডিবারে দক্ষের যন্ত্রণা॥
শ্বশুর তোমার দক্ষ সম্বন্ধ গৌরব। (২)
ইহারে উচিত নহে এতেক রৌরব॥ (৩)
অপরাধ ক্ষমিয়া যদ্যপি দিলা প্রাণ।
কৃপা করি মুণ্ড দেহ কর জ্ঞানবান॥
শুনিয়া নন্দীরে শিব কহিলা হাসিয়া।
কার মুণ্ড দিবা দক্ষে দেখহ ভাবিয়া॥
নন্দী বলে তব নিন্দা করিয়াছে পাপ।
ছাগমুণ্ড হইবে সতীর আছে শাপ॥
শুনিয়া সম্মতি দিলা শিব মহাশয়।
যেমত করিল কর্ম্ম উপযুক্ত হয়॥
শিববাক্যে নন্দী এক ছাগল কাটিয়া।
মুণ্ড আনি দক্ষস্কন্ধে দিলেন আঁটিয়া॥
মিলন হইল ভাল হর দিলা বর।
শঙ্করের স্তুতি দক্ষ করিল বিস্তর॥
তুমি ব্রহ্ম তুমি ব্রহ্মা তুমি হরি হর।
তুমি জল তুমি বায়ু তুমি চরাচর॥
তুমি আদি তুমি অন্ত তুমি মধ্য হও।
পঞ্চভূতময় পঞ্চভূতময় নও॥
নিরাকার নির্গুণ নিঃসীম নিরুপম।
না জানি করিনু নিন্দা অপরাধ ক্ষম॥

---

(১) স্কন্ধকাটা। (২) গুরুজন্য মান্য। (৩) নরক বিশেষ

বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল॥
বিধি বিষ্ণু আদি সবে দক্ষেরে লইয়া।
যজ্ঞ পূর্ণ কৈল শিবে অগ্রভাগ দিয়া॥
যজ্ঞ স্থানে সতী দেহ দেখিয়া শঙ্কর।
বিস্তর রোদন কৈলা কহিতে বিস্তর॥
শিরে লয়ে সতী দেহ করিলা গমন।
গুণ গেয়ে স্থানে স্থানে করেন ভ্রমণ॥
বিধি সঙ্গে মন্ত্রণা করিল গদাধর।
সতীদেহ থাকিতে না ছাড়িবেন হর॥
যথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেই স্থান পুজিত বিধির॥

করিয়া একান্ন খণ্ড কাটিলা কেশব।
বিধাতা পূজিলা ভব হইলা ভৈরব॥
এক মত না হয় পুরাণ মত মত।
আমি কহি মত্ত চূড়ামণি তন্ত্র মত॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

পীঠমালা।

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ, নবদ্বার গেহ,
নর নারী কলেবরে।
গুণাতীত হয়ে, নানা গুণ লয়ে,
দোঁহে নানা কেলি করে॥
উত্তম অধম, স্থাবর জঙ্গম,
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে, মিলি দুইজনে,
দেহি দেহ রূপে চরে॥
অভেদ হইয়া, ভেদ প্রকাশিয়া,
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের, কি করে এ ফের,
কবি রায় গুণাকরে॥ ধ্রু॥
হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্র (১) ফেলিলা কেশব।
দেবতা কোট্টরী ভীমলোচন ভৈরব॥ ১
শর্করায়ে তিন চক্ষু ত্রিগুণ ভৈরব।
মহিষমর্দ্দিনী দেবী ক্রোধীশ ভৈরব॥ ২

(১) ব্রহ্মতালু।

সুগন্ধায় নাসিকা পড়িল চক্রহতা।
ত্র্যম্বক ভৈরব তাহে সুনন্দা দেবতা ॥ ৩
জ্বালামুখে জিহ্বা তাহে অগ্নি অম্বুকেশ।
দেবীর অম্বিকা নাম উন্মত্ত ভৈরব ॥ ৪
ভৈরবপর্ব্বতে ওষ্ঠ পড়ে চক্রঘায়।
নভ্রকর্ণ ভৈরব অবন্তী দেবী তায় ॥ ৫
প্রভাসে অধর দেবী চন্দ্রভাগা তাহে।
বক্রতুণ্ড ভৈরব প্রত্যক্ষ রূপ যাহে ॥ ৬
জনস্থানে চিবুক (১) পড়িল অভিরাম। (২)
বিকৃতাক্ষ ভৈরব ভ্রামরী দেবী নাম ॥ ৭
গোদাবরী-তীরে পড়ে বামগণ্ড (৩) খানি।
বিশ্বেশ ভৈরব বিশ্বমাতৃকা ভবানী ॥ ৮
গণ্ডকীতে ডানি গণ্ড পড়ে চক্রঘায়।
চক্রপাণি ভৈরব গণ্ডকী চণ্ডী তায় ॥ ৯
উর্দ্ধদন্তপাঁতির অনলে হৈল ধাম।
সংক্রূর ভৈরব দেবী নারায়ণী নাম ॥ ১০
পঞ্চ সাগরেতে পড়ে অধোদন্ত সার।
মহারুদ্র ভৈরব বারাহী দেবী তার ॥ ১১
করতোয়াতটে পড়ে বামকর্ণ তাঁর।
বামেশ ভৈরব দেবী অপর্ণা তাঁহার ॥ ১২
শ্রীপর্ব্বতে (৪) ডানিকর্ণ ফেলিলেন হরি।
ভৈরব সুন্দরানন্দ দেবতা সুন্দরী ॥ ১৩
কেশজাল নাম স্থানে পড়ে তাঁর কেশ।
উমা নামে দেবী তাহে ভৈরব ভূতেশ ॥ ১৪

---

(১) দাড়ি, থুঁতি, ওষ্ঠের অধোভাগ।
(২) মনোহর, সুন্দর। (৩) কপোল, গাল।
(৪) মলয় পর্ব্বত।

কিরীট কণায় পড়ে কিরীট স্বরূপ।
ভুবনেশী দেবতা ভৈরব সিদ্ধরূপ ॥ ১৫
শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা (১) মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি ॥ ১৬
কাশ্মীরেতে কণ্ঠ দেবী মহামায়া তায়।
ত্রিসন্ধ্য ঈশ্বর নাম ভৈরব তথায় ॥ ১৭
রত্নাবলী স্থানে ডানিস্কন্ধ অভিরাম।
কুমার ভৈরব তাহে দেবী শিবা নাম ॥ ১৮
মিথিলায় বামস্কন্ধ দেবী মহাদেবী।
মহোদর ভৈরব সর্ব্বার্থ যাঁরে সেবি ॥ ১৯
চট্টগ্রামে ডানি হস্ত অর্দ্ধ অনুভব।
ভবানী দেবতা চন্দ্রশেখর ভৈরব ॥ ২০
আর অর্দ্ধ ডানি হস্ত মান সরোবরে।
দেবী দাক্ষায়ণী হর ভৈরব বিহরে ॥ ২১
উজানীতে কফোণি (২) মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি ॥ ২২
মণিবেদে মণিবন্ধ (৩) পড়িল তাঁহার।
স্থাণুনামে ভৈরব সাবিত্রী দেবী তাঁর ॥ ২৩
প্রয়াগেতে দুহাতের অঙ্গুলী সরস।
তাহাতে ভৈরব দশ মহাবিদ্যা দশ ॥ ২৪ হইতে ৩৩
বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব ॥ ৩৪
মণিবন্ধে বামমণিবন্ধ অভিরাম।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব গায়ত্রী দেবী নাম ॥ ৩৫

---

(১) ঘাড়, গলা।
(২) কণুই।
(৩) করগ্রন্থি, হাতের পোঁচা।

জালন্ধরে তাঁহার পড়িল এক স্তন।
ত্রিপুরমালিনী দেবী ভৈরব ভীষণ ॥ ৩৬
আর স্তন পড়ে তাঁর রামগিরি স্থানে।
শিবানী দেবতা চণ্ড ভৈরব সেখানে ॥ ৩৭
বৈদ্যনাথে হৃদয় ভৈরব বৈদ্যনাথ।
দেবী তাহে জয়দুর্গা সর্ব্বসিদ্ধি সাথ ॥ ৩৮
উৎকলে পড়িল নাভি মোক্ষ যাহা সেবি।
জয় নামে ভৈরব বিজয়া নামে দেবী ॥ ৩৯
কাঞ্চীদেশে পড়িল কাঁকালি অভিরাম।
দেবগর্ভা দেবতা ভৈরব রুরু নাম ॥ ৪০
নিতম্বের অর্দ্ধ কালমাধবে তাঁহার।
অসিতাঙ্গ ভৈরব দেবতা কালী তাঁর ॥ ৪১
নিতম্বের আর অর্দ্ধ পড়ে নর্ম্মদায়।
ভদ্রসেন ভৈরব শোণাক্ষী দেবী তায় ॥ ৪২
মহামুদ্রা কামরূপে রজোযোগ যায়।
রাবানন্দ ভৈরব কামাখ্যা-দেবী তায় ॥ ৪৩
নেপালে দক্ষিণ জঙ্ঘা (১) কপালী ভৈরব।
দেবী তায় মহামায়া সদা মহোৎসব ॥ ৪৪
জয়ন্তায় বামজঙ্ঘা কেলিলা কেশব।
জয়ন্তী দেবতা ক্রমদীশ্বর ভৈরব ॥ ৪৫
দক্ষিণ চরণখানি পড়ে ত্রিপুরায়।
নলনামে ভৈরব ত্রিপুরা দেবী তায় ॥ ৪৬
ক্ষীরগ্রামে ডানি পার অঙ্গুষ্ঠ বৈভব।
যুগাদ্যা দেবতা ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব ॥ ৪৭
কালীঘাটে চারিটী অঙ্গুলি ডানি পায়।
নকুলেশ ভৈরব কালিকা দেবী তাঁয় ॥ ৪৮

---

(১) গুল্ফের ঊর্দ্ধ জানুর অধোভাগ, পায়ের ডিম

কুরুক্ষেত্রে জানি পায় গুল্ ফ (১) অনুভব।
বিমলা তাহাতে দেবী সম্বর্ত্ত ভৈরব॥ ৪৯
বিভাসেতে বামগুল্ ফ ফেলিলা কেশব।
ভীমরূপা দেবী তাহে কপালী ভৈরব॥ ৫০
ত্রিস্রোতায় পড়ে বামপদ মনোহর।
অমরী দেবতা তাহে ভৈরব অমর॥ ৫১
শূন্য শির দেখি শিব হৈলা চিন্তাবান্।
হিমালয় পর্ব্বতে বসিলা করি ধ্যান॥ ৫২
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥

ইতি শুক্রবারের প্রথম নিশা পালা।

শিব বিবাহের মন্ত্রণা।

উমা দয়া কর গো। বিষম শমনভয় হর গো॥
পাপেতে জড়িত মতি, কাতর হয়েছি অতি,
পতিতপাবনী নাম ধর গো।
মা বলিয়া ডাকি যন, শুনিয়া না দেহ মন,
গুহ গজাননে বুঝি ভর গো॥
তুমি গো তারিণী তারা, অসার সংসারসারা,
নানা রূপে চরাচরে চর গো।
রাধানাথ তব দাস, পুরাও তাহার আশ,
ভব পাশিচক্র পাশে তার গো॥ ধ্রু॥

উদাসীন দেখি হরে বিধি গদাধর।
মন্ত্রণা করিলা লয়ে যতেক অমর॥
ত্রিদিবে প্রধান দেব দেব দেব শিব।
শিব হৈলা পত্নীহীন কেবা কি করিব॥

---

(১) গুল্ফ, গোড়ালী।

নানামত মন্ত্রণা করিয়া দেব সব ।
মহামায়া উদ্দেশে বিস্তর কৈলা স্তব ॥
হইল আকাশবাণী সকলে শুনিলা ।
মহামায়া হিমালয় আলয়ে জন্মিলা ॥
উ শব্দে বুঝহ শিব মা শব্দে শ্রী তাঁর ।
বুঝিয়া মেনকা উমা নাম কৈলা সার ॥
তাঁহার সহিত হবে শিবের বিবাহ ।
তবে সে সর্ব্বের হবে সংসার নির্ব্বাহ ॥
আকাশ বাণীতে পেয়ে দেবীর উদ্দেশ ।
নারদেরে ডাকিয়া কহিলা হৃষীকেশ ॥
ঘটক হইয়া তুমি হিমালয়ে যাও ।
উমা সহ মহেশের বিবাহ ঘটাও ॥
একেত নারদ আরো বিষ্ণুর আদেশ ।
শিবের বিবাহ তাহে বাড়িল আবেশ ॥ (১)
জনকের জননীর দেখিব চরণ ।
আর কবে হব হেন ভাগ্যের ভাজন ॥
মাজিয়া বীণার তার মিশাইয়া তান ।
ভারতের অভিমত গৌরীগুণ গান ॥

নারদের গান ।

জয় দেবি জগন্ময়ি, দীন দয়াময়ি,
শৈলসুতে করুণানিকরে ।
জয় চণ্ড বিনাশিনি, মুণ্ড নিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি দুঃখান্তকে ॥

(১) অনুরাগ, বন্ধ, আসক্তি, মনঃসংযোগ ।

জয়কালি কপালিনি, মস্তকমালিনি,
খর্পরধারিণি শূলধরে।
জয় চণ্ডি দিগম্বরি, ঈশ্বরি শঙ্করি,
কৌষিকি ভারত ভীতি হরে॥

শিব বিবাহের সম্বন্ধ।

এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥
দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে॥
মৃত্তিকায় হর গৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া॥
দেখি নারদের মনে হৈল চমৎকার।
এ কি কৈলা মহামায়া মায়া অবতার॥
দণ্ডবৎ হয়ে মুনি করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ হৈল হরিনাম॥
অভীষ্ট হউক সিদ্ধ বর দিয়া মনে।
নারদে কহিলা দেবী গর্ব্বিত ভৎর্সনে॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়।
আমারে প্রণাম কর উপযুক্ত নয়॥
অল্পায়ু করিবে বুঝি ভাবিয়াছ মনে।
দেখিয়া এমন কর্ম্ম করিলা কেমনে॥
মুনি বলে এ ভয় দেখাও তুমি কারে।
তোমার কৃপায় ভয় না করি তোমারে॥
আমারে বুঝিলা বৃদ্ধ বালিকা আপনি।
ভাবি দেখ তুমি মোর বাপের জননী॥
নাতি জানে বুড়া বলি হাসিছ আমারে।
পাকা দাড়ি বুড়া বর করাব তোমারে॥

আনিব এমন বর বায়ে নড়ে দাঁত ।
ঘটক তাহার আসি জানিবে পশ্চাৎ ॥
বিবাহের নামে দেবী চলে লজ্জা পেয়ে ।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে ॥
আল্যা করি কোলে বসি ছেঁদে ধরি গলে ।
ওমা ওমা বলি উমা কথা কন ছলে ॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া ।
ধূলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া ॥
কোথা হৈতে বুড়া এক ডোকরা বামন ।
প্রণাম করিল মোরে একি অলক্ষণ ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে ।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে ॥
ছুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান ।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥
ভাবে বুঝি সে বামন বড় কন্দলিয়া ।
দেখিবে যদ্যপি চল বাপারে লইয়া ॥
শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ ।
সংভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ ॥
হিমালয় শুনিয়া আইল দ্রুত হয়ে ।
সিংহাসনে বসাইল পদধূলি লয়ে ॥
নারদ কহেন শুন শুন হিমালয় ।
কি কহিব অসীম তোমার ভাগ্যোদয় ॥
এই যে তোমার উমা কন্যা বল যাঁরে ।
অখিল ভুবন মাতা জানিতে কে পারে ॥
বিবাহ কাহারে দিবে ভাবিয়াছ কিবা ।
শিব পতি ইহাঁর ইহাঁর নাম শিবা ॥
হিমালয় বলে কি এমন ভাগ্য হবে ।
ভবানী হবেন উমা পার পাম ভবে ॥

নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী তাবে জন্মিলা যখনি॥
হিমালয় মেনকা যদ্যপি দিলা সায়।
লগ্ন পত্র করিয়া নারদ মুনি যায়॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম।

শিবের সম্বন্ধ, করিয়া নির্ব্বন্ধ,
আইলা নারদ মুনি।
কমললোচন, আদি দেবগণ,
পরম আনন্দ শুনি॥
সকলে মিলিয়া, শিব কাছে গিয়া,
বিস্তর করিলা স্তব।
নাহি ভাঙ্গে ধ্যান, দেখি চিন্তাবান,
হইলা বিধি কেশব॥
মন্ত্রণা করিয়া, মদনে ডাকিয়া,
সুরপতি দিলা পান।
সম্মোহন-বাণ, (১) করিয়া সন্ধান,
শিবের ভাঙ্গহ ধ্যান॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায়, রতিপতি ধায়,
পুষ্প শরাসন হাতে।
সম্মুখে সামন্ত, ধাইল বসন্ত,
কোকিল ভ্রমর সাতে॥

(১) যে বাণের দ্বারা মোহ জন্মে, কন্দর্পের পঞ্চবাণের প্রধান বাণ।

মলয় পবন, বহে ঘন ঘন,
শীতল সুগন্ধ মন্দ।
তরুলতাগণ, ফুলে সুশোভন,
জগতে লাগিল ধন্দ॥
যত দেবগণ, হৈলা অদর্শন,
হরের ক্রোধের ভয়।
পূর্ব্ব নিয়োজন, নিকট মরণ,
মদন সম্মুখে রয়॥
আকর্ণ পূরিয়া, সন্ধান করিয়া,
সম্মোহন-বাণ লয়ে।
ভূমে হাঁটু পাড়ি, দিল বাণ ছাড়ি,
অনলে পতঙ্গ হয়ে॥ (১)
কিবা করে ধ্যান, কিবা করে জ্ঞান,
যে করে কামের শর।
শিহরিল অঙ্গ, ধ্যান হৈল ভঙ্গ,
নয়ন মিলিলা হর॥
কামশরে ভ্রান্ত, নারী লাগি ব্যস্ত,
নেহালেন চারি পাশে।
সম্মুখে মদন, হাতে শরাসন,
মুচকি মুচকি হাসে॥
দেখি পুষ্পশরে, ক্রোধ হৈল হরে,
অটল অচল টলে।
ললাট লোচন, হৈতে হুতাশন,
ধক্ ধক্ ধক্ জলে॥

(১) পতঙ্গ সদৃশ মদন অনল রূপ হরের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিল। অনলে পড়িলে যে পুড়িয়া মরিবে, তাহা মনে নাই।

মদন পলায়, পিছে অগ্নি ধায়,
ত্রিভুবন পরকাশি।
চৌদিকে বেড়িয়া, মদনে পুড়িয়া,
করিল ভস্মের রাশি॥
মরিল মদন, তবু পঞ্চানন,
মোহিত তাহার বাণে।
বিকল হইয়া, নারী তপাসিয়া, (১)
ফিরেন সকল স্থানে॥
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর,
কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া, পশ্চাৎ তাড়িয়া,
ফিরেন শিব চঞ্চল॥
মনে মনে হাসি, হেনকালে আসি,
নারদ হৈল সমুখ।
নারদে দেখিয়া, সলজ্জ হইয়া,
হর হৈলা হেঁটমুখ॥
খুড়া খুড়া করে, দণ্ডবৎ হয়ে,
কহিছে নারদ হাসি।
দক্ষগৃহ ছাড়ি, হেমন্তের (২) বাড়ি,
জনমিলা সতী আসি॥
বিবাহ করিয়া, তাঁহারে লইয়া,
আনন্দে কর বিহার।
শুনি শিব কন, ওরে বাছাধন,
ঘটক হও তাহার॥

(১) তপাস—অনুসন্ধান, অন্বেষণ।
(২) হিমালয়ের।

মুনি কহে ত্রস্ত, সকলি প্রস্তুত,
বর হয়ে কবে বাবা।
কহেন শঙ্কর, বিলম্ব না কর,
আজি চল মোর বাবা॥
শুনি মুনি কয়, এমন কি হয়,
সর্ব্ব দেবগণে কহ।
প্রায় হয়ে বুড়া, ভুলিয়াছ খুড়া,
দিন দুই স্থির রহ॥
শান্ত হৈলা হর, যতেক অমর,
এলো যথা পশুপতি।
কামের মরণ, করিয়া শ্রবণ,
কান্দিয়া আইল রতি॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্র প্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত,
কবি রায় গুণাকর॥

রতির বিলাপ।

পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসার পূরিল হাহাকার।
কোথা গেল প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
তুমি কাম আমি রতি, আমি নারী তুমি পতি,
দুই অঙ্গ একই পরাণ।

প্রথমে যে প্রীতি ছিল, শেষে তাহা না রহিল,
পিরীতির এ নহে বিধান ॥
যথা যথা যেতে প্রভু, মোরে না ছাড়িতে কভু,
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছে প্রেম বাড়াইয়া, ভাল গেলা ছাড়াইয়া,
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥
না দেখিব সে বদন, না হেরিব সে নয়ন,
না শুনিব সে মধুরবাণী।
আগে মরিবেন স্বামী, পশ্চাতে মরিব আমি,
এত দিন ইহা নাহি জানি ॥
আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই।
হৃদয়েতে দিতে স্থান, করিতে কতেক মান,
এখন দেখিতে আর নাই ॥
শিব শিব শিবনাম, সবে বলে শিবধাম, (১)
বামদেব (২) আমার কপালে।
যার দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তার দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে ॥
শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন ॥
অনঙ্গে শরীর ঢালি, তথাপি রহিল কালি,
মরণ মরিলে নৈল রতি।
এ দুঃখে হইতে পার, উপায় না দেখি আর,
মরিলেহ নাহি অব্যাহতি ॥

(১) শুভঙ্কর, মঙ্গলালয়। (২) মহাদেব, দেবতা প্রতিকূল।

অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন পথে পতি যান,
আগে যায়ে পথ দেখাইয়া।
চরণ রাজীবরাজে, (১) মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহয়ে বহিয়া॥
অরে রে মলয়াবাত, তোরে হৌক বজ্রাঘাত,
মরে যায়ে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও, বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা॥
কোথা গেলা সুররাজ, মোর মুণ্ডে হানি বাজ,
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি, আমি তাহে দেহ ঢালি,
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম॥
বিরহ সন্তাপ যত, অনলে কি তাপ তত,
কত তাপ তপনের তাপে।
ভারত বুঝায়ে কয়, কাঁদিলে কি আর হয়,
এই ফল বিরহীর শাপে॥

রতির প্রতি দৈববাণী।

অগ্নিকুণ্ড জ্বালি রতি সতী হৈতে চায়
হইল আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
শুন রতি তনু ত্যাগ না কর এখন।
শুনহ উপায় কহি পাইবে মদন॥
দ্বাপরে হবেন হরি কৃষ্ণ অবতার।
কংস বধি করিবেন দ্বারকা বিহার॥

(১) পদ্ম-শ্রেষ্ঠ, উত্তম পদ্মফুল।

রুক্মিণীরে লইবেন বিবাহ করিয়া।
তার গর্ত্তে এই কাম জনমিবে গিয়া॥
শম্বর (১) দানব বড় হইবে দুর্জ্জন।
মদনের হাতে তার মৃত্যু নিয়োজন॥
দাসী হয়ে তুমি গিয়া থাক তার ধামে।
লুকাইয়া এইরূপ মায়াবতী নামে॥
কহিবেন শম্বরে নারদ তপোধন।
জন্মিল তোমার শত্রু কৃষ্ণের নন্দন॥
শুনিয়া শম্বর বড় মনে পাবে ভয়।
মায়া করি দ্বারকায় যাবে দুরাশয়॥
মোহিনী বিদ্যায় সবে মোহিত করিবে।
হরিয়া লইয়া কামে সমুদ্রে ফেলিবে॥
মৎস্তে গিলিবেক তারে আহার বলিয়া।
না মরিবে কাম ভবিতব্যের লাগিয়া॥
সেই মৎস্ত জালিয়া ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে॥
কুটিবারে সেই মৎস্ত দিবেক তোমারে।
তাহাতে পাইবে তুমি কৃষ্ণের কুমারে॥
পূর্ব্ববৎ পালিবা আপন প্রাণনাথ।
মা বলে যদ্যপি তবে কর্ণে দিবে হাত॥
শেষে তাহে সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
শিখাইয়া পরিচয় দিয়া দিও জ্ঞান॥
শম্বরে বধিয়া কাম দ্বারকায় যাবে।
কহিনু উপায় এইরূপে পতি পাবে॥
শুনি রতি সাত পাঁচ ভাবনা করিয়া।
নিবার অনলকুণ্ড রোদন ত্যজিয়া॥

(১) শম্বরদানবকে বধ করিয়া মদনের শম্বরারি নাম হইয়াছে

কামের উদ্দেশে চলে শম্বরের দেশ।
বেশ ভূষা রূপ ছাড়ি ধরি দাসীবেশ॥
শিবের বিবাহ সবে শুন ইতঃপর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের হিমালয়ে যাত্রা।

শিবের বিবাহ, পরম উৎসাহ,
সবে হৈলা যত্নবান।
পরম সন্তোষে, দুন্দুভি (১) নির্ঘোষে, (২)
ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান॥
নিজগণ লয়ে, বরযাত্রী হয়ে,
চলিলা যত অমর।
অপ্সরা নাচিছে, কিন্নরী গাইছে,
পুলকিত মহেশ্বর॥
ব্রহ্মা পুরোহিত, চলিলা ত্বরিত,
বরকর্ত্তা নারায়ণ।
ইন্দ্রের শাসনে, মরত ভুবনে,
চলে যত রাজগণ॥
কুবের ভাণ্ডারী, যক্ষগণ ভারি,
নানা আয়োজন সাজি।
বায়ু করি বল, আপনি অনল,
হইলা আতসবাজি॥
নারদ বলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
সাজাইতে গেলা বর।
বসিছিলা হর, উঠিয়া সত্বর,
নারদ কহে তৎপর॥

---

(১) ভেরী, নাগরা, ঢাক। (২) নির্ঘোষ—গভীর ধ্বনি।

জটাজুটে চূড়া, শাপে বান্ধ খুড়া,
মুকুটে কি দিবে শোভা ।
কি কাজ মুক্তার, হাড়ের মালায়,
কন্তায় মা হবে লোভা ॥
কস্তুরী কেশরে, চন্দনে কি করে,
ঘন করে মাখ ছাই ।
কি করে মণিতে, যে শোভা ফণিতে,
হেন বর কোথা পাই ॥
ফুলমালা যত, শোভা দিবে কত,
যে শোভা মুণ্ডের মালে ।
কাপড়ে কি শোভা, জগমনোলোভা,
যে শোভা বাঘের ছালে ॥
রথ হস্তী আর, কি কাজ তোমার,
যে বুড়া বলদ আছে ।
তোমার যে গুণ, কব কোটি গুণ,
আমি মেনকার কাছে ॥
অধিক করিয়া, সিদ্ধি মিশাইয়া,
ধুতুরা খাইতে হবে ।
যাবৎ বিবাহ, না হবে নির্ব্বাহ,
উপবাস তবে রবে ॥
এরূপ করিয়া, বর সাজাইয়া,
হর্ষ করে মুনি যায় ।
প্রেত ভূতগণ, ধায় অগণন,
আকাশ ঢাকিল ধুলায় ॥
ঝুপ ঝুপ ঝাঁপ, দুপ দুপ দাপ,
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া চলে ।
মহা ধুমধাম, হাঁকে হুম হাম,
জয় মহাদেব বলে ॥

সহজে সবার, বিকট আকার,
সহিতে না পারে আর।
থাবায় থাবায়, মশাল নিবায়,
আন্ধারে শোভিত ভাল॥
করতালি দিয়া, বেড়ায় নাচিয়া,
হাসে হিহি হিহি হিহি।
দন্ত কড়মড়ি, করে জড়াজড়ি,
লক লক লক জিহি॥
করে চড়াচড়ি, খায় রড়ারড়ি, (১)
কিলা কিলি গণ্ডগোল।
কে কারে আছাড়ে, কে কারে পাছাড়ে,
কে মানে কাহার বোল॥
তরু উপাড়িয়া, গিরি উখাড়িয়া,
কৈল প্রলয়ের ঝড়।
বরযাত্রগণ, লইয়া জীবন,
পলাইল দিয়া রড়॥
ইন্দ্রাদি পলায়, অন্য কেবা তায়,
দেখিয়া আনন্দ হরে।
আগে ভাগে হরি, বিধি সঙ্গে করি,
গেলা হেমন্তের ঘরে॥
হিম গিরিরাজ, করিয়া সমাজ,
বসি পুরোহিত সাথ।
বলদে চড়িয়া, শিঙ্গা বাজাইয়া,
এলো বর ভূতনাথ॥
যত কন্যাযাত্র, দেখিয়া কুপাত্র,
বলে এ কেমন বর।

(১) দৌড়াদৌড়ি, দ্রুত ধাবন

বরযাত্রগণে, দেখি ভয় মনে,
না সরে কার উত্তর॥
কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাজা ইন্দ্রপ্রায়,
অশেষ গুণসাগর।
তাঁর অভিমত, রচিলা ভারত,
কবি রায় গুণাকর॥

শিব বিবাহ।

জয় জয় হর রঙ্গিয়া।
করবিলসিত (১) নিশিত (২) পরশু (৩) অভয় বর কুরঙ্গিয়া॥
লক্ লক্ ফণি জটা বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনীরাজ, (৪)
ধক্ ধক্ ধক্ দহন (৫) সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া।
ঢুলু ঢুলু ঢুলু নয়ন লোল হলু হলু হলু যোগিনী বোল,
কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল, প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া॥
ভবম্ ভবম্ ববম্ ভাল, ঘনবাজে শিঙ্গা ডমরু গাল,
রুদ্র তালে তাল দেয় বেতাল, ভৃঙ্গি নাচে অঙ্গ ভঙ্গিয়া।
সুরগণ কহে জয় মহেশ, পুলকে পূরিত সকল দেশ,
ভারত যাচত ভকতিলেশ, সরস অবশ অঙ্গিয়া॥ ধ্রু॥

সভা মাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে।
বসিয়াছে দান সজ্জা বামদিকে লয়ে॥
উত্তারাস্তে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্রকথা কহে বীরগণ॥
হেনকালে বর আসি হৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান॥
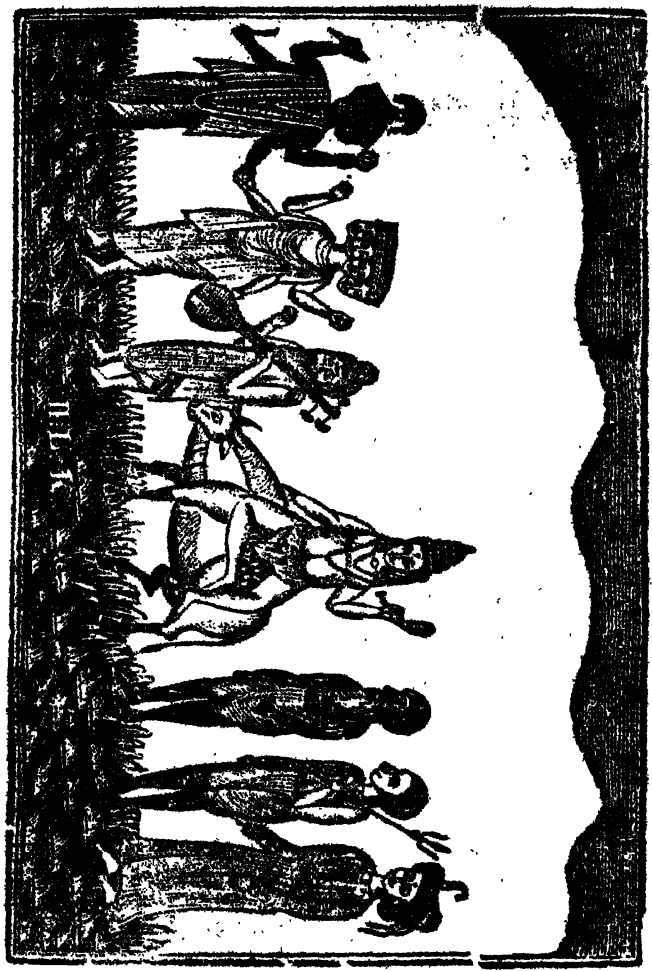
(১) হস্তে শোভিত। (২) শাণিত।
(৩) অস্ত্র বিশেষ, কুঠার। (৪) চন্দ্র। (৫) অগ্নি।

বর দেখি হিমালয় হৈলা হতবুদ্ধি।
ভূতগণে দেখিয়া উড়িল বুক শুদ্ধি॥
কহিতে না পারে গদগদ ভাবি মনে।
ভুলিয়া বসিলা গিরি বরের আসনে॥
ভবানীর ভাবে ভব ঢুলিয়া ঢুলিয়া।
গিরির আসনে গিয়া বসিলা ভুলিয়া॥
বিধি তাহে বিধি দিলা এ এক নিয়ম।
তদবধি বিবাহে হইল ব্যতিক্রম॥
কুশ হস্ত হিমালয় বিধির বিহিত।
হেনকালে জিজ্ঞাসা করিল পুরোহিত॥
কে পিতা কে পিতামহ কে প্রপিতামহ।
কিবা গোত্র কয় বা প্রবর বর কহ॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন ভাবিতে লাগিলা।
বিষয় বুঝিয়া বিধি বিশেষ কহিলা॥
স্মরহর বর বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর প্রপিতামহ হর॥
শিবগোত্র শম্ভু সর্ব্ব শঙ্কর প্রবর।
শুনিয়া বিধিরে চাহি হাসিলেন হর॥
এরূপে গিরিশে গিরি গৌরী দান দিলা।
স্ত্রী আচার করিবারে মেনকা আইলা॥
কেশব কৌতুকী বড় কৌতুক দেখিতে।
নারদেরে কহিলা কন্দল লাগাইতে॥
গরুড়ে কহিলা তুমি ভয় দেখাইয়া।
শিব কটিবদ্ধ নাগ দেহ খেদাইয়া॥
এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিলা।
লইয়া নিছনী (১) ডালা হুলাহুলি দিলা॥

(১) বিবাহকালীন স্ত্রী আচারের অঙ্গবিশেষ

বরের সম্মুখে আসি মেনকা আইলা ।
পলাবার পথে গিয়া রহি দাঁড়াইলা ॥
গরুড় হুঙ্কার দিয়া উত্তরিল গিয়া ।
মাথা গুঁজে যত সাপ যায় পলাইয়া ॥
বাঘছাল খসিয়া উলঙ্গ হৈলা হর ।
এয়োগণ বলে ওমা এ কেমন বর ॥
মেনকা দেখিয়া চেয়ে জামাই লেঙ্গটা ।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥
নাকে হাত এয়োগণ বলে আই আই ।
মেদিনী বিদরে যদি তাহাতে সামাই ॥ (১)
দেখিয়া সকল লোক মসাল নিবায় ।
শিবভালে চাঁদ অগ্নি আলো করে তায় ॥
লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ ॥
শুন এয়ো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও ।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও ॥
মেনকা নারদবাক্যে তুলা মনোদুঃখে ।
পলাইতে গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে ॥
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায় ।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায় ॥
ঘরে গিয়া মহাক্রোধে ত্যজি লাজ ভয় ।
হাত নাড়ি গলাভাড়ি ডাক ছাড়ি কয় ॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অভেয়ে ।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে ॥
বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ ।
নারদের কথায় করিল হেন কাজ ॥

(১) [illegible]

ভারত কহিছে আর কি আছে আটক।
কন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক॥

কন্দল ও শিবনিন্দা।

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈলা দিগম্বর লো॥
উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী, দেখে আসে জ্বর লো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছারকপালে ছাই-কপালে, দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো॥ ধ্রু॥

কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আঁকশলী (১) পোয়া (২) মোনা (৩) গড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়।
কোণের বহুড়ী লয়ে কন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী লয়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥

(১) ঢেঁকীর মধ্য ভেদ করিয়া যে কাষ্ঠ উভয় পার্শ্বস্থ পোয়ার উপরে স্থিত হয়।
(২) ঢেঁকীর দুইপার্শ্বে হাঁড়ি কাষ্ঠের আকৃতি কাষ্ঠ খণ্ড।
(৩) ঢেঁকীর মুষলির অগ্রভাগের লৌহ।

আয়রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়ে গুলা মাথা কোঁড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেণা-ঝোড়ে (১) ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখরে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাঁটি এসো চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥
নারদের মন্ত্র তন্ত্র না হয় নিষ্ফল।
পরস্পর এয়োগণে বাজিল কন্দল॥
এ বলে উহারে সই ওটা বড় ঠেঁটা।
আর জন বলে সই এই বেটা সেটা॥
যেই মাত্র বুড়া বর হইল লেঙ্গটা।
আইমা গো চেয়ে রৈল ফেলিয়া ঘোমটা॥
সে বলে লো বটে বটে আমি বড় ঠেঁটা।
গোবিন্দে সুন্দর দেখি চেয়ে রৈল কেটা॥
তার সই বলে থাক জানি লো উহারে।
পথিকেরে ভুলাইয়া আনে আঁখি ঠারে॥
ইহার হইয়া কহে উহার মকর।
গোবিন্দেরে দেখিয়াছে এ বড় পামর॥
চারিমুখা রাজাটা বরের ভাই হেন।
তার দিকে তোর দিদি চেয়ে রৈল কেন॥
সে বলে নাকানী আরো না জান আপনা।
চাঁদে দেখি দেখিয়াছি তোর সতীপনা॥
এইরূপে কোন্দলে লাগিল ঝুটাঝুটি।
ডাকাডাকি গালাগালি মাথা কুটাকুটি॥

---

(১) কোপ, ক্ষুদ্র গাছের ঝাড়।

দাঁড়াইয়া পিছায় হাসেন গণপতি।
হেঁটমুখে মৃদুমন্দ হাসেন পার্ব্বতী॥
হর হর বলিয়া ডাকিছে ভূত যত।
হরিষ বিষাদে হিমালয় জ্ঞান হত॥
ভূত ভয়ে এয়োগণ নীরব রহিছে।
ডুকরিয়া ফুকরিয়া মেনকা কহিছে॥
আহা মরি ওমা উমা সোণার পুতুল।
বুড়ারে কে বলে বর কেবল বাতুল॥
পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।
বুড়ার বিকট জটা পরশে আকাশ॥
আমার উমার দন্ত মুকুতাগঞ্জন।
বায়ে নড়ে ভাঙ্গা বেড়া বুড়ার দশন॥
উমার বদনচাঁদে শরকালে রাকা। (১)
বুড়ার বিকট মুখে দাড়ি গোঁপ পাকা॥
কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।
ছাই মাখে অঙ্গে বুড়া একি অলক্ষণ॥
উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।
বুড়ার গলায় হাড়মালা একি জ্বালা॥
বিচিত্র বসন উমা পরে কত রঙ্গে।
বাঘছাল পরে বুড়া আঁত উঠে গন্ধে॥
উমার রতন কাঞ্চী (২) ভ্রমর ঝঙ্কারে।
বুড়ার কোমরবন্ধ ফণী ফোঁস করে॥
নিছনি করিতে যেয়ে সবে হৈল দূর।
সাপে খেয়েছিল প্রাণ বাঁচালে গরুড়॥
আই মা এ লাজ কি রাখিতে ঠাই আছে
কেমনে উমার হৈল পাগলের কাছে॥

(১) পুর্ণিমা। (২) চন্দ্রহার, গোট।

আলো নিবাইনু সবে দারুণ লজ্জায়।
কপালে আগুন তার আলো করে তায়॥
আহা মরি বাছা উমা কি তপ করিলে।
সাপুড়ের ভূতুড়ের কপালে পড়িলে॥
বরযাত্র প্রেত ভূত দাঁড়াইয়া মুতে।
ভাগ্যবলে এয়োগণে না পাইল ছুঁতে॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দক্ষযজ্ঞ মনে করি নিন্দিহ শঙ্কর॥

শিবের মোহন বেশ।

আমায় শঙ্কর করুণাকর গো।
নিন্দা কর না ত্রিভুবনে মহেশ্বর॥
কালকুট পিয়া, বিশ্ব বাঁচাইয়া,
মৃত্যুঞ্জয় হৈলা হর।
কপালে অনল, শিরে গঙ্গাজল,
অনলে জলে সোসর॥ (১)
ভালে সুধাকর, গলে বিষধর,
সুধা বিষে বরাবর। (২)
ভারত কহিছে, মোর না সহিছে,
এ শিবে নিন্দে পামর॥ ধ্রু॥
শিব নিন্দা করিয়া মেনকা কত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে॥
যে দুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥

(১) সমভাব, সমান। (২) সমান।

কি জানি শিবের মনে পাছে হয় ক্রোধ।
কৃপা করি মেনকারে উমা দিলা বোধ॥
মেনকার হৈল জ্ঞান দেবীর দয়ায়।
মনোহর বর হয়ে দেখিবারে পায়॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণি॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই॥
এইরূপে হরগৌরী বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পূরিল ভুবন॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর॥
উমা লয়ে উমা পতি গেলেন কৈলাস।
বিধি বিষ্ণু আদি সবে গেলা নিজ বাস॥
নিত্য সখী আসি জয়া বিজয়া মিলিল।
ডাকিনী যোগিনী আদি যে যেখানে ছিল॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

সিদ্ধিঘোটন।

বড় আনন্দ উদয়। বহুদিনে ভগবতী আইলা আলয়॥
শঙ্খ ঘণ্টারব, মহামহোৎসব,
ত্রিভুবনে জয় জয়।

নাচিছে নাটক, গাইছে গায়ক,
রাগ তাল মান লয় ॥
যত চরাচর, হরিষ অন্তর,
পরম আনন্দময় ।
রায় গুণাকর, কহে পুটকর, (১)
মোরে যেন দয়া হয় ॥ ধ্রু ॥

উমা পেয়ে মহেশের বাড়িল আনন্দ ।
নন্দীরে কহেন কথা হাসি মৃদুমন্দ ॥
শুন শুন ওরে নন্দী তুমি বড় ভক্ত ।
সিদ্ধি ঘুটি দিতে মোরে তুমি বড় শক্ত ॥
এত বেলা হৈল দেখ সিদ্ধি নাহি খাই ।
বুদ্ধিহারা হইয়াছি শুদ্ধি (২) নাই পাই ॥
কাঁফর (৩) হইনু দেখ মুখে উড়ে ফেকো । (৪)
ভেভাচাকা (৫) লাগিল ভুলিয়া হৈনু ভেকো ॥ (৬)
নূতন ঘোটনা কুঁড়া দিয়াছে বিশাই । (৭)
আজি বড় শুভদিন খায় কর তাই ॥
এমন আনন্দ মোর কবে হবে আর ।
সতী নিবসতি (৮) এল গেল অন্ধকার ॥
যদবধি এই সতী দক্ষযজ্ঞে গিয়া ।
ছাড়ি গিয়াছিল মোরে শরীর ছাড়িয়া ॥
তদবধি গৃহশূন্য সিদ্ধি নাহি জানি ।
আজি হৈল ইষ্টসিদ্ধি সিদ্ধি দেহ আনি ॥

---

(১) যোড়কর, যোড়হাত । (২) স্বচ্ছন্দ । (৩) হতবুদ্ধি ।
(৪) উপবাস করিলে মুখ শুষ্ক হইয়া ধূলিবৎ যে রেণু নির্গত থাকে, তাহাকে ফেকো কহে । (৫) হতজ্ঞান ।
(৬) হাবা, অজ্ঞ । (৭) বিশ্বকর্ম্মা । (৮) গৃহ ।

অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার॥
মহুরী মরীচ লঙ্গ প্রভৃতি মসলা।
অধিক করিয়া দিয়া করহ মসলা॥
দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা।
দুধকুসুম্ভায় (১) আজি হয়েছে বাসনা॥
ভৃঙ্গী মহাকাল ভূত ভৈরবাদি যত।
সকলে প্রসাদ পাবে ঘোঁট তারি মত॥
শুনি নন্দি মহানন্দে বন্দি পঞ্চাননে।
নূতন ঘোটনা কুঁড়া আনিল যতনে॥
বাছিয়া সিদ্ধির রাশি উড়াইয়া গুঁড়া।
ধুইয়া গঙ্গার জলে পূর্ণ কৈলা কুঁড়া॥
দুই হাতে ঘোটনা দুপায়ে কুঁড়া করি।
ত্রিপুরমর্দ্দন (২) নাম মনে মনে করি॥
পাকে পাকে ঘোটনায় আরম্ভিলা পাক।
থর্থর ঘুরান ঘোর ঘন ঘন ডাক॥
রাশি রাশি ভাল ভাল পর্ব্বত প্রমাণ।
গঙ্গাজলে গুলি কৈল সমুদ্র সমান॥
সিদ্ধি ঘোঁটা হৈল হর হাসেন হরিষে।
বস্ত্র বিনা ব্যস্ত হৈলা ছাঁকিবেন কিসে॥
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল।
ভারত কহিছে আর ছাঁকিয়া কি ফল॥

সিদ্ধিভক্ষণ।

মহাদেবের আঁখি ঢুল ঢুল।
সিদ্ধিতে মগন বুদ্ধি শুদ্ধি হৈল ভুল॥

(১) ফলবিশেষ। (২) ত্রিপুরাসুরের বধকর্ত্তা, মহাদেব

নয়নে ধরিল রঙ্গ, অলসে অবশ অঙ্গ,
লট পট জটাজুট গঙ্গা ছল ছুল।
খসিল বাঘের ছাল, আলু থালু হাড়মাল,
ভুলিল ডমরু শিঙ্গা পিণাক ত্রিশূল ॥
হাসি হাসি উতরোল, (১) আধ আধ আধ বোল,
ন ন্ন নন্দি নন্দি আ আ আন ন্ন নকুল। (২)
ভারতের অনুভবে, ভাঙ্গে কি ভুলাবে ভবে,
ভবানী ভাবেন ভব ভাবভরাকুল ॥ ধ্রু ॥

সিদ্ধি ঘুটি আনি নন্দী অন্তরে দাঁড়ায়।
বেতাল ভৈরবগণ নাচিয়া বেড়ায় ॥
সম্মুখে থুইয়া সিদ্ধি মুদিয়া নয়ন।
বিজয়ার বীজমন্ত্র জপি পঞ্চানন ॥
অঙ্গুলির অগ্রভাগে অগ্রভাগ লয়ে।
ভবানীর নামে দিলা একভাব হয়ে ॥
ছোঁয়াইয়া চক্ষে মন্ত্র পড়িয়া বিশেষ।
একই নিশ্বাসে পিয়া করিলা নিঃশেষ ॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া বসে মগন হইয়া।
আকুল হইলা বড় নকুল লাগিয়া ॥
নকুল করিব কি রে কহেন নন্দীরে।
ভৃঙ্গী কহে মহাপ্রভু কি আছে মন্দিরে ॥
তাল বলে আজি ঘরে মাতা উপস্থিত।
মেনকা মেওয়ানীভার দিয়াছে কিঞ্চিৎ ॥
হাসিয়া কহেন হর ভালা মোর ভাই।
বড় কথা মনে কৈলি আন দেখি তাই ॥
অসংখ্য মেওয়ানীভার নকুলে উড়িল।
সহচরগণ সবে ভাবিতে লাগিল ॥

---

(১) উচ্চশব্দ। (২) মুখরোচনার্থ খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, চাট।

শঙ্কর কহেন নন্দি সবারে ডাকাও।
সকলে সিদ্ধির শেষ পরসাদ খাও॥
সকলে বাঁটিয়া লও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
সাবধান কেহ যেন না হয় বঞ্চিত॥
আজ্ঞামত পূর্ণ করি সকলে পাইলা।
নকুলের শেষ নাহি ভাবিতে লাগিলা॥
ভবানীর কাছে গিয়া নন্দী দেয় লাজ।
ওগো মাতা তোমার মায়ের দেখ কাজ॥
এমন মেলানীভার দিল আই বুড়ী।
জামাইর সিদ্ধির নকুলে গেল উড়ি॥
আমরা নকুল করি এমন কি আছে।
তুমি আজ্ঞা দিলে যাই মেনকার কাছে॥
হাসিয়া কহেন দেবী ওরে বাছা সব।
তোমা সবাকার কেবা সহে উপদ্রব॥
আই বলি যাও যদি মোর মার ঠাঁই।
যে বুঝি তাঁহার চালে খড় রবে নাই॥
তোমরা আমার মায় কি দোষ পাইলে।
ফুরাইবে নাহি দ্রব্য বৎসর খাইলে॥
কে বলে মেলানীভারে নাহি প্রয়োজন।
আন রে মেলানীভার দেখিব কেমন॥
মায়া কৈলা মহামায়া মায়ের কারণ।
পূরিল মেলানীভার পূর্ব্বের যেমন॥
দেখিয়া সানন্দ ভূত ভৈরব সকলে।
খাইতে লাগিল সবে মহা কুতূহলে॥
জয় জয় হর গৌরী বলিয়া বলিয়া।
নাচিয়া বেড়ায় সবে করতালি দিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরগৌরীর কথোপকথন।

আমারে ছাড়িও না। ভবানী।
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
শিলাময় হিয়া হইও না।
এবার পাথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না॥
ত্রিভুবন দিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এখানে খেলিও না।
ভব মায়া ছান্দে, বিশ্ব পড়ি কান্দে,
ভারতে এ ফেরে ফেলিও না।

আনন্দসাগরে হর মগন হইলা।
বিনয়ে দেবীর প্রতি কহিতে লাগিলা॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বসার।
কৃপা করি আমারে করিলে অঙ্গীকার॥
দক্ষযজ্ঞে আমার নিন্দায় দেহ ছাড়ি।
এত দিন ছিলা গিয়া হেমন্তের বাড়ী॥
ভাগ্যে সে তোমার দেখা পাই আরবার।
সত্য করি কহ মোরে না ছাড়িবে আর॥
হাসিয়া কহেন দেবী তোমা ছাড়া নই।
শঙ্কর কহেন তবে এস এক হই॥
অর্দ্ধ অঙ্গে তোমার আমার অর্দ্ধ অঙ্গে।
হরগৌরী এক তনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥
হাসিয়া কহেন দেবী এমন কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি বাসনা কি তেমন॥

পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাধ করে।
তার সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায়॥
নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর (১) বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥
শুনিয়া কহেন শিব পাইয়া সরম। (২)
তোমার সহিত নহে এমন মরম॥
তোমার শরীর আমি মাথায় করিয়া।
দেখিয়াছ ফিরিয়াছি পৃথিবী ঘুরিয়া॥
চক্র করি চক্রপাণি চক্রেতে কাটিয়া।
মোর মাথা হৈতে তোমা দিলা ছাড়াইয়া॥
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ তব পড়িল যেখানে।
ভৈরব হইয়া আমি রয়েছি সেখানে॥
তবে মোরে হেন কথা কহ কি লাগিয়া।
আরবার যাবে বুঝি আমারে ছাড়িয়া॥
শুনিয়া কহেন দেবী সহাস্য বদনে।
সমভাবে দোঁহে এক হইবে কেমনে॥
পাঁচমুখ তোমার আমার এক মুখ।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে তুমি পাবে দুঃখ॥
দশহাত তোমার আমার দুটি হাত।
সমভাবে অর্দ্ধ ভাগে হইবে উৎপাত॥
শঙ্কর কহেন শুন পূর্ব্ব সমাচার।
এক মুখ দুই হাত আছিল আমার॥
ঊর্দ্ধমুখে আগমে তোমার গুণ গাই।
দুই ভুজ ঊর্দ্ধ করি তোমারে ধেয়াই॥

---

(১) বেশ্যা। (২) লজ্জা

চারি বেদে তব গুণ গান করিবারে।
চারি মুখ দিলা তুমি অধিক আমারে॥
চারি তাল ধরিতে অধিক আট হাত।
দিয়াছ আপনি পূর্ব্বে নিন্দহ পশ্চাৎ॥
এত বলি এক মুখ দ্বিভুজ হইলা।
সাক্ষী করি এক মুখ রুদ্রাক্ষে রাখিলা॥
হাসিয়া কহেন দেবী হইলা সমান।
হরগৌরী এক হই ইথে নাহি আন॥
দুইজনে সহাস্য বদনে রসরঙ্গে।
হরগৌরী এক হৈলা দুই অর্দ্ধ অঙ্গে॥
এইরূপে হরগৌরী করেন বিহার।
গজানন ষড়ানন হইল কুমার॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হর-গৌরী রূপ।

একি নিরুপম, শোভা মনোরম,
হর গৌরী এক শরীরে।
শ্বেত পীতকায়, রাঙ্গা দুটী পায়,
নিছনি লইয়া মরি রে॥ ধ্রু॥

আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পট্টাম্বর সুন্দর সাজে,
আধ মণিময় কিঙ্কিণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে॥
আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,
আধ গলে শোভে গরল কালা, (১) আধই সুধা মাধুরী রে॥
এক হাতে শোভে ফণি ভূষণ, এক হাতে শোভে মণি কঙ্কণ,
আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরা ভক্ষণ, আধই তাম্বুল পুরি রে॥

---

(১) কাল, নীলবর্ণ।

ভাঙ্গে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন,
আধ ভালে হরিতাল সুশোভন, আধই সিন্দুর পরি রে॥
কপাল লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে॥
দোঁহার আধ আধ আধশশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণি মণ্ডল, এক কাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরী রে॥
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়,
হর গৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে॥

ইতি শনিবারের রাত্রি পালা।

কৈলাস বর্ণন।

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর,
কোটী শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর,
অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সম্বৎসর,
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, কিছু নাহি ভেদ,
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানা জাতি, লতা নানা ভাতি,
ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ,
নানা পশু সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে,
সিংহ সিংহনাদ করে।

কৈলাস-পুরী।

কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দুল রাখাল,
কেশরী হস্তি রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে,
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা,
কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
সার অসার সংসারে ॥
সম ধর্ম্মাধর্ম্ম, সম কর্ম্মাকর্ম্ম,
শত্রু মিত্র সমতুল।
জরা মৃত্যু নাই, অপরূপ ঠাই,
কেবল সুখের মূল ॥
চৌদিকে দুস্তর, (১) সুখের সাগর,
কল্পতরু সারি সারি।
মণি বেদীপরে, চিন্তামণি ঘরে,
বসি গৌরী ত্রিপুরারি ॥
শিব শক্তিমেলা, নানা রসে খেলা,
দিগম্বরী দিগম্বর।
বিহার যে সব, সে সব কি কব,
বিধি বিষ্ণু অগোচর ॥
নন্দী দ্বারপাল, ভৈরব বেতাল,
কার্ত্তিকেয় গণপতি।
ভূত প্রেত যক্ষ, ব্রহ্মদৈত্য রক্ষ,
গণিতে কার শকতি ॥

(১) দুস্পার, অসাধ্য পার।

এক দিন হর, ক্ষুধায় কাতর,
গৌরীরে কহিলা হাসি।
ভারত ব্রাহ্মণ, করে নিবেদন,
দয়া কর কাশীবাসী॥

হরগৌরীর বিবাদ সূচনা।

বিধি মোরে লাগিল রে বাদে।
বিধি যার বিবাদী কি সাদ তার সাদে॥
এ বড় বিষম ধন্দ, যত করি ছন্দ (১) বন্দ,
ভাল ভাবি হয় মন্দ, পড়িনু প্রমাদে।
ধর্ম্মে জানি সুখ হয়, তবু মন নাহি লয়,
অধর্ম্মে বিবিধ ভয়, তবু তাই স্বাদে॥
মিছা দারা সুত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে,
যে রহে আপনা কয়ে, সে মজে বিষাদে।
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের, আর সব মিছা ফের,
ভারত পেয়েছে টের, গুরুর প্রসাদে॥ ধ্রু॥
শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে এক দিন পেট ভরে খাই॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল॥
আর সবে ভোগ করে কত মত সুখ।
কপালে আগুণ মোর না ঘুচিল দুঃখ॥

---

(১) অভিলাষ।

নীচলোকে উচ্চ ভাবে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারি ॥
বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥ (১)
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥
কিবা শুভক্ষণে হৈল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পানু কভু পূরিয়া উদর ॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত যত্নে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে অনির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষু পাপ যায় ॥
পরম্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥
এইরূপে দুইজনে বাড়িছে বাকৃছল।
ভারতে বিদিত ভাল দুঃখের কন্দল ॥

হরগৌরীর কোন্দল।

কেবা এমন ঘরে থাকিবে। জয়া।
এ দুঃখ সহিতে কেবা পারিবে ॥
আপনি মাখেন ছাই, আমারে কহেন তাই,
কেবা সে বালাই ছাই মাখিবে।
দামাল (২) ছাবাল দুটি, অন্ন চাহে ভূমে লুটি,
কথায় ভুলায়ে কেবা রাখিবে ॥

(১) ভগবতী, কোপনাস্ত্রী। (২) দামাল, দুরন্ত শিশু।

বিষপানে নাহি ভয়, কথা কৈতে ভয় হয়,
উচিত কহিলে দ্বন্দ্ব বাড়িবে।
মা বাপ পাষাণ হিয়া, হেন ঘরে দিল বিয়া,
ভারত এ দুঃখে ঘর ছাড়িবে॥ ধ্রু॥

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট লোচনে॥
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল॥
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী। (১)
চণ্ডের (২) কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী॥
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক॥ (৩)
সম্পদের সীমা নাই বুড়াগরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন স'ব কটু কথা কিসের লাগিয়া॥
আমার কপাল মন্দ তাই নাই ধন।
উঁহার কপালে সবে হয়েছে নন্দন॥
কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয়॥
অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে॥
বুড়াগরু লড়া দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়ু।
ঝুলি কাঁতা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড়ু॥

(১) পামর, নীচ। (২) অত্যন্ত কোপন, রাগী। (৩) উয়েরঢিপী।

তখন যে ধন ছিল এখন সে ধন।
তবে মোরে অলক্ষণা কন কি কারণ॥
উহাঁর ভাগ্যের বলে হইয়াছে বেটা।
কারে কব এ কৌতুক বুঝিবেক কেটা॥
বড় পুত্র গজমুখ চারি হাতে খান।
সবে গুণ সিদ্ধি খেতে বাপের সমান॥
ভিক্ষা মাগি খুদ কণা যে পান ঠাকুর।
তাহার ইন্দুরে করে কাটুর কুটুর॥
ছোট পুত্র কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে খায়।
উপায়ের সীমা নাই ময়ূর উড়ায়॥ (১)
উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল ফেটে॥
শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন পান গুয়া।
নাহি দেখি আয়তি কেবল আচাভুয়া॥ (২
ভারত কহিছে মাগো কত বল আর।
শিবের যে তিরস্কার সেই পুরস্কার॥

শিবের ভিক্ষায় গমনোদ্যোগ।

ভবানীর কটু ভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে, (৩)
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধলোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥

---

(১) (ব্যঙ্গোক্তি) ময়ূরের উপর চড়িয়া বেড়ায়।
(২) অদ্ভুত, অপূর্ব্ব। (৩) মহাদেব।

হেঁটমুখে পঞ্চানন, নন্দিরে ডাকিয়া কন,
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা হাড়মাল, ডমরু বাঘের ছাল,
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
আনরে ত্রিশূল ঝুলি, প্রমথ (১) সকল গুলি,
যত গুলি ধুতুরার ফল।
থলিভরা সিদ্ধিগুঁড়া, লহরে ঘোটনা কুঁড়া,
জটায় আছয়ে গঙ্গাজল॥
ঘর উজড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যে পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা, সে জন জীয়ন্তে মরা,
তাহার উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার,
চাষ বাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়,
নাম মাত্র রহিয়াছে সার॥
যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর, আরোহিয়া বৃষোপর,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥
শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
কি করিব একা ঘরে রয়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।

(১) শিবের পারিষদ।

কি করে গৃহিণীপণে, থন থন ঝনঝনে,
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই ॥
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, তাহার অর্দ্ধেক চাষ,
রাজসেবা কত খচমচ। (১)
গৃহস্থ আছয়ে যত, সকলের এই মত,
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ ॥ (২)
হইয়া বিরস মন, লয়ে গুহ গজানন,
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয়, এমত উচিত নয়,
নিষেধ করিয়া কহে জয়া ॥

জয়ার উপদেশ।

কহে সখী জয়া, শুন গো অভয়া,
একি কর ঠাকুরালি। (৩)
ক্রোধে করি ভর, যাবে বাপ ঘর,
খেয়াতি হবে কাঙ্গালি ॥
মিছা ক্রোধ করি, আপনা পাসরি, (৪)
কি কর ছাবাল খেলা।
সুখ মোক্ষ ধাম, অন্নপূর্ণা নাম,
সংসার সাগরে ভেলা ॥ (৫)
অন্নপূর্ণা হয়ে, অন্ন দেহ কয়ে,
দাঁড়াবে কাহার কাছে।

---

(১) বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ ॥
(২) নিশ্চয় না, কদাচ না। (৩) কর্ত্তৃত্ব, মান্যতা।
(৪) বিস্মৃত হইয়া। (৫) তরণী।

দেখিয়া কাঙ্গালি, সবে দিবে গালি,
রহিতে না দিবে নাছে ॥ (১)
জননীর আগে, বাপে পিতৃবাসে,
তাকে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে, (২)
যদি দেখে লক্ষ্মী ছাড়া ॥
যা বলি তা কর, নিজ মূর্ত্তি ধর,
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর, অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে ॥
তিন ভূমণ্ডলে, যে স্থলে যে স্থলে,
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া, আনহ হরিয়া,
রাখ আপনার কাছে ॥
কমল আসন, আদি দেবগণ,
কোটী কোটী লক্ষ লক্ষ।
কমলা প্রভৃতি, কোটি ক প্রকৃতি,
এই স্থানে দেহ কোটি
ফিরি ঘরে ঘর, হইয়া ফাঁফর,
কোথাও না পেয়ে অন্ন।
আপনি শঙ্কর, আসিবেন ঘর,
হইয়া অতি বিষন্ন ॥
অন্ন দিয়া তাঁরে, সকল সংসারে,
আপনা প্রকাশ কর।

---

(১) খিড়্কী।

(২) বিদ্যাসুন্দরে রাণীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় বিষয়ে এই বাক্যের পুনরুক্তি পাইবেন।

প্রকাশিয়া তন্ত্রে, অন্নপূর্ণা মন্ত্রে,
লোকের যন্ত্রণা হর ॥
তিন ভূমণ্ডলে, পূজিবে সকলে,
চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে ।
দ্বিতীয় অন্বিত, (১) অষ্টাহ সঙ্গীত,
বিসর্জ্জন নবমীতে ॥
পূজিবে যে জনে, তাহার ভবনে,
হইবে লক্ষ্মী অচলা ।
আর যত আছে, সব্ব হবে পাছে,
কহিবে অষ্টমঙ্গলা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ভূপ, দেবীপুত্র রূপ,
অন্নপূর্ণা ব্রতদাস ।
ভারত ব্রাহ্মণ, কহে সুবচন,
অন্নদা পূরাও আশ ॥

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিধারণ ।

খেয়.

অন্নপূর্ণ করি,জয় । দূর কর ভবভয় ॥
তুমি সর্ব্বময়, তোমা হৈতে হয়,
সৃজন পালন লয় ।
কত মায়া কর, কত কায়া ধর,
বেদের গোচর নয় ॥
বিধি হরি হর, আদি চরাচর,
কটাক্ষেতে কত হয় ।
ছাড় ছায়া মায়া, দেহ পদছায়া,
ভারত বিনয়ে কয় ॥ ধ্রু ॥

---

(১) যুক্ত ।

জয়ার বচনে দেবী মানিয়া প্রবোধ।
বসিলেন হাস্যমুখী দূরে গেল ক্রোধ॥
বিশাই বিশাই বলি করিলা স্মরণ।
যোড়হাতে বিশ্বকর্ম্মা দিলা দরশন॥
শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ॥
মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতন নির্ম্মিত দিল হাতা পানপাত্র॥
রতন মুকুট দিল নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচলী শাড়ী উড়ানী যে আর॥
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ। (১)
আশীষ করিলা মাতা হও নিরাপদ॥
মায়া কৈলা মহামায়া কহিতে কে পারে।
হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি নারায়ণ।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি পদ্মাসন॥
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি মৃত্যুঞ্জয়।
কোটি কোটিরূপ কোটি কোটি হরি হয়॥
দেব দেবী ভুজঙ্গ কিন্নর আদি যত।
সৃষ্টি কৈল কোটি কোটি কোটি কোটি শত॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড হইল এক ঠাঁই।
কেমন হইল কেনে মনে আসে নাই॥
অন্নের পর্ব্বত শিরমান সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর॥
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়॥

(১) রক্ত কুমুদ, রক্তপদ্ম।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই ।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর ।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শিবের ভিক্ষা যাত্রা ।

ওথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া ।
ত্রিলোক ভ্রমেণ অন্ন চাহিয়া চাহিয়া ॥
যেখানে যেখানে হর অন্ন হেতু যান ।
হা অন্ন হা অন্ন ভিন্ন শুনিতে না পান ॥
ববম্ ববম্ বম্ ঘন বাজে গাল ।
ভভম্ ভভম্ ভম্ শিঙ্গা বাজে ভাল ॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজিছে ।
তাধিয়া তাধিয়া ধিয়া পিশাচ নাচিছে ॥
দূরে হৈতে শুনা যায় মহেশের শিঙ্গা ।
শিব এল বলে ধায় যত রঙ্গচিঙ্গা ॥ (১)
কেহ বলে ওই এল শিব বুড়া কাপ । (২)
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ ॥
কেহ বলে জটা হৈতে বার কর জল ।
কেহ বলে জ্বাল দেখি কপালে অনল ॥
কেহ বলে ভাল করি শিঙ্গাটি বাজাও ।
কেহ বলে ডমরু বাজায়ে গীত গাও ॥
কেহ বলে নাচ দেখি গাল বাজাইয়া ।
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়া ॥
কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল ।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥

---

(১) অনাবিষ্ট বালকবৃন্দ, চেঙ্গড়া ছেলে । (২) কৌতুককারী

আর আর দিন তাহে হাসেন গোঁসাই।
ও দিন ওদন (১) বিনা ভাল লাগে নাই॥
চেতরে চেতরে চেত ডাকে চিদানন্দ। (২)
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥
যে জন চেতনামুখী সেই সদা সুখী।
যে জন অচেত চিত্ত সেই সদা দুঃখী॥
এত বলি অন্ন দেহ কহিছেন শিব।
সবে বলে অন্ন নাই বলহ কি দিব॥
কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল॥
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া॥
আজি মেনে ফিরি মাগ শঙ্কর ভিখারী।
কালি আস দিব অন্ন আজি ত না পারি॥
এইরূপে শঙ্কর ফিরিয়া ঘরে ঘর।
অন্ন না পাইয়া হৈল বড়ই কাতর॥
ক্রমে ক্রমে ত্রিভুবন করিয়া ভ্রমণ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন যথা লক্ষ্মী নারায়ণ॥
আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।
ভারত কহিছে লক্ষ্মী হইলা ফাঁফর॥

শিবের প্রতি লক্ষ্মীর উপদেশ।

কহে লক্ষ্মী শুন গৌরীপতি।
কহিতে না বাক্য সরে, অন্ন নাহি মোর ঘরে,
আজি বড় দৈবের দুর্গতি॥

(১) অন্ন। (২) মহাদেব

আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই, মোর ঘরে অন্ন নাই,
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।
শুনিয়া শঙ্কর কন, ফিরিলাম ত্রিভুবন,
এই কথা সকলের ঘরে॥
গুমান (১) হইল গুড়া, না মিলিল খুদ কুড়া,
ফিরিনু সকল পাড়া পাড়া।
হাবাতে (২) যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়,
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া॥
লক্ষ্মী বলে অন্ন নাই, আর যাব কার ঠাঁই,
ভুবনে ভাবিয়া নাহি পাই।
গলে সাপ বাঘ্ছাল চাই, তবু অন্ন নাহি পাই,
কপালে লিখেছ বিধি ছাই॥
কত সাপ আছে গায়, হাবাতেরে নাহি খায়,
গলে বিষ সেহ নাহি বধে।
কপালে অনল জ্বলে, সেহ না পোড়ায় বলে,
না জানি মরিব কি ঔষধে॥
ঘরে অন্ন নাহি যার, মরণ মঙ্গল তার,
তার কেন বিলাসের (৩) সাধ।
যত নারী সুতা সুত, সদা অন্নকষ্টযুত,
সর্ব্বদা তাহার অবসাদ॥ (৪)
দেখিয়া শিবের খেদ, লক্ষ্মী কয়ে দিলা ভেদ, (৫)
কেন শিব করহ বিবাদ।
অন্নপূর্ণা যার ঘরে, সে কান্দে অন্নের তরে,
এ বড় মায়ার পরমাদ॥ (৬)

---

(১) অহঙ্কার। (২) হতভাগ্য, হতভাগা।
(৩) আমোদ, শোভা। (৪) গ্লানি, অবসন্নতা।
(৫) রহস্য। (৬) প্রমাদ, ভ্রম।

গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে, জগতের অন্ন লয়ে,
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে, সকলি তাঁহার কাছে,
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা॥
আমার যুকতি ধর, কৈলাসে গমন কর,
আমি আদি সকলি সেখানে।
তোমাকে ক'বার তরে, আমি আছিলাম ঘরে,
এই আমি যাই সেইখানে॥
এত বলি হরিপ্রিয়া, কৈলাসে রহিলা গিয়া,
শিব গেলা ভাবিয়া চিন্তিয়া।
দেখি অন্নদার ক্রীড়া, শিবের হইল ব্রীড়া, (১)
তত্ত্ব কিছু না পান ভাবিয়া॥
কত কোটি হরিহর, পদ্মাসন পুরন্দর,
কত কোটি ব্রহ্মাণ্ড মিলিত।
সুখে নানা রস খায়, স্তুতি পড়ে নাচে গায়,
দেখি শিব হইলা মোহিত॥
দেখি কোটি কোটি হরে, স্থাণু স্থাণু (২) হৈলা ডরে,
অন্নপূর্ণা অন্তরে জানিয়া।
ভারতের উপরোধে, বিসর্জ্জন দিয়া ক্রোধে,
অন্ন দিলা নিকটে আনিয়া॥

শিবে অন্নদান।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন॥

(১) লজ্জা।
(২) প্রথম অর্থ মহাদেব; দ্বিতীয় অর্থ অচল, স্থির, খুঁটি।

অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিধারণ।
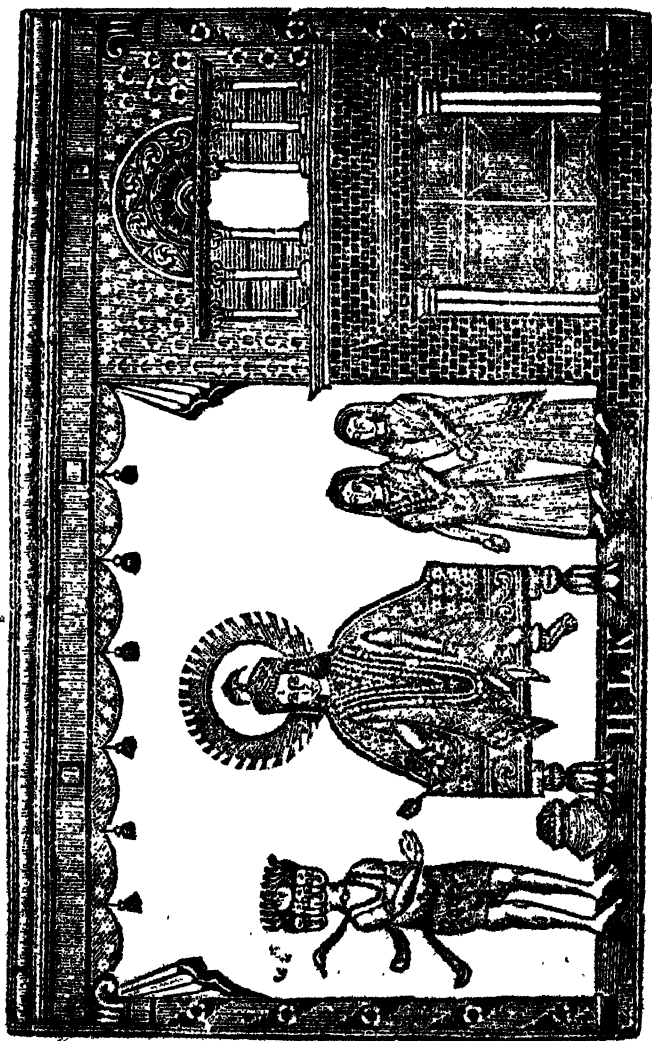
কারণ অমৃত পূরিত করি।
রত্ন পান-পাত্র দিলা ঈশ্বরী॥
সঘৃত পলান্নে (১) পূরিয়া হাতা।
পরশেন হয়ে হরিষে মাতা॥
পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।
পূরেন উদর সাধের মত॥
পায়সপয়োধি সপসপিয়া।
পিষ্টকপর্ব্বত কচমচিয়া॥
চুকু চুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচর মচর চর্ব্ব্য চিবিয়া॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢুলিয়া॥
হরিষে অবশ অলস অঙ্গে।
নাচেন শঙ্কর রঙ্গ তরঙ্গে॥
লটপট জটা লপটে (২) পায়।
ঝর ঝর ঝরে জাহ্নবী তায়॥
গর গর গর গরজে ফণী।
দপ দপ দপ দীপয়ে মণি॥
ধক্ ধক্ ধক্ ভালে অনল।
তর তর তর চাঁদমণ্ডল॥
সর সর সরে বাঘের ছাল।
দলমল দোলে মুণ্ডের মাল॥
তাধিয়া তাধিয়া বাজয়ে তাল।
তাতা থেই থেই বলে বেতাল॥

(১) মাংস পক্ক অন্ন, পোলাও। (২) জড়ায়

ববম্ ববম্ বাজয়ে গাল।
ডিমি ডিমি বাজে ডমরু তাল॥
ভভম্ ভভম্ বাজয়ে শিঙ্গা।
মৃদঙ্গ বাজয়ে তাধিঙ্গা ধিঙ্গা॥
পঞ্চমুখে গেয়ে পঞ্চম তালে।
নাচেন শঙ্কর বাজায়ে গালে॥
নাটক দেখিয়া শিব ঠাকুর।
হাসেন অন্নদা মৃদু মধুর॥
অন্নদে অন্ন দেহ এই যাচে।
ভারত ভুলিল ভবের নাচে॥

অন্নপূর্ণা মাহাত্ম্য।

জয় জগদীশ জগদম্বে।
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে॥
শিব শিবকায়া, হর হরজায়া,
পরিহর মায়া, অব (১) অবিলম্বে।
যদি কর মমতা, (২) হত হয় যমতা, (৩)
দিবি (৪) ভুবি (৫) সমতা, গুহহেরম্বে॥ (৬)
তব জন যেবা, সুরপতি কেবা,
যম দেই সেবা, শির পরিলম্বে।
ভবজল তরণে, রাখহ চরণে,
ভারত স্মরণে, কর কাদম্বে॥ ধ্রু॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা আপনা প্রকাশি।
হরিলা যতেক মায়া মহামায়া হাসি॥

---

(১) [সংস্কৃত] রক্ষাকর। (২) স্নেহ, অনুরাগ।
(৩) মৃত্যু। (৪) স্বর্গ, আকাশ। (৫) পৃথিবী।
(৬) গুহ—কার্তিক, হেরম্ব—গণেশ।

বসিলা গিরীশ গৌরী কৌতুক অশেষ।
সম্মুখে করেন ক্রীড়া কার্ত্তিক গণেশ॥
দুদিকে বিজয়া জয়া নন্দী দ্বারপাল।
ডাকিনী যোগিনী ভূত ভৈরব বেতাল॥
অন্নপূর্ণামহিমা দেখিয়া মহেশ্বর।
প্রকাশ করিলা তন্ত্র মন্ত্র বহুতর॥
উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন॥
বিস্তর অন্নদাকল্পে অল্পে কব কত।
কিঞ্চিৎ কহিনু নিজ বুদ্ধি শুদ্ধি মত॥
যে জন করয়ে অন্নপূর্ণা উপাসনা।
বিধি হরি হর তার করয়ে মাননা॥
ইহলোকে নানা ভোগ করে সেই জন।
পরলোকে মোক্ষ পায় শিবের লিখন॥
অন্নপূর্ণা মহামায়া মহাবিদ্যা মাঝ।
যাঁর বরে স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র দেবরাজ॥
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব যাঁর করি উপাসনা।
বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব যাঁর করিয়া মাননা॥
শিবের শিবত্ব যাঁর উপাসনা ফলে।
নিগম (১) আগমে (২) যাঁরে আদ্যাশক্তি বলে॥
দয়া কর দয়াময়ী দানবদমনী।
দক্ষসুতা দাক্ষায়ণী দারিদ্র্যদলনী॥
হৈমবতী হরপ্রিয়া হেরম্বজননী।
হেম হীরা হারময়ী হিরণ্যবরণী॥
হইলা নন্দের সুতা হরি সহায়িনী।
হেরি হাহাকার কর হরিণহেরিণী॥

(১) শাস্ত্র বিশেষ, বেদশাখা। (২) তন্ত্র শাস্ত্র

কামরিপু (১) কামিনী কামদা কামেশ্বরী।
করুণা কটাক্ষ কর কিছু কৃপা করি॥
রাজার আনন্দ কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
গায়নে বায়নে মা গো মাগি এই বর।
অন্নেপূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর॥
শুনিতে মঙ্গল তব যার ভক্তি হয়।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার স্থির যেন রয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আদেশে ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি রবিবারের দিবা পালা।

শিবের কাশী বিষয়ক চিন্তা।

পুণ্যভূমি বারাণসী, বেষ্টিত বরুণা (২) অসি, (৩)
যাহে গঙ্গা আসিয়া মিলিত।
আনন্দ কানন নাম, কেবল কৈবল্যধাম, (৪)
শিবের ত্রিশূলোপরি স্থিত॥
বাপী (৫) যাহে জ্ঞানবাপী, নামে মোক্ষ পায় পাপী,
মহিমা কহিতে কেবা পারে।
মণিকর্ণি (৬) পুষ্করিণী, মোক্ষপদ বিধায়িনী,
সার বস্তু অসার সংসারে॥

(১) মহাদেব। (২) নদী বিশেষ।
(৩) নদী বিশেষ। (৪) মোক্ষস্থান।
(৫) দীর্ঘিকা, বৃহৎ জলাশয়।
(৬) কাশীস্থ তীর্থ ও গঙ্গার ঘাট বিশেষ।

দশাশ্বমেধের (১) ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী পাট (২)
নানা স্থানে নানা মহাস্থান।
তীর্থ তিন কোটি সাড়ে, এক ক্ষণ নাহি ছাড়ে,
সকল দেবের অধিষ্ঠান॥
মহেশের রাজধানী, দুর্গা যাহে মহারাণী,
যাহে কালভৈরব প্রহরী।
শমনের অধিকার, না হয় স্মরণে যার,
ভবসিন্ধু তরিবার তরি॥
যাহে জীব ত্যজি জীব, সেইক্ষণে হয় শিব,
পুনঃ নহে জঠর যাতনা।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, দনুজ মনুজ রক্ষ,
সবে যার করয়ে মাননা॥
শিবলিঙ্গ সংখ্যাতীত, যাহে সদা অধিষ্ঠিত,
তাহাতে প্রধান বিশ্বেশ্বর।
যত যত যশোধাম, প্রকাশি আপন নাম,
শিবলিঙ্গ স্থাপিলা বিস্তর॥
দেবতা কিন্নর নর, সিদ্ধ সাধ্য বিদ্যাধর,
তপস্যা করয়ে মোক্ষ আশে।
দেখিয়া কাশীর শোভা, মহেশের মনোলোভা,
বিহরেন ছাড়িয়া কৈলাসে॥
সর্ব্বসুখময় ঠাই, সবে মাত্র অন্ন নাই,
দেখিয়া ভাবেন সদাশিব।
অনেকের হৈল বাস, সকলের অন্ন আশ,
কি প্রকারে অন্ন যোগাইব॥

(১) দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যে ঘাট প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম দশাশ্বমেধ ঘাট।

(২) চৌষট্টি যোগিনীর প্রতিমূর্ত্তির স্থান।

আপন আহার বিষ, ধ্যানে যায় অহর্নিশ,
অন্ন সনে নাহি দরশন।
এখানে বসিবে যারা, অন্নজীবী হবে তারা,
অন্ন বিনা না রবে জীবন॥
এত ভাবি ত্রিলোচন, সমাধিতে (১) দিয়া মন,
বসিলেন চিন্তাযুক্ত হয়ে।
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠানে, অন্নে পূর্ণ কর স্থানে,
ভারত দিলেন যুক্তি কয়ে॥

বিশ্বকর্ম্মার প্রতি পুরী নির্ম্মাণের অনুমতি।

ভব ভাবি চিত্তে, পুরী নির্ম্মাইতে,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
বিশ্বকর্ম্মা আসি, প্রবেশিলা কাশী,
যোড়হাতে সাবধান॥
বিশ্বকর্ম্মে হর, কহিলা বিস্তর,
শুনরে বাছা বিশাই।
অন্নপূর্ণা আসি, বসিবেন কাশী,
দেউল (২) দেহ বানাই॥
বিশ্বকর্ম্মা শুনি, নিজ পুণ্য গুণি,
দেউল কৈলা নির্ম্মাণ।
অন্নদা মূরতি, নিরুপম অতি,
নিরমায় সাবধান॥
রতন দেউল, ভুবনে অতুল,
কোটি রবি পরকাশ।
বিবিধ সন্ধান, অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ,
দেখি সুখী কৃত্তিবাস॥

(১) যোগ সাধন। (২) দেবালয়, মঠ

দেউল ভিতরে, মণিবেদীপরে,
চিন্তামণির প্রতিমা।
চতুর্ব্বর্গ প্রদা, গড়িল অন্নদা,
অনন্ত নাম মহিমা॥
মণিময়চ্ছদ, (১) গড়ে কোকনদ,
অরুণ কিরণ শোভা।
ভুবন মণ্ডল, করয়ে উজ্জ্বল,
মহেশের মনোলোভা॥
তাহার উপরি, পদ্মাসন করি,
অন্নদা মূরতি গড়ে।
পদতল রঙ্গে, দেখি অষ্ট অঙ্গে,
অরুণ চরণে পড়ে॥
অতি নিরমল, চরণ যুগল,
সুশোভিত নখ ছাঁদে
দিনে দিনে ক্ষীণ, কলঙ্কে মলিন,
কত শোভা হবে চাঁদে॥
মণি করিকর, উরু মনোহর,
নিতম্বে রত্নকিঙ্কিণী।
ত্রিবলীর ভঙ্গে, অনঙ্গের অঙ্গে,
বান্ধি রাখে মাজা ক্ষীণি॥
সুখ সরোবর, নাভি মনোহর,
মদন সফরী (২) ধাম।
কামের কুন্তল, অতি সুকোমল,
রোমাবলী অভিরাম॥
স্বয়ম্ভু শঙ্কর, উচ্চ কুচবর,
সুধাসিন্ধু বিম্বরাজে। (৩)

(১) ছদ—পত্র, পাতা। (২) পুঁটিমাছ। (৩) চন্দ্র।

রতন কমল, মৃণাল কোমল,
সুবলিত ভুজ সাজে ॥
কারণ অমৃত, পলান্ন সঘৃত,
পানপাত্র হাতা শোভে।
সম্মুখে শঙ্কর, নাচেন সুন্দর,
অন্ন খেয়ে অন্নলোভে ॥
কোটী সুধাকর, বদন সুন্দর,
রতন মুকুট শিরে।
অর্দ্ধশশী ভালে, কেশ মল্লীমালে, (১)
অলি মধুলোভে ফিরে ॥
অন্নদা মূরতি, দেখি পশুপতি,
বিশাইরে দিলা বর।
কৃষ্ণচন্দ্র মত, রচিলা ভারত,
কবি রায় গুণাকর ॥

অন্নপূর্ণা পুরী নির্ম্মাণ।

দেউলের শোভা দেখি বিশাই মোহিলা।
চৌদিকে প্রাচীর দিয়া পুরী নির্ম্মাইলা ॥
সম্মুখে করিলা সরোবর মনোহর।
মাণিকে বান্ধিলা ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥
সূর্য্যকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণিগণ।
দিয়া কৈলা চারি পাড় অতি সুশোভন ॥
তুলিলা পাতাল-গঙ্গা ভোগবতী জল।
সুশীতল সুবাসিত গভীর নির্ম্মল ॥

---

(১) মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ, বেলফুলের গাছ।

গড়িলা স্ফটিক দিয়া রাজহংসগণ।
প্রবালে গড়িলা ঠোঁট সুরঙ্গ (১) চরণ॥
সূর্য্যকান্তমণি দিয়া গড়িলা কমল।
চন্দ্রকান্তমণি দিয়া গড়িলা উৎপল॥ (২)
নীলমণি দিয়া গড়ে মধুকর পাঁতি।
নানা পক্ষি জলচর গড়ে নানা ভাতি॥
ডাহুক ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী গড়ে বক বকীগণ॥
তিত্তির তিত্তিরী পানীকাক পানীকাকী।
কুরলী কুরল চক্রবাক চক্রবাকী॥
কাদাখোচা দলপিপী কাদ্মি কোড়া কঙ্ক।
পাণিভর বেণেবউ গড়ে মৎস্যরঙ্ক॥
হাঙ্গর কুম্ভীর গড়ে শুশুক মকর।
নানা জাতি মৎস্য গড়ে নানা জলচর॥
চীতল ভেকুট রুই কাতলা মৃগাল।
বানি লাটা গড়ুই উঙ্কা শৌল শাল॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেচক্ষা এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা ভোলচেঙ্গা॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবসু বাঁশপাতা শঙ্কর ফলই॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দা গুড়া গোণা॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুলা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা॥
চারি পাড়ে বিশ্বকর্ম্মা নিৰ্ম্মায় উদ্যান।
নানা জাতি বৃক্ষ গড়ে সুন্দর বন্ধান॥

(১) রক্তবর্ণ, হিঙ্গুল। (২) নীলকমল, রক্তপদ্ম

অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর॥
শেফালী পীয়লী দোনা পাকল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন॥
জবা জূতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝাটী মুচকুন্দ॥
আম জাম নারিকেল জাম্বীর কাঁটাল
খাজূর গুবাক শাল পিয়াল তমাল॥
হিন্তাল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বথ বট বাবলা হরীতকী॥
ইত্যাদি বিবিধ বৃক্ষ ফুল ফলধর।
তার শোভা হেতু গড়ে বিহঙ্গ বিস্তর॥
ময়না শালিক টিয়া ভোভা কাকাতুয়া।
চাতক চকোর তুরী তুরী রাঙ্গা চুয়া॥
ময়ূর ময়ূরী শারি শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি মরাল বিহগ
সীকরা বহিরী বাসা বাজ তুরমূতী।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়া ধুতী॥
শকুনি গৃধিনী হাড়গিলা মেটে চিল।
শঙ্খচিল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল॥
ঠেঁটা ভেটী ভাটা হরিতাল গুড়গুড়।
নানা জাতি কাক পেঁচা বাবুই বাদুড়॥
বাকচা হারীত পারাবত পাকয়াল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা ধহিয়াল॥

চড়ুই মনিয়া পাবতুয়া টুনটুনি।
বুলবুলি জল আদি পক্ষী নানা গুণি ॥
বউ-কথা-কহ আর দেশের-কি-হবে।
বন শোভা যে সব পক্ষীর কলরবে ॥
ভীমরুল ডাশ মশা বোলতা প্রভৃতি।
গড়িয়া গড়িছে পশু বিবিধ আকৃতি ॥
সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খট্টাস সজারু ॥
ঢোলকান খেকি খেঁকশেয়ালী ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু ॥
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরি শৃগাল।
হুড়ার নকুল গোলা গবয় বিড়াল ॥
কাকলাস ধেড়ে মুষা ছুঁচা আঙ্গনাই।
সৃষ্টি হেতু যোড়ে যোড়ে গড়িলা বিশাই ॥
বনমানুষাদি গড়ি মনে বাড়ে রঙ্গ।
নানামতে নানা জাতি গড়িছে ভুজঙ্গ ॥
কেউটে খরিশ কালীগোখুরা ময়াল।
বোড়া-চিতি শঙ্খচূড় সূচে ব্রহ্মজাল ॥
শাঙ্খিনী চামরকোষা সুতার সঞ্চার।
খড়াচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ॥
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ॥
ছাতাড়ে শাঁখড় চাঁদা নানাজাতি বোড়া।
ঢেমনা মেটলী পুঁয়ে হেলে চিতি ঢোঁড়া ॥
বিছা বিছু পিপঁড়া প্রভৃতি বিষধর।
সৃষ্টি হেতু যোড়ে যোড়ে গড়িল বিস্তর ॥

সরোবর বনশোভা দেখি সুখী শিব।
জীবন্যাস মন্ত্রেতে সবার দিলা জীব ॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

দেবগণ নিমন্ত্রণ।

চল কাশী মাঝে সবে যাব।
অন্নদা পূজিবে শিব দেখিবারে পাব ॥
মণিকর্ণিকার জলে, স্নান করি কুতূহলে,
অন্নদামঙ্গল ছলে হরগুণ গাব।
পাপ তাপ হবে ছন্ন, (১) নানারস সুসম্পন্ন,
অন্নদা দিবেন অন্ন মহাসুখে খাব ॥
শিব শিব শিব কয়ে, জ্ঞানবাপী কূলে রয়ে,
সুখে রব শিব হয়ে কোথায় না ধাব।
শিবের করুণা হবে, দেখিব ভবানী ভবে,
ভারত কহিছে তবে হরিভক্তি চাব ॥ ধ্রু ॥
শিবের আনন্দ অন্নপূর্ণা আরাধনে।
নিমন্ত্রণ করিলা সকল দেবগণে ॥
হংস পৃষ্ঠে আইলা সগণ (২) প্রজাপতি।
গণসহ বিষ্ণু সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
গণসহ গণেশ আইলা গজানন।
দেবসেনা সঙ্গে লয়ে দেব ষড়ানন ॥
দেবগণ সঙ্গে লয়ে ইন্দ্র দেবরাজ।
ইন্দ্রাণী আইলা সঙ্গে দেবীর সমাজ ॥
নিজগণ সঙ্গে করি অনল আইলা।
পরিবার সঙ্গে যম আসিয়া মিলিলা ॥

(১) দূর। (২) সানুচর।

নৈঋর্ত আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ।
বার্ত্তা পেয়ে বরুণ আইলা ততক্ষণ ॥
সগণ পবনবেগে আইলা পবন।
কুবের আইলা সঙ্গে লয়ে নিজগণ ॥
শিবের বিশেষ মূর্ত্তি আইলা ঈশান।
মূর্ত্তি ভেদে প্রজাপতি আইলা বেগবান ॥
আইলা ভুজঙ্গপতি (১) থাকিয়া পাতালে।
আদর করিলা শিব দেখি দিক্‌পালে ॥ (২)
দ্বাদশ মূরতি সহ আইলা ভাস্কর।
ষোলকলা সহিত আইলা শশধর ॥
আপন মঙ্গল হেতু মঙ্গল আইলা।
বিবুধ সহিত বুধ আসিয়া মিলিলা ॥
দেবগণ গুরু আইলা গুরু ভট্টাচার্য্য।
দৈত্যগুরু মহাকবি আইলা শুক্রাচার্য্য ॥
মন্দগতি মহাবেগে আইলা শনৈশ্চর।
আইল রাহু কেতু অর্দ্ধ অর্দ্ধ কলেবর ॥
সিদ্ধ সাধ্য পিতৃ বিশ্বদেব বিদ্যাধর।
অপ্সর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর ॥
দেবঋষি ব্রহ্মঋষি রাজঋষিগণ।
একে একে সবে শিবে দিলা দরশন ॥
চারি ভাই সনক সনন্দ সনাতন।
সনৎকুমার দেখা দিলা ততক্ষণ ॥
বশিষ্ঠ প্রচেতা ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ।
নারদ অঙ্গিরা অত্রি দক্ষ ক্রতু সহ ॥

(১) অনন্ত।

(২) দশ দিক্‌পাল—ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈঋর্ত, বরুণ, পবন, কুবের, শিব, ব্রহ্মা, অনন্ত।

আইলেন পিতা পুত্র পরাশর ব্যাস ।
শুকদেব আইলা যাহে পুরাণ প্রকাশ ॥
যম আপস্তম্ব শঙ্খ লিখিত গৌতম ।
দুর্ব্বাসা জৈমিনি গর্গ কপিল কর্দ্দম ॥
কাত্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্য অসিত দেবল ।
জামদগ্ন্য ভরদ্বাজ ধেয়ানে অটল ॥
দধীচি অগস্ত্য কর্ণ সৌভরি লোমশ ।
বিশ্বামিত্র ঋষ্যশৃঙ্গ বাল্মীকি তাপস ॥
ভার্গব চ্যবন ঔর্ব্ব মনু শাতাতপ ।
উতঙ্ক ভরত ধৌম্য কশ্যপ কাশ্যপ ॥
নৈমিষারণ্যের ঋষি শৌনকাদিগণ ।
বালখিল্যগণ আইল না হয় গণন ॥
জয়শব্দ নমঃ শব্দ শঙ্খ ঘণ্টা রব ।
বেদগান স্তুতি পাঠ মহামহোৎসব ॥
অন্নপূর্ণা পুরী আর মূরতি দেখিয়া ।
পরস্পর সকলে কহেন বাখানিয়া ॥
তোমার কৃপার কথা শঙ্কর কি কব ।
তোমা হৈতে অন্নপূর্ণা দেখি সুখী হব ॥
ব্রহ্মময়ী অন্নপূর্ণা ধ্যানে অগোচর ।
পরমেশী পরম পুরুষ পরাৎপর ॥
এত দিন যাঁর মূর্ত্তি না দেখি নয়নে ।
এত দিন যাঁর নাম না শুনি শ্রবণে ॥
নিগমে আগমে গূঢ় যাঁহার ভজন ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ॥
ইহলোকে ভোগ পরলোকে মোক্ষ হয় ।
কেবল কৈবল্য রূপ সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
হেন মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে তুমি শিব ।
তোমার মহিমা সীমা কেমনে কহিব ॥

ভব দুঃখসাগরে সকলে কৈলে পার।
বিশ্বনাথ বিনা কারে লাগে বিশ্বভার॥
তন্ত্রে অন্নপূর্ণা মন্ত্র তুমি প্রকাশিলা।
মূরতি প্রকাশি তাহা পূরণ করিলা॥
মূর্ত্তি দেখি পরস্পর কহেন সকলে।
নির্ম্মাণ সদৃশ ফল হয় ভাগ্যবলে॥
শঙ্কর কহেন সবে কহিলা উত্তম।
এখন আমার মনে নাহি ঘুচে ভ্রম॥
যদি মোর ভাগ্যে অন্নপূর্ণা দয়া করে।
তবেত সার্থক নহে চেষ্টায় কি করে॥
করিয়াছি পুরী বটে হয়েছে প্রতিমা।
তাঁর অধিষ্ঠান হয় তবেত মহিমা॥
এত বলি মহাদেব আরম্ভিলা তপ।
কৈল পুরশ্চরণ কতেক কত জপ॥
তপস্যায় মহাযোগী বসিলা শঙ্কর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের পঞ্চতপ।

তপস্বী হইলা হর অন্নদা ভাবিয়া।
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আদি তেয়াগিয়া॥
জটা ভস্ম হাড়মালা শোভা হৈল বড়।
ব্রহ্মরূপ অন্নপূর্ণা ধ্যানে হৈল দড়॥
বিছাইয়া মৃগছাল বসিলা আসনে।
করে লয়ে জপমালা মুদ্রিত নয়নে॥
দিগম্বর বিভূতি ভূষিত কলেবর।
গলে যোগপট্ট উপবীত বিষধর॥
বৈশাখে দারুণ রৌদ্রে তপস্যা দুষ্কর।
চৌদিকে জ্বালিয়া অগ্নি উপরে ভাস্কর॥

জ্যৈষ্ঠমাসে এইরূপে পঞ্চতপ করি।
অন্নপূর্ণা ধ্যানে যায় দিবস শর্ব্বরী॥
আষাঢ়ে বরিষে মেঘ শিলা বজ্রাঘাত।
একাসনে বসিয়া রজনী দিনপাত॥
শ্রাবণে দারুণ বৃষ্টি রজনী বাসর।
একাসনে অনশনে ধ্যান নিরন্তর॥
ভাদ্রমাসে আটদিকে পরিপূর্ণ বান।
রজনী দিবস বসি একাসনে ধ্যান॥
আশ্বিনে অশেষ কষ্ট করেন কঠোর।
ছাড়িয়া আহার নিদ্রা তপ অতি ঘোর॥
কার্ত্তিকে কঠোর বড় কহিবারে দায়।
অনশনে রজনী দিবস কত যায়॥
অতিশয় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার। (১)
উগ্র তপ করে উগ্র কহিতে অপার॥
পৌষমাসে দারুণ হিমানী (২) পরকাশ।
রাত্রি দিন জলে বসি নিত্য উপবাস॥
বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির।
রাত্রি দিন জলে বসি কম্পিত শরীর॥
ফাল্গুনে দারুণ তপ করেন শঙ্কর।
উদয়াস্ত অস্তোদয় করিলা বিস্তর॥
চৈত্রের বিচিত্র তপ কহিবেক কেবা।
ঊর্দ্ধ পদে অধোমুখে অনলের সেবা॥
ভাবিয়া ভাবিয়া অনুভব করি ভব।
পঞ্চমুখে বিবিধ বিধানে কৈলা স্তব॥
অন্নপূর্ণা অন্নদাত্রী অবতীর্ণা হও।
কাশীতে প্রকাশ হয়ে বিশ্বপূজা লও॥

(১) ঘন শিশির, বরফ। (২) হিম সমূহ, তুষার

আনন্দকানন কাশী করিয়াছি স্থান।
তব অধিষ্ঠান বিনা সকলি শ্মশান ॥
তুমি মূল প্রকৃতি সকল বিশ্বমূল।
সেই ধন্য তুমি যারে হও অনুকূল ॥
তুমি সকলের সার অসার সকল।
যেখানে তোমার দয়া সেখানে মঙ্গল ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোমার ভজনে।
সেই ধন্য তুমি দয়া কর যেই জনে ॥
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে প্রবেশিয়া তুমি।
সৃষ্টি কৈলা সুরলোক রসাতল ভূমি ॥
বিধি বিষ্ণু আমি আদি নানা মূর্ত্তি ধর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় নিত্য কর ॥
আনন্দ-কানন কাশী সানন্দ করিয়া।
বিহার করহ মোরে সদয়া হইয়া ॥
এইরূপ তপস্যায় গেল কতকাল।
শরীরে জন্মিল শাল পিয়াল তমাল ॥
চর্ম্ম মাংস আদি গেল অস্থি মাত্র শেষ।
তথাপি না হয় অন্নদার দয়া লেশ ॥
এইরূপ তপ করে যত সহচর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্রহ্মাদির তপ।

শিবের দেখিয়া তপ, করিতে অন্নদা জপ,
ব্রহ্মা হইলেন ব্রহ্মচারী।
একাসনে অনশনে, অন্নদার ধ্যান মনে,
অক্ষসূত্রে (১) কমণ্ডলুধারী ॥

---

(১) জপমালা।

গদা চক্র তেয়াগিয়া, পাঞ্চজন্য বাজাইয়া,
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।
অনশনে যোগ ধরি, তপস্যা করেন হরি,
রমা (১) বাণী (২) সংহতি করিয়া॥
সুখ-মুণ্ডে হানি বাজ, তপ করে দেবরাজ,
সহস্র লোচনে জল ঝরে।
সঙ্গে লয়ে দেবীগণে, অন্নদা ভাবিয়া মনে,
ইন্দ্রাণী দারুণ তপ করে॥
ঊর্দ্ধে দুই পদ ধরি, হেটে অগ্নি দীপ্ত করি,
অগ্নি করে অগ্নিসেবা তপ।
একাসনে অনশনে, অন্নদা ধেয়ান মনে,
সম শীত বরিষা আতপ॥
ছাড়ি নিজ অধিকার, সঙ্গে লয়ে পরিবার,
শমন দারুণ তপ করে।
দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি হৈল অবশেষ,
বল্মীক জন্মিল কলেবরে॥
নৈর্ঋত রাক্ষসরীত, কঠোর তপেতে প্রীত,
নিজ মুণ্ড দেয় বলিদান।
পুনর্ব্বার মাথা হয়, নিজ রক্ত মাংসময়,
বলি দিয়া করয়ে ধেয়ান॥
বরুণ আপন পাশ, গলায় বান্ধিয়া ফাঁস,
প্রাণ বলিদান দিতে মন।
অন্নদার অনুগ্রহে, পরাণ বিয়োগ নহে,
অস্থি মধ্যে অস্ত্যথ জীবন॥
পবন আহার করি, নিয়মে পরাণ ধরি,
পবন করয়ে ঘোর তপ।

---

(১) লক্ষ্মী। (২) সরস্বতী।

ঊনপঞ্চাশত ভাগে, এক ভাবে অনুরাগে,
দিবানিশি অন্নপূর্ণা জপ॥
কুবের ছাড়িয়া ভোগ, আশ্রয় করিয়া যোগ,
অহর্নিশ একাসনে ধ্যান।
দারুণ তপের ক্লেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ,
সমাধি ধরিয়া আছে জ্ঞান॥
শিবের বিশেষ কায়, ঈশানের তপস্যায়,
ত্রিলোক হইল টলমল।
কপালে অনল জ্বালি, শিরোগ্নিতে ঘৃত ঢালি,
ধ্যান ধারণায় অচঞ্চল॥
প্রজাপতি রূপ ভেদে, উচ্চারিয়া চারি বেদে,
ঊর্দ্ধপতি ঊর্দ্ধমুখে জপে।
দিগ্বিদিক ভেদ নাই, টলমল সর্ব্ব ঠাঁই,
ঘোর অন্ধকার ঘোর তপে॥
সহস্র মুখের স্তবে, নিজগণ কলরবে,
তপস্যা করয়ে নাগরাজ।
গ্রহ তারা রাশিগণ, ব্রহ্মঋষি যত জন,
বিদ্যাধর কিন্নর সমাজ॥
যত দেব ঋষিগণ, সিদ্ধ সাধ্য পুণ্যজন,
রাজঋষি মহর্ষি সকল।
একাসনে অনশনে, তপস্যা অনন্যমনে,
দেহে তরু জন্মিল সকল॥
সকলের তপস্যায়, দয়া হৈল অন্নদায়,
অবতীর্ণা হইলা কাশীতে।
সকলেরে দিতে বর, প্রতিমায় কৈলা ভর,
সুধাদৃষ্টে হাসিতে হাসিতে॥
সকলে চৈতন্য পেয়ে, চৌদিকে দেখেন চেয়ে,
অনুকম্পা হৈল অনুভব।

দূরে গেল হাহাকার, জয়শব্দ নমস্কার,
ভুবন ভরিল কলরব ॥
চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তার সভাসদ বর, কহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয় ॥

অন্নপূর্ণার অধিষ্ঠান।

কলকোকিল অলিকুল বকুল ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥
কমল পরিমল, (১) লয়ে শীতল জল,
পবনে ঢল ঢল, উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী,
করিল রাজধানী, অশোকমূলে ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুন গুন,
মদন দিল গুণ, ধনুক হুলে।
যতেক উপবন, কুসুমে সুশোভন,
মধুমুদিত (২) মন, ভারত ভুলে ॥ ধ্রু ॥
মধুমাস (৩) প্রফুল্ল কুসুম উপবন।
সুগন্ধি মধুর মন্দ মলয় পবন ॥
কুহু কুহু কুহু কুহু কোকিল হুঙ্কারে।
গুন্ গুন্ গুন্ গুন্ ভ্রমর ঝঙ্কারে ॥
সুশোভিত তরুলতা নবদল পাতে।
তর তর থর থর ঝর ঝর বাতে ॥

(১) চন্দনাদি চূর্ণ, মর্দন জন্য মনোহর গন্ধ।
(২) বসন্তকালাগমে আনন্দিত।
(৩) বসন্তকাল।

অলি পিয়ে মকরন্দ কমলিনী কোলে।
সুখে দোলে মন্দবায়ে জলের হিল্লোলে ॥
ঘরে ঘরে নানা ছন্দে বসন্তের গান।
সঙ্গে ছয় রাগিণী বসন্ত মূর্ত্তিমান ॥
শুষ্কতরু শুষ্কলতা রসেতে মুঞ্জরে।
মুঞ্জরীতে মুকুল আকুল মন করে ॥
তরুকুল প্রফুল্ল কুসুমছলে হাসে।
তাহে শোভে মধুকর মধুকরী পাশে ॥
ধন্য ঋতু বসন্ত সুধন্য চৈত্র মাস।
ধন্য শুক্লপক্ষ যাহে জগত উল্লাস ॥
তাহাতে অষ্টমী ধন্যা ধন্য নাম জয়া।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে শোভে সাক্ষাৎ অভয়া ॥
অবতীর্ণা অন্নপূর্ণা হইলা কাশীতে।
প্রতিমায় ভর করি লাগিলা হাসিতে ॥
মণিবেদীপরে চিন্তামণির প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মা সুনির্ম্মিত অপার মহিমা ॥
চন্দ্র সূর্য্য অনল জিনিয়া প্রভা যার।
দেবী অধিষ্ঠানে হৈল কোটিগুণ তার ॥
প্রতিমা প্রভাবে যত দেব ঋষিগণ।
ভূতলে পড়িলা সবে হয়ে অচেতন ॥
দৃষ্টিসুধা বৃষ্টিতে সকলে জ্ঞান দিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষৎ হাসিয়া ॥
শুন শুন যত দেব ঋষি আদিগণ।
এতেক কঠোর তপ কৈলা কি কারণ ॥
কম্পমান কলেবর করি যোড়কর।
সমুখে রহিলা সবে ভয়ে নিরুত্তর ॥
করুণা আকর মাতা দয়া হৈল চিতে।
কহিতে লাগিলা দেবী হাসিতে হাসিতে ॥

চিরদিন তপস্যায় পাইয়াছ দুঃখ।
অনশনে সকলের শুকায়েছে মুখ ॥
এস এস বাছা সব সুখে অন্ন খাও।
শেষে মনোনীত বর দিব যাহা চাও ॥
এত বলি অন্নদা সকলে দেন অন্ন।
অন্ন খায় সবে সুখে আনন্দ সম্পন্ন ॥
বাম করে পানপাত্র রতন নিৰ্ম্মিত।
কারণ অমৃত (১) পরিপূর্ণ অতুলিত ॥
দয়ত পলান্নে পরিপূর্ণ রত্নহাতা।
ডানি করে ধরি অন্ন পরশেন মাতা ॥
কোথায় রন্ধন কেহ দেখিতে না পান।
পরশেন কখন না হয় অনুমান ॥
সকলে ভোজনকালে দেখেন এমনি।
আমারে দিচ্ছেন অন্ন অন্নদা জননী ॥
পিষ্টক পৰ্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ আদি সাগর সাগর ॥
চৰ্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
সকলে ভোজন করি আনন্দে অবশ ॥
জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া বলিয়া।
সকলে করেন স্তুতি নাচিয়া গাইয়া ॥
আনন্দ সাগরে সবে মগন হইয়া।
প্রণতি করিয়া কন বিনতি করিয়া ॥
অন্নে পূর্ণ কর বিশ্ব বিশেষত কাশী।
করিব তোমার পূজা এই অভিলাষী ॥
পূজিতে তোমার পদ কাহার শকতি।
তবে পূজা করি যদি দেহ অনুমতি ॥

---

(১) কারণ বারি।

তোমার সামগ্রী দিয়া পূজিব তোমারে।
লাভে হৈতে বর পাব তরিব সংসারে॥
অঙ্গীকার কৈলা দেবী সহাস্য অন্তর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিবের অন্নদাপূজা।

আনন্দে ত্রিনয়ন, সহিত দেবগণ,
পূজেন নানা আয়োজনে।
সুধন্য চৈত্র মাস, অষ্টমী সুপ্রকাশ,
বিশদ পক্ষ (১) শুভক্ষণে॥
বিরিঞ্চি পুরোহিত, বিধান সুবিদিত,
পূজক আপনি মহেশ।
আপনি চক্রপাণি, যোগান দ্রব্য আনি,
নৈবেদ্য অশেষ বিশেষ॥
সূর্য্যাদি নবগ্রহ, (২) আপন গণ সহ,
ইন্দ্রাদি দিকপাল দশ।
কিন্নরগণ গায়, অপ্সর নাচে তায়,
গন্ধর্ব্ব করে নানা রস॥
নারদ আদি যত, দেবর্ষি শত শত,
চৌদিকে করে বেদগান।
বিবিধ উপচার, অশেষ উপহার,
অনেকবিধ বলিদান॥
অন্নদা জয় জয়, সকল দেবে কয়,
ভুবন ভরি কোলাহল।

(১) শুক্লপক্ষ।
(২) নবগ্রহ—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু।

আনন্দে শূলপাণি, করিয়া যোড়পাণি,
পূজয়ে চরণ কমল ॥
দেউল বেদীপর, প্রতিমা মনোহর,
তাহাতে অধিষ্ঠিত মাতা।
সর্ব্বতোভদ্রনাম, মণ্ডল চিত্রধাম,
লিখিলা আপনি বিধাতা ॥
সমুখে হেমঘট, আচ্ছাদি চারুপট,
পড়িয়া স্বস্তি (১) ঋদ্ধি (২) বিধি।
সঙ্কল্প সমাচরি, গন্ধাধিবাস করি,
বিধানবিজ্ঞ ভাল বিধি ॥
পূজিয়া গজানন, ভাস্কর ত্রিলোচন,
কেশব কৌষিকী চরণ।
পূজিয়া নবগ্রহ, দিক্‌পাল দশ সহ,
বিবিধ আবরণ গণ ॥
চরণ সরসিজ, পূজিয়া মন্ত্রবীজ,
নৈবেদ্য দিয়া নানামত।
মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি-ভাগ,
বিবিধ উপচার যত ॥
সমাপি হোমক্রিয়া, অন্নাদি নিবেদিয়া,
মঙ্গল ইতিহাস গানে।
বাজায়ে বাদ্যগণ, করিয়া জাগরণ,
দক্ষিণা বিবিধ বিধানে ॥
পূজার সমাধানে, প্রণমি সাবধানে,
সকলে পাইলেন বর।
অন্নদা পদতলে, বিনয় করি বলে,
ভারত রায় গুণাকর ॥

(১) মঙ্গল, ক্ষেম। (২) সমৃদ্ধি, ধন সম্পত্তি।

অন্নদার বরদান।

ভবানী বাণী বল একবার।
ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী,
ভবানী ভবের সার॥ ধ্রু॥

দেবগণে দিয়া দেবী মনোনীত বর।
শিবেরে কহেন শিবা শুনহ শঙ্কর॥
এই বারাণসী পুরী করিয়াছ তুমি।
ইহার পরশ পুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
এই যে প্রতিমা মোর করিলা প্রকাশ।
এই স্থানে সর্ব্বদা আমার হৈল বাস॥
কলিকালে এ পুরী হইবে অদর্শন।
মোর অবলোকন রহিবে সর্ব্বক্ষণ॥
এই চৈত্রমাস হৈল মোর ব্রতমাস।
শুক্লপক্ষ মোর পক্ষ তুমি ব্রতদাস॥
এই তিথি অষ্টমী আমার ব্রততিথি।
ধন্য সে এ দিনে মোরে যে করে অতিথি॥ (১)
অষ্টাহ মঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস॥
এক মনে মোর গীত যে করে মাননা।
আমি পূর্ণ করি তার মনের কামনা॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী পাইয়া।
গাইবে সঙ্গীত মোর সঙ্কল্প করিয়া॥
দ্বিতীয়ায় দেখি নব শশীর উদয়।
আরম্ভ করিবে গীত দিয়া জয় জয়॥

---

(১) অর্চ্চনা করে।

অষ্টমীর রজনীতে গেয়ে জাগরণ।
নবমীতে অষ্টমঙ্গলায় সমাপন ॥
অচলা প্রতিমা মোর ঘরে যে রাখিবে।
ধন পুত্র লক্ষ্মী তার অচলা হইবে ॥
ধাতুময়ী মোর বারি (১) প্রতিষ্ঠা করিয়া।
যেই জন রাখে ঘরে প্রত্যহ পূজিয়া ॥
তার ঘরে সদা হয় আমার বিশ্রাম।
করতলে তার ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ॥
কামনা করিয়া কেহ আমার মঙ্গল।
গাওয়ায় যদ্যপি শুন তার ক্রম ফল ॥
আরম্ভিয়া শুক্রবারে বিধি ব্যবস্থায়।
সমাপিবে শুক্রবারে অষ্টমঙ্গলায় ॥
পালা কিম্বা জাগরণ যে করে মাননা।
গাইবে সে দিন ইচ্ছা পূরিবে কামনা ॥
যেই জন উপাসনা করিবে আমার।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ করতলে তার ॥
বর পেয়ে মহানন্দ হইলা মহেশ।
করিলা বিস্তর স্তুতি অশেষ বিশেষ ॥
বিদায় হইয়া যত দেব ঋষিগণ।
আপন আপন স্থানে করিলা গমন ॥
নিজ নিজ ঘরে সবে মহা কুতূহলে।
করিলা অন্নদা পূজা অষ্টাহ মঙ্গলে ॥
অন্নে পূর্ণ হইল ভুবন চতুর্দ্দশ।
সকলে করয়ে ভোগ নানামত রস ॥
কৃপা কর কৃপাময়ি কাতর কিঙ্করে।
করুণা সাগর বিনা কেবা কৃপা করে ॥

---

(১) কলস, ঘট।

মহামায়া মহেশমহিলা মহোদরী।
মহিষমর্দ্দিনি মোহরূপা (১) মহেশ্বরী॥
নন্দনন্দনের প্রতি হইয়া সহায়।
নন্দের নন্দিনী হয়ে গেলা মথুরায়॥
কুরুক্ষেত্রে হৈল কুরু পাণ্ডবের রণ।
যাহে অবতরি হরি ভারাবতরণ॥
আর্য্যা বলি তোমারে অর্জ্জুন কৈল স্তব।
যে কালে সারথি তাঁর হইলা কেশব॥
সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের জননী।
অপার সংসার পারে তুমি নারায়ণী॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে মঙ্গল তার করহ মঙ্গল॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি রবিবারের রাত্রিপালা।

ব্যাস বর্ণন।

ব্যাস নারায়ণ অংশ, ঋষিগণ অবতংস, (২)
যাহা হৈতে আঠার পুরাণ।
ভারত (৩) পঞ্চম বেদ, নানা মত পরিচ্ছেদ, (৪)
বেদভাগে বেদান্ত (৫) বাখান॥
সদা বেদ পরায়ণ, প্রকাশিলা নারায়ণ,
শিষ্যগণ বৈষ্ণব সংহতি।

(১) মোহ—অবিদ্যা। (২) ভূষণ।
(৩) মহাভারত। (৪) প্রকরণ।
(৫) উপনিষৎ, বেদব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ।

পিতা যাঁর পরাশর, শুকদেব বংশধর,
জননী যাঁহার সত্যবতী ॥
দাঁড়াইলে জটাভার, চরণে লুটায় তাঁর,
কক্ষ-লোমে আচ্ছাদয়ে হাঁটু।
পাকা গোঁপ পাকা দাড়ি, পায়ে পড়ে দিলে ছাড়ি,
চলনে কতেক আঁটু বাঁটু ॥
কপালে চড়ক ফোঁটা, গলে উপবীত মোটা,
বাহুমূলে শঙ্খ চক্র রেখা।
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত ছাবা, কলি মৃগ বাঘথাবা,
সারি সারি হরিনাম লেখা ॥
তুলসীর কণ্ঠি গলে, লক্ষ্মিমালা করতলে,
হাতে কাণে থরে থরে মালা।
কোশাকুশী কুশাসন, কক্ষতলে সুশোভন,
তাহে কৃষ্ণসারমৃগছালা ॥
কটিতটে ডোর (১) ধরি, তাহাতে কোপীণ পরি,
বহির্ব্বাসে করি আচ্ছাদন।
কমণ্ডলু তুম্বীফল, (২) করঙ্গ পীবারে (৩) জল,
হাতে আশা হিঙ্গুল (৪) বরণ ॥
এই বেশে শিষ্যগণ, সঙ্গে ফিরে অনুক্ষণ,
পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম (৫) আগম (৬) মত, পুরাণ (৭) সংহিতা (৮) যত,
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥

(১) দড়ী। (২) অলাবু, লাউ।
(৩) পান করিবার জন্য। (৪) রক্তবর্ণ।
(৫) বেদশাস্ত্র। (৬) তন্ত্র শাস্ত্র।
(৭) বেদব্যাস প্রণীত বেদার্থ বর্ণিত পঞ্চ লক্ষণান্বিত শাস্ত্র
(৮) মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র, স্মৃতি।

কে কোথা কি করে দান, কে কোথা কি করে ধ্যান,
পূজা করে কেবা কিবা দিয়া।
কে কোথা কি মন্ত্র লয়, কোথা কোন যজ্ঞ হয়,
আগে ভাগে উত্তরেন গিয়া॥
জগতের হিতে মন, ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কন,
ধর্ম্মে মতি হউক সবার।
ধন নাহি স্থির রয়, দারা আপনার নয়,
সেই ধর্ম্ম পরলোকে সার॥
এইরূপে শিষ্য সঙ্গে, সর্ব্বদা ফিরেন রঙ্গে,
চিরজীবী নরাকার লীলা।
এক দিন দৈববশে, শিষ্যসহ শাস্ত্র রসে, (১)
নৈমিষ কাননে উত্তরিলা॥
শৌনকাদি ঋষিগণ, পূজা করে ত্রিলোচন,
গালবাদ্যে বিল্বপত্র দিয়া।
গলায় রুদ্রাক্ষ মাল, অর্দ্ধচন্দ্র শোভে ভাল, (২)
কলেবরে বিভূতি (৩) মাখিয়া॥
শিব ভর্গ (৪) ত্রিলোচন, বৃষধ্বজ পঞ্চানন,
চন্দ্রচূড় গিরিশ শঙ্কর।
ভব সর্ব্ব ব্যোমকেশ, বিশ্বনাথ প্রমথেশ,
দেব দেব ভীম গঙ্গাধর॥
ঈশ্বর ঈশান ঈশ, কাশীশ্বর পার্ব্বতীশ,
মহাদেব উগ্র শূলধর।
বিরূপাক্ষ দিগম্বর, ত্র্যম্বক গিরিশ হর,
রুদ্র পুরহর স্মরহর॥ (৫)

(১) শাস্ত্রকথা প্রসঙ্গে।
(২) ললাট। (৩) [illegible]
(৪) মহাদেব। (৫) মদন [illegible]কারী।

এইরূপে ঋষি যত, শিবের সেবায় রত,
দেখি ব্যাস নিষেধিয়া কন।
ভারত পুরাণে কয়, ব্যাসের কি ভ্রান্তি হয়,
বুঝা যাবে ভ্রান্তি সে কেমন॥

শিবপূজা নিষেধ।

কি কর নর হরি ভজ রে।
ছাড়িয়া হরির নাম কেন মজ রে॥
তরিবারে পরিণাম, (১) হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে।
ভব ঘোর পারাবার, (২) হরিনাম তরি তার,
হরিনাম লয়ে পার, হৈল গজ রে॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, এ চারি বর্গের ধাম,
বেদে বলে হরিনাম, সুখে ভজ রে।
গুরু বাক্য শিরে ধরি, রহিয়াছে সার করি,
ভারতের ভূষা হরিপদরজ রে॥ ধ্রু॥
বেদব্যাস কহেন শুনহ ঋষিগণ।
কি ফলে বিফল কর শিবের সেবন॥
সর্ব্ব শাস্ত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত কৈনু এই।
ভজনীয় সে জন যে জন মোক্ষ দেই॥
অন্যের ভজনে হয় ধর্ম্ম অর্থ কাম।
মোক্ষ ফল কেবল কৈবল্য (৩) হরিনাম॥
অন্য অন্য ফল পাবে ভজ অন্য জনে।
মোক্ষপদ পাবে যদি ভজ নারায়ণে॥
নিরাকার ব্রহ্ম তিন রূপেতে সাকার।
সত্ত্ব রজ তমো গুণ প্রকৃতি তাঁহার॥

---

(১) অন্তিমকাল। (২) সমুদ্র। (৩) মুক্তি।

রজোগুণে বিধি তাহে লোভের উদয়।
তমোগুণে শিবরূপ অহঙ্কারময়॥
সত্ত্বগুণে নারায়ণ কেবল চিন্ময়। (১)
যুক্তি করি দেখ বিষ্ণু বিনা মুক্তি নয়॥
তমোগুণে অধোগতি অজ্ঞানের পাকে।
মধ্যগতি রজোগুণে লোভে বান্ধা (২) থাকে॥
সত্ত্বগুণে তত্ত্ব জ্ঞান (৩) করতলে মুক্তি।
অতএব হরি ভজ এই সার যুক্তি॥
সত্য সত্য এই সত্য আর সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ মুখ্য (৪) সর্ব্বদেবে হরি॥
বেদ রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে॥
এত শুনি শৌনকাদি লাগিলা কহিতে।
কি কহিলা ব্যাসদেব না পারি সহিতে॥
ইথে বুঝি ব্রহ্মরূপ তম বিনা নয়।
নয়ন মুদিয়া দেখ বিশ্ব তমোময়॥
তমোগুণে অহঙ্কার দোষ কিবা দিবে।
অহঙ্কার নহিলে কি ভেদ ব্রহ্ম জীবে॥
সত্ত্ব রজঃ প্রভাব ক্ষণেক বিনা নয়।
তমের প্রভাব দেখ চিরকাল রয়॥
রজোগুণে সৃষ্টি তাহে কেবল উদ্ভব।
সত্ত্ব গুণে পালন বিবিধ উপদ্রব॥
তমোগুণে প্রলয় কৈবল্য পরিণাম।
বুঝহ লক্ষণে আর মোক্ষ কার নাম॥

---

(১) চৈতন্যস্বরূপ।
(২) মায়াবদ্ধ।
(৩) ব্রহ্মজ্ঞান। (৪) প্রধান।

রজোগুণে কৌমার যৌবন সত্ত্বগুণে।
তমোগুণে জরা দেখ গুরু কোটিগুণে॥
রজোগুণে বিধি তাঁর নাভিতটে স্থান।
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর হৃদয়ে অধিষ্ঠান॥
তমোগুণে শিব তাঁর ললাটে আলয়।
ভাবি দেখ তমোগুণ কত উচ্চ হয়॥
তুমি ব্যাস রচিয়াছ আঠার পুরাণ।
তথাপি এমন কহ এ বড় অজ্ঞান॥
সকলে প্রত্যয় করি তোমার কথায়।
তোমার এমন কথা এত বড় দায়॥
এই কথা কহ যদি কাশী মাঝে গিয়া।
তবে সবে হরি ভজি হরেরে ছাড়িয়া॥
এত বলি শৌনকাদি নিজগণ লয়ে।
বারাণসী চলিলা শিবের নাম কয়ে॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শিব-নামাবলী।

জয় শিবেশ শঙ্কর, বৃষধ্বজেশ্বর,
মৃগাঙ্ক শেখর, (১) দিগম্বর।
জয় শ্মশান নাটক, বিষাণ (২) বাদক,
হুতাশ ভালক, মহত্তর॥
জয় সুরারি নাশন, বৃষেশ বাহন,
ভুজঙ্গ ভূষণ, জটাধর।
জয় ত্রিলোক কারক, ত্রিলোক পালক,
ত্রিলোক নাশক, মহেশ্বর॥

---

(১) চন্দ্রচূড়। (২) পশুশৃঙ্গ।

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ (১) বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি (২) দুর্ব্বহ বাড়ব অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন জন॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষ্মণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র-মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কৌতুক॥

---

(১) কূর্ম্ম, কচ্ছপ। (২) সমুদ্র।

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

শুকমুখে চোরের পরিচয়।

শুকমুখে মুখ দিয়া, সারী কান্দে বিনাইয়া,
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া।
সারীর ক্রন্দন ছাঁদে, শুক বিনাইয়া কাঁদে,
সভাজন মোহিত শুনিয়া॥
শুক পাকসাট দিয়া, সারিকারে খেদাইয়া,
নারী নিন্দাচ্ছলে নিন্দে ভূপে।
আলো সারি দূর দূর, নারীর হৃদয় ক্রুর,
পুরুষে মজায় কামকূপে॥
গুণসিন্ধু রাজসুত, সুন্দর সুগুণযুত,
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি।
দস্যুকন্যা মহোষধে, পতি করি সাধু বধে,
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া, শেষে দিল ধরাইয়া,
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি, হায় হায় হরি হরি,
পতিবধ কৈল পাপীয়সী॥
তুই সে বিদ্যার সারি, শিখেছিস্ গুণ তারি,
তুই কবে বধিবি জীবন।
যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তিনি,
সেইমত ভূষণ বাহন॥
শুকের শুনিয়া বাণী, সবে করে কাণাকাণি,
রাজা হৈল সন্দেহ সংযুত।

মৃত্তিকা ভক্ষণ ছলে, যশোদারে কুতূহলে,
বিশ্বরূপ (১) মুখে দেখাইলা ॥
ননী চুরি কৈলা হরি, যশোদা আনিল ধরি,
উদূখলে করিলা বন্ধন।
গোচারণে বনে গিয়া, বকাসুরে বিনাশিয়া,
অঘ অরিষ্টের বিনাশন ॥
বধ কৈলা বৎসাসুর, কেশিরে করিলা দূর,
বলহাতে প্রলম্ব বধিলা।
ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করি, গোবর্দ্ধন গিরি ধরি,
বৃষ্টিজলে গোকুল রাখিলা ॥
ব্রজ পোড়ে দাবানলে, পান করিলেন ছলে,
করিলেন কালিয়দমন।
সহচর পাঠাইয়া, যাজ্ঞিকান্ন আনাইয়া,
করিলেন কাননে ভোজন ॥
বিধাতা মন্ত্রণা করি, শিশু বৎসগণ হরি,
রাখিলেন পর্ব্বত গুহায়।
নিজ দেহ হৈতে হরি, শিশু বৎসগণ করি,
বিধাতারে মোহিলা মায়ায় ॥
গোপের কুমারী যত, করে কাত্যায়নী ব্রত,
হরি লৈলা বসন হরিয়া।
কার্ত্তিকী পূর্ণিমা পেয়ে, মধুর মুরলী গেয়ে,
রাসক্রীড়া গোপিনী লইয়া ॥
করিতে আপন ধ্বংস, অক্রূরে পাঠায়ে কংস,
হরি লয়ে গেল মথুরায়।
ধোপা বধি বস্ত্র পরি, কুব্জারে সুন্দরী করি,
সুশোভিত মালির মালায় ॥

(১) বিরাটমূর্ত্তি

দ্বারে হস্তী বিনাশিয়া, চাণূরাদি নিপাতিয়া,
কংসাসুরে করিলা নিধন।
বসুদেব দেবকীরে, নতি কৈলা নতশিরে,
দূর করি নিগড় বন্ধন ॥ (১)
উগ্রসেনে রাজ্য দিয়া, পড়িলা অবন্তী গিয়া,
দ্বারকা বিহার নানামতে।
অপার এ পারাবার, কতেক কহিব তার,
বিখ্যাত ভারত ভাগবতে ॥

ব্যাসের শিবনিন্দা।

হরি হরে করে ভেদ।
নর বুঝে না রে, অভেদ কহে চারি বেদ ॥
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপক্লেদ।
যে দেহে হরি হরে, অভেদ রূপে চরে,
সে দেহে নাহি তাপ স্বেদ ॥
একই কলেবর, হইলা হরি হর,
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপে, সে মজি মোহকূপে,
ভারতে নাহি এই খেদ ॥ ধ্রু ॥
এইরূপে বেদব্যাস কয়ে হরিগুণ।
উদ্ধভুজে কহেন সকল লোক শুন ॥

---

(১) দৈবকীর অষ্টম গর্ব্ভের সন্তান কর্ত্তৃক কংস নিহত হইবে, এই দৈববাণী হওয়ায়, কংস দৈবকী ও বসুদেবকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া মাতা ও পিতার বন্ধনদশা মোচন করেন।

সত্য সত্য এই সত্য কহি সত্য করি।
সর্ব্বশাস্ত্রে বেদসার সর্ব্ব দেবে হরি॥
হর আদি আর যত ভোগের গোসাঞি।
মোক্ষদাতা হরি বিনা আর কেহ নাই॥
এই বাক্যে ব্যাস যদি নিন্দিল শঙ্করে।
শিবের হইল ক্রোধ নন্দী আগুসরে॥
ক্রোধদৃষ্টে নন্দী যেই ব্যাসেরে চাহিল।
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ ব্যাসের হইল॥
চিত্রের পুত্তলী প্রায় রহিলেন ব্যাস।
শৈবগণে কত মত করে উপহাস॥
চারিদিকে শিষ্যগণ কান্দিয়া বেড়ায়।
কোনমতে উদ্ধারের উপায় না পায়॥
গোবিন্দ জানিল ব্যাস পড়িল সঙ্কটে।
শিবের অজ্ঞাতে আইলা ব্যাসের নিকটে॥
বিস্তর ভৎর্সিয়া বিষ্ণু ব্যাসেরে কহিলা।
আমার বন্দনা করি শিবেরে নিন্দিলা॥
যেই শিব সেই আমি যে আমি সে শিব।
শিবের করিলা নিন্দা কি আর বলিব॥
শিবের প্রভাব বলে আমি চক্রধারী।
শিবের প্রভাব হৈতে লক্ষ্মী মোর নারী॥
শিবেরে যে নিন্দা করে আমি তারে রুষ্ট।
শিবের যে পূজা করে আমি তারে তুষ্ট॥
মোর পূজা বিনা শিবপূজা নাহি হয়।
শিব পূজা না করিলে মোর পূজা নয়॥
যে কৈলা সে কৈলা ইতঃপর মান শিবে।
শিবস্তব কর তবে উদ্ধার পাইবে॥
শুনিয়া ইঙ্গিতে ব্যাস কহিলা বিষ্ণুরে।
কেমনে করিব স্তুতি বাক্য নাহি স্ফুরে॥

গোবিন্দ ব্যাসের কণ্ঠে অঙ্গুলি ছুঁইয়া ।
বৈকুণ্ঠে গেলেন কণ্ঠরোধ ঘুচাইয়া ॥
শঙ্করে বিস্তর স্তুতি করিলেন ব্যাস ।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥
প্রত্যক্ষ হইয়া নন্দী ব্যাসে দিলা বর ।
যে স্তব করিলা ইথে বড় তুষ্ট হর ॥
এই স্তব যে জন পড়িবে এক মনে ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ হবে সেই জনে ॥
এত শুনি ব্যাসদেব পরম উল্লাস ।
তদবধি শিবভক্ত হইলেন ব্যাস ॥
মুছিয়া ফেলিল হরিমন্দির তিলকে ।
অর্দ্ধচন্দ্র ফোটা কৈল কপাল ফলকে ॥
ছিঁড়িয়া তুলসী কণ্ঠি লম্বিমালা যত ।
পরিল রুদ্রাক্ষমালা শৈব অনুগত ॥
ফেলিয়া তুলসী পত্র বিল্বপত্র লয়ে ।
ছাড়িলা হরির গুণ হরগুণ কয়ে ॥
ব্যাস কৈলা প্রতিজ্ঞা যে শ্লোক পরিণাম ।
অগ্যাবধি আর না লইব হরিনাম ॥
এইরূপে ব্যাসদেব কাশীতে রহিলা ।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা ॥

ব্যাসের ভিক্ষা বারণ ।

হর শশাঙ্ক শেখর দয়া কর ।
বিভূতি ভূষিত কলেবর ॥
তরঙ্গ ভঙ্গিত, ভুজঙ্গ রঙ্গিত,
কপর্দ্দ (১) মর্দ্দিত জটাধর ।

---

(১) মহাদেবের জটা ।

গণেশ শৈশব, বিভূতি বৈভব,
ভবেশ ভৈরব দিগম্বর॥
ভুজঙ্গ কুণ্ডল, পিশাচ মণ্ডল,
মহাকুতূহল মহেশ্বর।
রজঃ প্রভায়ত, পদাম্বুজানত, (১)
সুদীন ভারত শুভঙ্কর॥ ধ্রু॥

এইরূপে বেদব্যাস রহিলা কাশীতে।
নন্দিরে কহেন শিব হাসিতে হাসিতে॥
দেখ দেখ ওহে নন্দি ব্যাসের দুর্দ্দৈব।
ছিল গোঁড়া বৈষ্ণব হইল গোঁড়া শৈব॥
যবে ছিল বিষ্ণুভক্ত মোরে না মানিল।
যদি হৈল মোর ভক্ত বিষ্ণুরে ছাড়িল॥
কি দোষে মুছিল হরিমন্দির ফোঁটায়।
কি দোষে ফেলিল ছিঁড়ি তুলসী মালায়॥
হের দেখ তুলসী পত্রের গড়াগড়ি।
বিল্বপত্র লইয়া দেখহ রড়ারড়ি॥
হের দেখ টানিয়া ফেলিল শালগ্রাম।
রাগে মত্ত হইয়া ছাড়িল হরিনাম॥
মোর ভক্ত হয়ে যেবা নাহি মানে হরি।
আমিত তাহার পূজা গ্রহণ না করি॥
হরিভক্ত হয়ে যেবা না মানে আমারে।
কদাচ কমলাকান্ত (২) না চাহেন তারে॥
হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
রুদ্রাক্ষ তুলসী মালা যেই ধরে গলে।
তার গলে হরিহরে থাকি গলে গলে॥

---

(১) চরণকমলে প্রণত। (২) লক্ষ্মীপতি, হরি।

অভেদ দুজনে মোরা ভেদ করে ব্যাস।
উচিত না হয় যে কাশীতে করে বাস॥
চঞ্চল ব্যাসের মন শেষে যাবে জানা।
কাশীতে ব্যাসের ভিক্ষা শিব কৈল মানা॥
স্নান পূজা সমাপিয়া ব্যাস ঋষিবর।
ভিক্ষা হেতু গেলা এক গৃহস্থের ঘর॥
ব্যাসে ভিক্ষা দিতে গৃহী হইল উদ্যত।
কিঞ্চিৎ না পায় দ্রব্য হৈল বুদ্ধিহত॥
ভিক্ষার বিলম্ব দেখি ব্যাস তপোধন।
গৃহস্থেরে গালি দিয়া করিলা গমন॥
বালক কুক্কুর লয়ে করে তাড়াতাড়ি।
ব্যাসদেব গেলা অন্য গৃহস্থের বাড়ী॥
ব্যাসেরে দেখিয়া গৃহী করিয়া যতন।
ভিক্ষা হেতু ঘর হৈতে আনে আয়োজন॥
শিবের মায়ায় কেহ দেখিতে না পায়।
হাত হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায়॥
রিক্তহস্ত (১) গৃহস্থ দাঁড়ায় বুদ্ধিহত।
মর্ম্ম না বুঝিয়া ব্যাস কটু কন কত॥
এইরূপে ব্যাসদেব যান যার বাড়ী।
ভিক্ষা নাহি পান আর লাভ তাড়াতাড়ি॥
সবে বলে ব্যাস তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া।
লক্ষ্মী উড়ি যায় তুমি যাহ যেই পাড়া॥
কেহ বলে যাও মেনে মুখ না দেখাও।
কেহ বলে আপনার নামটি লুকাও॥
এইরূপে গৃহস্থের সঙ্গে গণ্ডগোল
ক্ষুধায় ব্যাকুল ব্যাস হৈলা উতরোল॥ (২)

---

(১) শূন্য হস্ত। (২) উৎকণ্ঠিত।

পাড়া পাড়া ঘরে ঘরে ফিরিয়া ফিরিয়া।
শিষ্যগণ ঠাঁই ঠাঁই পড়িছে ঘুরিয়া॥
আশ্রমে নিশ্বাস ছাড়ি চলিলেন ব্যাস।
শিষ্যগণ সে দিন করিলা উপবাস॥
পরদিন ভিক্ষা হেতু শিষ্য পাঠাইলা।
ভিক্ষা না পাইয়া সবে ফিরিয়া আইলা॥
মহাক্রোধে ব্যাসদেব অজ্ঞান হইলা।
কাশীখণ্ডে বিখ্যাত কাশীতে শাপ দিলা॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

কাশীতে শাপ।

আমারে শঙ্কর দয়া কর হে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়াময় হে॥
তুমি দীন দয়াময়, আমি দীন অতিশয়,
তবে কেন দয়া নয়, দেখিয়া কাতর হে।
তব পদে আশুতোষ, পদে পদে মোর দোষ,
জানি কেন কর রোষ, পামর উপর হে।
পিশাচে তোমার প্রীতি, মোর পিশাচের রীতি,
তবে কেন মোর নীতি, দেখে ভাব পর হে।
ভারত কাতর হয়ে, ডাকে শিব শিব কয়ে,
ভবনদী (১) পারে লয়ে, দূর কর ডর (২) হে॥ধ্রু॥
ধন বিদ্যা মোক্ষ অহঙ্কারে কাশীবাসী।
আমারে না দিল ভিক্ষা আমি উপবাসী॥

(১) সংসার সাগর
(২) ভয়।

তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ॥
অন্যত্র যে পাপ হয় তাহা খণ্ডে কাশী।
কাশীতে যে পাপ হবে হবে অবিনাশী॥ (১)
ক্রমে তিন পুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা নহিবে॥
শাপ দিয়া পুনরপি চলিলা ভিক্ষায়।
ভিক্ষা না পাইয়া বড় ঠেকিলেন দায়॥
ঘরে ঘরে ফিরি ফিরি ভিক্ষা না পাইয়া।
আশ্রমে চলিলা ভিক্ষাপাত্র ফেলাইয়া॥
হেনকালে অন্নপূর্ণা দেখিতে পাইলা।
ব্যাসদেবে অন্ন দিতে আপনি চলিলা॥
জগত জননী মাতা সবারে সমান।
শক্তিরূপে সকল শরীরে অধিষ্ঠান॥
আকাশ পবন জল অনল অবনী।
সকলে সমান যেন অন্নদা তেমনি॥
সকলে সমান যেন চন্দ্র সূর্য্য তারা।
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সারা॥
মেঘ করে যেমন সকলে জলদান।
তেমনি অন্নদা দেবী সকলে সমান॥
তরু যেন ফল ধরে সবার লাগিয়া।
তেমনি সকলে অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া॥
হরি হর প্রভৃতির শত্রু মিত্র আছে।
শত্রু মিত্র একভাব অন্নদার কাছে॥

---

(১) অক্ষয়, অখণ্ডনীয়।

চলিলেন অন্নপূর্ণা ব্যাসে করি দয়া।
আগে আগে যায় জয়া পশ্চাতে বিজয়া ॥
হেনকালে পথে আসি কহেন মহেশ।
কোথায় চলেছ থুয়ে কার্ত্তিক গণেশ ॥
ক্রোধভরে কন দেবী পিছু কেন ডাক।
ব্যাসে অন্ন দিয়া আসি ঘরে বসি থাক ॥
একে বুড়া তাহে ভাঙ্গী ধুতুরায় ভোল।
অল্প অপরাধে কর মহা গণ্ডগোল ॥
তিন দিন ব্যাসেরে দিয়াছ উপবাস।
ব্রহ্মহত্যা হইবে তাহাতে নাহি ত্রাস ॥
একবার ক্রোধেতে ব্রহ্মার মাথা লয়ে।
অদ্যাপি সে শাপে ফির মুণ্ডধারী হয়ে ॥
কি হেতু করিলে মানা ব্যাসে অন্ন দিতে
সে দিল কাশীতে শাপ কে পারে খণ্ডিতে
এখন যদ্যপি ব্যাস অন্ন নাহি পায়।
আরবার দিবে শাপ পেটের জ্বালায় ॥
আমি অন্নপূর্ণা আছি কাশীতে বসিয়া।
আমার দুর্নাম হবে না দেখ ভাবিয়া ॥
এত বলি অন্নপূর্ণা ক্রোধভরে যান।
সঙ্গে সঙ্গে যান শিব ভয়ে কম্পমান ॥
সভয় দেখিয়া ভীমে হাসেন অভয়া।
বুড়াটির ঠাট হের দেখ লো বিজয়া ॥
ভারত কহিছে ইথে সাক্ষী কেন মান।
তোমার ঘরের ঠাট তোমরা সে জান ॥

অন্নদার মোহিনী রূপ *

একি রূপ অপরূপ ভঙ্গিমা।
চরণে অরুণ রঙ্গিমা॥
হইতে সোসর, শম্ভু হৈলা হর,
দেখি পয়োধর তুঙ্গিমা। (১)
থাকিতে অধরে, সুধা সাধ করে,
সুধাকরে ধরে কালিমা॥
ফুলধনু তনু, লাজে তাজে ধনু,
দেখি ভুরুধনু বক্রিমা।
রূপ অনুভবে, মোহ হয় ভবে,
ভারত কি কবে মহিমা॥ ধ্রু॥

মায়া করি জয়া বিজয়ারে লুকাইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে মোহিনী হইয়া॥
কোটি শশী জিনি মুখ কমলের গন্ধ।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি উড়ে মধুলোভে অন্ধ॥
ভুরু দেখি ফুলধনু ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে অনঙ্গ হইয়া॥
উন্নত স্বয়ম্ভু শম্ভু কুচ হৃদি মূলে।
ধরেছে কামের কেশ লোমাবলি ছলে॥
অকলঙ্ক হইতে শশাঙ্ক আশা করে।
পদনখে রহিয়াছে দশরূপ ধরে॥

---

* অন্নদার মোহিনী রূপ বর্ণন ও বিদ্যার রূপ বর্ণন প্রায় এক প্রকার; অতএব বিদ্যার রূপ বর্ণনের টিপ্পনী দেখিলে অন্নদার রূপ বর্ণনের ভাবার্থ অনায়াসে বোধ হইবেক।

(১) উচ্চতা, উন্নতা।

মুকুতা যতনে তনু সিন্দূরে মাজিয়া।
হার হয়ে হারিলেন বুক বিন্ধাইয়া॥
বিননিয়া চিকনিয়া বিনোদ কবরী।
ধরাতলে ধায় ধরিবারে বিষধরী॥
চক্ষে জিনি মৃগ ভালে মৃগমদ বিন্দু।
মৃগ কোলে করিয়া কলঙ্কী হৈল ইন্দু॥
অরুণেরে রঙ্গ দেয় অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি হাস্যের ভঙ্গিমা॥
রতন কাঁচুলী শাড়ী বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবার আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কার হৈতে শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরূপম সে রূপ কি রূপ কব আমি।
যে রূপ দেখিয়া কামরিপু হন কামী॥
এইরূপে অন্নপূর্ণা সদয়া হইয়া।
দেখা দিলা ব্যাসদেবে নিকটে আসিয়া॥
মায়াময় একখানি পুরী নির্ম্মাইয়া।
অতি বৃদ্ধ করি হরে তাহাতে রাখিয়া॥
আপনি দাঁড়ায়ে দ্বারে পরমা সুন্দরী।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে ভক্তিভাব করি॥
শুন ব্যাস গোসাঞি আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথি ভক্তিমান।
অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান॥

তপস্বী তোমারে দেখি অতিথি ঠাকুর।
ত্বরায় আইস বেলা হইল প্রচুর ॥
শুনিয়া ব্যাসের মনে আনন্দ হইল।
কোথা হৈতে হেন জন কাশীতে আইল ॥
অন্ন বিনা তিন দিন মোরা উপবাসী।
কোথা হৈতে পুণ্যরূপা উত্তরিলা আসি ॥
নিরুপম রূপা তুমি নিরুপম বয়া। (১)
নিরুপম গুণা তুমি নিরুপম দয়া ॥
তখনি পাইনু ভিক্ষা কহিলা যখনি।
পরিচয় দেহ মোরে কে বট আপনি ॥
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥
দেখিয়াছি এ সকলে সে সকলে জানি।
ততোধিক প্রভা দেখি তাই অনুমানী ॥
শুনিয়াছি অন্নপূর্ণা কাশীর ঈশ্বরী।
সেই বুঝি হবে তুমি হেন মনে করি ॥
প্রতি ঘরে ফিরি ভিক্ষা নাহি পায় যেই।
অন্নপূর্ণা বিনা তারে অন্ন কেবা দেই ॥
এত শুনি অন্নপূর্ণা সহাস্য অন্তরে।
কহিতে লাগিলা ব্যাসে মৃদু মধুস্বরে ॥
কোথা অন্নপূর্ণা কোথা তুমি কোথা আমি
শীঘ্র আসি অন্ন খাও দুঃখ পান স্বামী ॥
এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।
অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পূরিয়া ॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥

(১) যৌবন বিশিষ্টা।

ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা॥
বসিলেন ব্যাসদেব শিষ্যগণ সঙ্গে।
হেনকালে বৃদ্ধগৃহী জিজ্ঞাসেন রঙ্গে॥
ভারত কহিছে ব্যাস সাবধান হও।
বুড়া নহে বিশ্বনাথ বুঝে কথা কও॥

শিব ব্যাসে কথোপকথন।

নগনন্দিনি, সুরবন্দিনি, রিপুনিন্দিনি (১) গো।
জয়কারিণি, ভয়হারিণি, ভবতারিণি গো॥
জটাজালিনি, শিরমালিনি, শশিভালিনি,
সুখশালিনি, করবালিনি (২) গো।
শিবগেহিনি, শিবদেহিনি শিবরোহিণি,
শিবমোহিনি, শিবসোহিনি গো॥
গণতোষিণি, ঘনঘোষিণি, (৩) হঠদোষিণি,
শঠরোষিণি, গৃহপোষিণি গো।
মৃদুহাসিনি, মধুভাষিণি, খলনাশিনি,
গিরিবাসিনি, ভারতাশিনি গো॥ ধ্রু॥
বুড়াটি কহেন ব্যাস তুমিত পণ্ডিত।
কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি কহিবে উচিত॥
তপস্বী কাহারে বল কিবা ধর্ম্ম তার।
কি ধর্ম্ম করিলে পার পরলোকে পার॥
শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম্ম প্রধান সন্ন্যাস॥

---

(১) রিপুনিগ্রহকারিণী। (২) খড়্গধারিণী।
(৩) মেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারিণী।

সর্ব্ব জীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্য মূল্য ॥
ইত্যাদি অনেক মত কহিলেন ব্যাস।
কতেক কহিব কাশীখণ্ডেতে প্রকাশ ॥
শুনিয়া বুড়াটি কন সক্রোধ হইয়া।
আপনি ইহার আছ কি ধর্ম্ম লইয়া ॥
এক বাক্যে বুঝিয়াছি জ্ঞানেতে যেমন।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কয়েছ যখন ॥
দয়া ধর্ম্ম ক্ষমা আদি জপ তপ ক্রিয়া।
জানাইলা সকলি কাশীতে শাপ দিয়া ॥
কহিতে কহিতে হৈল ক্রোধের উদয়।
সেইরূপ হৈলা যাহে করেন প্রলয় ॥
ঊর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা (১) জর জর।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর ॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহি (২) লক্ লক্।
অর্দ্ধ শশী কোটি সূর্য্য অগ্নি ধক্ ধক্ ॥
হল হল জ্বলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন ॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেন ডাক ॥
ধরিতে নারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে ॥
হরিহর দুই মোরা অভেদ শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥

---

(১) মেঘসমূহ। (২) জিহ্বা।

বেদব্যাস নাম পেয়ে নাহি মান বেদ।
কি মর্ম্ম বুঝিয়া হরি হরে কর ভেদ॥
সেই পাপে তোর বাস না হবে কাশীতে।
আমি মানা করিলাম তোরে ভিক্ষা দিতে॥
মনে ভাবি বুঝিলে জানিতে সেই পাপ।
কোন দোষে আমার কাশীতে দিলি শাপ॥
কি দোষ করিল তোর কাশীবাসিগণ।
কেন শাপ দিলি অরে বিটলা বামন॥
এ স্থানে বাসের যোগ্য তুমি কভু নও।
এইক্ষণে বারাণসী হৈতে দূর হও॥
অরে রে ভৈরবগণ ব্যাসে কর দূর।
পুনঃ যেন আসিতে না পায় কাশীপুর॥
ব্যাসদেব রুদ্ররূপী দেখি মহেশ্বরে।
ভয়ে কম্পমান তনু কাঁপে থর থরে॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী দাঁড়াইয়া পাশে।
চরণে ধরিয়া ব্যাস কহে মৃদুভাষে॥
অন্ন দিয়া অন্নপূর্ণা বাঁচাইলা প্রাণ।
বাঁচাও শিবের ক্রোধে নাহি দেখি ত্রাণ॥
জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া॥
জগতের পিতা শিব তুমি জগন্মাতা।
হরি হর বিধাতার তুমি সে বিধাতা॥
শিবের হইল তমোগুণের উদয়।
যেই তমোগুণে হয়ে করেন প্রলয়॥
পশুবুদ্ধি (১) শিশু আমি কিবা জানি মর্ম্ম।
বুঝিতে নারিনু কিবা ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম॥

---

(১) নির্ব্বোধ, অজ্ঞান।

পড়িনু পড়ানু যত মিছা সে সকল।
সত্য সেই সত্য তব ইচ্ছাই কেবল॥
শিব কৈলা অন্ন মানা তুমি অন্ন দিলে।
এ সঙ্কটে কে রাখিবে তুমি না রাখিলে॥
শঙ্করের ক্রোধ হৈল না জানি কি ঘটে।
শঙ্করী করুণা কর এ ঘোর সঙ্কটে॥
তোমার কথায় বশ শঙ্কর সর্ব্বদা।
কাশীবাস যায় মোর রাখ গো অন্নদা॥
ব্যাসের বিনয়ে দেবী সদয়া হইলা।
শিবেরে করিলা শান্ত ব্যাসে বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য শিবের আজ্ঞা না হয় অন্যথা।
কাশীবাস ব্যাস তুমি না পাবে সর্ব্বথা॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এত বলি হর লয়ে কৈলা অন্তর্দ্ধান।
নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যাস কাশী ছাড়ি যান॥
ছাড়িয়া যাইতে কাশী মন নাহি যায়।
লুকায়ে রহেন যদি ভৈরবে খেদায়॥
বেতাল ভৈরবগণ করে তাড়া তাড়ি।
শিষ্যসহ ব্যাসদেব গেলা কাশী ছাড়ি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ব্যাসের কাশী নির্ম্মাণোদ্যোগ।

কাশীতে না পেয়ে বাস, মনোদুঃখে বেদব্যাস,
বসিলেন ছাড়িয়া নিশ্বাস।
তুচ্ছ লোক আছে যারা, কাশীতে রহিল তারা,
আমার না হৈল কাশীবাস॥

এ বড় দারুণ শোক, কলঙ্ক ঘুষিবে লোক,
ব্যাস হৈলা কাশী হৈতে দূর।
নাম ডাক ছিল যত, সকল হইল হত,
ভাঙ্গড় করিল দর্পচূর॥
তেজোবধ হয় যার, প্রাণবধ ভাল তার,
কোনখানে সমাদর নাই।
সবে করে উপহাস, ইনি সেই বেদব্যাস,
কাশীতে না হৈল যার ঠাঁই॥
যদি করি বিষ পান, তথাপি না যাবে প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিলা গোসাঞি॥
ভবিতব্য ছিল যাহা, অদৃষ্টে করিল তাহা,
কি হবে ভাবিলে আর বসি।
তবে আমি বেদব্যাস, এই খানে পরকাশ,
করিব দ্বিতীয় বারাণসী॥
করিয়াছি যত তপ, করিয়াছি যত জপ,
সকল করিনু ইথে পণ।
নিজ নাম জাগাইব, এই খানে প্রকাশিব,
কাশীর যে কিছু আয়োজন॥
কাশীতে মরিলে জীব, রাম নাম দিয়া শিব,
কত কষ্টে মোক্ষ দেন শেষে।
এখানে মরিবে যেই, সদ্যমুক্ত হবে সেই,
না ঠেকিবে আর কোন ক্লেশে॥
অসাধ্য সাধন যত, তপস্যায় হয় কত,
তপোবলে রাত্রি হয় দিবা।
বিধি সঙ্গে বিরোধিয়া, তপস্যায় ভর দিয়া,
বিশ্বামিত্র না করিল কিবা॥

মোরে খেদাইল শিব, তায় সেবা না করিব,
বর না মাগিব তার ঠাঁই।
বিষ্ণুর দেখেছি গুণ, নন্দী করেছিল খুন,
কিঞ্চিৎ যোগ্যতা তার নাই॥
বিধাতা সবার বড়, তাহারে করিব দড়,
যাহা হৈতে সকলের সৃষ্টি।
তিনি পিতামহ হন, সন্তানে বিমুখ নন,
অবশ্য দিবেন কৃপাদৃষ্টি॥
তাঁরে তুষি তপস্যায়, বর মাগি তাঁর পায়,
সকল পাইব যথা বসি।
পুরী করি মোক্ষধাম, জাগাইব নিজ নাম,
নাম থুব ব্যাস-বারাণসী॥
গঙ্গা মহাতীর্থ জানি, গঙ্গারে এখানে আনি,
আগেত গঙ্গার কাছে যাই।
গঙ্গা সে শিবের পুঁজি, মোক্ষ কপাটের কুঁজি,
গঙ্গারে অবশ্য আনা চাই॥
গঙ্গা গঙ্গা মোক্ষধাম, জানিত কে তার নাম,
আমা হৈতে তাহার প্রকাশ।
আমি যদি ডাকি তারে, অবশ্য আসিতে পারে,
ইথে কিছু নাহি অবিশ্বাস॥
এত করি অনুমান, গঙ্গারে আনিতে যান,
বেদব্যাস মহাবেগবান্।
গঙ্গার নিকটে গিয়া, ধ্যান কৈলা দাঁড়াইয়া,
গঙ্গা আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি,
রচিবারে অন্নদামঙ্গল।
ভারত সরস ভণে, শুন সবে একে মনে,
ব্যাসদেব গঙ্গার কোন্দল॥

গঙ্গার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

ব্যাস কন গঙ্গে, চল মোর সঙ্গে,
আমি এই অভিলাষী।
কাশী মাঝে ঠাঁই, শিব দিল নাই,
করিব দ্বিতীয় কাশী॥
তমোগুণ শিব, তারে কি বলিব,
মত্ত ভাঙ্গ ধুতূরায়।
ডাকিনীবিহারী, সদা কদাচারী,
পাপ সাপগুলা গায়॥
শ্মশানে বেড়ায়, ছাই মাখে গায়,
গলে মুণ্ড অস্থিমালা।
বলদ বাহন, সঙ্গে ভূতগণ,
পরে ব্যাঘ্র হস্তি ছালা॥
যত অমঙ্গল, সকল মঙ্গল,
তাহারে বেড়িয়া ফিরে।
কেবল আপনি, পতিত-পাবনী,
গঙ্গা আছে যেই শিরে॥
জটায় তাহার, তব অবতার,
তাই সে সকলে মানে।
তোমার মহিমা, বেদে নাহি সীমা,
অন্য জন কিবা জানে॥
যত অমঙ্গল, শিবে সে সকল,
মঙ্গল তোমার প্রেম।
নানা দোষময়, লোহা যেন হয়,
পরশ পরশি হেম॥
যে কারণ-নীর, ব্রহ্মাণ্ড বাহির,
যাহাতে ব্রহ্মাণ্ড ভাসে।

বিধি হরিহর, আদি চরাচর,
কত হয় কত নাশে ॥
সে কারণ-নীর, তোমার শরীর,
তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
সৃজন পালন, নাশের কারণ,
তোমা বিনা কোন জন ॥
সেই নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপি জন,
জনার্দ্দন যাঁরে কয়।
দ্রবরূপে সেই, গঙ্গা তুমি এই,
ইহাতে নাহি সংশয় ॥
তোমা দরশনে, মোক্ষ সেইক্ষণে,
না জানি স্নানের ফল।
প্রায়শ্চিত্ত ভয়, সেথানে কি হয়,
যেখানে তোমার জল ॥
তুমি নারায়ণী, পতিত-পাবনী,
কামনা পূরাও মোর।
মোর সঙ্গে আসি, প্রকাশহ কাশী,
তারহ সঙ্কট ঘোর ॥
যে মরে কাশীতে, তারে মোক্ষ দিতে,
রাম নাম দেন শিব।
আর কত দায়, ভোগ হয় তায়,
তবে মোক্ষ পায় জীব ॥
কাশীতে আমার, কৃপায় তোমার,
এমনি হইতে চাহে।
যে মরে যখনি, নির্ব্বাণ (১) তখনি,
বিচার না রবে তাহে ॥

---

(১) মুক্তি।

ব্যাসের এমন, শুনিয়া বচন,
গঙ্গার হইল হাসি।
ভারত কহিছে, মোরে না সহিছে,
তুমি কি করিবে কাশী॥

ব্যাসের প্রতি গঙ্গার উক্তি।

কহিছেন গঙ্গা শুন হে ব্যাস।
কেন করিয়াছ হেন প্রয়াস॥
কে তুমি কি শক্তি আছে তোমার।
শিব বিনা কাশী কে করে আর॥
কণ্ঠে কালকূট যেই ধরিল।
লীলায় অন্ধক সেই বধিল॥
কটাক্ষে কামেরে নাশিল যেই।
কামিনী লইয়া বিহরে সেই॥
আমি অন্নপূর্ণা যাঁর গৃহিণী।
গিরিবর ধনু শেষ (১) শিঞ্জিনী॥ (২)
ক্ষিতিরথ ইন্দ্র সারথি যাঁর।
চক্রপাণি বাণ শাণিত ধার॥
চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র আকার।
ত্রিপুর একবাণে নৈল যাঁর॥
সেই বিশ্বনাথ বিশ্বের সার।
ভব (৩) নাম ভব (৪) করিতে পার॥
যাঁহার জটায় পাইয়া ধাম।
গঙ্গা গঙ্গা মোর পবিত্র নাম॥

(১) অনন্ত। (২) ধনুর্গুণ, ধনুকের ছিলা।
(৩) শিব। (৪) সংসার।

কারণজল মোরে বলে যেই।
কারণজলের কারণ সেই॥
না ছিল সৃষ্টির আদি যখন।
কাশীপতি কাশী কৈলা তখন॥
রাখিলা আপন শূলের আগে।
পৃথিবীর দোষ গুণ না লাগে॥
করিবেন যবে প্রলয় হর।
রাখিবেন কাশী শূল উপর॥
তবে যে দেখহ ভূমিতে কাশী।
পদ্মপত্রে যেন জল বিলাসি॥
জলে মিশি থাকে পদ্মের পাত।
জল নাশে নহে তার নিপাত॥
তবে যে কহিলা তারক নামে।
মোক্ষ দেন শিব কাশীর ধামে॥
তুমি কি বুঝিবে তাঁর চলনি।
আপনার নাম দেন আপনি॥
আমার বচন শুন হে ব্যাস।
কদাচ না কর হেন প্রয়াস॥
শিবনিন্দা কর এ দায় বড়।
শিব পদে মন করহ দড়॥
শিব নিন্দা তুমি কর কেমনে।
দক্ষযজ্ঞ বুঝি পড়ে না মনে॥
পুনঃ না কহিও আমার কাছে।
যে শুনে তাহার পাতক আছে॥
জানেন সকল শঙ্কর স্বামী।
এ সব কথায় না থাকি আমি॥
শুনিয়া ব্যাসের হইল রোষ।
ভারত কহিছে এ বড় দোষ॥

ব্যাসকৃত গঙ্গার তিরস্কার।

ব্যাসের হইল ক্রোধ, তেয়াগিয়া উপরোধ,
গঙ্গারে কহেন কটুভাষে।
কালের উচিত কর্ম্ম, জানিনু তোমার ধর্ম্ম,
তুমি মোরে হাস উপহাসে॥
তোরে অন্তরঙ্গ (১) জানি, করিনু যুগল পাণি,
উপকারে আসিতে আমার।
তাহা হৈল বিপরীত, আর কহ অনুচিত,
দৈবে করে কি দোষ তোমার॥
আমি যারে প্রকাশিনু, আমি যারে বাড়াইনু,
সেই মোরে তুচ্ছ করি কহে।
মাতঙ্গ পড়িলে দরে, (২) পতঙ্গ প্রহার করে,
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে॥
উচিত কহিব যদি, নদী মধ্যে তুমি নদী,
পুণ্যতীর্থ বলি কে জানিত।
পুরাণে বর্ণিনু যেই, পুণ্যতীর্থ বলে তেঁই,
নৈলে তোমা কে কোথা মানিত॥
জহ্নুমুনি করে ধরি, পিলেক গণ্ডুষ করি,
কোথা ছিল তোর গুণগ্রাম।
সে দোষ থুইয়া দূরে, জানাইনু তিন পুরে, (৩)
জাহ্নবী বলিয়া তোর নাম॥
শান্তনু রাজারে লয়ে, ছিলি তার নারী হয়ে,
তার সাক্ষী ভীষ্ম তোর বেটা।
শান্তনুরে করি সারা, হয়েছ শিবের দারা,
তোর সমা পুণ্যবতী কেটা॥

(১) আত্মীয়, স্বজন। (২) গর্ত্ত। (৩) স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল।

পেয়েছ শিবের জটা, তাহাতে সাপের ঘটা,
কপালে বহ্নির তাপ লাগে।
চণ্ডী করে গণ্ডগোল, ভূত ভৈরবের রোল,
কোন সুখে আছ কোন রাগে॥
স্বভাবতঃ নীচগতি, সতত চঞ্চলমতি,
কভু নাহি গতির নিয়ম।
যে ভাল ভজিতে পারে, পতিভাব কর তারে,
সিন্ধু সঙ্গে সম্প্রতি সঙ্গম॥
বেশ্যাধর্ম্ম লয়ে আছ, জাতি কুল নাহি বাছ,
রূপ গুণ যৌবন না চাও।
না বলিয়া সেবা দেই, ক্ষীর পান করে সেই,
পতি কর কোলে মাত্র পাও॥
আপনার পক্ষ জানি, কহিলাম তোরে আনি,
তুমি তাহে বিপরীত কহ।
তুমি মোর কি করিবা, তোমার শকতি কিবা,
বিষ্ণু পাদোদক বিনা নহ॥
শাপ দিয়া করি ছাই, অথবা গণ্ডূষে খাই,
ব্রাহ্মণেরে তোর অল্প জ্ঞান।
সিন্ধু তোর পতি যেই, ব্রহ্ম তেজ জানে সেই,
অগস্ত্য করিয়াছিল পান॥
ব্যাসদেব এইরূপে, মজিয়া কোপের কূপে,
গঙ্গার করিলা অপমান।
ভারত সভয় কহে, মোরে যেন দয়া রহে,
স্তুতি নিন্দা গঙ্গার সমান॥

গঙ্গাকৃত ব্যাসের তিরস্কার।

গঙ্গার হইল ক্রোধ ব্যাসের বচনে।
ব্যাসেরে ভৎর্সিয়া কন মহাক্রোধ মনে॥

শুন শুন ওহে ব্যাস বিস্তর কহিলা।
এই অহঙ্কারে কাশীবাস না পাইলা॥
নর হয়ে নারায়ণ হৈতে চায় যেবা।
শিবনিন্দা যে করে তাহার গঙ্গা কেবা॥
তোর প্রকাশিতা আমি কেমনে কহিলি।
বেদমতে পুরাণেতে আমারে বর্ণিলি॥
যতেক প্রসঙ্গ লয়ে করেছ পুরাণ।
আমার প্রসঙ্গ আছে তেঁই সে প্রমাণ॥
তুমি বুঝিয়াছ আমি শান্তনুর নারী।
সমুদ্রে মিলেছি বলি নারী হৈনু তারি॥
সংসারে যতেক নারী মোর অংশ তারা।
শিব অংশ সংসারে পুরুষ আছে যারা॥
প্রকৃতি পুরুষ মোরা তুই কি জানিবি।
আর কত দিন পড় তবে সে বুঝিবি॥
আমার জাতির দায় কে ধরিবে তোরে।
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে॥
বেদের পঞ্চত্ব দিয়া ভারত পুরাণ।
রচিয়াছ আপনি পরম জ্ঞানবান॥
তাহে করিয়াছ আপনার জন্ম কর্ম্ম।
ভাবিয়া দেখহ দেখি তাহার কি মর্ম্ম॥
পরাশর ব্রহ্মঋষি তোর পিতা যেই।
অবিগীত (১) ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী জন্য সেই॥
মৎস্যগন্ধা দাসকন্যা ব্রাহ্মণীত নহে।
তার গর্ব্ভে জন্ম তোর ব্রাহ্মণ কে কহে॥
পরাশর অপসর তোর জন্ম দিয়া।
শান্তনু তোমার মায়ে পুনঃ কৈল বিয়া॥

(১) অনিন্দিত, অগর্হিত।

বৈপিত্র দুভাই তাহে জন্মিল তোমার।
একটি বিচিত্রবীর্য্য চিত্রাঙ্গদ আর॥
অম্বালিকা অম্বিকা বিবাহ কৈল তারা।
যৌবনে মরিল দুটী বউ রৈল সারা॥
পুত্র হেতু সত্যবতী তোমার জননী।
তোমারে দিলেন আজ্ঞা যেমন আপনি॥
তুমি রণ্ডা ভ্রাতৃবধূ করিয়া গমন।
জন্মাইলা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দুইজন॥
কুন্তী মাদ্রী দুই নারী পাণ্ডু কৈল বিয়া।
সম্ভোগ রহিত হৈল শাপের লাগিয়া॥
ভেবে মরে কুন্তী মাদ্রী করিব কেমন।
তুমি তাহে বিধি দিলা আপনি যেমন॥
ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র আর অশ্বিনীকুমার।
উপপতি হৈতে পাঁচ পুত্র হৈল তার॥
যুধিষ্ঠির ভীম আর অর্জ্জুন নকুল।
সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডব অতুল॥
তুমি তাহে আপনার মত বিধি দিয়া।
পাঁচ বরে এক দ্রৌপদীরে দিলা বিয়া॥
ব্রহ্মশাপ কি দিবি কি তোরে মোর ভয়।
ব্রহ্মশাপ সেই দেয় ব্রাহ্মণ যে হয়॥
ব্রহ্মশাপ কিবা দিবি কে তোরে ডরায়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ মোর নামে যায়॥
তুই কি জানিবি ব্রহ্মা তোর পিতামহ।
সে জানে মহিমা কিছু তারে গিয়া কহ॥
এত বলি ক্রোধে গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
গালি খেয়ে ব্যাসদেব হৈলা হতজ্ঞান॥
ভারত কহিছে ব্যাস ধীরিধীরি ধীরি।
গিয়াছিলা যথা হৈতে তথা গেলা ফিরি॥

দীনদয়াময়ী দেবী দয়া কর দীনে।
দারিদ্র্য দুর্গতি দূর কর দিনে দিনে॥
ধর্ম্ম তার ধরা তার ধন তার ধান।
ধ্যানে ধরে যে তোমারে সেই সে ধীমান॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি সোমবারের দিবা পালা।

বিশ্বকর্ম্মার নিকট ব্যাসের অভ্যর্থনা।

আসনে বসিয়া, উন্মনা হইয়া,
ভাবেন ব্যাস গোঁসাই।
এই বড় শোক, হাসিবেক লোক,
মোর কাশী হৈল নাই॥
বিশ্বকর্ম্মা আছে, তারে আনি কাছে,
সে দিবে পুরী গড়িয়া।
মোক্ষের উপায়, শেষে করা যায়,
ব্রহ্মার বর লইয়া॥
করি আচমন, যোগে দিয়া মন,
বিশ্বকর্ম্মে কৈলা ধ্যান।
জানিয়া অন্তরে, বিশাই সত্বরে,
আসি কৈলা অধিষ্ঠান॥
বিশাই দেখিয়া, সানন্দ হইয়া,
বিনয়ে কহেন ব্যাস।
তুমি বিশ্বকর্ম্ম, জান বিশ্বমর্ম্ম,
তোমাতে বিশ্ব প্রকাশ॥

তুমি বিশ্ব গড়, তুমি বিশ্বে বড়,
তাই বিশ্বকর্ম্মা নাম।
তোমার মহিমা, কেবা জানে সীমা,
কেবা জানে গুণগ্রাম॥
বিধাতা হইয়া, বিশ্ব নিরমিয়া,
পালহ হইয়া হরি।
শেষে হয়ে হর, তুমি লয় কর,
তুমি ব্রহ্ম অবতরি॥
আমারে কাশীতে, না দিল রহিতে,
ভূতনাথ কাশীবাসী।
সেই অভিমানে, আমি এই খানে,
করিব দ্বিতীয় কাশী॥
ঠেকিয়াছি দায়, চাহিয়া আমায়,
নির্ম্মাহ পুরী সুসার।
মোক্ষের নিদান, করিতে বিধান,
সে ভার আছে আমার॥
এ সঙ্কট ঘোরে, তার যদি মোরে,
তবেত তোমারি হব।
ত্রিদেবে (১) ছাড়িয়া, ব্রহ্মপদ দিয়া,
তোমারে পুরাণে কব॥
বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
তুমি নাহি পার কিবা।
ব্যাস-বারাণসী, গড়ি দেখ বসি,
আমারে ব্রহ্ম করিবা॥
সে হয় পশ্চাৎ, দেখিবে সাক্ষাৎ,
মোরে পুরী ভার লাগে।

---

(১) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

কাশীর ঈশ্বর, খ্যাত বিশ্বেশ্বর,
তাঁর পুরী গড়ি আগে ॥
বিশ্বেশ্বর নাম, সর্ব্ব শুভধাম,
বিশাই যেই কহিল।
দৈব রুষ্ট যার, বুদ্ধি নাশে তার,
ব্যাসের ক্রোধ হইল ॥
অরে রে বিশাই, তুইত বালাই,
কে বলে আনিতে তায়।
এ বড় প্রমাদ, যার সঙ্গে বাদ,
তাহারে আনিতে চায় ॥
সভয় অন্তর, নহ স্বতন্তর, (১)
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি, যারে তারে মানি,
বেগার খাটিতে জান ॥
তপোবলে কাশী, দেখ পরকাশি,
দূর হ রে দুরাচার।
তোর গুণধর, যত কারিকর,
হইবে দুঃখী বেগার ॥
বিশাই শুনিয়া, কহিছে হাসিয়া,
বড় ভ্রান্ত তুমি ব্যাস।
শিবেরে লঙ্ঘিবা, কাশী প্রকাশিবা,
কেন কর হেন আশ ॥
নাহি জান তত্ত্ব, নাহি বুঝ সত্ত্ব,
শিব ব্রহ্ম সনাতন।
অজাত অমর, অনন্ত অজর,
আত্ম বিভু নিরঞ্জন ॥

(১) স্বাধীন, আত্মবশ

কার্য্য সাধিবারে, এই যে আমারে,
এখনি ব্রহ্ম কহিলে।
ব্রহ্ম বলিবার, কি দেখ আমার,
কেমনে ব্রহ্ম বলিলে॥
যাহারে যখন, দেখহ দুর্জ্জন,
তাহারে ব্রহ্ম বলহ।
এইরূপে কত, কয়ে নানামত,
লিখিলা যত কলহ॥
বিশাই ধীমান, গেল নিজ স্থান,
ব্যাসের হইল দায়।
কহিছে ভারত, এ নহে ভারত,
করিবে কথামথায়॥

ব্যাস ও ব্রহ্মার কথোপকথন।

হর হর শঙ্কর সংহর পাপম্।
জয় করুণাময় নাশয় তাপম্॥
রঙ্গ তরঙ্গিত গাঙ্গ জটাচয় অর্পয় সর্পকলাপম্।
মহিষ বিষাণ (১) রবেণ নিবারয় মম রিপুশমন লুলাপম্॥ (২)
কনক কুসুমপরি শোভিত কর্ণে কর্ণয় ভক্ত কপালম্।
নিগদতি (৩) ভারতচন্দ্র উমাধব দেহিপদং দুরবাপম্ (৪)॥ ধ্রু॥
ব্রহ্মার করিলা ধ্যান ব্যাস তপোধন।
অবিলম্বে প্রজাপতি দিলা দরশন॥
আপন দুর্দ্দশা আর শিবেরে নিন্দিয়া।
বিস্তর কহিলা ব্যাস কান্দিয়া কান্দিয়া॥

---

(১) পশুশৃঙ্গ। (২) মহিষ, কাসর।
(৩) কথন, ভাষণ। (৪) দুর্লভ।

মোছেতে চক্ষুর জল অঞ্চলে মুছিয়া।
কহিছেন প্রজাপতি পিরীতি করিয়া॥
ওরে বাছা ব্যাস তুমি বড়ই ছাবাল।
শিব সঙ্গে বাদ কর এ বড় জঞ্জাল॥
কাশীতে রহিতে শিব না দিলে না রবে।
তাঁর সঙ্গে বাদে তোমা হৈতে কিবা হবে॥
শিব নাম জপ কর যেথা সেথা বসি।
যেখানে শিবের নাম সেই বারাণসী॥
তুমি কি করিবা কাশী লঙ্ঘিয়া তাঁহারে।
কাশীপতি বিনা কাশী কে করিতে পারে॥
শিব লঙ্ঘি আমি কি হইব বরদাতা।
আমি যে বিধাতা শিব আমারো বিধাতা॥
আমার আছিল বাছা পাঁচটী বদন।
এক মাথা কাটিয়া লইল পঞ্চানন॥
কি করিতে তাহে আমি পারিলাম তাঁর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় লীলায় হয় যাঁর॥
কিসে অনুগ্রহ তাঁর নিগ্রহ বা কিসে।
বুঝিতে কে পারে যাঁর তুল্য সুধা বিষে॥
ভালে যাঁর সুধাকর গলায় গরল।
কপালে অনল যাঁর শিরে গঙ্গাজল॥
সম যাঁর সুধা বিষে হুতাশন জল।
অন্যের যে অমঙ্গল তাঁরে সে মঙ্গল॥
তাঁর সঙ্গে তোর বাদ আমি ইথে নাই।
জানেন অন্তরযামী শঙ্কর গোসাঞি॥
এত বলি প্রজাপতি গেলা নিজ স্থানে।
ব্যাসের ভাবনা হৈল কি হবে নিদানে॥
যে হোক সে হোক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

অন্নপূর্ণা ভগবতী সকলের সার।
কাশীর ঈশ্বরী তিনি বিশ্বমায়া যাঁর ॥
যাঁর অধিষ্ঠানে বারাণসীর মহিমা।
বিধি হরি হর যাঁর নাহি জানে সীমা ॥
শঙ্কর আমার অন্ন মানা করেছিলা।
শিবে না মানিয়া তিনি মোরে অন্ন দিলা ॥
তদবধি জানি তিনি সকলের বড়।
অতএব তাঁর উপাসনা করি দড় ॥
তিনি মোক্ষ দিবেন সকলে এথা বসি।
তবে সে হইবে মোর ব্যাস বারাণসী ॥
এত ভাবি ব্যাসদেব মন কৈলা স্থির।
অন্নপূর্ণা ধ্যান করি বসিলেন ধীর ॥
বিস্তর কঠোর করি করিলেন তপ।
কত পুরশ্চরণ করিলা কত জপ ॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

ব্যাসের তপস্যায় অন্নদার চাঞ্চল্য।

গজানন ষড়ানন, সঙ্গে করি পঞ্চানন,
কৈলাসেতে করেন ভোজন।
অন্নপূর্ণা ভগবতী, অন্ন দেন হৃষ্টমতি,
ভোজন করিছে ভূতগণ ॥
ছয় মুখ কার্ত্তিকের, গজমুখ গণেশের,
মহেশের নিজ মুখ পঞ্চ।
কত মুখ কত জন, বেতাল ভৈরবগণ,
ভাজ খেয়ে ভোজনে প্রপঞ্চ ॥ (১)

(১) বিপর্য্যয়, বিপরীত।

লেগেছে সিদ্ধির লাগি, খেতে বড় অনুরাগী,
বার মুখ তিন বাপ পুতে।
অন্নদার হস্ত ছুটি, অন্ন দেন গুটি গুটি,
থাকে নাহি পাতে থুতে থুতে॥
অন্নদা বুঝিলা মনে, কৌতুক আমার সনে,
বুঝা যাবে কেবা কত খান।
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয়, পাতে পাতে অপ্রমেয়,
পয়োনিধি (১) পর্ব্বত প্রমাণ॥
খাইবেক কেবা কত, সবে হৈল বুদ্ধিহত,
অন্নপূর্ণা কহেন কি চাও।
অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি, কে রাখিবে ক'রে বাসি,
খেতে হবে খাও খাও খাও॥
এই রূপে অন্নপূর্ণা, খেলে রসে পরিপূর্ণা,
নারীভাবে পতি পুত্র লয়ে।
ব্যাসের তপের গাছ, অন্নদার লয় পাছ,
ফলিলেক বিষবৃক্ষ হয়ে॥
ব্যাস জপে অনশনে, অন্নদা জানিল মনে,
ব্যাসের তপের অনুবলে।
কপালে টনক নড়ে, হাত হৈতে হাতা পড়ে,
উছট লাগিয়া পদ টলে॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে, ভাল কর্ম্ম মন্দ করে,
অন্নদার উপজিল রোষ।
অনুগ্রহ গেল নাশ, নিগ্রহে ঠেকিল ব্যাস,
ভাগ্যবশে গুণ হৈল দোষ॥
ভাবে বুঝি ক্রোধভর, জিজ্ঞাসা করিলা হর,
কেন দেবী দেখি ভাবান্তর।

---

(১) সমুদ্র।

অন্নদা কহেন হরে, ব্যাস মুনি তপ করে,
অনশন কৈলা বহুতর ॥
তুমি ঠাঁই নাহি দিলে, কাশী হৈতে খেদাইলে,
তাহাতে হয়েছে অপমান।
করিতে দ্বিতীয় কাশী, হইয়াছে অভিলাষী,
সেই হেতু করে মোর ধ্যান ॥
হাসিয়া কহেন হর, বুঝি তারে দিবে বর,
মোরে মেনে দয়া না ছাড়িও।
আমি বৃদ্ধ তাই কই, জানি নাই তোমা বই,
এক মুটা অন্ন মেনে দিও ॥
সক্রোধে কহেন শিবা, কৌতুক করহ কিবা,
কি হয় তাহার দেখ বসি।
এত বড় তার সাধ, তোমা সনে করি বাদ,
করিবেক ব্যাস বারাণসী ॥
তবে যে কহিবে মোর, তপস্যা করিল ঘোর,
কি দোষে হইব রুষ্ট তারে।
অসময় সুসময়, না বুঝিয়া দুরাশয়,
বিরক্ত করিল অত্যাচারে ॥
বলিরাজা ভগবানে, ত্রিপদ ধরণী দানে,
অধোগতি পাইল যেমন।
তেমনি ব্যাসেরে গিয়া, শাপ দিব বর দিয়া,
শুনিয়া সানন্দ পঞ্চানন ॥
মহামায়া মায়া করি, জরতী (১) শরীর ধরি,
ব্যাসদেবে ছলিতে চলিলা।
অন্নপূর্ণা পদতলে, ভারত বিনয়ে বলে,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞা দিলা ॥

---

(১) বৃদ্ধা, বুড়ী।

অন্নদার জরতী বেশে ব্যাসে ছলনা।

কে তোমা চিনিতে পারে। মা গো।
বেদে সীমা দিতে নারে॥
কত মায়া কর, কত মায়া ধর, হেরি হরি হর হারে।
জিতজরামর, হয় সেই নর, তুমি দয়া কর যারে॥
এ ভব সংসারে, যে ভজে তোমারে, যম নাহি পারে তারে।
যদি না তারিবে, যদি না চাহিবে, ভারত ডাকিবে কারে॥ ধ্রু॥
মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।
ডান করে ভাঙ্গা লড়ী বাম কক্ষে ঝুড়ী॥
ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁদি সাঁদি। (১)
হাত দিলে ধুলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি॥
ডেঙ্গর উকুন নীকি করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কানকোটারির কিলি কিলি॥
কোটরে নয়ন দুটি মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে॥
ঝর ঝর ঝরে জল চক্ষু মুখ নাকে।
শুনিতে না পান কাণে শত শত ডাকে॥
বাতে বাঁকা সর্ব্ব অঙ্গ পিঠে কুঁজ ভার।
অন্ন বিনা অন্নদার অস্থি চর্ম্ম সার॥
শত গাটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকট গিয়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
ফেলিয়া ঝুপড়ী লড়ী আহা উহু কয়ে।
জানু ধরি বসিলা বিরস-মুখী হয়ে॥
ভূমে ঠেকে থুথি হাঁটু কাণ ঢেকে যায়।
কুঁজ ভরে পিঠডাঁড়া ভূমিতে লুটায়॥

---

(১) রন্ধ্র, ছিদ্র।

অন্নদার জরতীবেশে ব্যাসে ছলনা।
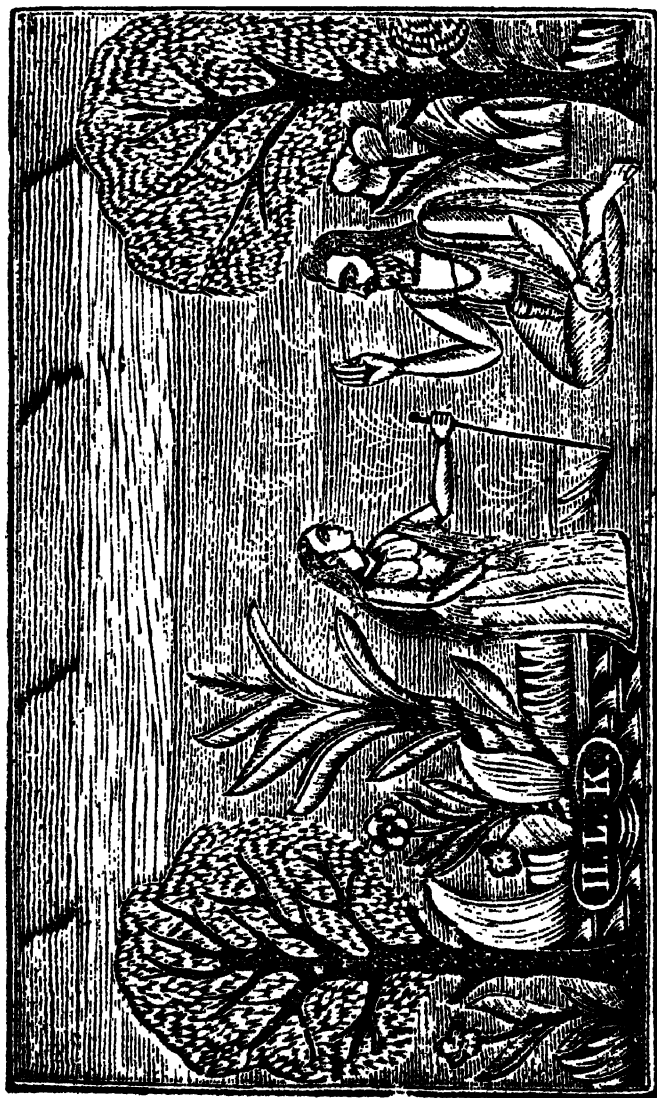
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল॥
মৃদুস্বরে কথা কন অন্তরে হাসিয়া।
ওরে বাছা বেদব্যাস কি কর বসিয়া॥
তিন কাল গিয়া মোর এক কাল আছে।
পতি পুত্র ভাই বাপ কেহ নাহি কাছে॥
বাঁচিতে বাসনা নাই মরিবারে চাই।
কোথা মৈলে মোক্ষ হবে ভাবিয়া না পাই॥
কাশীতে মরিলে তাহে পাপভোগ আছে।
তারক মন্ত্রেতে শিব মোক্ষ দেন পাছে॥
এই ভয়ে সেখানে মরিতে সাধ নাই।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় কোথা হেন ঠাঁই॥
তুমি নাকি কাশী করিয়াছ মহাশয়।
সত্য করি কহ এথা মরিলে কি হয়॥
ব্যাস কন এই পুরী কাশী হৈতে বড়।
মৃত্যু মাত্র মোক্ষ হয় এই কথা দড়॥
বুদ্ধি যদি থাকে বুড়ি এথা বাস কর।
সদ্য মুক্ত হবি যদি এইখানে মর॥
ছলেতে অন্নদাদেবী কহেন রুষিয়া।
মরণ টাকিলি বেটা অনাথা দেখিয়া॥
তোর মনে আমি বুড়ি এখনি মরিব।
সকলে মরিবে আমি বসিয়া দেখিব॥
ঊর্দ্ধগ বিকারে মোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ত্র বিনা শুকায়েছে আঁত॥ (১)
বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শণনুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি॥

(১) অন্ত্র, নাড়ী।

শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুঝে॥
কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ী বলে এত বড় জ্বালা॥
এত বলি ছলে দেবী ক্রোধভরে যান।
আরবার ব্যাসদেব আরম্ভিলা ধ্যান॥
জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের।
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের॥
ধ্যানের প্রভাবে দেবী চলিতে নারিয়া।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে আইলা ফিরিয়া॥
বুড়ী দেখি ওরে বাছা অনুকূল (১) হও
এথা মৈলে কি হইবে সত্য করি কও॥
বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ॥
মনে পড়ে না রে বাছা কি কথা কহিলে।
পুনঃ কহ কি হইবে এথানে মরিলে॥
ব্যাসদেব কন বুড়ি বুঝিতে নারিলে।
সদ্য মোক্ষ হইবেক এথানে মরিলে॥
বুড়ী বলে হায় বিধি করিলেক কালা।
কি বল বুঝিতে নারি এত বড় জ্বালা॥
পুনশ্চ চলিলা দেবী ছলে ক্রোধ করি।
ব্যাসদেব পুনশ্চ বসিলা ধ্যান ধরি॥
ধ্যানের অধীন দেবী চলিতে নারিলা।
পুনশ্চ ব্যাসের কাছে ফিরিয়া আইলা॥
এইরূপে দেবী বার পাঁচ ছয় সাত।
ব্যাসের নিকটে করিলেন যাতায়াত॥

---

(১) সহায়।

দৈব দোষে ব্যাসদেবে উপজিল ক্রোধ।
বিরক্ত করিল মাগী কিছু নাহি বোধ॥
একে বুড়ী আরো কালা চক্ষে নাহি সুঝে।
বারে বারে ধ্যান ভাঙ্গে কহিলে না বুঝে॥
ডাকিয়া কহিলা ক্রোধে কাণের কুহরে।
গর্দ্দভ হইবে বুড়ী এখানে যে মরে॥
বুঝিনু বুঝিনু বলি করে ঢাকি কাণ।
তথাস্তু বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
বুড়ী না দেখিয়া ব্যাস আন্ধার দেখিলা।
হায় বিধি অন্নপূর্ণা আসিয়া ছলিলা॥
নিকটে পাইয়া নিধি চিনিতে নারিনু।
হায় রে আপনা খেয়ে কি কথা কহিনু॥
বিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায়।
মৃণালের তন্তু মধ্যে সদা আসে যায়॥
প্রকৃতিপুরুষরূপা তুমি সূক্ষ্ম স্থূল।
কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি বিশ্বমূল॥
বাক্যাতীত গুণ তব বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা শক্তিলোপে শব॥
নিজ আত্মতত্ত্ব বিদ্যাতত্ত্ব শিবতত্ত্ব।
তব দত্ত তত্ত্বজ্ঞানে ঈশের ঈশত্ব॥
শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।
কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া॥
ব্যাসবারাণসী হবে ভাবিলাম বসি।
বাক্য দোষে হইল গর্দ্দভবারাণসী॥
অলঙ্ঘ্য দেবীর বাক্য অন্যথা না হয়।
ভবিতব্যং ভবত্যেব (১) গুণাকর কয়॥

(১) যাহা হইবার তাহাই হয়।

ব্যাসের প্রতি দৈববাণী।

ভুলনা রে অরে নর শঙ্কর সার কর।
শমনেরে কেন ডর॥
দূর হবে পাপ, চূর হবে তাপ, গঙ্গাধরে ধ্যান ধর
শঙ্কর শঙ্কর, এ তিন অক্ষর, মালা করি গলে পর॥
এ ভব সাগরে, না ভজিয়া হরে, কেন মিছা ডুবি মর।
ভারতের মত, শুনরে ভকত, ভব ভজি ভব তর॥ ধ্রু।

বিরস বদন দেখি ব্যাস তপোধনে।
কহিলেন অন্নপূর্ণা আকাশ বচনে॥
শুন শুন ব্যাসদেব কেন ভাব তাপ।
এ দুঃখ তোমাকে দিল শিবনিন্দা পাপ॥
জ্ঞান অহঙ্কারে বারাণসী মাঝে গিয়া।
শিব হৈতে মোক্ষ নহে কহিলা ডাকিয়া॥
ভুজস্তম্ভ কণ্ঠরোধ হয়েছিল বটে।
শিবে স্তুতি করি পার পাইলা সঙ্কটে॥
তার পর শৈব হয়ে বিষ্ণুরে ছাড়িলে।
সেই দোষে কাশী মাঝে ভিক্ষা না পাইলে॥
এক পাপে দুঃখ পেয়ে আর কৈলা পাপ।
না বুঝিয়া কাশীবাসিগণে দিলা শাপ॥
অন্ন বিনা শিষ্যসহ উপবাসী ছিলে।
আমি গিয়া অন্ন দিনু তেঁই সে বাঁচিলে॥
মোর উপরোধে তোরে মহেশ ঠাকুর।
নষ্ট না করিয়া কৈলা কাশী হৈতে দূর॥
আমি দিনু বর চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এইরূপে আমি তোরে বরদান দিয়া।
সে দিন রুদ্রের ক্রোধে দিনু বাঁচাইয়া॥

তথাপি শিবের সঙ্গে করিয়া বিরোধ।
কাশী করিবারে চাহ এ বড় দুর্ব্বোধ॥
আমার দ্বিতীয় কিম্বা দ্বিতীয় শূলির।
যদি থাকে তবে হবে দ্বিতীয় কাশীর॥
ইতঃপর ভেদদ্বন্দ্ব ছাড়হ সকল।
জ্ঞানের সন্ধান কর অজ্ঞানে কি ফল॥
হরি হর বিধি তিন আমার শরীর।
অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর॥
তুমি কি জানিবে তত্ত্ব কি শক্তি তোমার।
নিগম আগম আদি কেবা জানে পার॥
অযোগ্য হইয়া কেন বাড়াও উৎপাত।
খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত॥
করিবে দ্বিতীয় কাশী না কর এ আশ।
অভিমান দূর করি চল নিজ বাস॥
আমার আজ্ঞায় চতুর্দ্দশী অষ্টমীতে।
মণিকর্ণিকার স্নানে পাইবে আসিতে॥
এখানে যে মরিবে সে গর্দ্দভ হইবে।
এ হৈল গর্দ্দভ-কাশী অন্যথা নহিবে॥
শুনিয়া আকাশবাণী ব্যাস তপোধন।
উদ্দেশে প্রণাম করি করিলা গমন॥
কৈলাসেতে অন্নপূর্ণা শঙ্কর লইয়া।
বিহারে রহিলা বড় সানন্দ হইয়া॥
জয়া বিজয়ারে কন সহাস্য বদনে।
নরলোকে মোর পূজা প্রকাশে কেমনে॥
কহিছে বিজয়া জয়া ভবিষ্যতবাণী।
কুবের তোমার পূজা করিবেক জানি॥
বসুন্ধর নামে তার আছে সহচর।
দিবেক পুষ্পের ভার তাহার উপর॥

রমণী সম্ভোগ তার কাননে হইবে।
সেই অপরাধে তুমি তারে শাপ দিবে ॥
মনুষ্য হইবে সেই হরিহোড় নামে।
ধন বর দিবা তুমি গিয়া তার ধামে ॥
তাহা হৈতে হইবেক পূজার সঞ্চার।
কুবেরের সুতে শাপ দিবা পুনর্ব্বার ॥
ব্রাহ্মণ হইবে সেই ভবানন্দ নামে।
হরিহোড়ে ছাড়ি তুমি যাবে তার ধামে ॥
দিল্লী হৈতে রাজ্য দিয়া পূজা লবে তার।
তাহা হৈতে হইবেক পূজার প্রচার ॥
তার বংশে হবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
সঙ্কটে তারিবে তুমি দেখা দিয়া তায় ॥
তাহা হৈতে পূজার প্রচার হবে বড়।
হাসিয়া কহেন দেবী এই কথা দড় ॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
হরিহোড় প্রসঙ্গ শুনহ ইতঃপর ॥

বসুন্ধরে অন্নদার শাপ।

কুবেরের অনুচর, নাম তার বসুন্ধর,
বসুন্ধরা নামে তার জায়া।
দুইজনে হৃষ্টমনে, ক্রীড়া করে কুঞ্জবনে,
নানারস জানে নানা মায়া ॥
চৈত্র শুক্ল অষ্টমীতে, অন্নদার পূজা দিতে,
নানা দ্রব্য আনি শীঘ্রগতি।
ফুল আনিবার তরে, ডাক দিয়া বসুন্ধরে,
কুবের দিলেন অনুমতি ॥

কুবেরের আজ্ঞা পায়, বসুন্ধর বেগে ধায়,
কুঞ্জবনে হৈল উপনীত।
নানা জাতি তুলে ফুল, যাহে মত্ত অলিকুল,
যার গন্ধে মদন মোহিত॥
দেখিয়া পুষ্পের শোভা, বসুন্ধরা রতি লোভা,
বসুন্ধরে কহিতে লাগিল।
ফুলগুণে ফুলবাণ, ফুল ধনু দিয়া টান,
ফুলবাণে আমারে বিন্ধিল॥
আলিঙ্গন দিয়া কান্ত, কামানল কর শান্ত,
মোরে আর বিলম্ব না সহে।
কোকিল হুঙ্কার কাল, ভ্রমর ঝঙ্কার শাল,
মলয়-পবনে তনু দহে॥
বসুন্ধর বলে প্রিয়া, আগে আসি ফুল দিয়া,
অন্নপূর্ণা পূজিবে কুবের।
পূজা সাঙ্গে তোমা সঙ্গে, বিহার করিব রঙ্গে,
এ সময়ে নাহি দিও ফের॥
অষ্টমীরে পর্ব্ব (১) কয়, ইথে রতি যুক্ত নয়,
অন্নদার ব্রত-তিথি তায়।
আমার বচন ধর, আজি রতি পরিহর,
পূজা কর অন্নদার পায়॥
বসুন্ধরা বলে প্রভু, এমন না শুনি কভু,
এ কথা শিখিলা কার কাছে।
সাপে যারে কামড়ায়, ওজা গিয়া ঝাড়ে তায়,
তাহে কি অষ্টমী আদি বাছে॥
কাম কাল বিষধর, বিষে আমি জর জর,
তুমি সে ঔষধ জান তার।

(১) পঞ্চপর্ব্ব—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি

অষ্টমীরে পর্ব্ব কয়ে, অন্নদার নাম লয়ে,
আরম্ভিলা কত ফেরফার॥
অন্নপূর্ণা কি করিবে, অষ্টমী কি সুখ দিবে,
যে সুখ পাইবে রতিসুখে।
দেবাসুরে সুধা লাগি, সিন্ধু মথি দুঃখ ভাগি,
সে সুধা সঘনে পেও মুখে॥
এই যে তুলিলা ফুল, কে জানে ইহার মূল,
বৃথা হবে জলে ভাসাইলে।
দেখ দেখি মহাশয়, সম্ভোগে কি সুখ হয়,
তোমার আমার গলে দিলে॥
মালা গাঁথি এই ফুলে, দিয়া দেখ মোর চুলে,
মেঘে যেন বিজুলী খেলিবে।
বিপরীত রতিরঙ্গে, পড়িলে তোমার সঙ্গে,
ভাব দেখি কিবা শোভা দিবে॥
এইরূপে বসুন্ধরে, বিন্ধিয়া কটাক্ষ শরে,
বসুন্ধরা মোহিত করিল।
কিবা করে ধ্যান জ্ঞানে, যে করে কামের বাণে,
বসুন্ধর মদনে মাতিল॥
সেই ফুলে শয্যা করি, সেইফুলে মালা পরি,
রতিরসে দুজনে রহিল।
এথায় যক্ষের পতি, অন্নদা পূজায় মতি,
একমনে ধ্যান আরম্ভিল॥
সংহতি বিজয়া জয়া, কুবেরে করিয়া দয়া,
অন্নদা করিলা অধিষ্ঠান।
দেখিয়া পুত্রের ব্যাজ, (১) কুবের যক্ষের রাজ,
সভয় হইল কম্পমান॥

---

(১) বিলম্ব।

অন্নদা অন্তরে জানি, কুবেরে নিকটে আনি,
দয়ায় অভয় দান দিলা।
বসুন্ধরা বসুন্ধরে, বান্ধি আনিবার তরে,
ডাকিনী যোগিনী পাঠাইলা ॥
ডাকিনী যোগিনীগণ, প্রবেশিয়া কুঞ্জবন,
বসুন্ধরা বসুন্ধরে ধরে।
সেই ফুলমালা সঙ্গে, বুকে বুকে বান্ধি রঙ্গে,
আনি দিলা অন্নদা গোচরে ॥
অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে, শাপ দিলা দুইজনে,
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবনে যাও, মনুষ্য শরীর পাও,
ভারতের এই যুক্তি সার ॥

বসুন্ধরের বিনয়।

কান্দে বসুন্ধর বসুন্ধরা।
অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ চরণের ছায়া,
শাপে কৈলা জীয়ন্তেতে মরা ॥
অজ্ঞানে করিনু দোষ, ক্ষমা কর অভিরোষ,
তুমি দেবী জগত জননী।
ভস্ম না করিলে কেন, কেন শাপ দিলে হেন,
কোন সুখে যাইব ধরণী ॥
অপরাধ অল্প মোর, শাপ দিলা অতি ঘোর,
নরলোকে কেমনে যাইব।
গর্ভবাস মহাদুঃখে, ঊর্দ্ধপদে হেঁটমুখে,
মলমূত্রে ভূষিত থাকিব ॥
ভুঞ্জিব অশেষ ক্লেশ, না পাব জ্ঞানের লেশ,
পর দুঃখে হইব দুঃখিত।

মহাপাপ থাকে যার, গর্ভবাস হয় তার,
নিগম আগমে সুবিদিত॥
গর্ভবাস পাছে হয়, ব্রহ্মাদিরো এই ভয়,
সেই ভয়ে তোমারে সে ভজে।
ভব ঘোর পারাবারে, তোমা বিনা কেবা তারে,
যে তোমা না ভজে সেই মজে॥
অপরাধ হইয়াছে, আর কত শাস্তি আছে,
কুম্ভীপাক রৌরব (১) প্রভৃতি।
তাহে যেতে মন লয়, মরতে যাইতে ভয়,
বড় দুষ্ট নরের প্রকৃতি॥
ক্রন্দনেতে দোঁহাকার, দয়া হৈল অন্নদার,
কহিলেন করিয়া সান্ত্বনা।
চল সুখে মর্ত্ত্যলোক, না পাইবে রোগ শোক,
না পাইবে গর্ভের যাতনা॥
হয়ে মোর ব্রতদাস, মোর পূজা পরকাশ,
মরত ভুবনে গিয়া কর।
লোকে ব্রত পরকাশি, পুনঃ হবে স্বর্গবাসী,
আমি সঙ্গে রব নিরন্তর॥
শুনি বসুন্ধর কয়, ইহা যদি সত্য হয়,
তবে মোর মরতে কি ভয়।
তব অনুগ্রহ যথা, কৈলাস কৌশল তথা,
চতুর্ব্বর্গ সেইখানে হয়॥
যদি সঙ্গে যাহ তুমি, তবে আমি যাই ভূমি,
এই বর দেহ দাঁড়াইয়া।

(১) নরক বিশেষ। যে নরকে গো, স্ত্রী, ভিক্ষু, ভ্রূণ, ব্রহ্মহত্যাকারী, অগম্যগামী ও তীর্থ প্রতিগ্রাহীরা যায়; তাহার নাম রৌরব।

পাতালেতে গিয়া বলি, ছিল যেন কুতূহলী,
গোবিন্দেরে দুয়ারি পাইয়া ॥
এত বলি বসুন্ধর, যোগাসনে করি ভর,
জায়া সহ শরীর ত্যজিল।
অন্নপূর্ণা তুষ্ট হয়ে, চলিলা দুজনে লয়ে,
রায় গুণাকর বিরচিল ॥

বসুন্ধরের মর্ত্যলোকে গমন।

বসুন্ধর বসুন্ধরা অন্নদার শাপে।
সমাধিতে (১) দিয়া মন তনু ত্যজে তাপে ॥
বসুন্ধর বসুন্ধরা বসুন্ধরা (২) চলে।
আগে আগে অন্নপূর্ণা যান কুতূহলে ॥
কর্ম্মভূমি ভূমণ্ডল ত্রিভুবনে সার।
কর্ম্ম হেতু জন্ম লৈতে আশা দেবতার ॥
সপ্তদ্বীপ (৩) মাঝে ধন্য ধন্য জম্বুদ্বীপ।
তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ ॥
তাহে ধন্য গৌড় যাহে ধর্ম্মের বিধান।
সাদ করি যে দেশে গঙ্গার অধিষ্ঠান ॥
বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।
সেই গ্রামে উত্তরিলা অন্নদা তারিণী ॥
জয়ারে কহিলা দেবী হাসিয়া হাসিয়া।
এ গ্রামে কে বড় দুঃখি দেখহ ভাবিয়া ॥

(১) ঈশ্বরে মনঃসংযোগ।
(২) পৃথিবী।
(৩) সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর।

তার ঘরে জন্মিবে আমার বঙ্গুক্ষর।
বড় সুখী করিব পশ্চাতে দিয়া বর॥
হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায়॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থি চর্ম্ম সার।
গেঁয়েলোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।
পান বিনা পদ্মিনীর মুখে উড়ে মাছি॥
তারে দেখি অন্নদার উপজিল দয়া।
হের আস বলি তারে ডাক দিলা জয়া॥
অভিমানে সেই রামা কারেহ না চায়।
মনুষ্য দেখিলে পথে বনে বনে যায়॥
নিকটে বিজয়া গিয়া কহিল তাহারে।
হের এই ঠাকুরাণী ডাকেন তোমারে॥
শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিবে অভাগীরে কে আছে এমন॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড়॥
যাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে॥
এমন দুঃখিনী আমি আমারে কে ডাকে।
সুখী লোক আমার বাতাসে নাহি থাকে॥

যে বলে সে বল আমি যাব নাহি কাছে।
অভাগীর কাছে বল কিবা কার্য্য আছে॥
বড়ই দুঃখিনী এই অন্নদা জানিলা।
কাছে গিয়া আপনি যাচিয়া বর দিলা॥
আমার আশীষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যা বর॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে তুমিও পূজায়।
হইবেক নাম ডাক রাজার প্রজায়॥
(১) মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
বীজরূপে বসুন্ধরে রাখিলা তাহাতে॥
কাণে কাণে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে॥
এতেক বলিয়া দেবী কৈলা অন্তর্দ্ধান।
দেখিতে না পেয়ে রামা হৈল হতজ্ঞান॥
ক্ষণেকে সম্বিত (২) পেয়ে লাগিলা কান্দিতে।
হায়রে দারুণ বিধি নারিনু চিনিতে॥
পেয়েছিনু মাণিক আঁচলে না বান্ধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু॥
কেমন দেবতা মেনে দেখা দিয়াছিলা।
অভাগীর ভাগ্যদোষে পুনঃ লুকাইলা॥

(১) অন্য রূপ পাঠ। মায়াময়ী শ্রীফলের ফল দিলা হাতে। বীজরূপে বসুন্ধরে আরোপিল তাতে॥ পরন্ত শ্রীফলের ফল বলা ভাষামত নয়, এইরূপে বরঞ্চ রচিয়া দিলে হয়;—মায়াময়ী শ্রীফল দিলেন তার হাতে ইত্যাদি।

(২) শান্তি, চৈতন্য।

হরিষ বিষাদে রামা গেলা নিজালয়।
দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয়॥
স্নান দিনে সে ফুল বাটিয়া খাইল।
পতি সঙ্গে রতি রঙ্গে গর্ভিণী হইল॥
শুভক্ষণে বসুন্ধর কৈল গর্ভবাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস॥
গর্ভ বেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা॥
পুত্র দেখি সুখ রাখিবারে নাহি ঠাঁই।
ধরি তোলে তাপ দেয় হেন জন নাই॥
আপনি দিলেন হুলু নাড়ীছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ের বৃত্তান্ত।

অন্নদার দাস হয়ে, হরিহোড় নাম লয়ে,
বসুন্ধর ভূমিষ্ঠ হইল।
দেখিয়া পুত্রের মুখ, বিষ্ণুহোড় পায় সুখ,
পদ্মিনীর আনন্দ বাড়িল॥
ষষ্ঠীপূজা হৈল সায়, ছয়মাসে অন্ন খায়,
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।
বনে মাঠে বেড়াইয়া, কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া,
বেচিয়া পোষয়ে বাপ মায়ে॥
এক দিন শূন্য-পথে, অন্নপূর্ণা সিংহ রথে, (১)
কুতূহলে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।

---

(১) সিংহবাহন।

জয়া বিজয়ার সঙ্গে, কথোপকথন রঙ্গে,
হরিহোড়ে পাইলা দেখিতে ॥
মনে হৈল পূর্ব্ব কথা, আপনি আসিয়া তথা,
মায়া করি হইলেন বুড়ী।
কাঠ খড় জড়াইয়া, সব ঘুঁটে কুড়াইয়া,
রাখিলেন ভরি এক ঝুড়ী ॥
হরিহোড় যথা যান, কাঠ ঘুঁটে নাহি পান,
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
বিস্তর রোদন করি, হরি হরি স্মরে হরি,
বুড়িটিরে দেখিতে পাইলা ॥
দেখেন বুড়ীর কাছে, ঝুড়িভরা ঘুঁটে আছে,
বোঝা বান্ধা কাঠ আছে তায়।
হড়িহোড় কান্দি কহে, বুড়ী মজাইল দহে,
আজি বড় দেখি অনুপায় ॥
কোথা হৈতে আসি বুড়ী, ঘুঁটে লয় ভরে ঝুড়ী,
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ, বুড়ী পাছে দেয় শাপ,
এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে, আকুল অন্নের তরে,
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল।
কিছু ঘুঁটে না পাইনু, মিছা বেলা মজাইনু,
এ ছার জীবনে কিবা ফল ॥
দয়া করি হরপ্রিয়া, হরিহোড়ে ডাক দিয়া,
ছল করি লাগিলা কহিতে।
কাঠ ঘুঁটে কুড়াইয়া, রাখিয়াছি সাজাইয়া,
ওরে বাছা না পারি বহিতে ॥
মঙ্গল হইবে তোর, অতি দূরে ঘর মোর,
ঘুঁটে গুলি যদি দেহ বয়ে।

অর্দ্ধেক আমার হবে, অর্দ্ধেক আপনি লবে,
দয়া করি চল মোরে লয়ে॥
হরিহোড় এত শুনি, অর্দ্ধলাভ মনে গণি,
মাথায় লইয়া ঘুঁটে ঝুড়ী।
বাতে কুঁজে বেঁকে বেঁকে, লড়ি ধরে থেকে থেকে,
আগে আগে চলিলেন বুড়ী॥
নিকটে হরির ঘর, নহে অতি দূরতর,
সন্ধ্যা হৈল সেইখানে যেতে।
তাহারি উঠানে গিয়া, বসিলেন হরপ্রিয়া,
কহেন চলিতে নারি রেতে॥
কহিলা মধুর স্বরে, থাকিলাম তোর ঘরে,
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে, বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে,
ঠাঁই নাই হয় চারি জনে॥
অতিথি আপনি হবে, উপোষি কেমনে রবে,
অন্নের সংযোগ মোর নাই।
হেন ভাগ্য নাহি ধরি, অতিথি সেবন করি,
এই বেলা দেখ আর ঠাঁই॥
এই দেখ বৃদ্ধ বাপ, অন্ন বিনা পান তাপ,
বৃদ্ধ মাতা অন্ন বিনা মরে।
গেল চারিপর দিন, অন্ন বিনা আমি ক্ষীণ,
যমযোগ্য অতিথি এ ঘরে॥
হরির শুনিয়া বাণী, কহেন হরের রাণী,
অরে বাছা না ভাবিহ দুঃখ।
ভারত সান্ত্বনা করে, অন্নদা আইলা ঘরে,
ইতঃপর পাবে যত সুখ॥

হরিহোড়ে অন্নদার দয়া ।

ভবানী বাণী বল একবার ।
ভবানী ভবের সার ॥
ভবানী ভবানী, সুমধুর বাণী, ভবনদী করে পার ।
ভবানী ভাবিয়া, ভবানী পাইয়া, ভব তরে ভবভার ॥
ভবানী যে বলে, এ ভবমণ্ডলে, ভবনে ভবানী তার ।
ভবানীনন্দন, ভারত ব্রাহ্মণ, ভবানী ভরসা যার ॥ ধ্রু ॥

হাসিয়া কহেন দেবী শুন রে বাছনি ।
না জানে গৃহিণী-পনা তোমার জননী ॥
গৃহিণীর পাপ পুণ্যে ঘর থাকে মজে ।
সেই সে গৃহিণী যেই অন্নপূর্ণা ভজে ॥
প্রভাতে যে জন অন্নপূর্ণা নাম লয় ।
ইহলোকে অন্নে পূর্ণ শেষে মোক্ষ হয় ॥
অন্নে পূর্ণা ধরা অন্নপূর্ণার দয়ায় ।
অন্নপূর্ণা নাহি দিলে অন্ন কেবা পায় ॥
শুনিয়া পদ্মিনী কহে শুন ঠাকুরাণী ।
অন্নপূর্ণা কেবা কিবা কিছুই না জানি ॥
বুড়ীটি কহেন রামা শুন মন দিয়া ।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ি পাড় গিয়া ॥
হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে ।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে ॥
শুনিয়া পদ্মিনী বড় আনন্দ পাইল ।
অন্নপূর্ণা নাম লয়ে প্রণাম করিল ॥
হাঁড়ি পাড়ি দেখে অন্ন ব্যঞ্জনের রাশি ।
দণ্ডবৎ প্রণাম বুড়ীরে করে আসি ॥
হরিহোড় বলে তুমি কে এই আপনি ।
পরিচয় দেহ বলি পড়িল ধরণী ॥

বুড়ীটি কহেন বাছা আগে অন্ন খাও।
শেষে দিব পরিচয় আর যাহা চাও॥
হরি বলে পিতা মাতা আগে খান ভাত।
পরিচয় দিলে অন্ন খাইব পশ্চাৎ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হৈল তোমারে দেখিয়া।
দূর কর দুর্ভাবনা পরিচয় দিয়া॥
হাসিয়া কহেন দেবী অরে বাছা হরি।
পরিচয় দিব আগে দুঃখ দূর করি॥
আহা মরি ঘুঁটে বেচি তোমার নির্ব্বাহ।
এই ঘুটে একখানি বেচিবারে যাহ॥
এত বলি একখানি ঘুঁটে হাতে লয়ে।
দিলেন হরির হাতে অনুকূল হয়ে॥
ঘুঁটে হৈল হেম-ঘুঁটে দেবীর পরশে।
লোহা যেন হেম হয় পরশ পরশে॥
ঘুঁটে দেখি হেম-ঘুঁটে হরিহোড়ে ভয়।
একি দেখি অপরূপ ঘুঁটে সোণা হয়॥
কেমন দেবতা মেনে বুড়ী ঠাকুরাণী।
জাগিতে স্বপন কিবা বাজি অনুমানি॥
তপস্যা কি আছে যে দেবতা দেখা দিবে।
ভাগ্যগুণে বুঝি কোন বিপদ ঘটিবে॥
হেম ঘুঁটে হাতে হরি কাঁপে থর থর।
অনিমেষ নয়নে সলিল ঝর ঝর॥
এইরূপে হরিহোড়ে মোহিত দেখিয়া।
কহিতে লাগিলা দেবী ঈষদ হাসিয়া॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

হরিহোড়ে বরদান।

ভয় কি রে ওরে বাছা হরি।
আমি অন্নপূর্ণা মহেশ্বরী ॥
ওরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা লহ পরিচয় ॥
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধন পুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর ॥
চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।
করিহ আমার পূজা বিধি ব্যবস্থায় ॥
আমার পূজার ফলে বড় সুখে রবে।
মাটীমুটা ধর যদি সোণামুটা হবে ॥
দেবীর অমৃত বাক্যে পাইয়া আনন্দ।
প্রণমিয়া হরিহোড় কহে মৃদুমন্দ ॥
অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা অধমের ঘরে।
কেমনে এমন হবে প্রত্যয় কে করে ॥
বিধি বিষ্ণু বিরিঞ্চি বাসব (১) আদি দেবে।
দেখিতে না পায় যাঁরে ধ্যানে করি সেবে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যাঁর নামে হয়।
তাঁরে আমি দেখিব কেমনে মনে লয় ॥
শুনিয়াছি কাশীতে তাঁহার অধিষ্ঠান।
সেই মূর্ত্তি দেখি যদি তবে সে প্রমাণ ॥
নহে হেন অসম্ভবে কে করে প্রত্যয়।
ভেল্কীতে কত ভাত ঘুঁটে সোণা হয় ॥

(১) ইন্দ্র। বসু শব্দে ঐশ্বর্য্য এবং বাসব শব্দ সাধ্য হইয়া তাহার অর্থ ঐশ্বর্য্যশালী অথবা ধনাঢ্য নিষ্পন্ন হইল।

হাসিয়া কহেন দেবী দেখ রে চাহিয়া।
বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥
মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পানপাত্র রত্ন হাতা লয়ে॥
কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে।
শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে॥
পঞ্চমুখ সম্মুখে নাচেন অন্ন খেয়ে।
ভূমে পড়ে হরিহোড় এক বার চেয়ে॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া হরিহোড়ে হরপ্রিয়া।
প্রবোধিয়া দিলা বর রূপ সম্বরিয়া॥
হরিহোড় বলে মাগো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥
হাসিয়া কহিলা দেবী সে ত হবে শেষে।
কিছু দিন সুখ ভোগ করহ বিশেষে॥
হরিহোড় বলে মাগো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা (১) সমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥
কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেবী তথাস্তু বলিলা।
ভোজন করিতে পুনর্ব্বার আজ্ঞা দিলা॥
দেবীর আজ্ঞায় হরিহোড় ভাগ্যধর।
মায়েরে কহিলা অন্ন দেহ শীঘ্রতর॥
পদ্মিনী পদ্মিনী হৈল দেবীর দয়ায়।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার সুশোভিত কায়॥

---

(১) তড়িৎ।

মুখ পদ্ম-গন্ধে মত্ত মধুকর ওড়ে।
মহানন্দে অন্নবাড়ি দিলা হরিহোড়ে॥
চর্ব্ব চুষ্য লেহ্য পেয় আদি নানারস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ॥
বস্ত্র অলঙ্কারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হইল কোটা দেবীর কৃপায়॥
এইরূপে হরিহোড়ে দিয়া ধন বর।
অন্তরীক্ষে অন্নপূর্ণা গেলেন সত্বর॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী ঈশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বসুন্ধরার জন্ম।

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধনবর।
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোসর॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহান্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্যা বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নানা ধন॥
অন্নপূর্ণা ভবানীরে প্রত্যহ পূজিয়া।
রাখিলেক কিছুদিন অচলা করিয়া॥
ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন॥
শাপ দিতে হইবেক কুবের নন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে॥

ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম ।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায় ।
কহলো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥
হেনকালে বসুন্ধরা অব্যাহত রূপে ।
কান্দিয়া কহিছে মজি পতিশোককূপে ॥
আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া ।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া ॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া ।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥
আপনিত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার ।
সতিনী লইলে পতি বড়ই প্রহার ॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহে গায় ।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥
শিব যদি যান কভু কুচনীর বাড়ী ।
ভাবহ আপনি কত কর তাড়াতাড়ি ॥
পর দুঃখ সেই বুঝে আপনা যে বুঝে ।
অন্তরযামিনী তুমি তবু নাহি সুঝে ॥
ঠাকুরাণী দাসীরে না দিবে যদি দৃষ্টি ।
তবে কেন স্ত্রী পুরুষে কৈলা রতি সৃষ্টি ॥
ব্রহ্মরূপা তুমি তেঁই নাহি পাপ পুণ্য ।
হোক মেনে জানা গেল বিবেচনা শূন্য ॥
এইরূপে বসুন্ধরা গর্ব্বিত ভৎর্সনে ।
কান্দিয়া কহিছে দেবী হাসিছেন মনে ॥
জয়া বলে এই ভাল হইল উপায় ।
ইহারে মানুষী করি বিভা দেহ তায় ॥
ইহার কন্দলে তার অলক্ষণ হবে ।
তাহারে ছাড়িতে তুমি পথ পাবে তবে ॥

যুক্তি বটে বলি দেবী করিলেন ত্বরা।
বসুন্ধরা লইয়া চলিলা বসুন্ধরা॥
আমনহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ুদত্ত।
তার বংশে ঝড়ুদত্ত ঠক মহামত্ত॥
ধুনী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া।
তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কন্দলে আবেশ।
এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া।
সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে॥
শুভক্ষণে সোহাগী প্রবেশ কৈল আসি।
লকলকী নামে তার সঙ্গে আইল দাসী॥
বৃদ্ধকালে হরিহোড় যুবতী পাইয়া।
আজ্ঞাবহ সোহাগীর সোহাগ করিয়া॥
অন্নপূর্ণা ছাড়িতে সর্ব্বদা চান ছল।
চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল॥
ঝড়ু করে ঠকামী সোহাগী দ্বন্দ্ব করে।
নানামতে ধন যায় রাজা ছল ধরে॥
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
সেখানে দেবীর দয়া পিরীতি যেখানে।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥
দিনে দিনে হরিহোড় পাইছে যন্ত্রণা।
কৈলাসে বসিয়া দেবী করেন মন্ত্রণা॥
ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিল।
ভবানন্দ মজুন্দার যেমতে জন্মিল॥

কর গো করুণাময়ি করুণা কাতরে।
কৃপাকল্পতরু বিনা কেবা কৃপা করে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি সোমবারের রাত্রি পালা।

নলকূবরে শাপ।

কুবেরের সুত, রূপ গুণযুত,
বিখ্যাত নলকূবর।
তাহার কামিনী, চিত্রিণী পদ্মিনী,
দোঁহে প্রেম অতিতর॥ (১)
চৈত্র মধুমাস, বসন্ত প্রকাশ,
তরুলতা সুশোভিত।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
সৌরভে বিশ্ব মোহিত॥
কুঞ্জবনে গিয়া, রমণী লইয়া,
বিহরে নলকূবর।
রমণী সঙ্গেতে, বিহরে রঙ্গেতে,
আর যত সহচর॥
শুক্ল অষ্টমীতে, ভুবন ভ্রমিতে,
পূজা লইবার মনে।
অন্নদা জননী, চলিলা আপনি,
লয়ে সহচরীগণে॥
যাইতে যাইতে, পাইলা দেখিতে,
নলকূবরের খেলা।

---

(১) অত্যন্ত।

দেখি বন শোভা, মন হৈল লোভা,
কৌতুক দেখিতে গেলা ॥
নৃত্য বাদ্য গীত, গন্ধে আমোদিত,
নানা ভোজ্য আয়োজন।
নির্ম্মল চন্দ্রিকা, প্রফুল্ল মল্লিকা,
শীতল মন্দ পবন ॥
কহেন অভয়া, দেখ লো বিজয়া,
কে বুঝি পূজে আমারে।
এ কৈল যেমন, না দেখি এমন,
এই সে ধন্য সংসারে ॥
হাসি জয়া কহে, ওমা এ সে নহে,
এত কুবেরের বেটা।
পূজা কি কে জানে, কারে বা ও মানে,
উহারে আঁটয়ে কেটা ॥
ধনমত্ত অতি, লইয়া যুবতী,
ও করে কাম-বিহার।
পূজিছে তোমারে, বল কি বিচারে,
কি কব আমি ইহার ॥
ধনমত্ত যেই, সে কি সেবা দেই,
আপনি না জান কিবা।
নিকট হইয়া, জিজ্ঞাসহ গিয়া,
এখনি মর্ম্ম পাইবা ॥
পুরুষ আকারে, যাহ ছলিবারে,
না যাইও নারীবেশে।
মত্ত মধুপানে, বিদ্ধ কামবাণে,
লজ্জা দেয় পাছে শেষে ॥
শুম্ভ নিশুম্ভেরে, বধ করিবারে,
মোহিনী হইয়াছিলে

গৃহিণী করিতে, আইলা লইতে,
মো সবারে লাজ দিলে॥
জয়ার বচনে, হাসি মনে মনে,
আপনি দেবী চলিলা।
ব্রাহ্মণের বেশে, কৌতুক অশেষে,
নিকটেতে উত্তরিলা॥
কহেন ব্রাহ্মণ, শুন হে সুজন,
কেমন বুদ্ধি তোমার।
পণ্ডিত হইয়া, পর্ব্ব না মানিয়া,
করিছ রতি-বিহার॥
এই যে অষ্টমী, পুণ্যদা এ তমী,
অন্নদার ব্রত তিথি।
ইহাতে অন্নদা, অবশ্য বরদা,
তাঁহারে কর অতিথি॥
এই দিব্য স্থল, এ দ্রব্য সকল,
অন্নদা পূজার যোগ্য।
না পূজি তাঁহারে, যুবতী বিহারে,
কেন কর প্রেতভোগ্য॥
এমন শুনিয়া, হাসিয়া ঢুলিয়া,
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনে।
মাথা হেলাইয়া, অঙ্গ দোলাইয়া,
জড়িতযুক্ত বচনে॥
অতি মত্ত মদে, না গণে আপদে,
কহে কুবেরের বেটা।
এ নব বয়সে, ছাড়িয়া এ রসে,
কার পূজা করে কেটা॥
এ সুখ যামিনী, এ নব কামিনী,
এ আমি নব যুবক।

এ রস ছাড়িয়া, পূজায় বসিয়া,
ধ্যানে রব যেন বক॥
জানি অন্নদারে, সে জানে আমারে,
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন, কতেক তেমন,
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥
শঙ্কর ভিখারি, সে ত তার নারী,
আমি মর্ম্ম জানি তার।
বাপার ভাণ্ডারে, অন্ন চাহিবারে,
দিনে আসে তিনবার॥
কি বলে বামণ, ওরে চরগণ,
বধরে ইহার প্রাণ।
এমন শুনিয়া, সক্রোধ হইয়া,
দেবী হৈলা অন্তর্দ্ধান॥
হুঙ্কার ছাড়িয়া, জয়ারে ডাকিয়া,
বিজয়ারে দিলা পান।
ডাকিনী যোগিনী, শাখিনী পেতিনী,
যুদ্ধে হৈল আগুয়ান॥
ভাঙ্গি কুঞ্জবনে, বধি যক্ষগণে,
নলকুবরেরে ধরে।
রমণী সঙ্গেতে, বান্ধিয়া রঙ্গেতে,
দিল অন্নদা গোচরে॥
অন্নদা ভাবিয়া, ব্রতের লাগিয়া,
শাপ দিলা তিনজনে।
মর্ত্যলোকে যাও, নরদেহ পাও,
রায় গুণাকর ভণে॥

নলকূবরের প্রাণত্যাগ

কান্দে নলকূবর দুঃখিত
চন্দ্রিণী পদ্মিনী সংমিলিত ॥
না জানিয়া করিয়াছি দোষ ।
দয়াময়ি দূর কর রোষ ॥
কেন দিলা নিদারুণ শাপ ।
ভূমে গেলে বাড়িবেক পাপ ॥
শাস্তি দিবা যদি মনে আছে ।
সঁপে দেহ শমনের কাছে ॥
কুম্ভীপাক ঘোরবে রহিব ।
তথাপি ভূতলে না যাইব ॥
ভূমে কলি বড় বলবান ।
নাহি রাখে ধর্ম্মের বিধান ॥
পাতকী লোকের মাঝে গিয়া ।
পড়ি রব পাপ বাড়াইয়া ॥
ক্রন্দনে দেবীর হৈল দয়া ।
মর্ম্ম বুঝি কহিছে বিজয়া ॥
ভয় নাহি ও নলকূবর ।
চল তুমি অবনী ভিতর ॥
অন্নদার হবে ব্রতদাস ।
ব্রতকথা করিবে প্রকাশ ॥
পুনরপি এখানে আসিবে ।
কলি তোমা স্পর্শিতে নারিবে ॥
অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা রঙ্গে ।
আপনি যাবেন তোমা সঙ্গে ॥
কান্দি কহে কুবেরের বেটা ।
এ বাক্যে প্রত্যয় করে কেটা ॥

অধম নরের ঘরে যাব।
কোন গুণে অন্নদারে পাব॥
ব্যস্ত হব উদর ভরণে।
কি জানিব ভজন পূজনে॥
সন্তান কেমন মেনে হবে।
তাহে কি দেবীর দয়া রবে॥
অন্নপূর্ণা কহেন আপনি।
ভয় নাহি চল রে অবনী॥
জনমিবে ব্রাহ্মণের ঘরে।
মোরে ভক্তি রহিবে অন্তরে॥
আপনি তোমার ঘরে যাব।
বড় বড় সঙ্কটে বাঁচাব॥
তোমার সন্তান রাজা হবে।
তাহাতে আমার দয়া রবে॥
এত শুনি কুবের নন্দন।
জায়া সহ ত্যজিল জীবন॥
অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
অবনী চলিলা হৃষ্টা হয়ে॥
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আজ্ঞায়।
রচিল ভারতচন্দ্র রায়॥

ভবানন্দের জন্ম বৃত্তান্ত।

অভয়া দয়া কর আমারে গো।
বিপাকে ডাকি তোমারে গো॥
দানব দমনী, শমন-শমনী, (১)
ভবানী ভব সংসারে গো।

(১) কালের কালস্বরূপিণী

সঙ্কট-তারিণী, (১) লজ্জা-নিবারিণী,
তোমা বিনা কব কারে গো ॥
জঠর যন্ত্রণা, যমের মন্ত্রণা,
কত সব বারে বারে গো।
দয়া দৃষ্টে চাহ, ত্বরায় তারহ,
ভারতেরে ভবভারে গো ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে অন্নপূর্ণা তিন জনে লয়ে।
উত্তরিলা ধরাতলে মহাহৃষ্টা হয়ে ॥
ধন্য ধন্য পরগণা বাগুয়ান নাম।
গাঙ্গিনীর পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রাম ॥
তাহার পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রাম।
যাহে অন্নদার দাস হরিহোড় নাম ॥
রহিতে বাসনা নাহি হরিহোড় ধামে।
এই হেতু উত্তরিলা আন্দুলিয়া গ্রামে ॥
তাহে রাম সমাদ্দার নাম এক জন।
শ্রোত্রিয় কেশরি গাঁই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ॥
সীতা ঠাকুরাণী নামে তাঁহার গৃহিণী।
ঋতুস্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি ॥
রতিরসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।
নলকূবরেরে দেবী সেই গর্ব্ভে দিলা ॥
শুভক্ষণে নলকূবরের গর্ব্ভে বাস।
এক দুই তিন ক্রমে পূর্ণ দশমাস ॥
ভূমিষ্ঠ হইল নলকুবর স্বচ্ছন্দে।
ভবানন্দ নাম হৈল ভবের আনন্দে ॥
লালন পালন পাঠ ক্রমে সাঙ্গ পায়।
বিস্তার বর্ণিতে তার পুঁথি বেড়ে যায় ॥

(১) বিপদোদ্ধারিণী

চন্দ্রিণী পদ্মিনী দোঁহে কত দিন পরে।
জনম লইল দুই ব্রাহ্মণের ঘরে॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী প্রসবিলা তিন পুত্র ক্রমে।
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে॥
পদ্মমুখী যুবতী রহিল অই মত।
সুয়াভাবে মজুন্দার তাহে অনুগত॥
নানা রসে মজুন্দার দোঁহে অভিলাষী।
সাধী মাধী নামে দোঁহে দিলা দুই দাসী॥
ইতঃপর অন্নপূর্ণা হরিহোড়ে ছাড়ি
আসিবেন ভবানন্দ মজুন্দার বাড়ী॥
গৃহচ্ছেদে হরিহোড় সতত উন্মনা।
দিনে দিনে নানামত বাড়িছে যন্ত্রণা॥
একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান করে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে॥
স্থির নাহি হয় হরি যত ধ্যান করে।
বাহিরে আসিয়া দেখে কন্যা আছে ঘরে॥
জিজ্ঞাসা করিয়া তার বিশেষ জানিল।
অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥
চারি দিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায়॥

সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড়ে লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥
অন্নপূর্ণা গাঙ্গিনীর তীরে উপনীত।
রচিল ভারতচন্দ্র অন্নদার গীত॥

অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা।

কে জানিবে তারা নাম মহিমা গো।
ভীম ভজে নাম ভীমা গো॥
আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়মে,
শিব দিতে নারে সীমা গো।
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম,
শিবের সেই সে অণিমা (১) গো॥
নিলে তারা নাম, তরে পরিণাম,
নাশে কলির কালিমা গো।
ভারত কাতর, কহে নিরন্তর,
কি কর কৃপা বক্রিমা গো॥ ধ্রু॥
অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি॥
ঈশ্বরীরে (২) জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরী (৩) পাটুনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দিবে ফেরফার॥

(১) মহাদেবের ঐশ্বর্য্য বিশেষ।
(২) অন্নপূর্ণা দেবী। (৩) মাঝীর নাম।

ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা (১) মুখবংশ (২) জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥ (৩)
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম। (৪)
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥ (৫)
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ। (৬)
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুণ॥ (৭)

(১) আমার পিতার অতি সৎ-গোত্রে জন্ম। পক্ষান্তরে গোত্র শব্দে পর্ব্বত; আমার পিতা সকল পর্ব্বতের শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বত।

(২) মুখোপাধ্যায় বংশ, পক্ষান্তরে মুখ শব্দে শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠবংশ।

(৩) স্বামী কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশ। পক্ষান্তরে বন্দ্য—পূজনীয়; খ্যাত—বিখ্যাত; অর্থাৎ অত্যন্ত পূজনীয়।

(৪) আমার পিতামহ আমাকে আহ্লাদ পূর্ব্বক অন্নপূর্ণা নাম দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পিতামহ—ব্রহ্মা।

(৫) আমার পতি অনেক বিবাহ করিয়া অনেকের পতি হইয়াছেন, এ নিমিত্তে তিনি আমার প্রতি বাম (অনুরক্ত নহেন)। পক্ষান্তরে আমার পতি জগৎপতি "বাম" মহেশ্বর।

(৬) তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং সিদ্ধিখোর। পক্ষান্তরে তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহই নাই, তিনি সিদ্ধি ভক্ষণে বা সিদ্ধিযোগে পারদর্শী।

(৭) তাঁহার কোন গুণ নাই, তাঁর কপালে আগুণ দিই। পক্ষান্তরে নির্গুণ, গুণাতীত এবং কপালানল মহাদেব।

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ। (১)
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ (২)
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি॥ (৩)
ভূত নাচাইয়া পতি (৪) ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ (৫) দিলা হেন বরে॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই। (৬)
যে মোরে আপনা ভাবে তারি ঘরে যাই॥
পাটুনি বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥

(১) তিনি আমাকে কটু বলিবার সময় যেন পাঁচমুখে বলিতে থাকেন, তাঁর বাক্য যেন বিষের মতন। পক্ষান্তরে কুবেদ; বেদ কথনে তিনি পঞ্চানন-ব্রহ্মা এবং তিনি বিষপান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন।

(২) আমার সঙ্গে তাঁর সর্ব্বদাই ঝগড়া। পক্ষান্তরে দ্বন্দ্বভাব, স্ত্রী পুরুষ ভাব, অভেদাত্মা।

(৩) আমার গঙ্গানামে এক সপত্নী আছে, তার এমনি তরঙ্গ (যৌবন) যে, সে আমার স্বামীর জীবন স্বরূপ এবং মস্তকের মণি স্বরূপ আছে। পক্ষান্তরে গঙ্গা তরঙ্গময়ী এবং জীবন (জল) স্বরূপা।

(৪) আমার স্বামী ভূত নাচাইয়া বেড়ান। পক্ষান্তরে আমার স্বামী ভূতপতি।

(৫) আমার পিতার মরণ নাই, আমাকে এমন পাত্রে দিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমার পিতা না মরে,—অমর; পাষাণ,—পর্ব্বত।

(৬) আমার বাপ এরূপ পাত্রস্থা করাতে আমার ভাই সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিয়া মরিল। পক্ষান্তরে আমার ভাই মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে।

অন্নপূর্ণার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা।
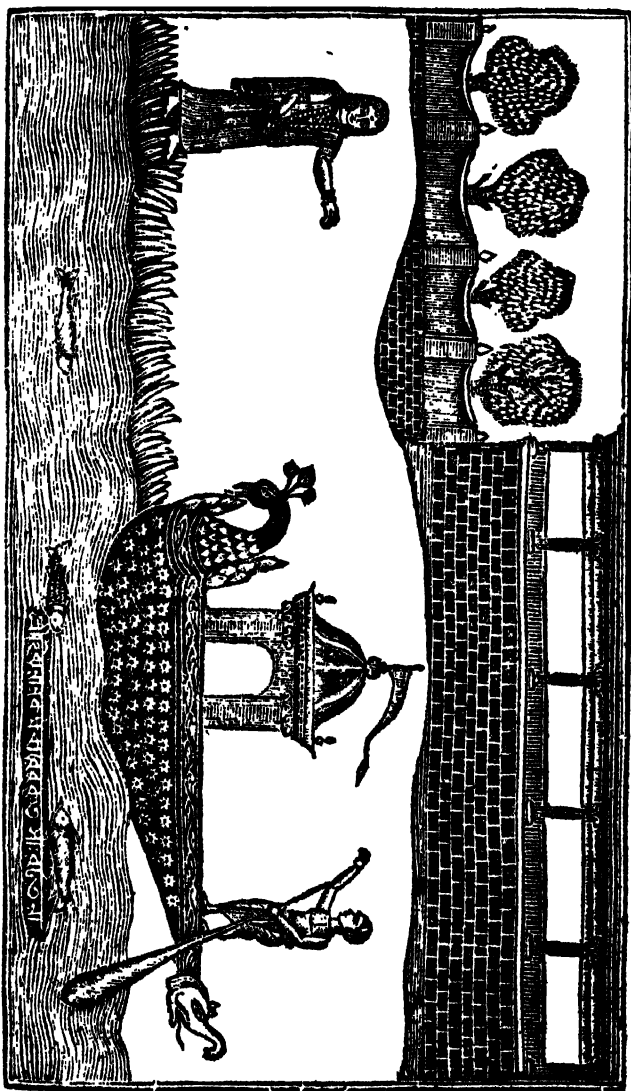
শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল॥
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে করে পার॥
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটুনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুম্ভীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী বলেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র যে পদ ধেয়ায়।
হৃদে ধরি ভূতনাথ ভূতলে লুটায়॥
সে পদ রাখিলা দেবী সেঁউতী উপরে।
তাঁর ইচ্ছা বিনা ইথে কি তপ সঞ্চরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে।
সেঁউতী হইল সোণা দেখিতে দেখিতে॥
সোণার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিল তরী তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজগমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিলা পাটুনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটুনী কহে চক্ষে বহে জল।
দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল॥

হের দেখ সেঁউতীতে রেখেছিলা পদ।
কাঠের সেঁউতী মোর হৈল অষ্টাপদ॥ (১)
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥
তপ জপ জানি নাহি ধ্যান জ্ঞান আর।
তবে যে দিয়াছ দেখা দয়া সে তোমার॥
যে দয়া করিল মোর এ ভাগ্য উদয়।
সেই দয়া হৈতে মোরে দেহ পরিচয়॥
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।
কহিয়াছি সত্যকথা দেখহ ভাবিয়া॥
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্ল অষ্টমীতে॥
কতদিন ছিনু হরিহোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুন্দার নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥
প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥
বর পেয়ে পাটুনী ফিরিয়া ঘাটে যায়।
পুনর্ব্বার ফিরি চাহে দেখিতে না পায়॥
সাত পাঁচ মনে করি প্রেমেতে পূরিল।
ভবানন্দ মজুন্দারে আসিয়া কহিল॥
তার বাক্যে মজুন্দারের প্রত্যয় না হয়।
সোণার সেঁউতী দেখি করিলা প্রত্যয়॥

---

(১) স্বর্ণ।

আপন মন্দিরে গেলা প্রেমে ভয়ে কাঁপি ।
দেখেন মেঝায় এক মনোহর ঝাঁপি ॥
গন্ধে আমোদিত ঘর নৃত্য বাদ্য গান ।
কে বাজায় নাচে গায় দেখিতে না পান ॥
পুলকে পূরিল অঙ্গ ভাবিতে লাগিলা ।
হইল আকাশ-বাণী অন্নদা আইলা ॥
এই ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে ।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥
আকাশ-বাণীতে দয়া জানি অন্নদার ।
দণ্ডবৎ হৈল ভবানন্দ মজুন্দার ॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈল কত কব তার ।
নানামতে সুখ বাড়ে কহিতে অপার ॥
করুণা কটাক্ষে চায় উত্তর উত্তর ।
সংক্ষেপে রচিত হৈল কহিতে বিস্তর ॥
ইত্যপর কহে শুন রায় গুণাকর ।
প্রতাপ আদিত্য মানসিংহের সমর ॥

বিদ্যাসুন্দর।

রাজা মানসিংহের বাঙ্গালায় আগমন।

যশোর-নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম,
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আঁটে তায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥
তার খুড়া মহাকায়, আছিল বসন্ত রায়,
রাজা তারে সবংশে কাটিলা।
তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
জাহাঙ্গীরে সেই জানাইলা॥
ক্রোধ হৈল পাতশায়, বান্ধিয়া আনিতে তায়,
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় চলে রঙ্গে,
মানসিংহ বাঙ্গলা আইলা॥
কেবল যমের দূত, সঙ্গে যত রজপুত,
নানা জাতি মোগল পাঠান।
নদী বন এড়াইয়া, নানা দেশ বেড়াইয়া,
উপনীত হৈলা বর্দ্ধমান॥
দেবী দয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে,
হয়েছে কানুনগোই ভার।

দেখা হেতু দ্রুত হয়ে, নানা দ্রব্য ডালী লয়ে,
বর্দ্ধমানে গেলা মজুন্দার॥
মানসিংহ বাঙ্গালার, যত কিছু সমাচার,
জ্ঞাত হন মজুন্দার স্থানে।
দিন কত থাকি তথা, বিদ্যাসুন্দরের কথা,
প্রসঙ্গত শুনিলা সেখানে॥
গজ-পৃষ্ঠে আরোহিয়া, সুড়ঙ্গ দেখিল গিয়া,
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।
বিবরিয়া মজুন্দার, বিশেষ কহেন তার,
যেই রূপে সুড়ঙ্গ হইল॥

বিদ্যাসুন্দরের কথারম্ভ।

শুন রাজা সাবধানে, (১) পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে,
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরমা ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই,
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায়, আসিয়া হারিয়া যায়,
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥
শেষে শুনি সবিশেষ, কাঞ্চীনামে আছে দেশ,
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত, বড় রূপ গুণযুত,
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায়॥
বীরসিংহ তার পাট, পাঠাইয়া দিল ভাট,
লিখিয়া এ সব সমাচার।

(১) স অবধানে, মনোযোগে

সেই দেশে ভাট গিয়া, নিবেদিল পত্র দিয়া,
আসিতে বাসনা হৈল তার॥
সুন্দর মগন হয়ে, ভাটেরে বিরলে লয়ে,
জিজ্ঞাসে বিদ্যার রূপ গুণ।
ভাট বলে মহাশয়, বাণী যদি শেষ হয়, (১)
তবু নহে কহিতে নিপুণ॥
বিধি চক্ষু দিল যারে, সে যদি না দেখে তারে,
তাহার লোচনে কিবা ফল।
সে বিদ্যার পতি হও, বিদ্যাপতি নাম লও,
শুনিয়া সুন্দর কুতূহল॥
চারি সমাজের পতি, কৃষ্ণচন্দ্র মহামতি,
দ্বিজরাজ কেশরী রাঢ়ীয়।
তাঁর সভাসদবর, কহে রায় গুণাকর,
অন্নপূর্ণা পদছায়া দিয়॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান যাত্রা।

রাগিণী মল্লার। তাল আড়া তেতালা।

প্রাণ কেমন রে করে, না দেখে তাহারে।
যে করে আমার প্রাণ, কহিব কাহারে॥ ধ্রু॥
ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ পারাবার॥ (২)

(১) বাণী—সরস্বতী। শেষ—বাসুকী, সহস্র বদন অর্থাৎ সাক্ষাৎ সরস্বতী যদি সহস্র বদন বাসুকী হন, তথাপি বর্ণন শেষ হয় না।

(২) সুন্দরের সুখরূপ সমুদ্র উথলিয়া উঠিল অর্থাৎ তিনি অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

H.L.K.

বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যানাম জপ।
বিদ্যালাপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ ॥ (১)
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব।
কি বিদ্যা প্রভাবে বিদ্যা বিদ্যমানে যাব ॥
কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট ॥ (২)
প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খেয়াব তনুর তরী প্রবাস সাগরে ॥ (৩)
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন। (৪)
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন ॥
একা যাব বর্দ্ধমানে করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন ॥
যে প্রভাবে রামের সাগরে হৈল সেতু।
মহাবিদ্যা আরাধিলা বিদ্যালাভ হেতু ॥
হইল আকাশ-বাণী বুঝে অনুভবে।
চল বাছা বর্দ্ধমানে বিদ্যালাভ হবে ॥
আকাশ-বাণীতে হাতে পাইল আকাশ।
সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস ॥

(১) বিদ্যালাপের মধ্যে কেবল বিদ্যার প্রসঙ্গ এবং বিদ্যালাভ হেতু নিয়ত তপ সার করিলেন।

(২) বিদ্যা সমাগমের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

(৩) প্রাণধন স্বরূপ যে বিদ্যা, তাহারি লাভরূপ বাণিজ্য নিমিত্ত তনুরূপ তরী বিদেশরূপ সাগরে চালনা করিব।

(৪) যদ্যপি কালীর কৃপায় উক্ত সমুদ্রের কূলে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তবে পুনরায় কূলে অর্থাৎ গৃহে প্রত্যাগমন করিব, নচেৎ দেহাবসান করিব।

আপনি সাজায় ঘোড়া মনোহর সাজ।
আপনার সুসাজ করয়ে যুবরাজ॥
বিলাতী খেলাত পরে জরকশী চীরা। (১)
মাণিক কলগী তোরা চকমকে হীরা॥
গলে দোলে ধুক্‌ধুকী করে ধক্ ধক্।
মণিময় আভরণ করে চক্ মক্॥
খড়্গ চর্ম্ম লেজা তীর কামান খঞ্জর। (২)
পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পিঞ্জর॥
রত্ন ভরা থুঞ্জী পুথি ঘোড়ার হানায়। (৩)
জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায়॥
অতসীকুসুমশ্যামা (৪) স্মরি সকৌতুক।
দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক॥
অশ্বের শিক্ষায় নল (৫) বিপক্ষে অনল। (৬)
চলিল কুমার যেন কুমার অটল॥ (৭)

---

(১) জরীর পাগড়ি। (২) তরবার, ঢাল, ধনুক, শর, কামান, গোলা। (৩) কণ্ঠ, গলা।

(৪) অতসীকুসুম—তিষি বা মসিনার ফুল। এই ফুলের রং নীলবর্ণ। এস্থানে গ্রন্থকারের ভাবার্থ এই যে, সুন্দর বর্দ্ধমান যাত্রাকালে আপনার ইষ্টদেবতা কালীরই নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। যদিও যাত্রাকালীন দুর্গানাম স্মরণ করা কর্ত্তব্য, তথাচ তাঁহার ইষ্টদেবতা কালী বলিয়া তাঁহারই নাম স্মরণ করিয়াছিলেন। এস্থানে অতসীকুসুম বিশেষণ শব্দে দুর্গার রূপ আনিতে গেলে, বিশেষণে দোষ পড়ে, কারণ বিশেষণ বিশেষ্যের গুণবাচ্য, অতএব কালীর স্মরণ ভিন্ন এ স্থানে অন্য অর্থ হইতে পারে না।

(৫) চন্দ্রবংশীয় রাজা বিশেষ, তিনি অশ্বচালনা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। (৬) বিপক্ষের পক্ষে অগ্নি তুল্য জ্বালনকারী। (৭) অটল কুমার শব্দে কার্ত্তিকেয়।

তীর তারা উল্কা বায়ু (১) শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥
এড়াইল স্বদেশ বিদেশ কত আর।
কত ঠাঁই কত দেখে কত কব তার ॥
বিদ্যানাম সোসর দোসর নাই যাতে।
কথার দোসর মাত্র শুকপক্ষী হাতে ॥
কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান (২) ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥ (৩)
জানিলা লোকের মুখে এই বর্দ্ধমান।
রচিল ভারত কৃষ্ণচন্দ্র যে কহান ॥

সুন্দরের বর্দ্ধমান প্রবেশ।

দেখি পুরী বর্দ্ধমান, সুন্দর চৌদিকে চান,
ধন্য গৌড় যে দেশে এ দেশ।

(১) এই কয়েক বস্তু অত্যন্ত দ্রুতগামী, কিন্তু কবি সুন্দরের গমন ততোধিক দ্রুত নিষ্পন্ন করিবার জন্য, ঐ কয়েক বস্তুর হীনতা দর্শাইয়া বেগ শিখিবার জন্য সুন্দরের সহিত গমনে অশক্ত মানিয়াছেন, ইহাতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে; কিন্তু কবিদিগের এই শৈলী প্রদত্ত আছে, একারণ দোষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।

(২) দক্ষিণ রাজ্য, ইংরাজেরা যাহাকে ডেকান বলিয়া থাকেন, বোধ হয় সেই স্থানে কাঞ্চীপুর দেশ ছিল। পূর্ব্বে পথ অতি দুর্গম ছিল, একারণ ছয় মাসের ন্যূন বর্দ্ধমান হইতে কাঞ্চীপুর যাওয়া যাইত না।

(৩) মনোরথ (বাসনা) স্বরূপ অশ্ব ছয় দিবসে কাঞ্চীপুর হইতে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। ইহাতে অশ্বের দ্রুতগমন বাহুল্য রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রাজা বড় ভাগ্যধর, কাছে নদ দামোদর,
ভাল বটে জানিনু বিশেষ ॥
চৌদিকে সহর পনা, দ্বারে চৌকী কত জনা,
মুরুচা (১) বুরুজ (২) শিলাময়।
কামানের হুড়াহুড়ি, বন্দুকের দুড়দুড়ি,
সলখে বাণের গড় হয় ॥
বাজে শিঙ্গা কাড়া ঢোল, নৌবত ঝাঁঝর রোল,
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঘড়ি ঘড়ি।
তীর গুলি শন্‌শনি, গজঘণ্টা ঠন্‌ঠনি,
ঝড় বহে অশ্ব দড়বড়ি ॥
ঢালী খেলে উড়াপাকে, ঘন ঘন হান হাঁকে,
রায়বেঁশে লোভে রায়বাঁশ।
মল্লগণ মালসাটে, ক্ষুটি হেন মাটি ফাটে,
দূর হৈতে শুনিতে তরাস ॥
নদী জিনি গড়খানা, দ্বারে হাবশীর থানা,
বিকট দেখিতে লাগে শঙ্কা।
দয়া সর্ব্বমঙ্গলার, লঙ্ঘিতে শকতি কার,
সমুদ্রের মাঝে যেন লঙ্কা ॥
যাইতে প্রথম থানা, জিজ্ঞাসে করিয়া মানা,
কোথা হৈতে আইলা কোথা যাও।
কি জাতি কি নাম ধর, কোন ব্যবসায় কর,
না কহিলে যাইতে না পাও ॥
সুন্দর বলেন ভাই, আমি বিদ্যা ব্যবসাই,
দাক্ষিণাত্য কাঞ্চীপুর ধাম।
এসেছি বিদ্যার আশে, যাইব রাজার পাশে,
সুকবি সুন্দর মোর নাম ॥

(১) বারুদখানা। (২) গোলাখানা।

দ্বারী কহে একি হয়, পড়ুয়ার বেশ নয়,
খুঙ্গী পুথি ধুতি ধরে তারা।
ঘোড়া চড়া জোড়া অঙ্গে, পাঁচ হাতিয়ার সঙ্গে,
চোর কিম্বা হবা হরকরা॥
নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে,
রায় বলে বটি বিদ্যা-চোর।
খুঙ্গী পুথি ছিল সঙ্গে, দেখায়ে কহেন রঙ্গে,
তুষ্ট হৈনু রুষ্টবাক্যে তোর॥
সবিনয়ে দ্বারী কয়, শুন শুন মহাশয়,
বুঝিনু পড়ুয়া তুমি বট।
ঘোড়াচড়া জোড়াপরা, বিদেশী হেতের ধরা,
ছাড়ি দিলে আমি হব নট॥
ঠক ভরা দরবার, ছলে লয় ঘর দ্বার,
ক্ষুরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই, ছাড়িতে না পারি ভাই,
বিষকৃমি (১) সম হয়ে আছি॥
সুন্দর বলেন ভাই, ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই,
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখী লয়ে।
তবে নাকি ছাড় দ্বারী, দ্বারী কহে তবে পারি,
জমাদ্দার বকশীরে কয়ে॥
শিরোপা স্বরূপে রায়, পেশকস (২) দিল তায়,
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।

(১) বিষ মধ্যে যে কৃমির জন্ম হয়, সে বিষ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু বিষে নিয়ত জর্জ্জরীভূত হইয়া কষ্টে কালযাপন করে।

(২) চক্রাকার ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিশেষ, কটিবন্ধনের অভ্যন্তরে গুপ্তভাবে রক্ষিত হয়। পেশকব্জ, কোমরবন্ধ।

দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার, থানায় হইয়া পার,
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥
ভুরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর, অন্নদামঙ্গল সার,
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ॥

বর্দ্ধমানের গড় বর্ণন।

রাগিনী সোহিনী। তাল মধ্যমান ঠেকা।
গুণসাগর নাগর রায়। নগর দেখিয়া যায় ॥
রূপের নাগর, গুণের সাগর,
অগুরু চন্দন গায়।
বেণী বিননিয়া, চূড়া চিকনিয়া,
হেলয়ে মলয় বায় ॥
মৃদু মধু হাসি, বাজাইছে বাঁশী,
কোকিল বিকল তায়।
ভুরুর ভঙ্গিতে, নয়ন ইঙ্গিতে,
ভারত ফিরিয়া চায় ॥ ধ্রু ॥
দ্বারীকে শিরোপা দিয়া ঘোড়া জোড়া অস্ত্র।
পদব্রজে চলিলা পরিয়া যুগ্মবস্ত্র ॥
বাম কক্ষে খুঙ্গি পুথি ডানি করে শুক।
ধীরে ধীরে চলে ধীর দেখিয়া কৌতুক ॥
প্রথম গড়েতে কালাপোশের (১) নিবাস।
ইংরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দিনেমার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥

(১) কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদিত

দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান॥
তুরকী আরবী পড়ে ফরাসী মিশালে।
ইলিমিলি জপে সদা ছিলিমিলি মালে॥
তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল॥
চতুর্থ গড়েতে দেখে যত রজপূত।
রাজার পালঙ্গ রাখে যুদ্ধে মজবুত॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত॥
ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটা আঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সংখ্যা করে ধন॥
পড়ুয়া জানিয়া কিছু না কহে সুন্দরে।
অবধান হোক বলি নমস্কার করে॥
এইরূপে ছয় গড় সকল দেখিয়া।
প্রবেশে ভিতর গড় অভয়া ভাবিয়া॥
সম্মুখে দেখেন চক চাঁদনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর॥
চকের মাঝেতে কোতয়ালী চবুতরা। (১)
কাটকে আটক যত বাজে দায় ধরা॥
ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার॥

(১) এই শব্দটী হিন্দি। কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ দালান, অথবা দাওয়া। আবার চবুতরা বলিলেই কোতয়ালের থানা বুঝায়।

বসিয়াছে কোর্ত্তোয়াল ধূমকেতু নাম।
যমালয় সমান লেগেছে ধূম ধাম॥
ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পট পটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্ম পাদুকার চট চটি॥
কেহবা দোহাই দেয় কেহ বলে হায়।
কেহ বলে বাপ বাপ মরি প্রাণ যায়॥
কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া।
দেখিয়া সুন্দর ভয়ে ভাবেন অভয়া॥
ভারত কহিছে কেন ভাবহ এখনি।
ঠেকিবে যখন সুখ জানিবে তখনি॥

পুর বর্ণন।

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটী বাজাও হে॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু, (১)
পীতধড়া বিজুলিতে, ময়ূরে নাচাও হে।
নয়ন চকোর মোর, দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখ সুধাকর হাসি, সুধায় বাঁচাও হে॥
নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমত চাহে, সেই মত চাও হে॥ ধ্রু॥
চলে রায় পাছু করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি ছত্রিশ বাজার॥

---

(১) রামধনু, ইন্দ্রধনু।

থামে বান্ধা মত্ত হাতী হলকে হলকে।
শুঁড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে॥
ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থামে বান্ধা বাজী॥ (১)
উট গাধা খচর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশু পক্ষী যে আছে সংসারে॥
ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অভিধান স্মৃতি দরশন॥
ঘরে ঘরে দেবালয় শঙ্খ ঘণ্টা রব।
শিবপূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব॥
বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোণা কাঁসারী শাঁখারি॥
গোয়ালা তাম্বুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাষাধোপা চাষা কৈবর্ত্ত অনেক॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোপা জেলে শুঁড়ী।
চাঁড়াল বাগ্দী হাড়ি ডোম মুচি শুঁড়ী॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মালী বাজীকর॥
বাইতি পাটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক॥
দেখিয়া নগর শোভা বাখানে সুন্দর।
সম্মুখে দেখেন সরোবর মনোহর॥

(১) অশ্ব, ঘোটক

সানে বান্ধা চারি ঘাট শিবালয় চারি।
অবধূত জটা ভস্মধারী সারি সারি ॥
চারি পাড়ে সুচারু পুষ্পের উপবন।
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে মলয় পবন ॥
টল টল করে জল মন্দ মন্দ বায়।
নানা পক্ষী জলচর খেলিয়া বেড়ায় ॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত শত শতচ্ছদ। (১)
ফুটে পদ্ম কুমুদ কহ্লার কোকনদ ॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারস সারসী রাজহংস আদিগণ ॥
পুষ্পবনে পক্ষিগণে নিশিদিশি জাগে।
ছয় ঋতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে ॥
ভুবন জিনিয়া বুঝি করি রাজধানী।
কামদেব দিল বর্দ্ধমান নামখানি ॥
দেখি সুন্দরের পদে লাগে কামফাঁস।
স্মরিয়া বিদ্যার নাম ছাড়য়ে নিশ্বাস ॥
জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয় ॥
স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব শিবা চরণ পূজিলা ॥
সঙ্গেতে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা শুকে ॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের মূলে।
দ্বিগুণ আগুণ জ্বালে বকুলের ফুলে ॥

---

(১) ছদ—দল।

হেনকালে নগরিয়া যতেক নাগরী।
স্নান করিবারে আইল সঙ্গে সহচরী॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।
ভারত কহিছে শাড়ী পর লো কসিয়া॥

সুন্দর দর্শনে নাগরীগণের খেদ।

একি মনোহর, পরম সুন্দর,
নাগর বকুলমূলে।
মোহনীয়া ছাঁদে, চাঁদ পড়ে ফাঁদে,
রতি রতিপতি ভুলে॥ ধ্রু॥
দেখিয়া সুন্দর, রূপ মনোহর,
স্মরে জর জর, যত রমণী।
কবরী ভূষণ, কাঁচলি কষণ,
কটির বসন, খসে অমনি॥
চলিতে না পারে, দেখাইয়া ঠারে,
এ বলে উহারে, দেখলো সই।
মদন জ্বালায়, মরম গলায়,
বকুল তলায়, বসিয়া ওই॥
আহা মরে যাই, লইয়া বালাই,
কুলে দিয়া ছাই, ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া,
যাই পলাইয়া, সাগর পারে॥
কহে এক জন, লয় মোর মন,
এ নব রতন, ভুবন মাঝে।
বিরহে জ্বালিয়া, সোহাগে গালিয়া,
হারে মিলাইয়া, পরিলে সাজে॥
আর জন কয়, এই মহাশয়,
চাঁপা ফুলময়, খোপায় রাখি।

হলদী জিনিয়া, তনু চিকনিয়া,
স্নেহেতে ছানিয়া, হৃদয়ে মাখি ॥
ধিক্ বিধাতায়, হেন যুবরায়,
না দিল আমায়, দিবেক কারে।
এই চিতগামী, হবে যার স্বামী,
দাসী হয়ে আমি, সেবিব তারে ॥
ঘরে গিয়া আর, দেখিব কি ছার,
মিছার সংসার, ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিণী,
ননদী নাগিনী, বিষের ভরা ॥
সেই ভাগ্যবতী, এই যার পতি,
সুখে ভুঞ্জে রতি, মন আবেশে।
ও মুখ চুম্বন, করয়ে যখন,
না জানি তখন, কি করে শেষে ॥
রতি মহোৎসবে, ও কর-পল্লবে,
কুচঘট যবে, শোভিত হবে।
কেমন করিয়া, ধৈরজ ধরিয়া,
গুমানে মরিয়া, গুমান রবে ॥ (১)
হেন লয় চিতে, রতি বিপরীতে,
সাধিতে পাড়িতে, ভয় না সহে।
সুজনে মিলিত, সুজনে রচিত,
এই সে উচিত, ভারত কহে ॥

সুন্দরের মালিনী সাক্ষাৎ।

একি অপরূপ রূপ তরুতলে।
হেন মনে সাধ করি তুলে পরি গলে ॥

(১) গুমান (অভিমান); গুমান (মান)

সুন্দরের বকুলতলায় মালিনী সাক্ষাৎ।

মোহন চিকণকালা, নানা ফুলে বনমালা,
কিবা মনোহরতর, বরগুঞ্জা ফলে।
বরণ কালিম ছাঁদে, বুষ্টি ছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িত লুটায় পায়, ধড়ার আঁচলে॥
কস্তুরী মিশালে মাখি, কবরী মাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি, আঁখির কাজলে।
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
রমণী কি তার যায়, মুনি মন টলে॥ ধ্রু॥

এই রূপে রামাগণ কহে পরস্পর।
স্নান করি যায় সবে নিজ নিজ ঘর॥
আন (১) ছলে পুনঃ চাহে ফিরিয়া ফিরিয়া।
পিঞ্জরের পাখী মত বেড়ায় ঘুরিয়া॥
বসিয়া সুন্দর রায় বকুলের তলে।
শুক সঙ্গে শাস্ত্র কথা কহে কুতূহলে॥
সূর্য্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেনকালে তথা এক আইলা মালিনী॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥
গালভরা গুয়া পান পাকিমালা (২) গলে।
কানে কড়ি কড়ে-রাঁড়ী কথা কয় ছলে॥
চুড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ী।
ফুলের চুপড়ী কাঁখে ফিরে বাড়ী বাড়ী॥
আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে॥
ছিটা ফোঁটা তন্ত্র মন্ত্র আসে কত গুলি।
চেঙ্গড়া (৩) ভুলায়ে খায় কত জানে ঠুলি॥

(১) অন্য। (২) কাঠির মালা। (৩) অপ্রবীণ, অর্ব্বাচীন।

যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।
সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥ (১)
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ।
অনলে পুড়িছে করি তারে দরশন॥ (২)
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ।
কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিত॥ (৩)
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে।
রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥ (৪)
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণ ঝঙ্কারে।
পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে॥ (৫)
কিঞ্চিৎ কহিনু রূপ দেখেছি যেমন।
গুণের কি কব কথা না বুঝি তেমন॥
সবে এক কথা জানি তার প্রতিজ্ঞায়।
যে জন বিচারে জিনে বরিবেক তায়॥

(১) যে ব্যক্তি বিদ্যার চলন দেখে নাই, সেই ব্যক্তি কেবল হংস এবং কুঞ্জরের গমনকে ভাল বলে।

(২) হরিদ্রা ও চম্পক পুষ্পাপেক্ষা স্বর্ণ উজ্জ্বল; কিন্তু বিদ্যাকে দর্শন করিয়া স্বর্ণও অভিমানে অগ্নিতে স্বীয় কলেবর দগ্ধ করিতেছে।

(৩) তড়িৎ, সৌদামিনী, বিদ্যুৎ উপমা যোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু সে ভয়প্রযুক্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, বিদ্যা স্থির সৌদামিনীর তুল্য।

(৪) বিদ্যা যদি বস্ত্রালঙ্কারে বেশ বিন্যাস করে, তাহার শোভা কোটি কোটি কন্দর্প রতি সমভিব্যাহারে আশ্চর্য্য মানিয়া আনন্দাশ্রুপাত করে।

(৫) বিদ্যার কঙ্কণ ধ্বনিতে ভ্রমর ঝঙ্কার রব শিক্ষা করে, এবং কণ্ঠরবে অর্থাৎ বচনে কোকিল পঞ্চম স্বরে পাঠ প্রদান করে।

দেশে দেশে এই কথা লয়ে গেল দূত।
আসিয়া হারিয়া গেল কত রাজসুত॥
ইথে বুঝি রূপ সম নিরুপমা গুণে।
আসে যায় রাজপুত্র যে যেখানে শুনে॥
সীতা বিয়া মত হৈল ধনুর্ভঙ্গ পণ।
ভেবে মরে রাজা রাণী হইবে কেমন॥
বৎসর পনর ষোল হৈল বয়ঃক্রম।
লক্ষ্মী সরস্বতী পতি আইলে রহে ভ্রম॥ (১)
রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে। (২)
বিচারে জিনিতে পার তবে বর ঘটে॥
যদি কহ কহি রাজা রাণীর সাক্ষাৎ।
রায় বলে কেন মাসী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥
নিত্য নিত্য মালা তুমি বিদ্যারে যোগাও।
এক দিন মোর গাঁথা মালা লয়ে যাও॥
মালা মাঝে পত্র দিব তাহে বুঝা শুঝা।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥
বুঝিলে তাহার ভাব তবে করি শ্রম।
বিক্রমে কি ফল ক্রমে ক্রমে বুঝি ক্রম॥
ভাল বলি হাস্যমুখে হীরা দিল সায়।
গাঁথিনু বঁড়িশে মাছ আর কোথা যায়॥
বোলে চালে গেল দিবা বিভাবরী ঘুমে।
ভারত পড়িলা ভোরে মালা গাঁথা ধুমে॥

(১) রূপবান গুণবান ব্যক্তি আইলেই মানসম্ভ্রম রক্ষা হয়।

(২) তুমি রাজপুত্র এবং রূপবান; কিন্তু যদি বিচারে জয়ী হইতে পার, তবেইত উত্তম ঘটনা হয়, নচেৎ সকলি মিথ্যা।

কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি মঙ্গলবারের দিবা পালা।

মাল্য রচনা।

কি এ মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানা গুণে, (১)
কাম মধুব্রত পালিকা॥ ধ্রু॥
মালিনী আনিল ফুলের ভার, আনন্দনন্দন বনের সার, (২)
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইলা কালিকা।
কুসুম আকর কিঙ্কর তায়, মলয় পবন গুণ যোগায়,
ভ্রম ভ্রমরী গুন গুনায়, ভুলিবে ভূপতি বালিকা।
পূজিতে গিরিশ গিরীশবালা, বেল আমলকী পাতের মালা,
নব রবি ছবি জবা উজালা, কমল কুমুদ মল্লিকা।
বান্ধুলী পিউলী মালতী জাতি, কুন্দ কৃষ্ণকেলি দনারপাতি,
গুলাব সেউতী দেশী বিলাতী, আচু কুরচীর জালিকা।
ধুতুরা অতসী অপরাজিতা, চন্দ্র সূর্য্যমুখী অতিশোভিতা,
ভারত রচিল ফুলকবিতা, কবিতা রসের শালিকা॥

পুষ্পময় কাম ও শ্লোক রচনা।

ভাল মালা গাঁথে ভাল মালিয়া রে।
বনমালী মেঘমালি কালিয়া রে॥
মোহন মাল্যর ছাঁদে, রতি কাম পড়ে ফাঁদে,
বিরহ অনল দেই জ্বালিয়া রে।

(১) প্রথম গুণ শব্দে সূত্র, দ্বিতীয় গুণ—গন্ধ।
(২) ইন্দ্রের পুষ্পোদ্যান (নন্দন) তাহার সার।

যে দিকে যখন যায়, ফুল বরষিয়া যায়,
মোহ করে প্রেম মধু ঢালিয়া রে ॥
নাসা তিলফুল পরে, অঙ্গুলী চম্পক ধরে,
নয়নকমল কামে টালিয়া রে।
দশন কুন্দের দাপে, অধর বান্ধুলী চাপে,
ভারত ভুলিল ভাল ভালিয়া রে ॥ ধ্রু ॥
ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্তের অদৃশ্য কিছু কারিকরি করি ॥
পান্ত কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইয়া থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥
তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥
গড়িয়া অপরাজিতা থরে কৈল চুল।
মুখানি গড়িল দিয়া কমলের ফুল ॥
তিলফুলে কৈল নাসা অধর বান্ধুলী।
চাঁপার পাপড়ী দিয়া গড়িল অঙ্গুলী ॥
নয়ন সুন্দর কৈল ইন্দীবর দিয়া।
মৃণালে গড়িল ভুজ কাঁটা ফেলাইয়া ॥
কনক চম্পকে তনু সকল গড়িয়া।
গড়িল চরণপদ্ম স্থলপদ্ম দিয়া ॥
গড়িল পারুল ফুলে তূণ মনোহর।
বোঁটা সহ রঙ্গণে পূরিয়া দিল শর ॥
ফুলধনু ফুলগুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥
রাখিল কৌটার কল করিয়া এমনি।
ফুটিবে বিদ্যার বুকে ছুটিবে যখনি ॥
চিত্রকাব্যে এক শ্লোক লিখি কেয়াপাতে।
নিজ পরিচয় দিয়া থুইল তাহাতে ॥

দর করে এক মূলে, জুখে লয় দুনা ভুলে,
ঝগড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ, কাহনেতে চারি পণ,
টাকাটায় শিকায় স্বীকার॥
এরূপে করিয়া হাট, ঘরে গিয়া আর নাট,
বাঁকা মুখে কথা কহে চোখা।
সুন্দর ওলান বোঝা, তবু নহে মুখ সোজা,
যাবত না চোকে লেখাজোখা॥
দিয়াছে যে কড়ি যার, দ্বিগুণ শুনায় তার,
সুন্দর রাখিতে নারে হাসি।
ভারত হাসিয়া কয়, এই সে উচিত হয়,
বুনিপোর উপযুক্ত মাসী॥

মালিনীর বেসাতির হিসাব।

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাটি কাটে॥
লাভ কে করিতে চায়, মূল রাখা হৈল দায়,
এমন ব্যাপারে কেবা আঁটে।
পসারি গোপের নারী, বসিয়াছে সারি সারি,
রসের পসরা গীত নাটে॥
তোমার কথায় টাকা, লয়ে গেনু জানি পাকা,
তামা বলি ফিরে দিল সাটে।
মুনশীর রাধা তায়, তুমি মোহ পাও যায়,
ভারত কি কবে সেই ঠাটে॥ ধ্রু॥
বেসাতি কড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি॥
পাছে বল বুনিপোর মাসী দেয় খোঁটা।
বটি টাকা দিয়াছিলা সব গুলি খোঁটা॥

যে লাজ পেয়েছি হাটে কৈতে না জুয়ায়।
এ টাকা উচিত দেয়া কেবল জুয়ায়॥ (১)
তবে হয় প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাঙ্গি।
ভাঙ্গাইনু দুকাহনে ভাগ্যে বেণে ভাঙ্গি॥ (২)
সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ॥ (৩)
আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
দুর্লভ চন্দন চুয়া (৪) লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল॥
কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা॥
দুইপণে একপণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান॥
অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।
নাহি বিনা দোকানির না সরে গুবাক॥ (৫)
দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে॥
আটপণে আনিয়াছি কাট আট আঁটি।
নষ্টলোকে কাষ্ঠ বেচে তারে নাহি আঁটি॥

(১) প্রথম অর্থ উপার্জ্জিত, দ্বিতীয়ার্থ ক্রীড়া বিশেষ।

(২) ভাঙ্গাই। দ্বিতীয়ার্থ ভাঙ্গ অথবা সিদ্ধিভক্ষণকারী।

(৩) মিষ্টান্ন বিশেষ। দ্বিতীয়ার্থ বার্ত্তা।

(৪) চন্দন চুয়া ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কিন্তু যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন নাই, তাহা প্রচুর রূপে পাওয়া যায়।

(৫) সুপারি। দ্বিতীয়ার্থ মন্দ কথা, দুর্ব্বাক্য।

খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভূমে খড়ি পাতি।
পাছে বল মাসী খাইয়াছে কড়ি পাতি॥ (১)
মহার্ঘ্য দেখিয়া দ্রব্য না সরে উত্তর।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর॥
শুনি স্মরে মহাকবি ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত॥

মালিনীর সহ সুন্দরের কথোপকথন।

বাজার বেসাতি করি মালিনী আইল।
রন্ধন করিয়া রায় ভোজন করিল॥
মাসী মাসী বলি ডাক দিলা মালিনীরে।
ভোজনের পরে হীরা আ(ই)ল ধীরে ধীরে॥
শুয়েছে সুন্দর রায় হীরা বৈসে পাশে।
রাজার বাড়ীর কথা সুন্দর জিজ্ঞাসে॥
নিত্য নিত্য যাও মাসী রাজ দরবার।
কহ শুনি রাজার বাটীর সমাচার॥
রাজার বয়স কত রাণী কয় জন।
কয় কন্যা ভূপতির কয় বা নন্দন॥
হীরা বলে সে সকল কব রে বাছনি।
পরিচয় দেহ আগে কে বট আপনি॥
বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে॥

(১) এই দুই চরণ পরিবর্ত্তন করিয়া কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ পাঠ আছে। ভূমে পাতি খড়ি (ও তাহার মিল) মাসীর এ খড়ি।

রায় বলে চাতুরী করিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপাত না রবে॥
শুনেছ দক্ষিণ দেশে কাঞ্চী নামে পুর।
গুণসিন্ধু নামে রাজা তাহার ঠাকুর॥
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয়।
এসেছি বিদ্যার আশে এই পরিচয়॥
শিহরিয়া প্রণাম করিয়া হীরা কয়।
অপরাধ মার্জ্জনা করিবে মহাশয়॥
বাপ ধন বাছারে বালাই যাক দূর।
দাসীরে বলিলে মাসী ও মোর ঠাকুর॥
কৃপা করি মোর ঘরে যত দিন রবে।
এই ভিক্ষা দেহ কোন দোষ নাহি লবে॥
এখন বিশেষ কহি শুন হয়ে স্থির।
রাজার সকল জানি অন্দর বাহির॥
অর্দ্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি॥ (১)
এক কন্যা আইবড় বিদ্যা নাম তার।
তার রূপ গুণ কহা বড় চমৎকার॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঁই হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥ (২)
দেখিতে কহিতে তবু পারে কিনা পারে।
যে পারি কিঞ্চিৎ কহি বুঝ অনুসারে॥

(১) যুবতীর পরিণেতা অর্থাৎ যুবতীর পতি।

(২) বিদ্যা একাধারে উভয় দেবীর রূপ গুণ ধারণ করিয়াছেন, অতএব সহস্রলোচন ইন্দ্র এবং শতবদন শেষ নামা নাগেশ্বর দর্শন ও বর্ণন সম্বন্ধে বিদ্যার রূপ গুণের পরিশেষ করিতে পারেন কি না সন্দেহ।

অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার রূপ বর্ণন।

নব নাগরী নাগর মোহিনী। রূপ নিরুপম সোহিনী॥
শারদ পার্ব্বণ, শীধু ধরানন,
পঙ্কজ কানন মোদিনী।
কুঞ্জর গামিনী, কুঞ্জ বিলাসিনী,
লোচন খঞ্জন গঞ্জনী॥
কোকিল নাদিনী, গীঃপরি-বাদিনী,
স্ত্রীপরিবাদ বিধায়িনী।
ভারত মানস, মানস সরস,
রাস বিনোদ বিনোদিনী॥ ধ্রু॥
বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥ (১)
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥ (২)

(১) চুলের বিননী সামান্যতঃ সর্পাকার; কিন্তু বিদ্যার চুলের বিননী এতাদৃশ বিচিত্র শোভা বিশিষ্ট, যে ভুজঙ্গ আপন অপেক্ষা তাহা শ্রেষ্ঠতর মানিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বিবর মধ্যে লুকায়িত হইয়া থাকে।

(২) শরৎকালের চন্দ্র অতি নির্ম্মল অংশু জন্য প্রিয় দর্শন হইয়া থাকে, তথাচ বিদ্যার মুখমণ্ডলের সহিত তাহার তুলনা হয় না। বিদ্যার পায়ের নখে কত চন্দ্র পড়িয়া আছে, এ স্থানে মনুষ্যের পদনখরে দেবতার পতন বর্ণন করা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে দোষ সম্পন্ন বোধ হইতে পারে, কিন্তু সামান্য স্ত্রীলোকের উক্তি বলিয়া ঐ দোষ ধর্ত্তব্য নহে।

কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥ (১)
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে।
কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥ (২)
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
কটুতায় কোটি কোটি কালকূট সম॥ (৩)

(১) কন্দর্প স্বীয় শরাসনের সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া গুণ প্রদানচ্ছলে স্ফীতাঙ্গ হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সে গর্ব্ব বৃথা, যেহেতু বিদ্যার ভ্রুভঙ্গী অর্থাৎ কটাক্ষে সেও বিমোহিত হইয়া যায়। অতএব কি প্রকারে তাহার ভ্রুর সমান হইবে।

পুস্তকান্তরে এইরূপ পাঠ আছে। কি ছার মিছার ধনু ধরে ফুলবাণ। ভুরু ভঙ্গে ভুলে কোথা ভুরুর সমান॥ এই উভয় পাঠের তুল্যার্থ ও ভাবেরও তারতম্য বোধ হয় না।

(২) বিদ্যার নয়ন ভঙ্গী এতাদৃশী মনোহারিণী, যে বোধ হয়, যেন মৃগের মদ অর্থাৎ চাহনির যে স্পর্দ্ধা, তাহা হরণ করিয়াছে, তাহাতে কুরঙ্গ চন্দ্রের নিকট গমন করিলে শশধর স্বয়ং বিদ্যা কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া দুঃখিত আছে। অতএব উভয়ে সমতাপে তাপিত প্রযুক্ত তাহাদিগের মধ্যে প্রণয় নিবদ্ধ হইল এবং একত্রে খেদ করিতে লাগিল। উৎপ্রেক্ষালঙ্কার।

(৩) মদনের বাণ বিদ্যার নয়ন বাণের সহিত তুল্য হইতে পারে না। যেহেতু বিদ্যার কটাক্ষ কালকূট অপেক্ষাও কোটি কোটি গুণে অধিক কটু। গ্রন্থান্তরে এরূপ পাঠ আছে।

কিবা কামশরে করে কটাক্ষ বিষম। কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥ মদন বাণ কি করিতে পারে, বিদ্যার যে কটাক্ষ সে বিষম কটুতায় কোটি কোটি কালকূট তুল্য।

কি কাজ সিন্দূরে মাজি মুকুতার হার।
ভুলায় তর্কের পাতি দন্তপাঁতি তার॥ (১)
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া।
ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥ (২)
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥ (৩)
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে।
শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥ (৪)

(১) মুক্তার হার সিন্দূর দ্বারা মার্জ্জিত করিলে অত্যন্ত শোভাকার হয়; কিন্তু তাহার প্রয়োজন কি, যেহেতু বিদ্যার দন্ত শ্রেণী এতাদৃশ শোভা বিশিষ্ট যে, তাহাতেই তাঁহার মুক্তাবলী আরক্ত শোভায় পরিশোভিত হইয়াছে।

(২) সুধা ভক্ষণের নিমিত্তে দেবতা ও অসুরদের সর্ব্বদাই বিবাদ উপস্থিত হয়; (মহাভারত) এ নিমিত্তে অর্থাৎ দেবতা ও অসুরের পরস্পর বিবাদ দূর করিবার অভিপ্রায়ে পরমেশ্বর সেই বিবাদের মূলীভূত সুধা বিদ্যার মুখে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছেন অর্থাৎ বিদ্যার মুখের মধুর বাক্য সুধাবৎ সুমিষ্ট; এ নিমিত্তে বোধ হয় তাহার মুখে সুধা আছে। উৎপ্রেক্ষালঙ্কার।

(৩) পদ্মযোনি (ব্রহ্মা) অতি যত্নপূর্ব্বক পদ্মের মৃণাল গঠন করিয়াছেন; কিন্তু বিদ্যার ভুজদ্বয় তদপেক্ষা কোমল অবলোকন করিয়া অভিমানে মৃণালে কণ্টক সংযুক্ত করিয়া জলমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

(৪) বিদ্যার পয়োধর ঈদৃশ উন্নত, যে পর্ব্বতের শিখর বা কি উচ্চ এবং তাহার পীনতা ও প্রফুল্লতা এতাদৃশ যে তদ্দর্শনে কদম্ব ফুল আশ্চর্য্য মানিয়া শীহরিয়া উঠে এবং দাড়িম্ব দুঃখে ফাটিয়া যায়। উৎপ্রেক্ষা।

নাভিকূপে যা(ই)তে কাম কুচশম্ভুবলে।
ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥ (১)
কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান।
হর-গৌরী কর পদে আছয়ে প্রমাণ॥ (২)
কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায়।
দেখুক সে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥ (৩)
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া।
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥ (৪)
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু।
সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥ (৫)

---

(১) কন্দর্প নাভিকূপে গমন করিতেছে দৃষ্টি করিয়া পয়োধরস্বরূপ মহাদেব তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছেন, ইহাতে বক্ষাধঃনাভি পর্য্যন্ত ঈষৎ রোমাবলীর লাবণ্য যুবা যুবতীদিগের ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রেখাতে সৌন্দর্য্য দর্শিত হয়।

(২) হর হস্তে ডমরু এবং পার্ব্বতীর পদতলে সিংহ এই উভয়ের মধ্যস্থান অতি সূক্ষ্ম, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু বিদ্যার কটিদেশ এ উভয় অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম।

(৩) যাহারা বলে অনঙ্গ অর্থাৎ কামদেবের শরীর নাই, তাহারা আসিয়া বিদ্যার কটিদেশ দর্শন করুক। বিদ্যার মধ্য-দেশ কামদেব ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

(৪) নিতম্ব শব্দে স্ত্রীলোকের পশ্চাৎ ভাগ, পাছা। বিদ্যার নিতম্ব এমত গুরু অর্থাৎ ভারী, যে তাহা দেখিয়া গুরুত্ব গুণ বিশিষ্ট ধরণী, অভিমানে মাটী হইয়া গিয়াছেন এবং ভূমিকম্পচ্ছলে এখনও মধ্যে মধ্যে কাঁপিয়া উঠে।

(৫) করিকর, হাতীর শুঁড় এবং রামরম্ভা, বৃহৎ কদলীতরু এই উভয়ে অতি সরল; কিন্তু বিদ্যার উরুর সরলতা দেখিয়া তাহারা সরলতা শিখিবার জন্ত তাহাকে গুরু বলিল।

বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেজায়।
পড়শী না থাকে কাছে কন্দলের দায়॥
মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাত নাড়া।
তুলিতে বৈকালি ফুল আ(ই)ল সেই পাড়া॥
হেরিয়া হরিল চিত বলে হরি হরি।
কাহার বাছুনি রে নিছুনি লয়ে মরি॥
কামের শরীর নাহি রতি ছাড়া নহে। (১)
তবে সত্য ইহারে দেখিয়া যদি কহে॥
এদেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়।
কেমনে বান্ধিয়া মন ছাড়ি দিলা মায়॥
খুঙ্গী পুথি দেখি সঙ্গে বুঝি পড়ো হবে।
বাসা করি থাকে যদি লয়ে যাই তবে॥
কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোনখানে বাসা॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই॥
ভরসা কালীর নাম বিদ্যালাভ আশা।
ভাল ঠাঁই পাই যদি তবে করি বাসা॥
মালিনী কহিছে আমি দুঃখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজবাটিতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই॥

---

(১) যাহারা কহে কামের শরীর নাই এবং কাম রতি ছাড়া থাকে না, তাহারা যদি ইহাকে দেখিয়া ঐরূপ কহে, তবে তাহাদিগেব বাক্য গ্রাহ্য হইতে পারে। অর্থাৎ এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ কামদেব, কিন্তু ইহার শরীর আছে, অথচ সঙ্গে রতি নাই।

কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয়॥
রায় বলে ভাল কালী দিলেন উদ্দেশ।
ইহা হৈতে শুনিব বিদ্যার সবিশেষ॥
শুনাইতে শুনিতে পাই সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার॥
কিন্তু মাগী একা থাকে দেখি নষ্টরীত।
দুর্ব্বুদ্ধি ঘটায় পাছে হিতে বিপরীত॥
মাসী বলি সম্বোধন আমি করি আগে।
নাতী বলে পাছে মাগী দেখে ভয় লাগে॥
রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতাশী।
আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী॥
মালিনী বলিছে বটে সুজন চতুর।
তুমি মোর বাপ বাছা বাপের ঠাকুর॥
ভারত বলিছে ভাল মিলে গেল বাসা।
চল মালিনীর বাড়ী পূর্ণ হবে আশা॥

সুন্দরের মালিনী বাটী প্রবেশ।

দুর্গা বলি সকৌতুকে, লয়ে খুঙ্গী পুথি শুকে,
মালিনীর বাড়ী গেলা কবি।
চৌদিকে প্রাচীর উচা, কাছে নাহি গলি কুচা,
পুষ্পবনে ঢাকে শশি রবি॥
নানা জাতি ফুটে ফুল, উড়ি বৈসে অলিকুল,
কুহু কুহু কুহরে কোকিল।
মন্দ মন্দ সমীরণ, রসায় ঋষির মন,
বসন্ত না ছাড়ে এক তিল॥
দেখি তুষ্ট কবিরায়, বাড়ীর ভিতরে যায়,
রহিলা দক্ষিণদ্বারি ঘরে।

মালিনী হরিষ মন, আনি নানা আয়োজন,
অতিথি উচিত সেবা করে ॥
নানা উপহারে রায়, রন্ধন করিয়া খায়,
নিদ্রায় পোহায় বিভাবরী ।
শীতল মলয় বায়, কোকিল ললিত গায়,
উঠে রায় দুর্গা দুর্গা স্মরি ॥
নিকটেতে দামোদর, স্নান করি কবীশ্বর,
বাসে আসি বসিলা পূজায় ।
তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজাইয়া সাজি ডালা,
মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥
রাজা রাণী সম্ভাষিয়া, বিস্তারে কুসুম দিয়া,
মালিনী ত্বরায় আইল ঘরে ।
সুন্দর বলেন মাসী, নাহি মোর দাস দাসী,
বল হাট বাজার কে করে ॥
মালিনী বলিছে বাপু, এত কেন ভাব হাপু,
আমি হাট বাজার করিব ।
কড়ি কর বিতরণ, যাহে যবে যাবে মন,
কেও মোরে তখনি আনিব ।
কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই, (১) বন্ধু নাই কড়ি বই,
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে ।

---

(১) কড়ি হইলে চিড়া দই অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, চিড়া দই বলিবার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, তৎসময়ে ঐ দ্রব্যদ্বয় অতি উপাদেয় বলিয়া গণ্য হইত। তাহার প্রমাণ জনশ্রুতিতে ব্যক্ত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপ জাতীয় জনৈক প্রজার উন্নতি দেখিয়া ছলক্রমে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবার মানসে অনুজ্ঞা করেন, আমার ভোগার্থ উত্তম সামগ্রী আনিয়া দাও, তাহাতে গোপ বহু-যত্নে চিপিটক ও দধি প্রস্তুত করিয়া উপহার প্রদান করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইলেন।

কড়িতে বুড়ার বিয়া, কড়িলোভে মরে গিয়া,
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥
এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম নাহি ছাপা,
আকাশ পাতাল ভূমণ্ডলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ, ধরে দিতে পারি চাঁদ,
কুলের কামিনী আনি ছলে ॥
রায় বলে তুমি মাসী, হীরা বলে আমি দাসী,
মাসী বল আপনার গুণে।
হরি কাল হরিবারে, মা বলিলা যশোদারে,
পুরাণে পুরাণলোক শুনে ॥
শুনি তুষ্ট কবিরায়, দশ টাকা দিলা তায়,
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।
টাকা পেয়ে মুটাভরা, হীরা পরধন হরা,
বুঝিল এ মেনে আজবোজ ॥ (১)
সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি, রাঙ্গ তামা বার করি,
হাটে যায় বেসাতির তরে।
চলে দিয়া হাত নাড়া, পাইয়া হীরার সাড়া,
দোকানি দোকান ঢাকে ডরে ॥
ভাঙ্গাইয়া আড়কাট, (২) এমনি লাগায় ঠাট,
বলে শ্যালা আলা (৩) টাকা মোর।
যদি দেখে আঁটা আঁটি, কান্দিয়া তিতায় মাটী,
সাধু হয়ে বেণে হয় চোর ॥
রাঙ্গ তামা মেকী মেলে, রাশিতে মিশায়ে ফেলে,
বলে বেটা নিলি বদলিয়া।
কান্দি কহে কোটালেরে, বাণিয়ারে ফেলে ফেরে,
কড়ি লয় দুহাতে গণিয়া ॥

(১) বোকা, নির্ব্বোধ। (২) পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রা বিশেষ
(৩) জলসী।

বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্।
করতোরু রতিপ্রাজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

লোকে যদি কোন লোক মন্দ জাতি হয়।
বসু হেতু বসুন্ধরা তাহারে বন্দয়॥
করিসুত শুণ্ড সম উরুবর শোভা।
রতির পণ্ডিতা শুন আমি তার লোভা॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুই বার॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
শ্লোক রাখি কৌটা ঢাকি হীরারে গছায়।
কহিল সকল কল দেখাইতে চায়॥
বেলা হৈল উচুর (১) প্রচুর ভয় মনে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার ভবনে॥
নিজ গাঁথা মালা দিল আর সবাকারে।
সুন্দরের গাঁথা মালা দিলেক বিদ্যারে॥
বসিয়া রয়েছে বিদ্যা পূজার আসনে।
ভারত হীরারে কয় ঘূর্ণিত লোচনে॥

মালিনীকে তিরস্কার।

শুন লো মালিনী কি তোর রীতি।
কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি॥
এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি॥

(১) উপযুক্ত অর্থাৎ বেলা উচ্চে উঠিয়াছে

বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে।
কালি শিখাইব মায়ের আগে ॥
বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁড় হৈয়ে যেন ষাঁড়ের নাট ॥
রাত্রে ছিল বুঝি বঁধুর ধূম।
এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল ঘুম ॥
দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা।
মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস্ হেলা ॥
কি করিবে তোরে আমার গালি।
বাপারে বলিয়া শিখাব কালি ॥
হীরা থর থর কাঁপিছে ডরে।
ঝর ঝর জল নয়নে ঝরে ॥
কাঁদি কহে শুন রাজকুমারি।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥
চিকণ গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা ॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ ॥
ভ্রম (১) বাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম ॥
বিনয়েতে বিদ্যা হইল বশ।
অস্ত গেল রোষ উদয় রস ॥
বিদ্যা কহে দেখি চিকণহার।
এ গাঁথনি আই নহে তোমার ॥
পুনঃ কি যৌবন ফিরি আইল।
কিবা কোন বঁধু শিখায়ে দিল ॥

(১) সম্ভ্রম, মর্য্যাদা

হীরা কহে তিতি (১) আঁখির নীরে।
যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥
নহে ক্ষীণ মাজা কুচ কঠোর।
কি দেখিয়া বঁধু আসিবে মোর ॥
ছাড় আই বলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥
বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥
কৌটায় কি আছে দেখ খুলিয়া।
থাকিয়া কি ফল যাই চলিয়া ॥
বিদ্যা খোলে কৌটা কল ছুটিল।
শর হেন ফুলশর ফুটিল ॥
শীহরিল ধনী দেখিয়া কল।
শ্লোক পড়ি আরো হৈল বিকল ॥
ডগমগ তনু রসের ভরে।
ভারত হীরারে জিজ্ঞাসা করে ॥

মালিনীকে বিনয়।

কহ ওলো হীরা, তোরে মোর কিরা, (২)
কি কল করিলি ফুলে।
গড়িল যে জন, সে জন কেমন,
বিশেষ কহ না খুলে ॥
হীরা কহে শুন, কেন পুনঃ পুনঃ,
হান সোহাগের শূল।
কহিয়া কি ফল, বুঝিনু সকল,
আপন বুদ্ধির ভুল ॥

(১) ভিজিয়া, আর্দ্র হইয়া। (২) দিব্য

এ রূপ তোমার, যৌবনের ভার,
অদ্যাপি না হৈল বিয়া।
কোথা পাব বর, ভাবি নিরন্তর,
বিদরে আমার হিয়া॥
যে জিনে বিচারে, বরিবা তাহারে,
কোন মেয়ে হেন কহে।
যে তোমা হারাবে, তারে কবে প্যাবে,
যৌবন তাহে কি রহে॥
যৌবনে রমণ, নহিল ঘটন,
বুড়াইলে পাবে ভালে।
নিদাঘ (১) জ্বালায়, তরু জ্বলে যায়,
কি করে বরিষাকালে॥
দেখিয়া তোমায়, এই ভাবনায়,
নাহি রুচে অন্ন জল।
পাইয়া সুজন, রাজার নন্দন,
রাখিনু করিয়া ছল॥
কাঞ্চীপুর ধাম, গুণসিন্ধু নাম,
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয়, ভুবন বিজয়,
সুকবি নাম সুন্দর॥
বঞ্চি বাপ মায়, একেলা বেড়ায়,
করিয়া দিগ্বিজয়।
পথে দেখা পায়ে, রেখেছি ভুলায়ে,
স্নেহে মাসী মাসী কয়॥
অশেষ প্রকারে, কহিনু তাঁহারে,
তোমার পণের মর্ম্ম।

---

(১) গ্রীষ্ম।

শুনিয়া হাসিল, ইঙ্গিতে ভাষিল,
নারী জিনা কোন কর্ম্ম ॥
বুঝিতে তোমার, আচার বিচার,
সে কৈল এ ফুল-খেলা।
নিজ পরিচয়, শ্লোক চিত্রময়,
লিখিতে বাড়িল বেলা ॥
তোমার লাগিয়া, নাগর রাখিয়া,
গালি লাভ হৈল মোর।
যাহার লাগিয়া, চুরি করে গিয়া,
সেই জন কহে চোর ॥
হীরা এত বলি, ছলে যায় চলি,
আঁচলে ধরিল ধনী।
মাথার কিরায়, হীরারে ফিরায়,
মণি ধরে যেন ফণী ॥
থাক বঁধু লয়ে, এই কথা কয়ে,
অপরাধ হৈল মোর।
কৈতে পারি যেই, কহিয়াছি তেঁই,
আমি লো নাতিনী তোর ॥
কামানল জ্বেলে, যেতে চাহ ঠেলে,
নাতিনীঘাতিনী বুড়ী।
কেমনে পা চলে, মা ভাল মা বলে,
বাপার ভাল খাশুড়ী ॥
এস বৈস এয়ো, হোক মেনে যেয়ো,
বল সে কেমন জন।
কি কথা কহিলে, কি ফেরে ফেলিলে,
উড়্ উড়্ করে মন ॥
দেখিয়া কাতরা, হীরা মনোহরা,
কহিছে কাণের কাছে।

রূপের নাগর, গুণের সাগর,
আর কি তেমন আছে ॥
বদন মণ্ডল, চাঁদ নিরমল,
ঈষদ গোঁপের রেখা। (১)
বিকচ কমলে, যেন কুতূহলে,
ভ্রমর পাঁতির দেখা ॥
গৃধিনী গঞ্জিত, মুকুতা রঞ্জিত,
রতিপতি শ্রুতিমূলে। (২)
ফাঁস জড়াইয়া, গুণ গুড়াইয়া,
থুলা ভুরুধনু হুলে ॥
অধর বিম্বুর, খাইতে মধুর,
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি। (৩)
মধ্যে দিয়া থাক, বাড়াইল নাক,
মদনের শুকপাখী ॥ (৪)

(১) মুখমণ্ডল নির্ম্মল চন্দ্রের ন্যায়। তাহাতে ঈষৎ গোঁফের রেখা কৃষ্ণবর্ণ প্রযুক্ত বোধ হয় যেন প্রফুল্ল পদ্মে ভ্রমরগণের সমাগম হইয়াছে।

(২) গৃধিনী—শকুনির কর্ণ অতি ক্ষুদ্র ও শোভাকর, কিন্তু তাহাকে গঞ্জনকারী যে সুন্দরের কর্ণ, যাহাতে বলয় শোভা করিতেছে, তাহার মূলে কামদেব স্বীয় শরাসনের জন্য সঙ্কুচিত করিয়া ধনু স্বরূপ ভ্রুর অন্তে রাখিয়াছেন অর্থাৎ সুন্দরের আকর্ণ পর্য্যন্ত ভ্রু ব্যাপ্তি, ইহাই ব্যাখ্যা হইয়াছে।

(৩) বিম্ব স্বরূপ অধরের মধুপান লালসায় যেন খঞ্জন তুল্য লোচন চঞ্চল হইয়াছে।

(৪) ভ্রু এবং অধরের মধ্যে শুকপক্ষী সম নাসিকা বিরাজ করিতেছে। মদনের শুকপাখী বলার তাৎপর্য্য, সামান্য শুকপাখী অপেক্ষা মনোহর।

অজানু লম্বিত, বাহু সুললিত,
কামের কনক আশা। (১)
রসের আলয়, কপাট হৃদয়,
ফণিমণি পরকাশা॥ (২)
যুবতীর মন, সফরী জীবন,
নাভি সরোবর তার। (৩)
ত্রিবলি বন্ধন, দেখয়ে যে জন,
তার কি মোচন আর॥ (৪)
দেখিয়া সে ঠাম, জিয়ে মোর কাম,
এত যে হয়েছি বুড়া।
মাসী বলে যেই, রক্ষা হেতু এই,
ভারত রসের চূড়া॥

বিদ্যাসুন্দরের দর্শন।

কি বলিলি মালিনী ফিরে বল বল।
রসে তনু ডগমগ মন টল টল॥
শীহরিল কলেবর, তনু কাঁপে থর থর,
হিয়া হৈল জর জর, আঁখি ছল ছল।

---

(১) জানু পর্য্যন্ত করদ্বয় লম্বিত, বোধ হয় যেন কামের স্বর্ণময় দণ্ড।

(২) রসাকর অর্থাৎ সুরসিক হৃদয় সেই রসাগারের কপাট স্বরূপ এবং সর্পের মণির ন্যায় উজ্জ্বল শোভাকর।

(৩) তাহার নাভি সরোবর যুবতীর মনোরূপ প্রোষ্ঠী-মৎস্যের জীবন (জল) স্বরূপ।

(৪) যৌবন সময়ে নাভিদেশের ঊর্দ্ধভাগে কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই তিনটী বলি অর্থাৎ রেখা হয়।

তেয়াগিয়া লোক লাজ, কুলের মাথায় বাজ,
ভজিব সে ব্রজরাজ, লয়ে চল চল ॥
রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিত না ধৈরজ ধরে, পিক কল কল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গা পায়,
ভারত ভাবিয়া তায়, তাবে চল চল ॥ ধ্রু ॥

বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার না কি মোরে ॥
অনুমানে বুঝিলাম জিনিবেন তিনি।
হারাইলে হারাইব হারিলে সে জিনি ॥ (১)
যত গুলা এসেছিল করি মোর আশা।
রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাষা ॥
সে সব লোকেতে মন মজে কি বিদ্যার।
বিদ্যাপতি এই তারা দাস অবিদ্যার ॥
জিনিবেন যে জন সে জন বুঝি এই।
বিধি নিধি নাহি দিলে আর কেবা দেই ॥
ভাবিয়া মরিয়াছিনু প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
এত দিনে শিব বুঝি হৈলা অনুকূল।
ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥
হীরারে শিরোপা দিলা হীরাময় হার।
বুঝাইয়া বুঝিয়া কহিবে সমাচার ॥
কেমন প্রকারে তাঁরে দেখাবে আমায়।
ভাবহ মালিনী আই তাহার উপায় ॥

---

(১) যদি আমি তাঁহাকে পরাজয় করি, তবেত তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব না, কিন্তু তাহার নিকট পরাজিত হইলে জয় প্রাপ্ত হইব অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইব।

মোর বালাখানার সম্মুখে রথ আছে।
দাঁড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাছে॥
তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার।
সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার॥
পুষ্পময় রতিকাম দিয়া ছিলা রায়।
কি দিব উত্তর বিদ্যা ভাবয়ে উপায়॥
কাম গ্রহণের ছলে কাম রাখে সতী। (১)
রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি॥
চিত্রকাব্যে সুন্দর সুন্দর নামে দেখি।
বিদ্যা বিদ্যা নামে চিত্রকাব্য দিলা লেখি॥

সবিতা পদ্মাম্বুজানাং ভুবি-ত্বে নাস্ত্যাপি সমঃ।
দিবি দেবাদ্যা বদন্তি দ্বিতীয়ে পঞ্চমেঽপ্যহম্॥

কবিতা কমলে রবি তুমি মহাশয়।
নরলোকে সম নাহি দেবলোকে কয়॥
লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ তিনবার॥
তিন অর্থে তিন বার মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে॥
এই রূপে মালিনীরে করিয়া বিদায়।
বড় ভক্তিভাবে বিদ্যা বসিলা পূজায়॥

(১) কেহ কেহ বোধ করিতে পারেন, বিদ্যা গোপনে সুন্দরের সহিত প্রণয় করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তিনি কি প্রকারে সতী শব্দে বাচ্য হইতে পারেন; উত্তর—গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিয়মে সুন্দরকে বরণ করিয়া ছিলেন, উপপতির স্বরূপ গ্রহণ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার সতীত্ব ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই।

বিদ্যাসুন্দরের পরস্পর সাক্ষাৎ।
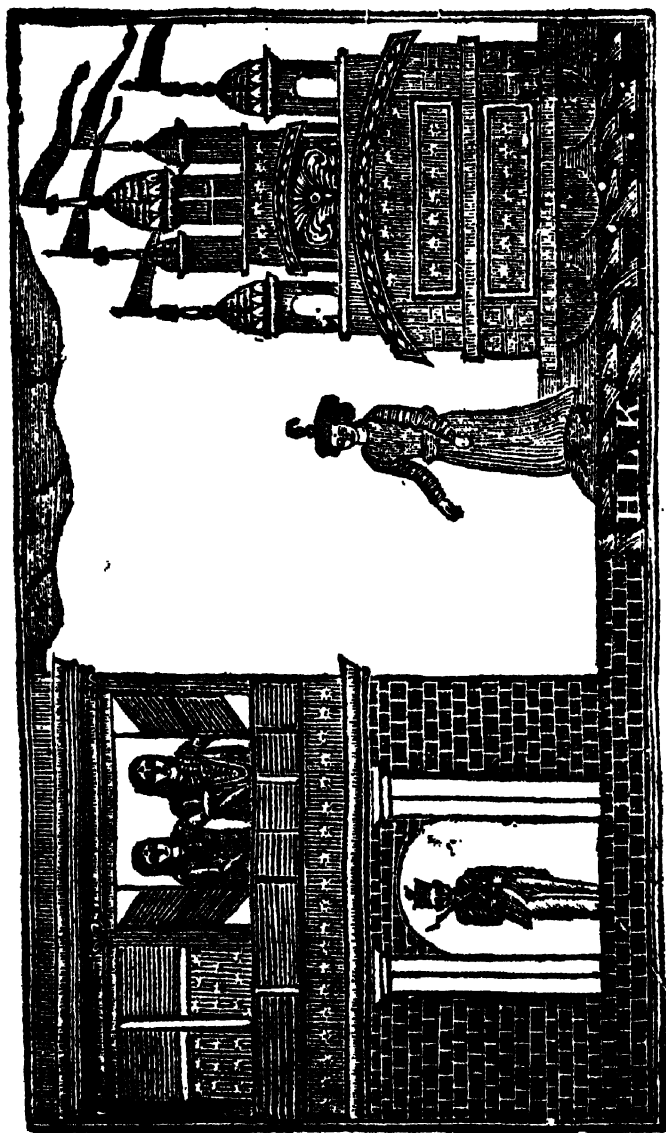
পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর।
দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ।
দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ॥
সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবী গলে দিতে।
বরের গলায় দিনু এই লয় চিতে॥
দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ।
আকুল হইল পূজা হয় অঙ্গহীন॥
ব্যস্ত দেখি তারে দেবী কহেন আকাশে।
আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে॥
পূজা না হইল বলি না করিহ ভয়।
সকলি পাইনু আমি আমি বিশ্বময়॥
আকাশ-বাণীতে হাতে পাইলা আকাশ।
বুঝিলা কালিকা মোর পুরাইল আশ॥
ওথায় মালিনী গিয়া আপনার ঘরে।
কহিল সকল কথা কুমার সুন্দরে॥
শুন বাপা তোমারে দেখিবে অকপটে।
কহিল সঙ্কেত স্থান রথের নিকটে।
এত বলি সুন্দরে লইয়া হীরা যায়।
রাখিয়া রথের কাছে কহিল বিদ্যায়॥
আথিবিথি (১) সুন্দরে দেখিতে ধনী ধায়।
অঙ্গুলী হেলায়ে হীরা তুহঁারে দেখায়॥
অনিমেষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥ (২)

---

(১) ব্যস্ত সমস্ত হইয়া। (২) বিদ্যা অনিমেষ লোচনে সুন্দরকে দেখিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে (অনঙ্গ) ও (রতি) প্রমোদিত হইল অর্থাৎ উভয়ের প্রীতি জন্মিল।

শুভক্ষণে দরশন হইল দুজনে।
কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি কব।
উর্দ্ধে কুমুদিনী হেঁটে কুমুদবান্ধব॥ (১)
দুহাঁর নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥
মনে মনে মনমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দুঁহে দুঁহা হৃদয় লইয়া॥
আঁখি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল।
ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জঞ্জাল॥

সুন্দরসমাগমের পরামর্শ।

প্রভাতে কুসুম লয়ে, হীরা গেল দ্রুত হয়ে,
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি, ঐ কথা নানা জাতি,
পুরুষের আট গুণ মেয়ে॥ (২)
হীরা বলে ঠাকুরাণি, কিবা কর কাণাকাণি,
শুভকর্ম্ম শীঘ্র হৈলে ভাল।
আপনি সচেষ্ট হও, রাজারে রাণীরে কও,
আন্ধার ঘরেতে কর আল॥
বিদ্যা বলে চুপ চুপ, ইহা যদি শুনে ভূপ,
তবে বিয়া হয় কি না হয়।

(১) চন্দ্রের স্থান আকাশে ও কুমুদিনীর স্থান ধরাতলে ইহা প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু সুন্দর (চন্দ্র) রথের নিকট নিম্নে দণ্ডায়মান এবং বিদ্যা (কুমুদিনী) অট্টালিকোপরি উর্দ্ধে দণ্ডায়মানা; ইহাতে বিপরীত উপমা হইল।

(২) কাম বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা নারী অষ্ট গুণাধিক।

গুণসিন্ধু মহারাজ, তার পুত্র হেন সাজ,
বাপার না হইবে প্রত্যয় ॥
তাঁহারে আনিতে ভাট, গিয়াছে তাঁহার পাট, (১)
তিনি এলে আসিত সে ভাট।
লস্কর আসিত সঙ্গে, শব্দ হৈত রাঢ়ে বঙ্গে,
হাটের দুয়ারে কি কপাট ॥
এমনি বুঝিলে বাপা, অমনি রহিবে চাপা,
অন্য দেশে যাইবে কুমার।
সর্ব্ব কর্ম্ম হবে নষ্ট, তুমিত সুবুদ্ধি বট,
তবে বল কি হবে আমার ॥
তেঁই বলি চুপে চুপে, বিয়া হয় কোন রূপে,
শেষে কালী যা করে তা হবে।
হীরা কহে শিহরিয়া, লুকায়ে করিবে বিয়া,
এ কি কথা ছাপাত না রবে ॥
ঠক ফিরে পায় পায়, রাণী বাঘিনীর প্রায়,
নরপতি প্রলয়ের কাল।
কোতোয়াল ধূমকেতু, কেবল অনর্থ হেতু,
পলকেতে পাড়িবে জঞ্জাল॥
তোমার টুটিবে মান, মোর যাবে জাতি প্রাণ,
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।
সখীরা ঠেকিবে দায়, তুমি কি কহিবে মায়,
ভাব দেখি কেমন ঘটিবে ॥
দ্বারী আছে দ্বারে দ্বারে, কেমনে আনিবে তারে,
ভাবি কিছু না পাই উপায়।
লোকে হবে জানাজানি, আমা লয়ে টানাটানি,
মজাইবে পরের বাছায় ॥

(১) নগর বিশেষ। স্থান।

এই সহচরীগণ, এক থিঙ্গী (১) এক জন,
উদ্দেশেতে করি নমস্কার।
মুখে এক মনে আর, কেবল ক্ষুরের ধার,
ঠারে ঠোরে করিবে প্রচার॥ (২)
বিদ্যা বলে কেন হীরা, ইহা কহ ফিরা ফিরা,
সখিগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে, যাহা বলি তাহা করে,
মোর মত ছাড়া কভু নয়॥
যত সখিগণ কয়, কেন হীরা কর ভয়,
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া।
বিরহিণী ঠাকুরাণী, ঠাকুর মিলাবে আনি,
কিবা সুখ ইহা হৈতে বাড়া॥
কেবা দুই মাথা ধরে, গুপ্তকথা ব্যক্ত করে,
ঠাকুর পাবেন ঠাকুরাণী।
সলিল চন্দন চুয়া, কুসুম তাম্বুল গুয়া,
যোগাইব এই মাত্র জানি॥
বিদ্যা বলে চল চল, বুঝাইয়া গিয়া বল,
তিনি ভাবিবেন পথ তার।
কালী কুলাইবে যবে, ঘটনা হইবে তবে,
নারিকেলে জলের সঞ্চার॥
কৈও কৈও কবিবরে, কোনরূপে মোর ঘরে,
আসিতে পারেন যদি তিনি।

(১) প্রধান।

(২) এই স্থানে মালিনী যে প্রকার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে তাহার বৈলক্ষণ্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে, পর ঘটনা দৃষ্টি করিলে অনায়াসে প্রতীতি হইবে; মালিনী সকল বিষয় দিব্য চক্ষে অবলোকন করিয়াছিল।

তবে পণে আমি হারি, হইব তাঁহার নারী,
কৃষ্ণ যেন হরিলা রুক্মিণী ॥
বেষ্টিত ভূপতিজাল, (১) বর আইল শিশুপাল,
পিতা ভ্রাতা তাহে পুষ্ট ছিল।
রুক্মিণীর কৃষ্ণে মন, শূন্য হৈতে নারায়ণ,
হরিলেন তেঁই সে হইল ॥
তেমনি আমার মন, তাঁহে চাহে অনুক্ষণ,
ভয় করি বাপ ভাই মায়।
রুক্মিণীর মত করি, হরি (২) হয়ে লউন হরি, (৩)
এই নিবেদন তাঁর পায় ॥
এত বলি চারুশীলা, (৪) হীরারে বিদায় দিলা,
হীরা গিয়া সুন্দরে কহিল।
রায় বলে একি কথা, কেমনে যাইব তথা,
ভারতের ভাবনা হইল ॥

সন্ধি খনন।

জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে।
করকলিতাসি (৫) বরাভয় মুণ্ডে ॥
লক্ লক্ রসনে, কড়মড় দশনে,
রণভূমি (৬) খণ্ডিত সুররিপু (৭) মুণ্ডে।
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
নখর বিদারিত রিপু করি শুণ্ডে ॥

(১) নৃপতি সকল। (২) কৃষ্ণ।
(৩) হরণ করিয়া।
(৪) সুশীলা, সচ্চরিত্রা স্ত্রী।
(৫) করের দ্বারা করিয়াছে। [সংস্কৃত]
(৬) রণ স্থানে। (৭) অসুর।

লটপট কেশে, সুবিকট বেশে,
হুতদনুআহুতি (১) মুখ শিখিকুণ্ডে।
কলিমল মথনং, (২) হরিগুণ কথনং,
বিরচয় ভারত কবিবর তুণ্ডে (৩) ॥ ধ্রু ॥

সুন্দর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া।
যাইব বিদ্যার ঘরে কেমন করিয়া ॥
কোটাল দুরন্ত থানা দুয়ারে দুয়ারে।
পাখী এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥
মনোনীত মালিনী যোগায় উপহার।
পূজা সমাপিয়া স্তুতি করয়ে কুমার ॥
কালের কামিনী কালী কপালমালিকা।
কাতর কিঙ্করে কৃপা কর গো কালিকা ॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষেম (৪) কর ক্ষীণেরে ক্ষমিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া ॥
স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া।
সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।
শূন্য হৈতে সিঁধকাঠি দিলা ফেলাইয়া ॥
পূজা করি সিঁধকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্র পড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায় ॥
অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।
সিঁধ কাঠি সিঁধ কর কালিকা কহিল ॥

---

(১) মৃত দৈত্যের আহুতি।
(২) কলিকালের পাপনাশন।
(৩) মুখে। (৪) মঙ্গল।

আথর (১) পাথর কাট কেটে ফেল হাড়।
ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥
বিদ্যার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।
মাটি কাটি পথ কর অনাস্থার বরে ॥
সুড়ঙ্গের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।
হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা-আজ্ঞায় ॥
কালিকার প্রভাবে মন্ত্রের দেখ রঙ্গ।
মালিনী বিদ্যার [illegible] হইল সুড়ঙ্গ ॥
ঊর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার ॥
সুন্দরের চোর নাম তেঁই সে হইল।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল ॥

বিদ্যার বিরহ ও সুন্দরের উপস্থিতি।

বিদ্যার নিবাস, যাইতে উল্লাস,
সুন্দর সুন্দর সাজে।
কি কহিব শোভা, রতি মনোলোভা,
মদন মোহিত লাজে ॥
চলিল সুন্দর, রূপ মনোহর,
ধরিয়া বরের বেশ।
নবীন নাগর, প্রেমের সাগর,
রসিক রসের শেষ ॥
উরু গুরু গুরু, হিয়া দুরু দুরু,
কাঁপয়ে আবেশ (২) রসে।
ক্ষণে আগে যায়, ক্ষণে পাছে চায়,
অবশ অঙ্গ অলসে ॥

(১) মাটি। (২) আবেগ, ভাবাধিক্য

ক্ষণেক চমকে, ক্ষণেক থমকে,
না জানি কি হবে গেলে।
চোরের আচার, দেখিয়া আমার,
না জানি কি খেলা খেলে॥
ওথায় সুন্দরী, লয়ে সহচরী,
ভাবয়ে মন আকুল।
করিয়া কেমন, আসিবে সে জন,
ঘুচিবে দুঃখের শূল॥
দুয়ার যতেক, দুয়ারী ততেক,
পাখী এড়াইতে নারে।
আকাশ বিমানে, যদি কেহ আনে,
কি জানি নারে কি পারে॥
কি করি বলনা, ওলো সুলোচনা,
কেমনে আনিবে তারে।
তারে না দেখিয়া, বিদরয়ে হিয়া,
যে দুঃখ তা কব কারে॥
চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল,
চন্দন আগুন-কণা।
কর্পূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল,
গীত নাট ঝনঝনা॥
ফুলের মালায়, সূচের জ্বালায়,
তনু হৈল জর জর।
মন্দ মন্দ বায়, যেন বজ্র ঘায়,
তনু কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
কাণে যেন হানে তীর।
যত অলঙ্কার, জ্বলন্ত অঙ্গার,
পোড়ায় মোর শরীর॥

এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়,
যেমন কালসাপিনী।
শয্যা হৈল শাল, লজ্জা হৈল কাল,
কেমনে জীবে পাপিনী॥
রজনী বাড়িছে, যে পোড়া পুড়িছে,
কি ছার বিছার জ্বালা।
বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে,
কেমনে বাঁচিবে বালা॥
ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়,
ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়,
বঁধু এল এই বলে॥
এ রূপে কামিনী, কাটিছে যামিনী,
সুন্দর হেন সময়।
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে,
ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখিগণ, চমকিত মন,
বিদ্যার হইল ভয়।
হংসীর মণ্ডল, যেমন চঞ্চল,
রাজহংস দেখি ভয়॥
একি লো একি লো, একি কি দেখি লো,
এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব,
কেমনে এল এখানে॥
কপাট না নড়ে, গুঁড়াটি না পড়ে,
কেমনে আইল নর।
ভারত বুঝায়, না চিন ইহায়,
সুন্দর বিদ্যার বর॥

সুন্দরের পরিচয়।

একি দেখি অপরূপ। দেখ লো সই।
ভুবন মোহন রূপ ॥
কোন পথ দিয়া, কেমন করিয়া,
আইল নাগর-ভূপ। (১)
এ জন যেমন, না দেখি এমন,
মদন-মোহন রূপ ॥
থাকে সব ঠাঁই, কেহ দেখে নাই,
বেদেতে কহে অনুপ।
ভারতের নিধি, মিলাইল বিধি,
না কহিও চুপ চুপ ॥ ধ্রু ॥

বিদ্যার আজ্ঞায় সখী সুলোচনা কয়।
কে তুমি আইলে হেথা দেহ পরিচয় ॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিবা নাগ নর।
সত্য কহ নারী মোরা পাইয়াছি ডর ॥
সুন্দর বলেন রামা কেন কর ডর।
দেব উপদেব নহি দেখ আমি নর ॥
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজা মহাশয়।
সুন্দর আমার নাম তাঁহার তনয় ॥
আসিয়াছি তোমার ঠাকুরঝির পাশে।
বাসা করিয়াছি হীরা মালিনীর বাসে ॥
প্রতিজ্ঞার কথা লয়ে গিয়াছিল ভাট।
সূত্রপাঠ (২) শুনিয়া দেখিতে আইনু নাট ॥

(১) নাগর-শিরোমণি।
(২) যাত্রাকরদের প্রথম সূত্রপাতের গীত বাদ্যাদি।

বিচার হইবে কি প্রথমে অবিচার।
আহূত অতিথি এলে নাহি পুরস্কার॥
আসিয়াছি আশ্বাসে বিশ্বাস হৈল বসি।
শুনি সিংহাসন দিতে কহিল রূপসী॥
বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণচাঁদে॥ (১)
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ।
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে যায় বন্ধ॥
দেখা মাত্র জিনিয়াছি কহিতে ডরাই।
দেশের বিচারে পাছে হারায়ে হারাই॥
কথায় যে জিনে সুধা মুখে সুধাকর।
হাসিতে তড়িৎ জিনে পয়োধরে হর॥ (২)
জিনিলেক এতজনে যে জন বিচারে।
দেখ লো লজ্জার হাতে সেই জন হারে॥
হারিয়া লজ্জার হাতে কথা নাহি যায়।
সে কেন প্রতিজ্ঞা করে করিতে বিচার॥
রতির সহিত দেখা হইবে যখন।
কেবা হারে কেবা জিনে বুঝিব তখন॥
অধোমুখী সুমুখী অধিক পায় লাজ।
সাক্ষী হৈও সখিগণ কহে যুবরাজ॥
সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য দিতে তোমার উত্তর॥

---

(১) বিরোধাভাস অলঙ্কার।

(২) মিষ্টকথা দ্বারা সুধাকে, বদনে চন্দ্রকে, হাস্যতে তড়িৎকে এবং কুচযুগ মহাদেবকে পরাস্ত করিয়াছে।

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার॥ (১)
কি কব ঠাকুরঝিরে ধরিয়াছে লাজ।
নহিলে উত্তর ভাল পেতে যুবরাজ॥
শুনিয়া ঈষদ্‌হাসি কহিছে সুন্দর।
বলহ ঠাকুরঝিরে কি দেন উত্তর॥
সখী সম্বোধনে বিদ্যা কহে মৃদুস্বরে।
মন চুরি কৈল চোর সিঁধ দিয়া ঘরে॥
চোর-বিদ্যা বিচার আমার নহে পণ।
চোর সহ বিচার কি করে সাধুজন॥
সুন্দর বলেন ভাল বিচার এ দেশে।
উলটিয়া চোর গৃহী বান্ধে বুঝি শেষে॥
কটাক্ষেতে মন চুরি করিলেক যেই।
মাটি কাটি তপাসিতে (২) চোর বলে সেই॥
চোর ধরি নিজ ধন নাহি লয় কেবা।
আমি নিজ চোরে দিব বাকী আছে যেবা॥
এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাচি।
কি করি দুজনে মনে করে আঁচাআঁচি॥
হেনকালে ময়ূর ডাকিল গৃহ পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে॥
শুনিয়া সুন্দর রায় ইঙ্গিতে বুঝিল।
সখী উপলক্ষ মাত্র মোরে জিজ্ঞাসিল॥

(১) অর্থাৎ সমানে সমানে বাক্যালাপ হইলেই উত্তম হয় যেমন হীরা মেষের শৃঙ্গে পতিত হইয়া তীক্ষ্ণধার চ্যুত হয়।

(২) অনুসন্ধান করিতে।

ইহার উত্তর দিতে হৈল ত্বরা করি।
কহিছে ভারত শ্লোক শুন লো সুন্দরি॥

গোমধ্য মধ্যে মৃগগোধরে হে
সহস্র গোভূষণ কিঙ্করাণাম্।
নাদেন গোভৃচ্ছিখরেষু মত্তা
নদন্তিগোকর্ণশরীরভক্ষাঃ॥

গো শব্দ নানার্থ অভিধানে দেখ ধনি।
এ শ্লোক গো শব্দে সিংহলোচন ধরণি॥
সিংহের মাজার (১) সম মাজার বলন।
মৃগের লোচন সম তোমার লোচন॥
সহস্রলোচন ইন্দ্র দেবরাজ ধীর।
তাহার কিঙ্কর মেঘ গরজে গভীর॥
মেঘের শুনিয়া নাদ মাতি কামশরে।
পর্ব্বত ধরণীধর তাহার শিখরে॥
লোচন শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহঙ্গ॥
শুনিয়া আনন্দে ধনী নানার্থ ঘটায়।
বুঝিলাম মহাকবি শ্লোকের ছটায়॥
কিন্তু এক সন্দেহ ভাঙ্গিতে হয় আশ।
এখনি করিল কিবা আছিল অভ্যাস॥
পুন জিজ্ঞাসিলে যদি পুন ইহা পড়ে।
তবেত অভ্যাস ছিল এ কথা না নড়ে॥
এত ভাবি কহে বিদ্যা সখী সম্বোধনে।
না শুনিনু না বুঝিনু ছিনু অন্য মনে॥

---

(১) কটিদেশ।

সুন্দর বলেন যদি তুমি দেহ মন।
যত বল তত পারি নূতন রচন॥

স্বযোনি ভক্ষধ্বজ সম্ভবানাং
শ্রুত্বা নিনাদং গিরিগহ্বরেষু।
তমোহরিবিম্ব প্রতিবিম্বধারী
রুরাব কান্তে পবনাঁশনাশঃ॥

আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত গহ্বরে বিরহির পরমাদ॥
পবন-অশন (১) পদে বুঝহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে ময়ূর বিহঙ্গ॥
তমঃ অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পিছে চাঁদ-ছাঁদ ডাকিলেক সেই॥
শ্লোক শুনি সুন্দরীর রসে মন টলে।
ইহার অধিক আর হারি কারে বলে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার আদি সাধ্য সাধন সাধক॥
মধ্যবর্ত্তী হইলা মদন পঞ্চানন।
যার সঙ্গে ছয় ঋতু ছয় দরশন॥
কোকিল ভ্রমর চন্দ্র মলয় পবন।
ময়ূর চকোর আদি সঙ্গে পড়োগণ॥

---

(১) ভোজন।

আত্মতত্ত্বে (১) পূর্ব্বপক্ষ করিলা সুন্দর ।
সিদ্ধান্ত করিতে বিদ্যা হইলা ফাঁফর ॥
বিচারের কোটি(ই) মনে ছিল লক্ষ লক্ষ ।
কিছু স্ফূর্ত্তি না হয় সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ ॥ (২)
বেদান্ত একাত্মবাদি দ্যাত্মবাদি তর্ক ।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
বৈশেষিকে (৩) বিশেষ কহিতে কিছু নারে ।
পাতঞ্জলে (৪) মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥
সাংখ্যেতে (৫) কি সংখ্যা হবে আত্ম নিরূপণ ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার ।
স্ত্রীলোকে করিতে নারে শ্রুতির বিচার ॥
শ্রুতির বিচারে বিদ্যা অবাক্ হইল ।
মধ্যবর্ত্তি ভট্টাচার্য্য হারি কয়ে দিল ॥
দুই এক কথা যদি আনয়ে ভাবিয়া ।
মধ্যস্থ মুদ্দাই হয়ে দেয় ভুলাইয়া ॥
সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত ।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন ।
তত্ত্বস্থ (৬) বাদরায়ণে (৭) প্রমাণ লিখন ॥

(১) জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিষয়ক জ্ঞানকাণ্ডীয় শাস্ত্র
(২) কোটি, প্রথমপক্ষ।
(৩) ষড়্দর্শন মধ্যে দর্শন বিশেষ।
(৪) পাতঞ্জল মুনি প্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ।
(৫) ষড়্দর্শনের মধ্যে এক দর্শন।
(৬) যথার্থ তত্ত্ব বলিতে হইল। (সংস্কৃত)
(৭) মুনি বিশেষ প্রণীত শাস্ত্র।

রায় বলে এক আত্মা তবে তুমি আমি।
বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালা॥
ত্রাস্ত হয়ে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়।
বিয়া কর বর কন্যা রাত্রি বয়ে যায়॥

বিদ্যাসুন্দরের কৌতুকারম্ভ।

নব নাগরী নাগর বিহরে।
লাজ ভয়ে আর কি করে॥
সময় পাইল, মদনে মাতিল,
কোকিল কোকিলা কুহরে।
রসে গরগর, অধরে অধর,
ভ্রমর ভ্রমরী গুঞ্জরে॥
সখিগণ সঙ্গে, গায় নানারঙ্গে,
অনঙ্গের অঙ্গ সঞ্চরে।
রাধাকৃষ্ণে রাস, হাস পরিহাস,
ভারত উল্লাস অন্তরে॥ ধ্রু॥
বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার॥
কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য্য হৈল পঞ্চশর॥
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঋতু ছয়জন।
বাদ্যকরে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুরে গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায়॥

ধিক্ ধিক্ অধিক আছিল সখী তায়।
নিশ্বাস আতসবাজী উত্তাপে (১) পলায় ॥
নয়ন অধর কর জঘন চরণ।
দোঁহার কুটুম্ব সুখে করিছে ভোজন ॥
বুঝহ চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার।
ইতঃপর কহি শুন প্রকাশ ইহার ॥
পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চূয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটী পূরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।
রাখে সহচরী পূরি কনকের থালা ॥
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।
নানাদ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥ (২)
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মোরছল শ্বেত চামর ললিত ॥ (৩)
মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বান্ধি খিলি সাজাইয়া ॥
রাখে লঙ্গ এলাচী জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন (৪) আলম্বন (৫) সম্ভোগের বল ॥
প্রথম বৈশাখ শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী।
সুগন্ধ মারুত মন্দ নিরমল শশী ॥

---

(১) কামের উদ্রেক হেতু উভয়ের নিশ্বাস উত্তাপিত হওয়াতে সখিগণ লজ্জায় পলায়ন করিল; এখানে গ্রন্থকর্ত্তা উক্ত নিশ্বাসকে আতস বাজীর সহিত উপমা দিয়াছেন, যেহেতু বিবাহেতে আতসবাজীও ব্যবহার করিয়া থাকে।

(২) নেয়াপাতি। (৩) মনোহর। (৪) প্রকাশন, তাপক বিভাব বিশেষ। (৫) অবলম্বন, আশ্রয়, বিভাব বিশেষ।

কোকিল কোকিলা মুখে মুখ আরোপিয়া।
কুহু কুহু রব করে মদনে মাতিয়া॥
মুখে মুখে মধুকর মধুকর বঁধু।
গুন গুন গুঞ্জরে মাতিয়া পিয়া মধু॥
চন্দ্রের অমৃত পিয়া মাতিয়া চকোর।
চকোরী সহিত খেলে কামরসে ভোর॥
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন॥
মন্দিরা বাজায় কেহ বাজায় মৃদঙ্গ।
আলাপি বসন্ত ছয় রাগিণীর সঙ্গ॥
বীণা বাঁশী তম্বুরা রবাব (১) কপিনাশ। (২)
বাজাইয়া সপ্তস্বরা (৩) স্বরের প্রকাশ॥
অঙ্গুলে ঘুঙ্গুর বাজে বাজায় মোচঙ্গ।
সম্ভোগ শৃঙ্গার-রসে লেগে গেল রঙ্গ॥
প্রস্তাব মূর্চ্ছনা গ্রামে শ্রুতি মিশাইয়া।
সঙ্গীতে পণ্ডিত কবি মোহিত শুনিয়া॥
মোহিত সখীর গীতে হারাইয়া জ্ঞান।
বীণা বাজাইয়া রায় আরম্ভিলা গান॥
সুন্দরের গান শুনি সুন্দরী মোহিলা।
মিশায়ে বীণার স্বরে গাইতে লাগিলা॥
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেমরসে মাতিল মদন॥
কামমদে মাতাল দেখিয়া দুইজনে।
যন্ত্র তন্ত্র ফেলায়ে পলায় সখিগণে॥
লাজে পলাইল লাজ ভয়ে ভাগে ভয়।
লোভেতে আইল লোভ গুণাকর কয়॥

(১) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। (২) বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।
(৩) পরিবাদিনী বীণা।

বিহারারম্ভ।

নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া।
পরিধান ধূতী পড়িছে খসিয়া ॥
তরুণী ধরিয়া হৃদয়ে লইল।
নলিনী যেন মত্তকরী ধরিল ॥
মুখ চুম্বই চাঁদ চকোর হয়ে।
ধনী বারই (১) অম্বর ঝাঁপি লয়ে ॥
কুচ-পদ্মকলী করিরাজ করে।
ধরিতে তরুণী পুলকে শিহরে ॥
নৃপনন্দন পিন্ধনবাস হরে।
রমণী অমনি প্রিয় হাত ধরে ॥
বিনয়ে করপদ্ম করে ধরিয়া।
কহিছে তরুণী করুণা করিয়া ॥
ক্ষম হে পতি হে বঁধু হে প্রিয় হে।
নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥
রতি এমন কেমন জানি কবে।
প্রভু আজি ক্ষমা কর কালি হবে ॥
তুমি কামরণে রণপণ্ডিত হে।
করুণা কর না কর পীড়িত হে ॥
চরণে ধর কি চরণে ধরিব।
যদি জোর কর মরমে মরিব ॥
রস লাভ হবে রহিয়া কুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥
যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু।
পর ফুল্লফুলে কর পান মধু ॥

(১) বারণ করিতে লাগিল

রস না হইবে করিলে রগড়া।
অলি নাহি করে মুকুলে ঝগড়া॥
নখ আঁচড় লাগিল দেখ কুচে।
জ্বলিছে রুধিরে দুঃখ নাহি ঘুচে॥
গুণসাগর নাগর আগর হে। (১)
নট না কর না কর না কর হে॥
শুনি সুন্দর সুন্দরীরে কহিছে।
তনু মোর মনোজশরে দহিছে॥
তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
ভয় না কর না কর না কর লো॥
কুচশম্ভু শিরে নখ চন্দ্রকলা। (২)
বড় শোভিল ছাড়হ ঠাট ছলা॥
কুচ হেম-ঘটে নখ রক্তছটা।
বলিহারি সুরঙ্গ প্রবাল ঘটা॥
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া ভ্রমরা পশিল কমলে॥
রতিরঙ্গরণে মাতিলা দুজনে।
দ্বিজ ভারত তোটকছন্দ ভণে॥

বিহার।

খেলে রে সুন্দর সুন্দরী রঙ্গে।
বিষম কুসুম শর, খর শর জর জর,
তর তর থর থর অঙ্গে॥ ধ্রু॥

(১) সাবধান। (২) রূপকালঙ্কার; কুচরূপ শম্ভু—তাঁহার মস্তকে নখক্ষতরূপ চন্দ্রকলা।

রতি মদ সাগর, নাগরী নাগর,
সুন্দরী সুন্দর কোলে।
চুম্বন বদন, মদন রস মোহিত,
লোহিত কুচ নেত (১) চোলে॥
রতি মদসাগর, নাগরী নাগর,
নিরখি নিরখি দুই ঠাটে।
রাখিতে নিজ ঘর, রতি রতিনায়ক,
কুলপিল কুলুপ কপাটে॥
ঝম্পই সঘন, নিতম্ব ধরাধর,
অধর ধরাধরি দন্তে।
জঘন জঘন'পর, হৃদয় হৃদয় মিলি,
মাতিল সমর দুরন্তে॥
ঝন ঝন কঙ্কণ, রুণু রুণু নূপুর,
ঘুনু ঘুনু ঘুঙ্গুর বোলে।
লটপট কুন্তল, কুণ্ডল ঝলমল,
পুলকিত ললিত কপোলে॥
শ্বাস পবন ঘন, ঘন ঘন খেলই,
হেলই সঘন নিতম্বে।
দংশই দশন, দশন মধুরাধর,
দুহু তনু দুই অবিলম্বে॥
দুহু ভুজ পাশহি, দুহু জন বন্ধন,
সম রস অবশ দু অঙ্গে।
দুহু তনু ঝম্পন, কম্পন ঘন ঘন,
উথলিল মদন তরঙ্গে॥
নব বয় নাগর, নাগরী নব বয়,
চির দিন ভুক্ পিয়াসা।

---

(১) বস্ত্র বিশেষ, ছিন্নবস্ত্র। চোলা কঞ্চুলিকা, কাঁচুলি

সময় কড়াকড়, অঝড় ঝড়াঝড়,
তাবত যাবত আশা ॥
পূরণ আহুতি, অনল নিভায়ল,
রতিপতি হোম নিবাড়ে।
বরষিল মেঘ, ধরণী ভেল শীতল,
ঝড় দল বাদল ছাড়ে ॥
চুম্বন চুচুকৃতি, শীৎকৃতি (১) শিহরণ,
কোকিল কুহরে গলায়ে।
সম অবলম্বন, বালিশ আলিশ,
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে ॥
অলস অবশ, দুই অঙ্গ অচেতন,
ক্ষণ রহি চেতন পায়ে।
উপজিল হাস, বাস পরি সম্ভ্রম,
রসবতী বাহিরে যায়ে ॥
সহচরীগণ, যদি সন্নিধি আইল,
নম্রমুখী অতি লাজে।
ভারতচন্দ্র কহে, শুনহ সুন্দরি,
লাজ কর কোন কাজে ॥

সুন্দরের বিদায় ও মালিনীকে প্রতারণা।

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥
তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায়।

---

(১) কম্প।

চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো, এই রাধিকায়॥
তুমি যে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ, বঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে, না কহিও কারো কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুলিয়ো তায়॥ ধ্রু॥

রসিক রসিকা সুখে যুবক-যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধ মালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায়॥
সহচরী চামর বাজন করে অঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥
আসি বলি বাসায় বিদায় হৈল রায়।
কুমুদ মুদিল আঁখি চন্দ্র অস্ত যায়॥ (১)
বিদ্যা বলে কেমনে বলিব যাহ প্রাণ।
পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান॥
এ নয়ন-চকোর ও মুখ-সুধাকর।
না দেখে কেমনে রবে এ চারি প্রহর॥
বিরহ দহন দাহে যদি থাকে প্রাণ।
রজনীতে করিব ও মুখসুধা পান॥
রায় বলে আমি দেহ তুমি সে জীবন।
বিচ্ছেদ তখন হবে যখন মরণ॥
যে কথা কহিলে তুমি ও কথা আমার।
তোমার কি আমার কি ভাব আরবার॥

(১) চন্দ্র অস্তাচলে গমন করিলে কুমুদিনী মুদ্রিত হইল অর্থাৎ সুন্দর চন্দ্র প্রস্থান করিলে বিদ্যা কুমুদিনী নয়ন মুদ্রিত করিলেন।

এত বলি বিদায় হইলা খুথি (১) ধরি।
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥
পদ্মবন প্রমুদিত সমুদিত রবি।
মালিনীর নিকেতনে দেখা দিলা কবি ॥
করিয়া প্রভাত-ক্রিয়া দামোদর-তীরে।
স্নান পূজা করি গেলা হীরার মন্দিরে ॥
মালিনী তুলিয়া ফুল গাঁথিলেক মালা।
রাজবাড়ী গেলা সাজাইয়া সাজি ডালা ॥
যোগায়ে যোগান ফুল মালা সবাকার।
বিদ্যার মন্দিরে গেল বিদ্যুত আকার ॥
স্নান করি বসিয়াছে বিদ্যা বিনোদিনী।
নিকটে রাখিয়া মালা বসিলা মালিনী ॥
সখিগণে সুন্দরী কহিলা আঁখি ঠারে।
রাত্রির সংবাদ কেহ না কহ ইহারে ॥
বুঝিয়াছি কালি মাগী পাইয়াছে ভয়।
ভাবিয়া উত্তর কাল মায়ে পাছে কয় ॥
ভবিষ্যত ভাবি কেবা বর্ত্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে ॥
বিদ্যা বলে আগো আই জিজ্ঞাসি তোমায়।
আনিতে এথায় তারে কি কৈলা উপায় ॥
হীরা বলে আমি ঠেকিলাম ভাল দায়।
কেমনে আনিতে বল শুনে ভয় পায় ॥
তারে গিয়া কহিলাম তোমার বচনে।
সে বলে বিদেশী আমি যাইব কেমনে ॥
কোন্ মতে কোন পথে কেমনে আনিবে।
কে দেখিবে কে শুনিবে বিপাকে মজিবে ॥

(১) দাড়ি, চিবুক।

কি জানি কি বুঝিয়াছ কি আছে কপালে
মজাইবে মিছা কাজে পরের ছাবালে ॥
মিছা ভয় করিয়া না কহ বাপ মায়।
আমি কহিবারে চাহি মানা কর তায় ॥
বুঝিয়া আপনি কর যেবা মনে ভায়।
ধর্ম্ম জানে আমি নহি এ সব কথায় ॥
বিদায় হইয়া হীরা নিবাসে আইল।
পূর্ব্বমত বাজার করিয়া আনি দিল ॥
রন্ধন ভোজন করি বসিলা সুন্দর।
মালিনীরে কন কথা সহাস অন্তর ॥
বাঁচাও হিতাশি মাসী উপায় বলিয়া।
যাইব বিস্তার ঘরে কেমন করিয়া ॥
হীরা বলে রাজপুত্র বট বিদ্যাবান।
কেমনে যাইবা দেখি কর অনুমান ॥
হাজার হাজার লোকে রাখে যার পুরী।
কেমনে তাহার ঘরে হইবেক চুরী ॥
আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥
রাজাকে রাণীকে কয়ে ঘটাইতে পারি।
চুপে চুপে কোনরূপে আমি ইহা নারি ॥
কোন পথে কোন মতে কেবা লয়ে যাবে
কি পাকে বিপাকে ঠেকি পরাণ হারাবে ॥
লুকায়ে করিতে কাজ চুজনারি সাধ।
হায় বিধি ছেলেখেলা একি পরমাদ ॥
আপনি মজিবে আরো মোরে মজাইবে।
কার ঘাড়ে দুটো মাথা এ কর্ম্ম করিবে ॥
এত বলি মালিনী আপন কাজে যায়।
সুড়ঙ্গ কিরূপে ছাপে ভাবিছেন রায় ॥

বোলে চালে গেল দিবা আইল যামিনী।
বৈকালি সামগ্রী আনি দিলেক মালিনী॥
সুন্দর বলেন মাসী বুঝিনু সকল।
যত কথা কয়েছিলে কথা সে কেবল॥
বিদ্যার সহিত নাহি মিলাইয়া দিলে।
ভুলাইয়া ভাল মালা গাঁথাইয়া নিলে॥
যত আশা ভরসা সকল হৈল মিছা।
এখন দেখাও ভয় জুজু হাপ্পা বিছা॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥
শেষে ফাঁকী আগে দিয়া কথার কোলানী। (১)
বুঝা গেল ভাল মাসী বুনিপো ভুলানী॥
মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা॥
কুণ্ড কাটিয়াছি মাসি তোমার মন্দিরে।
একটা সাধন আছে সাধিব কালীরে॥
রজনীতে তুমি মোর না কর সন্ধান।
যাবত সাধন মোর নহে সমাধান॥
এত বলি দুই দ্বারে খিল লাগাইয়া।
বিদ্যার মন্দিরে গেলা শুকেরে কহিয়া॥
বুঝহ চতুর সব কি এ চতুরালী।
কুটিনীরে ফাঁকী দিয়া করে নাগরালী॥
যেমন নাগর ধূর্ত্ত তেমনি নাগরী।
সেবার কারণ মাত্র জানে সহচরী॥
গীত বাদ্য কৌতুকে মজিয়া গেল মন।
মত্ত দেখি দুজনে পলায় সখিগণ॥

(১) অভ্যর্থনা

ভারত কহিছে ভাল চুরি কৈলি চোর।
সাধুলোক চোর হয় চুরি শুনে তোর॥

বিপরীত বিহারারম্ভ।

সুন্দরীর করে ধরি, সুন্দর বিনয় করি,
কহে শুন, শুন প্রাণেশ্বরি।
আদি দিন দুপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে,
কমলিনী বান্ধিয়াছে করী॥
গিরি অধোমুখে কাঁদে, এ কথা কহিতে চাঁদে,
কুমুদিনী উঠিল আকাশে।
সে রস দেখিতে শশী, ভূতলে পড়িল খসি,
খঞ্জন চকোর মিলি হাসে॥
কি দেখিনু আহা আহা, আর কি দেখিব তাহা,
না জানি ঘটাবে বিধি কবে।
তুমি কন্যা এ রাজার, তোমারি এ অধিকার,
দেখাও যদ্যপি দেখি তবে॥
বিদ্যা বলে মহাশয়, এ না কি সম্ভব হয়,
রায় বলে দেখিনু প্রত্যক্ষ।
এ দুঃখে যদ্যপি তার, এখনি দেখাতে পার,
কি কর সিদ্ধান্ত পূর্ব্বপক্ষ॥
সুন্দরী বুঝিয়া ছলে, মুচকি হাসিয়া বলে,
বড় অসম্ভব মহাশয়।
শিলা জলে ভাসি যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়॥
রায় বলে আমি করী, তুমি কমলিনীশ্বরী,
বান্ধহ মৃণাল ভুজপাশে।

আমি চাঁদ পড়ি ভূমি, ফুল্ল কুমুদিনী তুমি,
উঠ মোর হৃদয় আকাশে ॥
নয়ন খঞ্জন মোর, নয়ন চকোর তোর,
দুহে মিলে হাসিবে এখনি।
ঘাম ছলে কুচগিরি, কাঁদিবেক ধীরি ধীরি,
করি দেখ বুঝিবে তখনি ॥
শুনি মনে মনে ধনী, বাখানে নাগর-মণি,
বিনা মূলে কিনিয়ে আমারে।
অন্তরে না সহে ব্যাজ, বাহিরে বাড়ায় লাজ,
এড় মেনে হারিনু তোমারে ॥
পুরুষের ভার যাহা, রমণী কি পারে তাহা,
তুলিতে আপন ভার ভারি।
আজি জানিলাম দড়, পুরুষ নির্লজ্জ বড়,
লাজে বাধে নৈলে কৈতে পারি ॥
শিখিয়াছ যার কাছে, তাহার এ গুণ আছে,
সে মেনে কেমন মেয়ে বটে।
ভাল পড়া পেয়েছিল, ভাল পড়া পড়াইল,
লাভে হৈতে মোরে ফের ঘটে ॥
লাজ নাহি চল, চল, কেমনে এমন বল,
পুরুষের এত কেন ঠাট।
যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে,
কে কোথা দেখেছে হেন নাট ॥
চেতাইলে বুঝি চেত, যৌবনে অলস এত,
বুড়া হৈলে না জানি কি হবে।
ক্ষমা কর ধরি পায়, বিফলে রজনী যায়,
নিদ্রা যাও নিদ্রা যাই তবে ॥
আমারে বুঝাও ভাবে, এ কর্ম্মে কি সুখ পাবে,
আমি কিছু না পাই ভাবিয়া।

হৃদয়ের রাজা হয়ে, চোর হেন হেঁটে রয়ে,
কিবা লাভ নিগ্রহ সহিয়া ॥
করিয়া সুখের নিধি, পুরুষে গড়িল বিধি,
দুঃখ হেতু গড়িল তরুণী।
তাহা করি বিপরীত, কেন চাহ বিপরীত,
একি বিপরীত কথা শুনি ॥
রায় বলে পুনঃ পুনঃ, সাধিলে যদি না শুন,
অরণ্যে রোদনে কিবা ফল।
কথায় বুঝিনু কাজ, আমা হৈতে প্রিয় লাজ,
লাজ লয়ে করহ কৌশল ॥
দিয়াছি যে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন,
সে সব ফিরিয়া মোরে দেহ।
কল্যাণ করুন কালী, নাহি দিও গালাগালি,
দেশে যাই মনে রেখ স্নেহ ॥
হাসি ঢলে পড়ে ধনী, কি বলিলা গুণমণি,
ফিরে দিব চুম্ব আলিঙ্গন।
একি কথা বিপরীত, দুই মতে বিপরীত,
দায়ে কাটে কুমড়া যেমন ॥
না দেখি না শুনি কভু, যদি ইহা হবে প্রভু,
না পারিব থাকিতে প্রদীপ।
ভারত দিলেন সায়, যে কর্ম্ম করিবে তায়,
অপ্রদীপ করিলে প্রদীপ ॥

বিপরীত বিহার।

মাতিল বিদ্যা বিপরীত রঙ্গে।
সুন্দর পড়িল প্রেমতরঙ্গে ॥
আলু থালু লাজে কবরী খসি।
জলদের আড়ে লুকায় শশী ॥

লাজের মাথায় হানিয়া বাজ।
সাধয়ে রামা বিপরীত কাজ॥
ঘন অবিলম্ব নিতম্ব দোলে।
ঘুনু ঘুনু ঘন ঘুঙ্গুর বোলে॥
আবেশে ছাঁদি ধরে ভুজযুগে।
মুখ পূরে মুখকর্পূর পূগে॥ (১)
ঝন ঝন ঝন কঙ্কণ বাজে।
রন রন রন নূপুর গাজে॥
দংশয়ে পতির অধরদলে।
কপোত কোকিলা (২) কুহরে গলে॥
উথলিল কামরস জলধি।
কত মত সুখ নাহি অবধি॥
ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জর জর করে কটাক্ষবাণে॥
থর থর ধনী আবেশে কাঁপে।
অধীরা হইয়া অধর চাপে॥
ঝর ঝর ঝরে অঙ্গের ঘাম।
কোথায় বসন ভূষণ দাম॥ (৩)
তনু লোমাঞ্চিত শীৎকার মুখে।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া চাপয়ে সুখে॥
অটল আছিল টলিল রসে।
অবশ হইয়া পড়ে অলসে॥
পড়িল দেখিয়া উঠে নাগর।
আহা মরি বলি চুম্বে অধর॥

(১) সুপারী।
(২) শৃঙ্গারকালীন স্ত্রীলোকের স্বর বিশেষ।
(৩) সমূহ।

অবশ ছুঁহে মুখ মধু খেয়ে।
উঠিল ক্ষণেকে চেতন পেয়ে ॥
জর জর দুই বীরের ঘায়।
রতি লয়ে রতিপতি পলায় ॥
এইরূপে নিত্য করে বিহার।
ভারত ভারতী রসের সার ॥
কৃষ্ণচন্দ্রাজ্ঞায় ভারত গায়।
হরি বল পালা হইল সায় ॥

ইতি মঙ্গলবারের নিশাপালা।

দরের সন্ন্যাসীবেশে রাজদর্শন

বড় রসিয়া নাগর হে।
গভীর গুণসাগর হে ॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী,
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী,
অবধূত জটা ধর হে।
কখন যেটেল কখন কাঁড়ারী,
কখন খেটেল কখন ভাঁড়ারী,
কখন লুটেরা কখন পসারী,
কভু চোর কভু চর হে ॥
কখন নাপিত কখন কাঁসারী,
কখন সেকরা কখন শাঁখারী,
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী,
তেলী মালী বাজীকর হে।

কখন নাটক কখন চেটক, (১)
কখন ঘটক কখন পাঠক,
কখন গায়ক কখন গণক,
ভারতের মনোহর হে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে কবি কোলে করিয়া কামিনী।
কামরসে করে ক্রীড়া প্রত্যহ যামিনী ॥
কৌতুকে কামিনী লয়ে যামিনী পোহায়।
দিবসে কি রসে রব ভাবয়ে উপায় ॥
টাকা লয়ে বাজার বেসাতি করে হীরা।
লেখা জোখা তাহার জিজ্ঞাসা নাহি ফিরা ॥
রন্ধন ভোজন করি ক্ষণেক শুইয়া।
নগর ভ্রমণে যায় দ্বারে কুঁজি দিয়া ॥
আগে হৈতে বহুরূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেশে ব্রহ্মচারী ॥
রায় বলে কার্য্যসিদ্ধি হইল আমার।
এখন উচিত দেখা করিতে রাজার ॥
দেখিব রাজার সভা সভাসদ্‌গণ।
আচার বিচার রীতি চরিত্র কেমন ॥
সন্ন্যাসীর বেশে গেলে আদর পাইব।
বিদ্যার প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিব ॥
সাত পাঁচ ভাবি সন্ন্যাসীর বেশ ধরে।
পরচুল জটাভার ভস্ম কলেবরে ॥

(১) ভাঁড়। নায়ক বিশেষ, যে নায়ক রুষ্টা নায়িকাকে তুষ্টবাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করে।

করে (১) করে কমণ্ডলু স্ফটিকের মালা ।
বিভূতির গোলা হাতে কান্ধে মৃগছালা ॥
কটিতে কৌপীন ডোর রাঙ্গা বহির্ব্বাস ।
মুখে শিবনাম তেজঃ সূর্য্যের প্রকাশ ॥
উপনীত হৈলা গিয়া রাজার সভায় ।
উঠিয়া প্রণাম করে বীরসিংহ রায় ॥
নারায়ণ নারায়ণ স্মরে কবিরায় ।
শ্বশুরে প্রণাম করে এত বড় দায় ॥
আর সবে প্রণমিল লুটিয়া ধরণী ।
বিছাইয়া মৃগছালা বসিলা আপনি ॥
সভাসদ জিজ্ঞাসয়ে শুনহ গোঁসাই ।
কোথা হৈতে আসন (২) আসন (৩) কোন ঠাঞি ॥
নগরে আইলা কবে কোথা উত্তরিলা ।
জিজ্ঞাসা করেন রাজা কি হেতু আইলা ॥
সন্ন্যাসী কহেন থাকি বদরিকাশ্রমে ।
আসিয়াছি যাব গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥
এ দেশে আসিয়া এক শুনিনু সংবাদ ।
আইলাম বাপারে করিতে আশীর্ব্বাদ ॥
রাজার তনয়া নাকি বড় বিদ্যাবতী ।
শুনিলাম রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
করিয়াছে প্রতিজ্ঞা সকলে বলে এই ।
যে জন বিচারে জিনে পতি হবে সেই ॥
অনেকে আসিয়া নাকি গিয়াছে হারিয়া ।
দেখিতে আইনু বড় কৌতুক শুনিয়া ॥
বুঝিব কেমন বিদ্যা বিদ্যায় অভ্যাস ।
নারীর এমন পণ একি সর্ব্বনাশ ॥

(১) হস্তে । (২) আগমন । (৩) অবস্থিতি ।

বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম দাস হব তারি॥
গুরু কাছে মাথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায়॥
ধরাইব জটাভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল॥
তীর্থব্রতে লয়ে যাব দেশ দেশান্তরে।
এমন প্রতিজ্ঞা যেন নারী নাহি করে॥
কাণাকাণি করে পাত্রমিত্র সভাসদ।
রাজা বলে এ কি আর ঘটিল আপদ॥
তেজঃপুঞ্জ দারুণ সন্ন্যাসী দেখি এটা।
হারাইলে ইহার মুড়াবে জটা কেটা॥
হারিলে ইহাকে নাকি বিদ্যা দেওয়া যায়।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়॥
সন্ন্যাসী কহেন কিবা ভাবহ এখন।
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন॥
রাজা বলে গোসাই বাসায় আজি চল।
করা যাবে যুক্তিমত কালি যেবা বল॥
সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার॥
সে দিন বিদায় কৈল এমনি কহিয়া।
বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া॥
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোর তোর প্রতিজ্ঞায়॥

যত রাজপুত্র আনি গলায় হারিয়া ।
অভাগী বিদ্যার ভাগ্যে বুঝি নাই বিয়া ॥
এসেছে সন্ন্যাসী এক করিতে বিচার ।
হারাইয়া হারিবা হইল দুই ভার ॥
বিদ্যা বলে আমার বিচারে কাজ নাই ।
এমনি থাকিব আমি যে করে গোসাই ॥
সন্ন্যাসীর রজনীতে বিদ্যা লয়ে রঙ্গ ।
দিবসে রাজার কাছে বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥
সভাসদ সকলেরে জিনিয়া বিচারে ।
প্রত্যহ সন্ন্যাসী কহে আনহ বিদ্যারে ॥
প্রত্যহ কহেন রাজা আজি নহে কালি ।
তেজস্বী দেখিয়া ভয় পাছে দেয় গালি ॥
এইরূপে ধূর্ত্তরাজ করে ধূর্ত্তপনা ।
বহুরূপ চিনিতে না পারে কোন জনা ॥
ভারত কহিছে ভাল চোরের চলনি ।
রাজা রাজচক্রবর্ত্তী চোর চূড়ামণি ॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের রহস্য ।

নাগরী কেন নাগরে হেলিলে ।
জানিয়া আনিয়া মণি টানিয়া ফেলিলে ॥
আপনি নাগর রায়, সাধিল ধরিয়া পায়,
মঙ্গল কলস হায়, চরণে ঠেলিলে ।
পুরুষ পরশমণি, (১) যারে ছোঁবে সেই ধনী,
মণি ছাড়া যেন ফণী, তেমনি ঠেকিলে ॥
নলিনী করিয়া হেলা, ভ্রমরে না দেয় খেলা,
সে করে কুমুদে মেলা, কি খেলা খেলিলে ।

(১) যাহা স্পর্শ করিলে লৌহ সুবর্ণত্ব পায় ।

মান তারে পরিহার, সাধি আন আরবার,
গুমানে কি করে আর, ভারত দেখিলে ॥ ধ্রু ॥

এক দিন সুন্দরে কহিলা বিদ্যা হাসি।
আসিয়াছে বড় এক পণ্ডিত সন্ন্যাসী ॥
আমারে লইতে চাহে জিনিয়া বিচারে।
শুনিনু বাপের মুখে জিনিল সভারে ॥
রায় বলে কি বলিলা আর বলো নাই।
আমি জানি পরম পণ্ডিত সে গোসাই
যবে আমি হেথা আসি দেখা তার সঙ্গে।
হারিয়াছি তার ঠাই শাস্ত্রের প্রসঙ্গে ॥
কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥
বিদ্যা বলে আমার তাহাতে নাহি কাজ।
রায় বলে কি করিবে দিলে মহারাজ ॥
আমার অধিক পাবে পণ্ডিত কিশোর।
তোমার কি ক্ষতি হবে যে ক্ষতি সে মোর ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতন পাইবে।
ফিরে যদি দেখা হয় ফিরে কি চাহিবে ॥
বিদ্যা বলে এড় মেনে ঠাট কর কত।
নারীর কপাল নহে পুরুষের মত ॥
পুরাতন ফেলাইয়া নূতনেতে মন।
পুরুষে যেমন পারে নারী কি তেমন ॥
এরূপে দুজনে ঠাট কথায় কথায়।
কতেক কহিব আর পুথি বেড়ে যায় ॥
এইরূপে রজনীতে করিয়া বিহার।
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার ॥
স্নান পূজা হেতু গেল দামোদর তীরে।
ফুল লয়ে গেল হীরা রাজার মন্দিরে ॥

সন্ন্যাসীর কথা শুনি রাণীর মহলে।
আসিয়া বিদ্যার কাছে কহে নানা ছলে॥
কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরাণী।
সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে জানা জানি
কান্দিয়া কহিতে পোড়া মুখে আসে হাসি
বর নাকি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী॥
দাড়ী তার তোমার বেণির নাকি বড়।
সন্ধ্যা হৈলে ঘরে ঘরে ঘুঁটে করে জড়॥
আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায়॥
ছাই মাখে শরীরে চন্দনে বলে ছার।
দাঁড়াইলে পায় নাকি পড়ে জটাভার॥
কিবা ঢুলু ঢুলু আঁখি খাইয়া ধুতুরা।
দেখাইবে বারাণসী প্রয়াগ মথুরা॥
এত দিনে বাছিয়া মিলিল ভাল বর।
দেখিয়া জুড়াবে আঁখি সদা দিগম্বর॥
পরাইবে বাঘছাল ছাই মাখাইবে।
লয়ে যাবে তীর্থব্রতে সিদ্ধি ঘুটাইবে॥
হরগৌরী বিবাহের হইল কৌতুক।
হায় বিধি কহিতে শুনিতে ফাটে বুক॥
যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার।
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি॥
তোমা হেন রসবতী তার ভাগ্যে নাই।
কি কব তোমারে তারে না দিল গোঁসাই॥

থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে॥
বিদ্যা বলে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর॥
নিত্য নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে॥
সেই সে আমার পতি যত দিনে পাই।
সন্ন্যাসীর কপালে তোমার মুখে ছাই॥
অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মর লো নির্লজ্জ আই তুইত মাসাস॥
আধ বুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই॥
কেমনে আনিবে তারে ভাবহ উপায়।
এত বলি মালিনীরে করিলা বিদায়॥
হাসিতে হাসিতে হীরা নিবাসে আইল।
সুন্দরেরে সমাচার কহিতে লাগিল॥
শুন বাপা শুনিলাম রাজার বাড়ীতে।
সন্ন্যাসী এসেছে এক বিদ্যারে লইতে॥
জিনিয়াছে রাজসভা বিদ্যা আছে বাকী।
আজি কালি লইবে তোমারে দিয়া ফাঁকি॥
এমন কামিনী পেয়ে নারিলে লইতে।
তোমার উচিত হয় সন্ন্যাসী হইতে॥
তখনি কহিনু রাজা রাণীরে কহিতে।
কি বুঝি করিলে মানা নারিনু বুঝিতে॥
এখন্ সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেল্কীর প্রায়॥
সুন্দর বলেন মাসী একি বিপরীত।
বিদ্যা কি বলিল শুনি বলহ নিশ্চিত॥

হীরা বলে সে মেনে তোমারি দিকে আছে
এখনো কহিল লয়ে যেতে তার কাছে ॥
সুন্দর কহেন মাসী ভাব কেন তবে।
এ বড় আনন্দ মাসী আইশাশ হবে ॥
ভারত কহিছে হীরা ভয় কর কারে।
বিদ্যারে সুন্দর বিনা কেবা লৈতে পারে ॥

দিবাবিহার ও মানভঙ্গ।

এক দিন দিবাভাগে, কবি বিদ্যা অনুরাগে,
বিদ্যার মন্দিরে উপনীত।
দুয়ারে কপাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া,
দেখিয়া সুন্দর আনন্দিত ॥
রজনীর জাগরণে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
সখিগণ ঘুমায় বাহিরে।
দিবসে ভুঞ্জিতে রতি, সুন্দর চঞ্চল অতি,
অলি কি পদ্মিনী পাইলে ফিরে ॥
মত্ত হৈলা যুবরাজ, জাগিতে না সহে ব্যাজ,
আরম্ভিলা মদনের যাগ।
না ভাঙ্গে নিদ্রার ঘোর, কাম-রসে হৈয়া ভোর,
স্বপ্নবোধে বাড়ে অনুরাগ ॥
দিবসে রজনী জ্ঞান, চুম্ব আলিঙ্গন দান,
বন্ধে বন্ধে বিবিধ বন্ধান।
নিদ্রাবেশে সুখ যত, জাগ্রতে কি হয় তত,
বুঝ লোক যে জান সন্ধান ॥
সাঙ্গ হৈল রতি রঙ্গ, সুখে হৈল নিদ্রাভঙ্গ,
রাঙ্গা আঁখি ঘূর্ণিত অলসে।

বাহিরে আসিয়া ধনী, দেখে আছে দিনমণি,
ভাবে একি হইল দিবসে॥
আতিবিতি (১) ঘরে যায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
অভিমানে উপজিল মান।
দিবসে নিদ্রার ঘোরে, আলু থালু পেয়ে মোরে,
এ কর্ম্ম কেবল অপমান॥
ঘৃণা লজ্জা দয়া ধর্ম্ম, নাহি বুঝে মর্ম্ম কর্ম্ম,
নিদারুণ পুরুষের মন।
এত ভাবি মনোদুঃখে, মৌন হয়ে হেঁটমুখে,
ত্যজে হার কুণ্ডল কঙ্কণ॥ (২)
সুন্দর বুঝিল মর্ম্ম, ঘাটি হৈল এই কর্ম্ম,
কেন কৈনু হইয়া পাগল।
করিনু সুখের লাগি, হইনু দুঃখের ভাগী,
অমৃতে উঠিল হলাহল॥
কি করি ভাবেন কবি, অস্তগিরি যান রবি,
রাত্রি হৈল চন্দ্রের উদয়।
করিবারে মানভঙ্গ, কবি করে কত রঙ্গ,
ক্রোধে উপরোধ কোথা রয়॥
ছল করি কহে কবি, হের যে উদিত রবি,
বিফলে রজনী গেল রামা।

(১) শীঘ্র। (২) এই ত্রিবিধ অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন। স্ত্রীলোকদিগের পতির সহিত বিবাদ হইলে প্রায় এইরূপ ব্যবহার দেখা যায়; ইহাতে পতিত্ব পরিহার জ্ঞাপন করে অর্থাৎ যেন বিবাহ হয় নাই। রাধানাথ সেন এস্থানে বিধবাদের হার অলঙ্কার পরিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ সে কথা যথার্থ নহে। এ বিষয়ে আমাদের স্পষ্ট অর্থই মিষ্ট বোধ হয়।

তোর ক্রোধানল লয়ে, চন্দ্র আইল সূর্য্য হয়ে,
হেরে দেখ পোড়াইছে আমা ॥
কেবল বিষের ডালি, কোকিল পাড়িছে গালি,
ভ্রমর হুঙ্কার দিছে তায়।
সেই কথা দূত হয়ে, ঘরে ঘরে ফিরে কয়ে,
মন্দ মন্দ মলয়ের বায় ॥
বৃক্ষ হাসে মোর দুঃখে, সুগন্ধ প্রফুল্ল মুখে,
সব শত্রু লাগিল বিবাদে।
ভরসা তোমার সবে, তুমি না রাখিলে তবে,
কে রাখিবে এমন প্রমাদে ॥
অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড। (১)
বুকে চাপ কুচগিরি, নখাঘাতে চিরি চিরি,
দশনে করহ খণ্ড খণ্ড ॥
আঁটিয়া কুন্তল ধর, নিতম্ব প্রহার কর,
আর আর যেবা মনে লয়।
কেন রৈলে মৌনি হয়ে, গালি দেহ কটু কয়ে,
ক্রোধ কৈলে গালি দিতে হয় ॥ (২)
এরূপে সুন্দর যত, চাতুরী কহেন কত,
বিদ্যা বলে ঠেকেছেন দায়।
জানেন বিস্তর ঠাট, দেখাইব তার নাট,
কথা কব ধরাইয়া পায় ॥
ভাবে কবি মহাশয়, লঘু মধ্য মান নয়, (৩)
সে হইলে ভাঙ্গিত কথায়।

(১) অপরাধী ব্যক্তির পক্ষে উত্তম দণ্ডবিধান হইয়াছে
(২) ক্রোধের কার্য্য কটূক্তি করা প্রথা বটে।
(৩) মান তিন প্রকার—লঘু, মধ্য ও গুরু।

শুক মান বুঝি ভাবে, চরণে ধরিলে যাবে, (১)
দেখি আগে কতদূরে যায় ॥
চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে,
হাঁচিলেন নাকে কাঠি দিয়া।
চতুরা কুমারী ভাবে, জীব কৈলে মান যাবে,
জীব কব কথা না কহিয়া ॥
জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে,
তুলি পরে কনক কুণ্ডল। (২)
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধায়, বাখানে সুন্দর রায়,
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল ॥
হৃদে ধরে রাঙ্গাপদ, হ্রদে যেন কোকনদ,
নূপুর ভ্রমর ধ্বনি করে।
ভারত কহিছে সার, বলিহারি যাই তার,
হেন পদ মাথায় যে ধরে ॥

সারী শুক বিবাহ ও পুনর্ব্বিবাহ।

তোমারে ভাল জানি হে নাগর।
কহিলে বিরস হবে সরস অন্তর ॥

(১) শুক মানভঞ্জনের চরণে ধরাই অব্যর্থ উপায়।

(২) পূর্ব্ব উন্মোচিত হার কুণ্ডল ও কঙ্কণের একটি অলঙ্কার অর্থাৎ কুণ্ডল পুনঃ গ্রহণ করিয়া বিদ্যা আপন আয়তি জ্ঞাপন করিলেন, ইহাতে প্রকারান্তরে, জীব বলা হইল। এখানে রাধানাথ সেন পূর্ব্বে তিনখানি অলঙ্কার পরিত্যাগ করা এবং পরে তাহার একখানি ধারণ করা অযুক্তি বোধ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার ভ্রমমাত্র, যেহেতু তিনখানি অলঙ্কার না লইয়া একখানি লওয়াতেই আয়তিরক্ষার কার্য্য করা হইয়াছে।

যেমন আপন রীতি, পরে দেখ সেই নীতি,
ধরম করম প্রতি, কিছু নাহি ডর।
আগে ভাল বল যারে, পিছে মন্দ বল তারে,
এ কথা কহিব কারে, কে বুঝিবে পর॥
আদর কাজের বেলা, তার পরে অবহেলা,
জান কত খেলাদেলা, গুণের সাগর।
কথা কহ কত মত, ভুলায়ে রাখিবে কত,
তোমার চরিত্র যত, ভারত গোচর॥ ধ্রু॥

চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিত্য নিত্য নূতন নূতন রসে খেলা॥
সর্ব্বদা বিরল থাকে দুজনার ঘর।
কোন বাধা নাহি পথ মাটীর ভিতর॥
সুন্দর সুড়ঙ্গ পথ দেখায়ে বিদ্যারে।
লয়ে গেল একদিন হীরার আগারে॥
কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ॥
একাকী আছিল শুক একা ছিল সারী।
দুহে দুহা পেয়ে হৈল মদনবিহারী॥
সারী শুক বিহার দেখিয়া বাড়ে রাগ।
সেইখানে একবার হৈল কামযাগ॥
সাড়া পেয়ে হীরা বলে কি শুনিতে পাই।
সুন্দর বলেন শুকে দাড়িম খাওয়াই॥ (১)

(১) গ্রন্থান্তরে—"সুন্দর বলেন মাসী শুকেরে পড়াই।"
শুকপক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে সক্ষম, তাহাকে পড়াইবার প্রয়োজন সংস্থাপন করা যাইতে পারে না।

কপাটেতে খিল আঁটা দেখিতে কে পায়।
ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্মে মধু খায়॥ (১)
দুজনে আইলা পুনঃ বিদ্যার আগার।
এইরূপে নানামত করেন বিহার॥
সুন্দরীর ছিল দিবা সম্ভোগের ক্রোধ।
একদিন মনে কৈল দিব তার শোধ॥
দিবসে সুন্দর ছিল বাসায় নিদ্রায়।
সুড়ঙ্গের পথে বিদ্যা আইলা তথায়॥
নিদ্রায় অবশ দেখি রাজার নন্দন।
ধীরে ধীরে তার মুখে করিল চুম্বন॥
সিন্দূর চন্দন সতী পতি ভালে দিয়া।
দ্রুত গেলা চিহ্ন রাখি নয়ন চুম্বিয়া॥
নারীর পরশ পেয়ে নিদ্রা হৈল ভঙ্গ।
শিহরিল কলেবর নাচিল অনঙ্গ॥
আতিবিতি (২) গেল রায় বিদ্যার ভবন।
দেখে বিদ্যা খাটে বসি দেখিছে দর্পণ॥
সুন্দরে দেখিয়া বিদ্যা হাসি দেই লাজ।
এস এস প্রাণনাথ এ কি দেখি সাজ॥
কে দিয়াছে কপালেতে সিন্দূর চন্দন।
নয়নে পানের পিক দিল কোন জন॥
দর্পণে দেখহ প্রভু সত্য হয় নয়।
দর্পণে দেখিয়া কবি হইলা বিস্ময়॥

(১) যেরূপ নিকটস্থ ভেক স্বত্বেও মধুকর তাহার অজ্ঞাতসারে পদ্মিনীর মধুপান করিয়া থাকে, তদ্রূপ চতুর-চূড়ামণি সুন্দরও মালিনীকে প্রতারণা করিয়া বিদ্যার সহিত বিহার করিতেন।

(২) শীঘ্র, দ্রুত ইত্যাদি।

বিদ্যা বলে প্রাণনাথ বুঝিনু আভাস।
মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস॥
নূতন নূতন বুঝি আনি দেয় হীরা।
কতদিনে মোরে বুঝি না চাহিবে ফিরা॥
আমি হৈনু বাসী ফুল ফুরাইল মধু।
কেবল কথায় নাকি রাখা যায় বঁধু॥
অনুকূল (১) পতি যদি হয় প্রতিকূল। (২)
ধৃষ্ট (৩) শঠ (৪) দক্ষিণ (৫) না হয় তার তুল॥
এ বার বৎসর যদি কামে তনু দহে।
তবু যেন লম্পটের সঙ্গে সঙ্গ নহে॥
পর-নারী মুখে মুখ দেয় যেই জন।
তার মুখে মুখ দেয় সে নারী কেমন॥
পরের উচ্ছিষ্ট খেতে যার হয় রুচি।
তারে যে পরশ করে সে হয় অশুচি॥ (৬)

(১) নায়ক বিশেষ। যে নায়ক নিজ নায়িকার প্রতি সম্যক্ প্রকারে তুষ্ট থাকে, তাহাকে অনুকূল নায়ক কহে।

(২) যে নায়ক স্বীয় নায়িকার প্রতি অসন্তুষ্ট।

(৩) যে নায়ক আত্মদোষে নিজ নায়িকার নিকট তিরস্কৃত হইয়া পুনর্ব্বার ছলপূর্ব্বক নায়িকার অনুকূলতা প্রার্থনা করে।

(৪) যে নায়ক নিজ অঙ্গে অপর নায়িকার বিহার-চিহ্নাদি স্বত্বে ছল বাক্যদ্বারা তুষ্ট করিয়া থাকে।

(৫) যে নায়ক নিজ কুপিতা নায়িকার প্রতি অপর নায়িকার দ্বারা মনোভিলাষ সিদ্ধ হইবেক, ইহা প্রকাশ করে।

(৬) চতুরা রমণী চাতুরী পূর্ব্বক চতুর চূড়ামণির প্রতি যেরূপ ইঙ্গিতাভাস ব্যক্ত করিয়াছেন; ইহাতে ভারতের বুদ্ধি কৌশলের অসীম শক্তি প্রতীয়মান হইয়াছে, আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সুন্দর কহেন রামা কত ভর্ৎস আর।
তোমা বিনা জানি যদি শপথ তোমার॥
তোমারি সিন্দূর এই তোমারি চন্দন।
তোমার পানের পিকে রেঙ্গেছে নয়ন॥
এমনি তোমার দাগে দেগেছি কপাল।
ধুইলে না যাবে ধোয়া জীব যত কাল॥
এমনি তোমার পাশে রেঙ্গেছি নয়নে।
তোমা বিনা নাহি দেখি জাগ্রত স্বপনে॥
আপন চিহ্নিতে কেন হইলা খণ্ডিতা। (১)
লাভে হৈতে হৈলা দেখি কলহান্তরিতা॥ (২)
ভাবি দেখ বাস-সজ্জা (৩) নিত্য নিত্য হও।
উৎকণ্ঠিতা (৪), বিপ্রলব্ধা (৫) একদিন নও॥
কখন না হইল করিতে অভিসার। (৬)
স্বাধীন-ভর্তৃকা (৭) কে ব সমান তোমার॥

---

(১) যে নায়িকা নিজপতির অঙ্গে অন্য স্ত্রীর বিহার-চিহ্ন অবলোকন করিয়া দুঃখিতা হয়।

(২) যে নায়িকা নিজ পতিকে তিরস্কার করিয়া বহির্গত করতঃ পশ্চাৎ অনুতাপিতা হয়।

(৩) যে নায়িকা নায়কের আগমন প্রতীক্ষায় সুসজ্জিতা ও ভূষিতা হইয়া থাকে।

(৪) যে নায়িকা নায়কের বিলম্ব দেখিয়া ব্যগ্রতা ও অধৈর্য্যতা প্রকাশ করে।

(৫) যে নায়িকা অভিসার স্থানে উপস্থিতা হইয়া প্রিয়-দর্শন না পায়।

(৬) নায়ক নায়িকার সাঙ্কেতিক স্থান।

(৭) যে নায়িকা নিজ পতিকে প্রেমগুণে আকর্ষিত করিয়া সর্ব্বদাই অনুগত রাখে।

প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা (১) হৈতে বুঝি সাধ যায়।
নহে কেন মিছা দোষ দেখাহ আমায়॥
তোমা ছাড়ি যাব যদি অন্যের নিকটে।
তবে কেন তোমা লাগি আইনু সঙ্কটে॥
তুষ্ট হৈলা রাজসুতা শুনিয়া বিনয়।
মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
ভাঙ্গিল কন্দল দুঁহে মাতিল অনঙ্গে।
রজনী হইল সাঙ্গ অনঙ্গ প্রসঙ্গে॥
প্রভাতে হীরার ঘরে গেলেন কুমার।
এইরূপে প্রতি দিন করয়ে বিহার॥
বিদ্যার হইল ঋতু সখীরা জানিল।
বিধিমত পুষ্পিতা সুন্দর করিল॥
পদমাসে কাদাগেঁড়ু নারিনু রচিতে।
পুঁথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

বিদ্যার গর্ভ।

হালো আমার প্রাণ কেমন লো করে।
কি হৈল আমারে।
কে কবে আমার প্রাণ কহিব কাহারে॥
কারে পিরীতি কৈনু, কুল কলঙ্কিনী হৈনু,
আকুল পরাণ মোর অকূল পাথারে॥
সুজন নাগর পেয়ে, আগু পাছু নাহি চেয়ে,
আপনি করিনু প্রীতি কি দূষিব তারে॥

(১) বিদেশস্থ পতির বিরহে কাতরা।

লোকে হৈল জানাজানি, সখিগণে কাণাকাণি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে॥
যার যা'ক জাতি কুল, কে চাহে তাহার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥ ধ্রু॥
এইরূপে ধূর্ত্তপনা করিয়া সুন্দর।
করিলা বিস্তর খেলা কহিতে বিস্তর॥
দেখহ কালীর খেলা হইতে প্রকাশ।
গর্ব্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস॥
উদর আকাশে সুত চাঁদের উদয়। (১)
কমল মুদিল মুখ রজ দূর হয়॥ (২)
ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিন দিন উচ।
অভিমানে কালমুখ নম্রমুখ কুচ॥ (৩)
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির। (৪)
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির॥ (৫)

---

(১) উদররূপ আকাশে অপত্যরূপ শশধর উদিত হইল অর্থাৎ বিদ্যার গর্ব্ভের সঞ্চার হইল।

(২) চন্দ্র উদয় হইলেই কমল মুদিত হয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের ঋতুকালে উদরস্থ পদ্ম বিকসিত হয়, পরে পুরুষ সহিত রতি সম্ভোগে শুক্র পতন হইলে পদ্ম মুদিত হয়, শাস্ত্রকারেরা ইহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

(৩) সূক্ষ্ম কটি ক্রমে ক্রমে স্থূল হইতে লাগিল। ইহাতে পীনোন্নত পয়োধর অভিমানে ম্লান হইল অর্থাৎ কুচাগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ ও কিঞ্চিৎ নম্র হইল, গর্ভ সঞ্চার হইলে এইরূপ হইয়া থাকে।

(৪) স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার দেখিয়া রক্ত জল হইয়া গেল, গর্ভবতী স্ত্রীর শোণিত পাতলা হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

(৫) গর্ভিণীর শরীরের শির স্ফীত হইয়া দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

হরিদ্রা তড়িত চাঁপা সুবর্ণের শাপে।
বরণ পাণ্ডুর বুঝি সমতার তাপে ॥ (১)
দোহাই না মানে হাই কথায় কথায়। (২)
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥
অধর-বান্ধুলি মুখ কমল আশায়। (৩)
দুই গণ্ডে গণ্ডগোল অলি মাছি তায় ॥
সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল। (৪)
কত সাধ খেতে সাধি সুস্বাদু অম্বল ॥ (৫)

(১) হরিদ্রা, বিদ্যুৎ, চম্পক, স্বর্ণ ইহার বিদ্যার রূপলাবণ্যে লজ্জিত ছিল, এক্ষণে যেন তাহাদের অভিশাপে দিন দিন বিদ্যার বর্ণ পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল।

(২) সর্ব্বদা হাই ও মুখে জল উঠিতে লাগিল, কিছুতেই নিবারণ হয় না।

(৩) অধর তেলাকুচার ন্যায় ও মুখ পদ্মের তুল্য এবং গণ্ডদেশে উপবিষ্ট মক্ষিকা ভ্রমর স্বরূপ। মুখপদ্মে অলির প্রয়োজন জন্য মাছির সমাগম বর্ণনা করা হইয়াছে। মুখ-মণ্ডল সমুদয় পদ্ম বলিয়া গৃহীত হইলে, গণ্ডদেশ (গাল) তদন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে মাছিরূপ ভ্রমরনিচয় উপবেশন পূর্ব্বক গোল-যোগ করিতেছে। মতান্তরে বদনকমলে গমনাকাঙ্ক্ষি মক্ষিকা-রূপ ভ্রমরনিকর গণ্ডদেশে ধ্বনি করিতেছে। মাছি একেবারে লক্ষিত স্থানে না যাইয়া তন্নিকটে বসিয়া পরে লক্ষিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। তাৎপর্য্যার্থ এই—স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হইলে মুখে সর্ব্বদা জল উঠে এবং দুর্গন্ধ হয়, তাহাতে মাছির সমাগম হইয়া থাকে, বিদ্যার তাহাই হইয়াছিল।

(৪) সর্ব্বদা বমন ও মুখে জল উঠিতে লাগিল।

(৫) অম্ল ভক্ষণে সর্ব্বদা ইচ্ছা।

মাটী খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ। (১)
পোড়ামাটী খেতে রুচি সারিতে সে লাজ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায়॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস॥
গর্ভ দেখি সখিগণ করে কাণাকাণি।
কি হইবে না জানি শুনিলে রাজা রাণী॥
হায় কেন মাটী খেয়ে এখানে রহিনু।
না খাইনু না ছুঁইনু বিপাকে মরিনু॥
ইহার হইল সুখ তারো হৈল সুখ।
হতভাগী মো সবার ভাগ্যে আছে দুঃখ॥
পূর্ব্বেতে এ সব কথা হীরা কয়েছিল।
লোচনী লোচনখাগী প্রমাদ পাড়িল॥
লুকায়ে এ সব কথা রাখা নাহি যায়।
লোকে বলে পাপকাজ ক'দিন লুকায়॥ (২)
চল গিয়া রাণীরে কহিব সমাচার।
যায় যাবে যার খুন গর্দ্দান তাহার॥
ভারত কহিছে এ দাসীর খাসা গুণ।
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে করে খুন॥

(১) যেমন মাটী খাইয়া গোপনে প্রেম করিয়া গর্ভ বাঁধাইয়া বসিয়াছেন, সেই লজ্জা ঢাকিবার জন্য এক্ষণে পোড়ামাটী খাইতে সর্ব্বদা বাঞ্ছা।

(২) পাপকর্ম্ম এবং ছদ্মবেশ বহুকাল গোপন থাকে না।

গর্ভ সংবাদ শ্রবণে রাণীর তিরস্কার।

যত সখিগণ, বিরস বদন,
রাণীর নিকটে যায়।
করি যোড়পাণি, নিবেদয়ে বাণী,
প্রণাম করিয়া পায়॥
ঠাকুর কন্যার, যে দেখি আকার,
পাণ্ডুবর্ণ পেট ভারি।
গর্ভের লক্ষণ, এ ব্যাধি কেমন,
ঠাহরিতে কিছু নারি॥
দেখিলে আপনি, যে হৌক তখনি,
সকলি হবে বিদিত।
শুনি চমকিয়া, চলে শীহরিয়া,
মহিষী যেন তড়িত॥
আকুল কুন্তলে, (১) বিদ্যার মহলে,
উত্তরিলা পাটরাণী।
উদর ডাগর, দেখি হৈল ডর,
রাণীর না সরে বাণী॥
প্রণমিতে মারে, বিদ্যা নাহি পারে,
লজ্জায় পেটের দায়।
কাপড়ে ঢাকিয়া, প্রণমে বসিয়া,
বৈসে বৈসে বলে মায়॥
গালে হাত দিয়া, মাটীতে বসিয়া,
অধোমুখে ভাবে রাণী।
গর্ভের লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
কহে ভালে (২) কর হানি॥

(১) বিগলিত কেশে, মুক্তকেশে। (২) ললাটে, কপালে।

বিদ্যাকে রাণীর ভৎর্সনা।
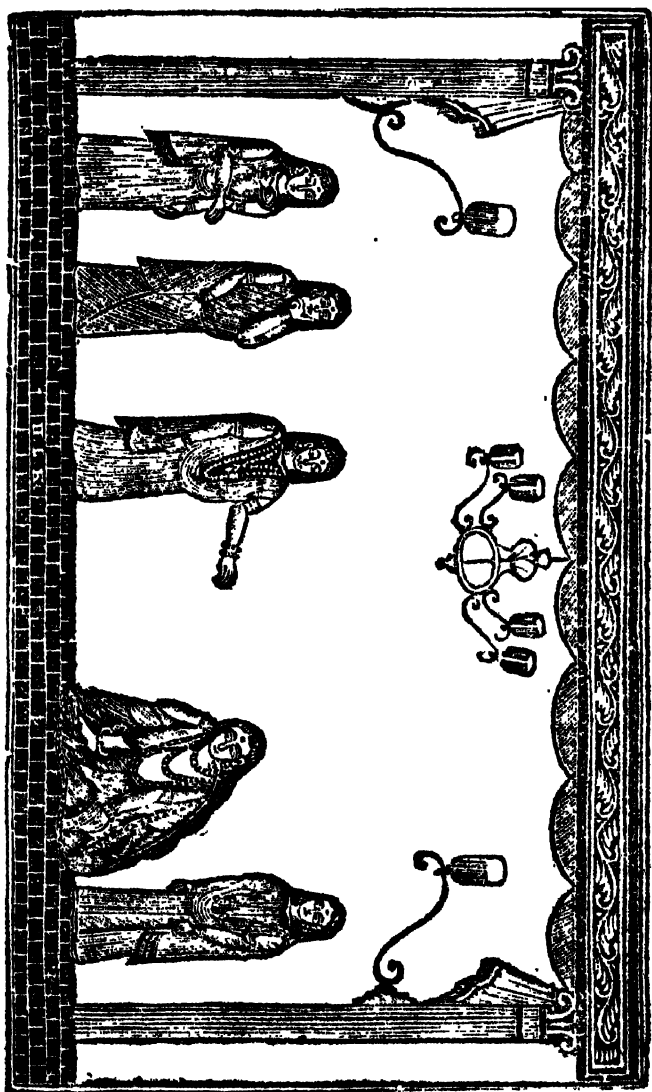
আ লো সখিগণ, তোরা বা কেমন,
বুঝক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া, কুটিনী হইয়া,
চূণ কালি দিলি গালে॥
তোরা ত সঙ্গিনী, এ রঙ্গে রঙ্গিণী,
এই রসে ছিলি সবে।
ভুলালি আমায়, দানি ভাঁড়া যায়, (১)
সঙ্গী ভাঁড়া যায় কবে॥
থাক থাক থাক, কাটাইব নাক,
আগেতে রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব, শালে চড়াইব,
ভারত কহিছে সহি॥

বিদ্যার অনুনয়।

রাণী যত কহে, বিদ্যা মৌনে রহে,
লাজে ভয়ে জড়সড়।
ভাবিয়া কান্দিয়া, কহে বিনাইয়া,
ধূর্ত্তের চাতুরী বড়॥
নিবেদয়ে ধনী, শুন গো জননি,
কত কহ করে ছল।
কিছু জানি নাই, জানেন গোঁসাই,
ভাল মন্দ ফলাফল॥

(১) হট্টে অথবা নদীতীরে যাহারা দান সাধে অর্থাৎ কর সংগ্রহ করে, তাহাদিগকে এড়ান যায়, কিন্তু সঙ্গীকে ভাঁড়ান যায় না।

চৌদিকে প্রহরী, সঙ্গে সহচরী,
বঞ্চি এ বন্দীর মত।
নাহি কোন ভোগ, মিথ্যা অনুযোগ,
মা হইয়া কহ কত॥
রাজার নন্দিনী, চির বিরহিণী,
মোর সমা কেবা আছে।
বাপে না জিজ্ঞাসে, মায়ে না সম্ভাষে,
দাঁড়াইব কার কাছে॥
কি করি বাঁচিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া,
গুল্ম হৈল বুঝি পেটে।
মুখে উঠে জল, অঙ্গে নাহি বল,
চাহিতে না পারি হেঁটে॥
সবে এক জানি, শুন ঠাকুরাণি,
প্রত্যহ দেখি স্বপন।
একই সুন্দর, দেব কি কিন্নর,
বলে করে আলিঙ্গন॥
চোর বলি তারে, চাহি ধরিবারে,
তপাসি (১) ঘুমের ঘোরে।
নিদ্রা ভঙ্গে চাই, দেখিতে না পাই,
নিত্য এই জ্বালা মোরে॥
পুরুষে স্বপনে, নারীর ঘটনে,
মিথ্যায় সত্যের ভান।
দেখে নিদ্রাভঙ্গে, মিথ্যা রতি রঙ্গে,
বসনে রেতঃ নিশান॥
তেমনি আমারে, স্বপন বিহারে,
পুরুষ সহিতে ভেট।

---

(১) অন্বেষণ করি।

মিথ্যা পতিসঙ্গ, মিথ্যা রতিরঙ্গ,
সত্য বুঝি হবে পেট ॥ (১)
বাক্যের কৌশলে, রাণী ক্রোধে জ্বলে,
রাজারে কহিতে যায়।
ভারত ভাষায়, সকলে হাসায়,
ছায়ে ভাঁড়াইল মায় ॥

রাজার বিদ্যার গর্ভ শ্রবণ।

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, (২) আঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরী বন্ধন।
চক্ষু ঘূরে যেন চাক, হাত নাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন ॥
শয়নমন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী এল ক্রোধমনে, নূপুরের ঝন্‌ঝনে,
উঠি বসে বীরসিংহ রায় ॥
রাণীর দেখিয়া হাল, জিজ্ঞাসেন মহীপাল,
কেন কেন কহ সবিশেষ।

---

(১) এই প্রস্তাবের আদ্যোপান্তে বিদ্যার আশ্চর্য্য বাক্‌কৌশল ও চাতুরী প্রতীয়মান হইয়াছে। যেহেতু ছলে সুন্দরের নাম করা হইয়াছে। নিদ্রাবস্থায় পুরুষের স্ত্রী-সংসর্গ হইলে যেমন অপরাপর সকল ঘটনা মিথ্যা হইয়া বস্ত্রে চিহ্নমাত্র থাকে, সেই মত বিদ্যার স্বপ্নে পুরুষসঙ্ঘটন হইয়া ফলে মাত্র গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার শাস্ত্রের লক্ষণার আভাষ মাত্র দেওয়া হইয়াছে।

(২) বেগে।

রাণী বলে মহারাজ, কি কব কহিতে লাজ,
কলঙ্কে পূরিল সব দেশ ॥
ঘরে আইবড় মেয়ে, কখন না দেখে চেয়ে,
বিবাহের না ভাব উপায়।
অনায়াসে পাবে সুখ, দেখিবে নাতির মুখ,
এড়াইয়ে ঝির বিয়া দায় ॥
কি কহিব হায় হায়, জলন্ত আগুন প্রায়,
আইবড় এত বড় মেয়ে।
কেমনে বিবাহ হবে, লোক ধর্ম্ম কিসে রবে,
বারেক দেখিতে হয় চেয়ে ॥
উচ্চ মাথা হৈল হেঁট, বিদ্যার হয়েছে পেট,
কালামুখ দেখাইবে কারে।
যেমন আছিল গর্ব্ব, তেমনি হইল খর্ব্ব,
অহঙ্কারে গেলে ছারখারে ॥
বিদ্যার কি দিব দোষ, তারে বৃথা করি রোষ,
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা, কত বা সহিবে বালা,
কথায় রাখিব কত ঠেলে ॥
সদা মত্ত থাকে রাগে, কোন ভার নাহি লাগে,
উপযুক্ত প্রহরী কোটাল।
এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার,
আমি মৈলে ফুরায় জঞ্জাল ॥
যে জন আপনা বুঝে, পরদুঃখ তারে সুঝে,
সকলে আপন ভাবে জানে।
রাণী গেলা এত বলে, বীরসিংহ ক্রোধে জ্বলে,
বার দিল বাহির দেয়ানে ॥
কালান্ত কালের কাল, ক্রোধে কহে মহীপাল,
কে আছে রে আন ত কোটাল।

উকীল আছিল যারা, কীলে সারা হৈল তারা,
কোটালের যে থাকে কপালে ॥
হুকারে হুকুম পায়, শত শত খোজা যায়,
খানেজাদ চেলা চোপদার।
কীল লাথি নাঠি হুড়া, চর্ম্ম উড়ে হাড় গুঁড়া,
এনে কেলে মৃতের আকার ॥
ক্ষণেকে সম্বিত (১) পেয়ে, যোড়হাতে রহে চেয়ে,
ভারত কহিছে কহে রায়।
যেমন নিমক খালি, কালাল করিলি ভালি,
মাথা কাটি তবে দুঃখ যায় ॥ (২)

কোটালের শাসন।

রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমক হারাম বেটা, আজি বাচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার, তলাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবর গণেশ।
আপনি ডাকাতি করি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়েছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥
লুঠিলি সকল দেশ, মোর পুরী ছিল শেষ,
তাহে চুরি করিলি আরম্ভ।

---

(১) চৈতন্য।

(২) এই প্রস্তাব মধ্যে রাণীর স্বাভাবিক ভাব আশ্চর্য্যরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি প্রথমতঃ বিদ্যাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া পরে সে ভাব ত্যাগ করিয়া রাজাকেই দোষী করিতেছেন। তদনন্তর রাজারও প্রতাপ ও দম্ভ সমুচিত প্রকাশ হইয়াছে।

জান বাচ্ছা এক খাদে, গাড়িব হারামজাদে,
তবে সে জানিবি মোর দম্ভ ॥
তোর জিম্মা মোর পুরী, বিদ্যার মন্দিরে চুরি,
কি কহিব কহিতে সরম।
মাতালে কোটালি দিয়া, পাইনু আপন কিয়া,
দূরে গেল সরম ভরম ॥
প্রাণ রাখিবার হেতু, নিবেদয়ে ধূমকেতু,
অবধান কর মহারাজ।
সাত দিন ক্ষম মোরে, ধরি আনি দিব চোরে,
প্রাণ রাখ গরীব নেবাজ ॥
পাত্র মিত্র দিল সায়, ভাল ভাল বলি রায়,
নাজীরের হাবালে (১) করিল।
কোটাল বিনয়ে কয়, মহল হাবালে হয়,
ভাল বলি রাজা সায় দিল ॥
রাজার হুকুম পায়, আগে আগে খোজা ধায়,
সমাচার কহিল দোপটে।
বিদ্যা সখিগণ লয়ে, বারি হৈলা দ্রুত হয়ে,
রহিলেন রাণীর নিকটে ॥
কোটাল বিদ্যার ঘরে, সুরাখ সন্ধান করে,
কোন পথে আসে যায় চোর।
কি করিব কোথা যাব, কেমনে সে চোর পাব,
কেমনে বাচিবে প্রাণ মোর ॥
কি জানি কেমন চোর, কাল হয়ে এল মোর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ।
হেন বুঝি অভিপ্রায়, শূন্যে শূন্যে আসে যায়,
কেমনে পাইব তার লাগ ॥

---

(১) জিম্মায়।

পূর্ব্ব শুভাশুভ ফলে, জনম ধরণীতলে,
কে পারে করিতে অন্যমত।
পরে করি গেল সুখ, আমার কপালে দুখ,
ধন্যরে কোটালি খেজমত॥
রসময়ী রাজকন্যা, রূপগুণময়ী ধন্যা,
চোর বুঝি উপযুক্ত তাঁর।
দুজনে ভুঞ্জিল সুখ, আমার কপালে দুখ,
এ বড় বিধির অবিচার॥
কূটবুদ্ধি কোটালের, কিছু নাহি পায় টের,
ভাবে বসি বিষণ্ণ হইয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া, শয্যা ফেলে টান দিয়া,
দশ দিক দেখে নিরখিয়া॥
কপালে আঘাত হানি, পালঙ্ক ফেলিতে টানি,
দেখিলেক সুড়ঙ্গের পথ।
ভারত সরস ভণে, কোটাল সানন্দমনে,
কালী পূরাইল মনোরথ॥

কোটালের চোর অনুসন্ধান

এ বড় চতুর চোর।
গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে,
চিত্ত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
লম্পট কাল কঠোর॥
ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে,
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া,
ভারতে করিল ভোর॥ ধ্রু॥

দেখিয়া সুড়ঙ্গ পথ কহিছে কোটাল।
দেখরে দেখরে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিদ্যার কেমল অনুরাগ।
পাতালে সুড়ঙ্গ বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কেবা ধরিবেক॥
হরিষে বিষাদে হৈল একত্র মিলন।
আমারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥
না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥
কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কান্দনী গাইয়া॥
কেহ বলে একি কথা পাগলের প্রায়।
বিপত্তি পড়িলে বুঝি বুদ্ধি শুদ্ধি যায়॥
এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এতদিনে ধরে খেত কত লোকজন॥
আর জন বলে ভাই সাপ মেনে নয়।
ভুঁয়েসের গাড়া এটা এ কথা নিশ্চয়॥
আর জন বলে বুঝি শিয়ালের গাড়া।
ভেকো বলি কেহ হাসে কেহ দেয় তাড়া॥
তাহারে নির্ব্বোধ বলি আর জন কয়।
সিঁধেলে দিয়াছে সিঁধ মোর মনে লয়॥
ধূমকেতু তার প্রতি কহিছে রুষিয়া।
মেঝায় দিয়াছে সিঁধ কোথায় বসিয়া॥
যত জনে যত বল মোর নাহি ভায়।
আমার কেবল কালসাপ আসে যায়॥
ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি থা'ক সাপে॥

কোটালগণের স্ত্রীবেশ।

চল সবে চোর ধরি গিয়া।
রমণিমণ্ডল-ফাঁদ দিয়া॥
তেয়াগিয়া ভয় লাজ, সকলে করহ সাজ,
সে বড় লম্পট কপটিয়া।
জানে নানামত খেলা, দিবস দুপর বেলা,
চুরি করে বাঁশী বাজাইয়া॥
সে বটে বসন-চোরা, তাহারে ধরিব মোরা,
পীতধড়া লইব কাড়িয়া।
সদা ফিরে বাঁকা হয়ে, আজি সোজা করি লয়ে,
ভারত রহিবে পহরিয়া॥ ধ্রু॥

যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিল সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায়॥
নাটশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন॥
চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।
সে ধরে বিদ্যার বেশ অভেদ বিস্তর॥
কাঠের গঠিত কুচ ঢাকে কাঁচুলিতে।
কাপড়ের উচ্চ পেট ঢাকে ঘাঘুরিতে॥
সূর্য্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভীমী॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী॥
ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।
তিন জন সাপুড়ে মালতী চাঁপি সুমী॥
বীণা বাঁশী আদি লয়ে গীত বাদ্য রঙ্গ।
গন্ধমালা উপভোগে মোহিত অনঙ্গ॥

ওথায় ভাবেন বিদ্যা একি পরমাদ।
না জানিল প্রাণনাথ এ সব সংবাদ॥
না জানি আমার লোভে আসিবেন ঘরে।
হায় প্রভু কোটালের পড়িলা চাতরে॥ (১)
ওথায় মদনে মত্ত কুমার সুন্দর।
সুড়ঙ্গের পথে গেলা কুমারীর ঘর॥
পালঙ্কে বসিয়া চন্দ্রকেতু যেন চাঁদ।
ধরিতে সুন্দর-চাঁদে, বিদ্যারূপ ফাঁদ॥
হাসিয়া হাসিয়া কবি বসিলেন পাশে।
চন্দ্রকেতু হাসিয়া বদন ঢাকে বাসে॥
কাম-কথা কহে কবি কামিনী জানিয়া।
চন্দ্রকেতু মান করে ঘোমটা টানিয়া॥
কামে মত্ত কবিবর বুঝিতে না পারে।
হাতে ধরে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গিবারে॥
আঁখি ঠারে চন্দ্রকেতু নাহি কহে বাণী।
সুন্দর আঁচলে ধরি করে টানাটানি॥
সূর্য্যকেতু বলে এটা দেখি যে গোঁয়ার।
কি জানি চাঁদেরে ধরি একে করে আর॥
ধূমকেতু ধামধূমী ধূমধাম চায়।
সুড়ঙ্গের পথে এক পাথর চাপায়॥
সভয়ে নিরখি সবে দেখয়ে সুন্দরে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ ভুজঙ্গের ডরে॥
চক্ষুর নিমেষ আছে দেহে আছে ছায়া।
বুঝিল মানুষ বটে নহে কোন মায়া॥
ধরিব মানুষ বটে হইল ভরসা।
কি জানি কি হয় ভয়ে না পারে সহসা॥

(১) চক্রে, কৌশলে

চন্দ্রকেতু ঘরের বাহিরে যেতে চায়।
কোথা যাহ বলিয়া সুন্দর ধরে তায়॥
বদন চুম্বন করি স্তনে হাত দিল।
খসিল কাঠের কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িল॥
কামমদে মত্ত কবি তবু নাহি জ্ঞান।
সাবাসি সাবাসি রে সাবাসি ফুলবাণ॥
আজি কেন বিদ্যা হেন ভাবেন সুন্দর।
পাঁজা করি চন্দ্রকেতু ধরিল সত্বর॥
তখনি অমনি ধরে আর বার জন।
রায় বলে বিপরীত এ আর কেমন॥
ধামধূমি বলে শুন ঠাকুর জামাই।
হুকুম ঠাকুরঝির ছাড়ি দিব নাই॥
এত জুম আজ্ঞা বিনা বুকে হাত দিলা।
ভাঙ্গিয়া ফেলিলা কুচ কাঁচুলি ছিঁড়িলা॥
দেখিয়া কাঠের কুচ চমকে কুমার।
মর্ম্ম বুঝি কোটালে বাখানে বার বার॥
ভারত কহিছে চোর চতুরের চূড়া।
কোটালের ফাঁদেতে গুমান হৈল গুঁড়া॥

কোটালের উৎসব ও সুন্দরের আক্ষেপ।

কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়াঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খরশান, হান হান হাঁকে॥
চোর ধরি, হরি হরি, শব্দ করি কয়।
কে আমারে, আর পারে, আর কারে ভয়॥
জয় কালি, ভাল ভালি, মত ঢালি গাজে।
দেই লম্ফ, ভূমিকম্প, জগঝম্প বাজে॥
ডাকে ঠাট, কাট কাট, মালসাট মারে।
কম্পমান, বর্দ্ধমান, বলবান ভারে॥

হাঁকে হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে, ডাকে ডাকে জাগে।
ভাই মোর, দায় তোর, পাছে চোর ভাগে॥
কাছে কাছে, আগে পাছে, সবে আছে রঙ্গে।
হরষিত, আনন্দিত, পুলকিত অঙ্গে॥
করে ধূম, অতি জুম, নাহি ঘুম নেত্রে।
হাতে কড়ি, পায়ে দড়ী, মারে ছড়ী বেত্রে॥
নটশীল, মারে কীল, লাগে খিল দাঁতে।
ভয়ে মূক, কাঁপে বুক, লাগে হুক আঁতে॥ (১)
কোন বীর, শোষে তীর, দেখি ধীর কাঁপে।
খরধার, তলবার, যমধার (২) দাপে॥
কোতোয়াল, বলে কাল, রাখ জালরূপে।
ছাড় শোর, হৈলে ভোর, দিব চোর ভূপে॥
সব দল, মহাবল, খল খল হাসে।
গেল দুঃখ, হৈল সুখ, শতমুখ ভাষে॥
জয় জয়, শব্দ হয়, শুনি ভয় লাগে।
টলমল, ক্ষিতি-তল, বলবান রাগে॥
সুন্দরেরে, শত ফেরে, সবে ঘেরে জোরে।
ভাবে রায়, হায় হায়, একি দায় মোরে॥
মরি মেন, লোভে যেন, কৈনু হেন কাজ।
স্ত্রীর দায়, প্রাণ যায়, কৈতে পায় লাজ॥
কত বরে, বিয়া করে, কেবা ধরে কারে।
কেবা গণে, রোষ মনে, কত জনে মারে॥
হরি হরি, মরি মরি, কিবা করি জীয়া।
কটু কহে, নাহি সহে, তাপে দহে হিয়া॥
রাজা কালি, দিবে গালি, চূণ কালি গালে।
কিবা সেই, মাথা নেই, কিবা দেই শালে॥

(১) অস্ত্র। (২) অস্ত্র বিশেষ, কিরীচ।

দরবার, সব তার, চাব কার পানে।
গেলে প্রাণ, পাই ত্রাণ, ভগবান জানে ॥
যার লাগি, দুঃখভাগী, সে অভাগী চায়।
এ সময়, কথা কয়, তবু ভয় যায় ॥
তার সমা, নিরুপমা, প্রিয়তমা কেবা।
দেখা নৈল, মনে রৈল, যত কৈল সেবা ॥
সে আমার, আমি তার, কেবা আর আছে
সেই সার, কেবা আর, যাব কার কাছে ॥
দিগ দশ, গুণে বশ, মহা যশ দেশে।
করিলাম, বদ কাম, বদনাম শেষে ॥
ছাড়ি বাপ, করি পাপ, পরিতাপ পাই।
অহর্নিশ, বিমরিষ, পেলে বিষ খাই ॥
এইমত, শত শত, ভাবে কত তাপ।
নত শির, যেন ধীর, হড়পীর সাপ ॥
ভারতের, গোবিন্দের, চরণের আশ।
পরিণাম, হরিনাম, আর কাম পাশ ॥

সুড়ঙ্গ-দর্শন।

সুড়ঙ্গের, নৈতে টের, কোটালের সায়।
জন সাতে, ধরি হাতে, নামি তাতে যায় ॥
ঘোরতম, (১) নিরুপম, কূপ সম খানা।
কেহ ডরে, পাছু সরে, কেহ করে মানা ॥
স্থলে স্থলে, মণি জলে, দেখি বলে ভাল।
চল ভাই, সবে যাই, দেখা পাই আল ॥
পায় পায়, সবে যায়, কাঁপে কায় ডরে।
তোলে শির, যত বীর, মালিনীর ঘরে ॥

(১) অন্ধকার।

উঠি ঘরে, ধূম করে, হীরা ডরে জাগে।
ধরি তারে, অন্ধকারে, সবে মারে রাগে॥
আল জ্বালি, যত ঢালি, গালাগালি করে।
কহে চোর, ঘরে তোর, দে লো মোর তরে॥
সুড়ঙ্গের, পথে ফের, কোটালের তরে।
কেহ গিয়া, বার্ত্তা দিয়া, তুষ্ট হিয়া করে॥
কোতোয়াল, শুনি ভাল, খাঁড়া ঢাল ধরে।
ছুটে বীর, যেন তীর, মালিনীর ঘরে॥
আশু সরে, চুলে ধরে, দর্প করে কয়।
কথা জোর, বলে চোর, কেবা তোর হয়॥
দেই গালি, বলে শালী, কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা, কার বেটা, বল সেটা মোরে॥
ভারতের, রচিতের, অমৃতের ভার।
ভাষা গীত, সুললিত, অতুলিত সার॥

মালিনী-নিগ্রহ।

মালিনী কীল খাইয়া, বলিছে দোহাই দিয়া।
আমারে যেমন, মারিলি তেমন,
পাইবি তাহার কিয়া॥
নষ্টের এ বড় গুণ, পিঠেতে মাথয়ে চুণ।
কি দোষ পাইয়া, অরে কোটালিয়া,
মারিয়া করিলি খুন॥
এ তিন প্রহর রাতি, ডাকিয়া কর ডাকাতি।
দোহাই রাজার, লুঠিলি আগার,
ধরিয়া খাইলি জাতি॥
কোটাল হাসিয়া কয়, কহিতে লাজ না হয়।
হেদে বুড়ী শালী, বলে জাতি খালি,
শুনিয়া লাগয়ে ভয়॥

হীরা বলে অরে বেটা, তোরে ভয় করে কেটা।
তোর গুণপনা, জানে সর্ব্বজনা,
পাসরিলি বটে সেটা ॥
কোটাল কহিছে রাগি, কি বলে রে বুড়া মাগী।
ঘরে পোষে চোর, আরো কহে জোর,
এ বড় কুটিনী ঘাগী ॥
হীরা কহে পুনঃ জোরে, কুটিনী বলিলি মোরে।
রাজার মালিনী, বলিলি কুটিনী,
কালি শিখাইব তোরে ॥
যুবতী বেটী বহুড়ী, না রাখি আপনি বুড়ি।
কার বহু বেটী, কারে দিনু ভেটী,
যে বলে সে হবে কুড়ী ॥
লোকের ঝি বউ লয়ে, সদা থাক মত্ত হয়ে।
তোর ঘরে যত, সকলি অসত,
আমি দিতে পারি কয়ে ॥
ধুমকেতু ক্রোধে ফুলে, ভূমে পাড়ে ধরি চুলে।
কুটিনী গস্তানী, বড় যে মস্তানী,
উভে উভে দিব শূলে ॥
আমারে হেন উত্তর, এখন না হয় ডর।
রাজার নন্দিনী, হয়েছে গর্ভিনী,
তুই দিলি চোরা বর ॥
হীরার হইল ভয়, কাণে হাত দিয়া কয়।
আমি জানি নাই, জানেন গোঁসাই,
যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ ॥
শুনিয়া কোটাল টানে, সুড়ঙ্গের কাছে আনে।
এই পথ দিয়া, চুরি কৈল গিয়া,
মালিনী বলে কে জানে ॥
মালিনী বুঝিল মর্ম্ম, কোটালে জানায় ধর্ম্ম।

হোম-কুণ্ড বলি, বুঝি মোরে ছলি,
সুন্দরের এই কর্ম্ম ॥
হাতে নোতে ধরিয়াছে, আর কি উপায় আছে।
যার ঘরে সিঁদ, সে কি যায় নিদ,
ইহা কব কার কাছে ॥
কোটাল জিজ্ঞাসা করে, হীরার না কথা সরে।
চোরের যে ছিল, লুঠিয়া লইল,
যে ছিল হীরার ঘরে ॥
খুঙ্গি পুথি রত্নভারে, দিতে হবে সবাকারে।
পিঞ্জর সহিত, লয় হরষিত,
পড়া শুক সারিকারে ॥
মালিনী অবাক ত্রাসে, কোটাল মুচকি হাসে।
সুড়ঙ্গে ফেলিয়া, পায়ে ছেঁচুড়িয়া,
লইল চোরের পাশে ॥
সুন্দর কহেন হাসি, এস গো মাসী হিতাশী।
মালিনী রুষিয়া, বলে গালি দিয়া,
কে তুই কে তোর মাসী ॥
কি ছার কপাল মোর, আমি মাসী হব তোর।
মাসী মাসী করে, ছিলি বাসা লয়ে,
কে জানে সিঁদেল চোর ॥
যজ্ঞকুণ্ড ছল পাতি, সিঁদ কাট সারা রাতি।
আই মা কি লাজ, করিলি যে কাজ,
ভাগ্যে বাঁচে মোর জাতি ॥
যত দিন আর জীব, কারেহ না বাসা দিব।
গিয়া তিনকাল, শেষে এই হাল, (১)
খত বা নাকে লিখিব ॥

---

(১) অবস্থা।

অরে বাছা ধূমকেতু, মা বাপের পুণ্য হেতু।
কেটে ফেল চোরে, ছাড়ি দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বাঁধহ সেতু ॥
সুন্দর হাসি আকুল, মাসী সকলের মূল।
বিদ্যার মাশাস, মোর আইশাস,
পড়ি দিয়াছিল ফুল ॥
কৌতুক না বুঝে হীরা, পুনঃ পুনঃ করে কিরা। (১)
কি বলে ডেগরা, বড় যে চেগরা,
ঐ কথা ফিরা ফিরা ॥
কোটাল কহে এ নয়, তুঁহারে থাকিতে হয়।
রাজার নিকটে, যাহার যে ঘটে,
ভারত উচিত কয় ॥

বিদ্যার আক্ষেপ।

প্রভাত হইল বিভাবরী,
বিদ্যারে কহিল সহচরী।
সুন্দর পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, (২)
সখী তোলে ধরাধরি করি ॥
কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে,
ধরা তিতে (৩) নয়নের জলে।
কপালে কঙ্কণ হানে, অধীর রুধির বাণে,
কি হৈল কি হৈল ঘন বলে ॥
হায় রে বিধাতা নিদারুণ,
কোন দোষে হইলি বিগুণ।

(১) শপথ।
(২) পৃথিবী, ভূমি ইত্যাদি।
(৩) সিক্ত হওন, ভিজন ইত্যাদি

আগে দিয়া নানা দুঃখ, মধ্যে দিল কত সুখ,
শেষে দুঃখ বাড়ালি দ্বিগুণ ॥
যুবতী জনম কালামুখ,
পরের অধীন সুখ দুঃখ।
পর ঘরে ঘর করে, পরের মরণে মরে,
পরে সুখ দিলে হয় সুখ ॥
রমণীর রমণ পরাণ,
তাহা বিনা কেবা আছে আন।
সে পরাণ ছাড়া হয়ে, যে রহে পরাণ লয়ে,
ধিক্ ধিক্ তাহার পরাণ ॥
হায় হায় কি কব বিধিরে,
সম্পদ ঘটায় ধীরে ধীরে।
শিরোমণি মস্তকের, মণিহার হৃদয়ের,
দিয়া লয় সুখের নিধিরে ॥ (১)
কাঁদে বিদ্যা বিনিয়া বিনিয়া,
শ্বাস বহে অনল জিনিয়া।
ইহা কব কার কাছে, এখনো পরাণ আছে,
বঁধুয়ার বন্ধন শুনিয়া ॥
প্রভু মোর গুণের সাগর,
রসময় রূপের নাগর।

(১) এস্থানে বিজ্ঞবর রাধামোহন সেন পদের অন্বয়ে বিবাদ এবং পরস্পর অর্থ সম্বন্ধীয় গোল বিবেচনা করিয়া লেখকের প্রমাদ স্থির করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা বোধ হয় না। মস্তকের শিরোমণি ও হৃদয়ের মণিহার স্বরূপ যে সুখের নিধি, তাহা একবার প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন, এই অর্থই স্পষ্ট বোধ হয়।

রসিকের শিরোমণি, বিলাস ধনের ধনী,
নৃত্য গীত বাদ্যের আকর ॥
জননী ডাকিনী হৈল মোর,
মোর প্রাণনাথে বলে চোর।
বাপ অমর্থের হেতু, ধূমকেতু (১) ধূমকেতু, (২)
বিধাতার হৃদয় কঠোর ॥
চোর ধরা গেল শুনি রাণী,
অন্তঃপুরে করে কাঁণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
কাঁদে দেখি চোরের মুখানি ॥
রাণী বলে কাহার বাছনি,
মরে যাই লইয়া নিছনি। (৩)
কিবা অপরূপ রূপ, মদনমোহন রূপ,
ধন্য ধন্য ইহার জননী ॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল,
পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল ॥
হায় হায় হায় রে গোঁসাই,
পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই ॥
এইরূপে পুরবধূগণ,
সুন্দরে বাখানে জনে জন।

(১) নাম বিশেষ।
(২) গ্রহ বিশেষ, নবগ্রহের মধ্যে কেতুগ্রহ
(৩) বালাই, আপদ।

কোটাল সত্বর হয়ে, চলিলা দুজনে লয়ে,
ভেট দিতে যেখানে রাজন ॥
চোর লয়ে কোতোয়াল যায়,
দেখিতে সকল লোক ধায়।
বালক যুবক জরা, (১) কাণা খোঁড়া করে ত্বরা,
গবাক্ষেতে কুলবধূ চায় ॥
কেহ বলে এ চোর কেমন,
এখনি করিল চুরি মন।
বিদ্যারে কে মন্দ বলে, ভারত কহিছে ছলে,
পতি নিন্দে আপন আপন ॥

নারীগণের পতিনিন্দা।

কারে কব লো যে দুঃখ আমার।
সে কেমনে রবে ঘরে এত জ্বালা যার ॥
বাঁধা আছি কুলফাঁদে, পরাণ সতত কাঁদে,
না দেখিয়া শ্যামচাঁদে, দিবসে আঁধার।
ঘরে গুরু দুরাশয়, সদা কলঙ্কিনী কয়,
পাপ ননদিনী ভয়, কত সব আর ॥
শ্যাম অখিলের পতি, তারে বলে উপপতি,
পোড়া লোক পাপমতি, না বুঝে বিচার।
পতি সে পুরুষাধম, শ্যাম সে পুরুষোত্তম,
ভারতের সে নিয়ম, কৃষ্ণচন্দ্র সার ॥ ধ্রু ॥
চোর দেখি রামাগণ বলে হরি হরি।
আহা মরি চোরের বালাই লয়ে মরি ॥
কিবা বুক কিবা মুখ কিবা নাক কাণ।
কিবা নয়নের ঠার কাড়ি লয় প্রাণ ॥

---

(১) বৃদ্ধ।

ভূষণ লয়েছে কাড়ি হাতে পায়ে দড়ী।
কেমনে এমন গায়ে মারিয়াছে ছড়ি ॥
দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥
এ বড় বিষম চোর না দেখি এমন।
দিনে কোটালের কাছে চুরি করে মন ॥
বিদ্যারে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা ॥
দেখিয়া ইহার রূপ ঘরে যেতে নারি।
মনোমত পতি নহে সহিতে না পারি ॥
আপন আপন পতি নিন্দিয়া নিন্দিয়া।
পরস্পর কহে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
এক রামা বলে সই শুন মোর দুঃখ।
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ ॥
সাধ করি শিখিলাম বাঁক্য রস যত।
কালার কপালে পড়ে সব হৈল হত ॥
বুঝাই চোরের মত চুপ করি ঠারে।
আলোতে কিঞ্চিৎ ভাল প্রমাদ আঁধারে
নৈলে নর ঠেঁই করি কষ্টেতে শয়ন।
রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন ॥
আর রামা বলে সই এত বরং সুখ।
মোর দুঃখ শুনিলে পলাবে তোর দুঃখ ॥
মন্দভাগা অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।
ভরাপুরা যৌবন উদাসে বাস শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পুণ্য ॥
আর রামা বলে সই [illegible] চূড়া।
আমি এই যুবতী আমার [illegible]।

বদনে রদন (১) নাহি ওদনে (২) বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত॥
আমার আবেশ দৈবে কোন কালে নয়।
ধর্ম্ম ভাবি তাহার আবেশ যদি হয়॥
ঝাঁপনি কাঁপনি সারা কেবল উৎপাত।
অধর দংশিতে চায় ভেঙ্গে যায় দাঁত॥
গড়াগড়ি যায় বুড়া দাঁতের জ্বালায়।
কাজের মাথায় বাজ বাঁচাইতে দায়॥
আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর॥
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একেবারে নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন॥
বদন চুম্বিতে চাহে আরম্ভিয়া হেটে।
আঁটিয়া ধরিতে চাহে ঠেলে ফেলে পেটে॥
একে আরম্ভিতে হয় আরে অবসর।
ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্ট ন পূর্ব্ব ন পর॥
আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাপ পাও এ বড় আনন্দ॥
বামন বন্ধুর পতি কৈতে লাজ পায়।
উপাসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়॥
ভাগেতে হইনু জয়া না পূরিল সাধ।
হাত ছোট আম বড় এ বড় প্রমাদ॥
আর রামা বলে সই না ভাবিহ দুঃখ।
কোলে শোভা হয়ে থাকে এহ বড় সুখ॥

(১) দন্ত। (২) ভোজনে।

রাজ-সভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উত্থণ॥ (১)
চতুর্ম্মুখ (২) খাইতে বলে শুনে দুঃখ পায়।
বজ্জর পড়ুক চতুর্ম্মুখের (৩) মাথায়॥
আর রামা বলে সই কিছু ভাল বটে।
নাড়ী ধরিবার বেলা হাতে ধরা ঘটে॥
রাজ-সভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত॥
পান বিনা মুখে গন্ধ নাহি দ্বিভোজন।
কি কব আমার মাথা গোগ্রাসে ভক্ষণ॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ॥
আর রামা বলে হোক তথাপি পণ্ডিত।
বরমেকাহুতিঃ কালে না করে বঞ্চিত॥
অবিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গে তার॥
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে একদিন না ছাড়িবে তারা॥
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।
তাহাতে কি হয় মোর কৈতে বুক ফাটে॥
আর রামা বলে মন্দ না বলিহ তায়।
পাইলে উত্তম ক্ষণ অবশ্য যোগায়॥

---

(১) পিত্তাদি বিকার।
(২) ঔষধ বিশেষ।
(৩) ব্রহ্মার।

পাঁতিলেখা রাজার মুন্‌সী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি॥
কেটে ফেলে পাঠ যদি দেখে তকরার।
দোকর করিবে কাজ বালাই তাহার॥
আর রামা বলে সই ভাল ত মুনসী।
বখশী আমার পতি সদাই খুনশী॥
কিঞ্চিত কসুর নাহি কসুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে॥
পরের হাজীর গরহাজীর লিখিতে।
ঘরে গরহাজীরী সে না পায় দেখিতে॥
ফেরেব ফিকিরে ফিরে ফাঁকি ফুঁকি লেখে।
কেবল আমার গুণে পুত্র মুখ দেখে॥
আর রামা বলে সই এত গুণ বড়।
উকীল আমার পতি কীল খেতে দড়॥
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সবে গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে সারে॥
আর রামা বলে সই এত ভাল শুনি।
আমার আরজবেগী পতি বড় গুণী॥
আরজীর আটি ফরিয়াদিগণ সঙ্গে।
বাখানিয়া গাই মত ফিরে অঙ্গ ভঙ্গে॥
আমি ফরিয়াদী ফরিয়াদীর মিশালে।
করিতে না পারে নিশা টালে টোলে টালে॥
আর রামা বলে সই এ বুঝি উত্তম।
খাজাঞ্চি আমার পতি সবার অধম॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোণামুখে লয়।
গণি দিতে ছাইমুখো অধোমুখ হয়॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।
তার ঠাঁই পানিফোঁটা পাইতে জঞ্জাল॥

কহে আর রসবতী গাল ভরা পান।
পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥
আমারে ভুলায় লোক রাঙ্গা তামা দিয়া।
সে দেয় তাহার শোধ হাত বদলিয়া ॥
আর রামা বলে সই এ বড় সুধীর।
অভাগীর পতি হিসাবের মুহুরীর ॥
শেষ রেতে আসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খাওয়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥
গোঁজা বিদ্যা না জানে হিসাবে দেয় গোঁজা।
নিকাশে তাহার গোঁজা তারে হয় গোঁজা ॥
আর রামা বলে সই এ বটে গভীর।
অভাগীর পতি নিকাশের মুহরীর ॥
মফঃস্বল সরবরা কেমন না জানে।
অধিক যে দেখে তাহা রদ দিয়া টানে ॥
জমা লেখে বাকী দেখে খরচেতে ভয়।
পরে কৈলে খরচ তাহারে কটু কয় ॥
আর রামা বলে সই এ বড় রসিক।
অভাগীর পতি বাজে জমার মালিক ॥
যম সম ধরিতে পরের বাজে জমা।
নিজ ঘরে বাজে জমা না জানে অধমা ॥
সবে তার এক গুণে প্রাণ ঝুরে মরে।
বঁধু এলে তার ডরে কেহ নাহি ধরে ॥
আর রামা বলে সই এত বড় গুণ।
দপ্তরী আমার পতি তার গতি শুন ॥
সদা ভাবে কোন ফর্দ্দ কেমনে গড়ায়।
পড়াভাগ্য নিজে নাহি অন্যেরে পড়ায় ॥

হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতড়ায় ।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায় ॥
আর রামা বলে সই এত শুনি ভাল ।
খড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু কাল ॥
রাত্রি দিন আট পর খড়ী পিটে মরে ।
তার খড়ী কে বাজায় উল্লাস না করে ॥
রাত্রি নাহি পোহাইতে দুখড়ী বাজায় ।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায় ॥
আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে ।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কিছু দিন বই ।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে ।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি মাটি ।
জাতির যেমন হোক কুলে বড় আঁটি ॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে একবার ।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায় ।
তবে মিষ্টমুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥
গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত ।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥
তা সবার দুঃখ শুনি কহে এক সতী ।
অপূর্ব্ব আমার দুঃখ কর অবগতি ॥
মহাকবি মোর পতি কত রস জানে ।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে ॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে ।
চালে খড় বাড়ে মাটী শ্লোক পড়ি সারে ॥

শাঁখা সোণা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল বাক্যের গুণে বিহারের প্রভু॥
কামশাস্ত্র জানে কত কাব্য অলঙ্কার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে।
তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইহারে॥
তার কথা শুনে সবে মনে মনে জ্বলে।
যাইবারে চাহে ঘরে চরণ না চলে॥
একবার চোর যারে করে নিরীক্ষণ।
তখনি অমনি তার চুরি করে মন॥
দ্রুত হয়ে চোর লয়ে চলিল কোটাল।
ভারত কহিছে গেল যথা মহীপাল॥

রাজসভায় চোর আনয়ন।

কি শোভা কংসের সভায়।
আইলা নাগর শ্যামরায়॥
কংসের গায়ন যারা, যে বীণা বাজায় তারা,
বীণা সে গোবিন্দগুণ গায়।
বীরগণ আছে যত, বলে কংস হোক হত,
হেন জনে বধিবারে চায়॥
বীরগণ মনে ভাবে, পাপ তাপ আজি যাবে,
লুঠিব এ চরণ ধূলায়।
ভারত কহিছে কংস, কৃষ্ণের প্রধান অংশ,
শত্রুভাবে মিত্র পদ পায়॥ ধ্রু॥
বার দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।
পাত্র-মিত্র সভাসদ বসিয়া সভায়॥
ছত্রদণ্ড আড়ানী চামর মোর ছল।
গোলাম গর্দ্দিসে খাড়া গোলাম সকল॥
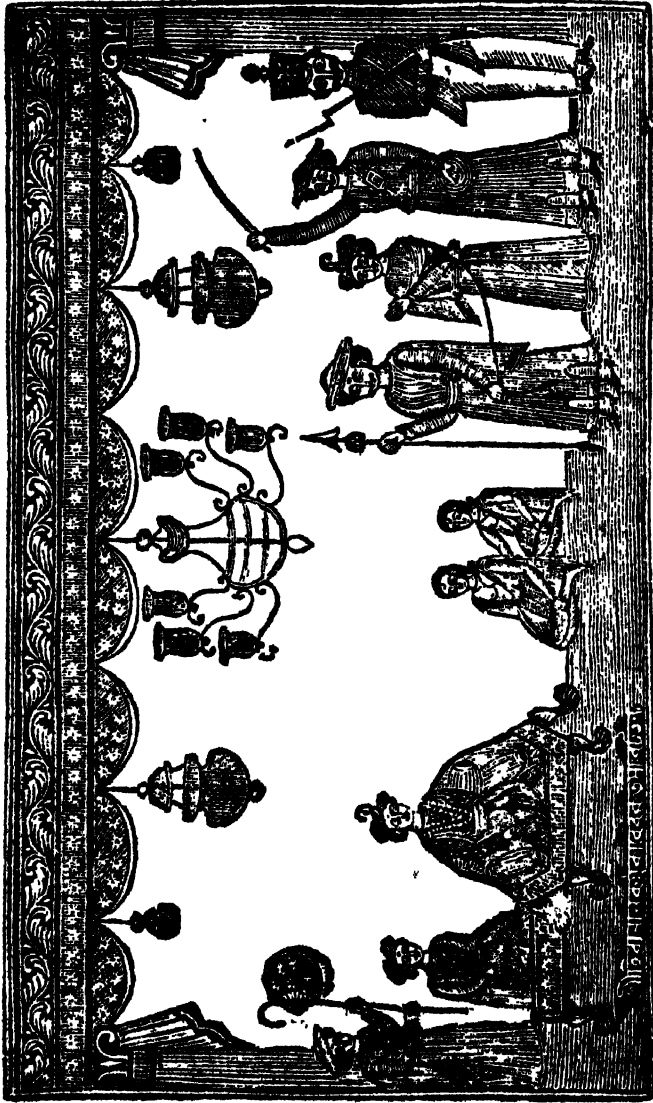
রাজসভায় চোর আনয়ন।

পাঠক কথক কবি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য গুরু পুরোহিত ॥
পাঁচ পুত্র চারি ভাই ভাই পুত্র দশ।
ভাগিনীজামাই সাত ভাগিনা ষোড়শ ॥
জামাই বেহাই শ্যালা মাতুল সকল।
জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব বসিয়া দল বল ॥
সমুখে সেকাই সব কাতার কাতার।
যোড়হাতে বুকে ধরে ঢাল তরবার ॥
ঘড়ীয়াল দুই পাশে হাতে বালীঘড়ী।
সারি সারি চোপদার হাতে হেমছড়ী ॥
অগ্রেতে আরজবেগী আরজী লইয়া।
ভাটে পড়ে রায়বার যশো বর্ণাইয়া ॥
মোসাহেব বসিয়া সকল বরাবর।
আজ্ঞা বিনা কারো মুখে না সরে উত্তর ॥
মুন্‌সী বক্‌সী বৈদ্য কানগোই কাজী।
আর আর যে সব লোকেরে রাজা রাজী ॥
রবাব তম্বুরা বীণা বাজয়ে মৃদঙ্গ।
নটী কালোয়াত গান গায় নানারঙ্গ ॥
ভাঁড়ে করে ভাঁড়াই নর্ত্তকে নাচে গায়।
নকীব সেলাম গাহে সেলাম জানায় ॥
উজ্জ্বল কজ্জলবাস হাবশী জল্লাদ।
আশাওল মল্ল ঢালী চেলা খানেজাদ ॥
সমুখে ফিরায় ঘোড়া চাবুক সোয়ার।
মাহুত হাতির কাঁধে জানায় জোহার ॥
রাবণের প্রতাপে বসেছে মহীপাল।
হেনকালে চোর লয়ে দিলেক কোটাল ॥
সারী শুক খুঙ্গীপুথি মালিনী সহিত।
হাজীর করিল চোরে নাজীর বিদিত ॥

নারীবেশে দশ ভাই করে দণ্ডবত।
নকীব ফুকারে মহারাজ সেলামত॥
নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতীয়ার॥
হেঁটমুখে আড়চক্ষে চোরে দেখে রায়।
রাজপুত্র হবে রূপ লক্ষণে জানায়॥
বাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যাযোগ্য বর।
কিন্তু চুরি করিয়াছে শুনিতে দুষ্কর॥
কাটিতে উচিত কিন্তু কেমনে কাটিব।
কলঙ্ক করিতে দূর কলঙ্ক করিব॥
সহসা করিতে কর্ম্ম ধর্ম্মশাস্ত্রে মানা।
যে হয় করিব পিছে আগে যা'ক জানা॥
হীরারে জিজ্ঞাসে চক্ষু করিয়া পাকল।
এটা কেটা কার বেটা সত্য করি বল॥
হীরা বলে ইহার দক্ষিণ দেশে ঘর।
পড়োবেশে এসেছিল তোমার নগর॥
সত্য মিথ্যা কে জানে দিয়াছে পরিচয়।
কাঞ্চীপুরে গুণসিন্ধু রাজার তনয়॥
বাসা করি রয়েছিল আমার আলয়।
ছেলে বলি ভালবাসি মাসী মাসী কয়॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নানা গুণ জানে।
মাটী খেয়ে কয়েছিনু বিদ্যা বিদ্যমানে॥
চাহিয়া ছিলেন বিদ্যা বিয়া করিবারে।
আমি কহিলাম কহ রাণীরে রাজারে॥
কি জানি কি বুঝি বিদ্যা করিলেন মানা।
আনিতে বলেন চুপে কার সাধ্য আনা॥
ইহা বই জানি যদি তোমার দোহাই।
মরিলে না পাই গঙ্গা হুটী চক্ষু খাই॥

তদবধি বাসা করি আছে মোর ঘরে।
কে জানে এমন চোর সিঁদে চুরি করে॥
না জানি কুটিনীপনা দুঃখিনী মালিনী।
চোরে বাসা দিয়া নাম হইল কুটিনী॥
নষ্ট নই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন।
রাবণের দোষে যেন সিন্ধুর বন্ধন॥
ধর্ম্ম অবতার তুমি রাজা মহাশয়।
বুঝিয়া বিচার কর উচিত যে হয়॥
রাজার হইল দয়া হীরার কথায়।
ছাড়ি দেহ কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

চোরের পরিচয় জিজ্ঞাসা।

লোকে মোরে বলে মিছা চোর।
বুঝিবে কেবা এ ঘোর॥
সবে চোর হয়ে, মোরে ধরি লয়ে,
চোর বাদ দেই মোর।
দেখিয়া কঠোর, প্রাণ কাঁদে মোর,
আমারে বলে কঠোর॥
সবে করে পাপ, ভুঞ্জিবারে তাপ,
মোর পদে দেয় ডোর।
কে মোরে জানিবে, কে মোরে চিনিবে,
ভারত ভাবিয়া ভোর॥ ধ্রু॥

রাজা বলে কি হইবে ইহারে বধিলে।
অধিক কলঙ্ক হবে স্ত্রীবধ করিলে॥
দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গা পার কর গালে চূণ কালি দিয়া॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধুতী খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায়॥

রাজার হীরায় বাক্যে হইল সংশয়।
আরজবেগীরে কহে লহ পরিচয়॥
জিজ্ঞাসে আরজবেগী কহ অরে চোর।
কি নাম কাহার বেটা বাড়ী কোথা তোর।
চোর কহে আমি রাজবংশের ছাবাল।
কেন পরিচয় চেয়ে বাড়াও জঞ্জাল॥
তুমিত্ত আরজবেগী বুঝ দেখি ভাবে।
নীচ বিনা কোথায় ডাকাতি চোর পাবে॥
চোরের জানিয়া জাতি কি লাভ করিবে।
উচ্চ জাতি হৈলে বুঝি উচ্চ শালে দিবে॥
তাহারে জিজ্ঞাস জাতি যে করে আরজ।
তোরে দিব পরিচয় এত কি গরজ॥
দেমাক দেখিয়া রাজা বুঝিলা আশয়।
বৈদ্যেরে কহিলা তুমি চাহ পরিচয়॥
বৈদ্য বলে শুন চোর আমি বৈদ্যরাজ।
মোরে পরিচয় দেহ ইথে নাহি লাজ॥
চোর বলে জানিলাম তুমি বৈদ্যরাজ।
নাড়ী ধরি বুঝ জাতি কথায় কি কাজ॥
মুন্সী জিজ্ঞাসে আমি রাজার মুন্সী।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড়হ খুন্সী॥
চোর বলে মুন্সীজী তুমি সে বুঝিবে।
জামাই হইলে চোর কি পাঠ লিখিবে॥
বক্সী জিজ্ঞাসে আমি বক্সী রাজার।
মোরে পরিচয় দেহ ছাড় ফের ফার॥
চোর বলে ঠেকিলাম হিসাবের দায়।
পাইবা চোরের জাতি দেখ চেহারায়॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পরিচয় চায়।
চোর বলে এবার হইল বড় দায়॥

বিচার করিয়া দেখ লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি গুণ দ্রব্য কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা॥ (১)
এইরূপে পরিচয় যে কেহ জিজ্ঞাসে।
বাকছলে সুন্দর উড়ায় উপহাসে॥
শেষে রাজা আপনি জিজ্ঞাসে পরিচয়।
ভারত কহিছে এই উপযুক্ত হয়॥

রাজার নিকট চোরের পরিচয়।

কহে বীরসিংহ রায়, কহে বীরসিংহ রায়।
কাটিতে বাসনা নাই ঠেকেছি মায়ায়॥
কহ তোমার কি নাম, কহ তোমার কি নাম।
কিবা জাতি কার বেটা বাড়ী কোন গ্রাম॥
কহ সত্য পরিচয়, কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয়॥
শুনি কহিছে সুন্দর, শুনি কহিছে সুন্দর।
কালিকার কিঙ্কর কিঞ্চিৎ নাহি ডর॥
শুন রাজা মহাশয়, শুন রাজা মহাশয়।
চোরের কথায় কোথা কে করে প্রত্যয়॥
আমি রাজার কুমার, আমি রাজার কুমার।
কহিলে প্রত্যয় কেন হইবে তোমার॥
বিদ্যাপতি মোর নাম, বিদ্যাপতি মোর নাম।
বিদ্যাধর জাতি বাড়ী বিদ্যাপুর গ্রাম॥
শুন শ্বশুর ঠাকুর, শুন শ্বশুর ঠাকুর।
আমার বাপের নাম বিদ্যার শ্বশুর॥
তুমি ধর্ম্ম অবতার, তুমি ধর্ম্ম অবতার।
অবিচারে চোর বল এ কোন বিচার॥

(১) শব্দের বৃত্তি বিশেষ

বিদ্যা করেছিল পণ, বিদ্যা করেছিল পণ।
সেই পতি বিচারে জিনিবে যেই জন ॥
পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে সেই লয়ে যায় ॥
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে, তুমি জিজ্ঞাস বিদ্যারে।
বিচারে হারিয়া পতি করিল আমারে ॥
আমি যে হই সে হই, আমি যে হই সে হই।
জিনিয়াছি পণে বিদ্যা ছাড়িবার নই ॥
মোর বিদ্যা মোরে দেহ, মোর বিদ্যা মোরে দেহ।
জাতি লয়ে থাক তুমি আমি যাই গেহ ॥ (১)
বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ, বিদ্যা মোর জাতি প্রাণ।
তপ জপ যজ্ঞ যাগ ধন ধ্যান জ্ঞান ॥
ক্রোধে কহে মহীপাল, ক্রোধে কহে মহীপাল।
নাহি দিল পরিচয় কাটরে কোটাল ॥
চোর তবু কহে ছল, চোর তবু কহে ছল।
বিদ্যা না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল ॥
আমি বিদ্যার লাগিয়া, আমি বিদ্যার লাগিয়া।
আসিয়াছি ঘর ছাড়ি সন্ন্যাসী হইয়া ॥
আমি তোমার সভায়, আমি তোমার সভায়।
নিত্য আসি নিত্য তুমি ভুলাও আমায় ॥
তুমি নাহি দিলা যেই, তুমি নাহি দিলা যেই।
মাটি কাটি তলাসিতে গিয়াছিনু তেঁই ॥
শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর মানুষ ত নয় ॥

---

(১) গৃহ।

চাহে কাটিতে কোটাল, চাহে কাটিতে কোটাল।
নয়ন ঠারিয়া মানা করে মহীপাল ॥
চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া, চোর বিদ্যারে বর্ণিয়া।
পড়িল পঞ্চাশ শ্লোক অভয়া ভাবিয়া ॥
শুনি চমকিত লোক, শুনি চমকিত লোক।
ভারত কহিছে তার গোটাকত শ্লোক ॥
ইতি বুধবারের নিশাপালা।

রাজার নিকটে চোরের শ্লোকপাঠ।

মোর পরাণ পুত্তলী রাধা।
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায়, মন সদা ধায়,
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধা ॥
রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে,
রাধাকৃষ্ণপদে বাঁধা ॥ ধ্রু ॥

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীম্।
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্ ॥
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং।
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি ॥

এখনো সে কনকচম্পক সুবরণী।
তনুলোমাবলী ফুল্লকমলবদনী ॥
শুইয়া উঠিল কামবিহ্বললালসা।
প্রমাদ গণিছে মোর শুনি এই দশা ॥

কন্যার বর্ণনে রাজা লাজে বলে মার।
চোর বলে মহারাজ শুন আরবার॥

অদ্যাপি তন্মনসি সম্প্রতি বর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতি মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণে কৃত্যং কনকপত্রমনালপন্ত্যা॥

এখনো সে মোর মনে আছয়ে সর্ব্বথা।
এক রাতি মোর দোষে না কহিল কথা॥
বিস্তর যতনে নারি কথা কহাইতে।
ছলে হাঁচিলাম জীববাক্য বলাইতে॥
আমি জীলে রহে তার আয়তি নিশ্চল।
জানায়ে পরিল কাণে কনককুণ্ডল॥
দগ্ধ হয় তনু তার বৈদগ্ধ ভাবিয়া। (১)
ক্রিয়ায় কহিল জীব কথা না কহিয়া॥
রাজা বলে বুঝা যাবে কেমন জামাই।
তুই মৈলে তার কি আয়তি রবে নাই॥
ছল পেয়ে কবিরায় কহিতে লাগিলা।
সভা সাক্ষী হৈও রাজা জামাই বলিলা॥
ভাল হই মন্দ হই বলিলা জামাই।
ধর্ম্ম সাক্ষী কাটিবারে আর পার নাই॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং
কূর্ম্মোবিভর্ত্তি ধরণীং খলুপৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বহবাড়বাগ্নি-
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥

(১) বিদগ্ধত্ব, রসিকতা।

এখনো কণ্ঠের বিষ না ছাড়েন হর।
কমঠ (১) বহেন পিঠে ধরণীর ভর॥
বারিনিধি (২) দুর্ব্বহ বাড়ব অগ্নি বহে।
সুকৃতির অঙ্গীকার কভু মিথ্যা নহে॥
লজ্জা পেয়ে বীরসিংহ অধোমুখ হয়।
সভাজন কহে চোর মানুষ ত নয়॥
ভূপতি বুঝিলা মোর বিদ্যারে বর্ণায়।
মহাবিদ্যা স্তুতি করে গুণাকর রায়॥
দুই অর্থ কহি যদি পুঁথি বেড়ে যায়।
বুঝিবে পণ্ডিত চোরপঞ্চাশী টীকায়॥
হেঁটমুখে ভাবে রাজা কি করি এখন।
না পাইনু পরিচয় এ বা কোন জন॥
বিষয় আশয়ে বুঝি ছোট লোক নয়।
সহসা বধিলে শেষে কি জানি কি হয়॥
কোটালে কহিলা ঠারে লহ রে মশানে।
ভয়ে পরিচয় দিতে পারে তোর স্থানে॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ ঊষা হরেছিল।
তাহারে বান্ধিয়া বাণ বিপাকে পড়িল॥
লক্ষণা হরিয়াছিল কৃষ্ণের নন্দন।
তার দায়ে বিপাকে ঠেকিল দুর্য্যোধন॥
অতএব সহসা বধিবা যুক্তি নয়।
বটে বটে গুরু পাত্র-মিত্রগণ কয়॥
কোটাল মশানে চলে লইয়া সুন্দর।
ভবানী ভাবেন কবি হইয়া কাতর॥
রাজার সভায় সুন্দরের সারী শুক।
ভূপতিরে ভৎসিবারে করিছে কৌতুক॥

(১) কূর্ম্ম, কচ্ছপ। (২) সমুদ্র।

অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিলা কবিবর ।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ॥

শুকমুখে চোরের পরিচয় ।

শুকমুখে মুখ দিয়া, সারী কান্দে বিনাইয়া,
সুন্দরের দুর্গতি দেখিয়া ।
সারীর ক্রন্দন ছাঁদে, শুক বিনাইয়া কাঁদে,
সভাজন মোহিত শুনিয়া ॥
শুক পাকসাট দিয়া, সারিকারে খেদাইয়া,
নারী নিন্দাচ্ছলে নিন্দে ভূপে ।
আলো সারি দূর দূর, নারীর হৃদয় ক্রূর,
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥
গুণসিন্ধু রাজসুত, সুন্দর সুগুণযুত,
বিদ্যা লাগি মরে গুণমণি ।
দস্যুকন্যা মহৌষধে, পতি করি সাধু বধে,
বিদ্যা বীরসিংহের তেমনি ॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া, শেষে দিল ধরাইয়া,
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী ।
আহা মরি আহা মরি, হায় হায় হরি হরি,
পতিবধ কৈল পাপীয়সী ॥
তুই সে বিদ্যার সারি, শিখেছিস্ গুণ তারি,
তুই কবে বধিবি জীবন ।
যেমন দেবতা যিনি, তেমন স্বরূপা তিনি,
সেইমত ভূষণ বাহন ॥
শুকের শুনিয়া বাণী, সবে করে কাণাকাণি,
রাজা হৈল সন্দেহ সংযুক্ত ।

মালিনী কহিল যাহা, শুকপাখি বলে তাহা,
চোর বুঝি গুণসিন্ধুসুত ॥
রাজা কহে শুন শুন, কি কহিলা কহ পুনঃ,
চোরের কি জান পরিচয়।
গুণসিন্ধু রাজা যেই, তাহার তনয় এই,
বল কিসে হইবে প্রত্যয় ॥
বিদ্যা নিল চুরি করি, কোটাল আনিল ধরি,
পরিচয় না দেয় চাহিলে।
তুমিত পণ্ডিত হও, কেন না কাটিব কও,
কেন মোরে ডাকাতি বলিলে ॥
শুক বলে মহাশয়, আপনার পরিচয়,
রাজপুত্র কেবা কোথা দেই।
ভাটে দেয় পরিচয়, ঘটকেরা কুল কয়,
বড় মানুষের রীতি এই ॥
নিজ পরিচয় প্রভু, সুন্দর না দিবে কভু,
পাখী আমি মোর কথা কিবা।
তুমি ত তাহার পাট, পাঠাইয়া ছিলা ভাট,
ভাটে ডাক সকলি জানিবা ॥
রাজা বলে বটে হয়, ভাটের সর্দ্দারে কয়,
কাঞ্চীপুরে কেটা গিয়াছিল।
জমাদার নিবেদিল, গঙ্গা ভাট গিয়াছিল,
আন বলি রাজা আজ্ঞা দিল ॥
ভাটেরে আনিতে দুত, ধায় দশ রজপুত,
ওথায় সুন্দর মহাশয়।
পঞ্চাশ মাতৃকাক্ষরে, কালিকার স্তুতি করে,
কবিরায় গুণাকর কয় ॥

শ্মশানে সুন্দরের কালীস্তুতি।

মা কালিকে।
কালি কালি কালি কালি কালি কালি কালিকে।
চণ্ডমণ্ডি মুণ্ডখণ্ডি খণ্ডমুণ্ডমালিকে।
লট্ট পট্ট দীর্ঘজট্ট মুক্তকেশজালিকে।
ধক্ক ধক্ক তক্ক তক্ক অগ্নিচন্দ্রভালিকে।
লীহ লীহ লোলজীহ লক্ক লক্ক সাজিকে।
স্ক চক্ক ভক্ক ভক্ক রক্তরাজিরাজিকে।
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোরহাস্যহাসিকে।
মার মার ঘোর ঘার ছিন্দি ভিন্দি ভাষিকে।
ঢক্ক ঢক্ক হক্ক হক্ক পীতরক্তহাসিকে।
থেই থেই থেই থেই নৃত্যগীতভালিকে।
ভীতিচূর্ণ কামপূর্ণ কাত্তিমুণ্ডধারিকে।
শম্ভুবক্ষ পাদলক্ষ পাদপদ্মচারিকে।
খর্ব্ব খর্ব্ব দৈত্য সর্ব্ব গর্ব্বখর্ব্বকারিকে।
সিংহভাব ঘোররাব ফেরুপালপালিকে।
এহি এহি দেহি দেহি দেবি রক্তদন্তিকে।
ভারতায় কাতরায় কৃষ্ণভক্তিমন্তিকে॥ ধ্রু॥

অপর্ণা অপরাজিতা অচ্যুতঅনুজা।
অনাদ্যা অনন্ত অন্নপূর্ণা অষ্টভুজা॥ ১॥
আদ্যা আদ্যরূপা আশা পূরাহ আসিয়া।
আনিয়াছ আপনি আমারে আজ্ঞা দিয়া॥ ২॥
ইচ্ছারূপা ইন্দুমুখী ইন্দ্রাণী ইন্দিরা।
ইন্দীবরনয়নী ইঙ্গিতে ইচ্ছা ইরা (১)॥ ৩॥

---

(১) ভূমি।

ঈশ্বরী ঈশপতিজায়া ঈষদহাসিনী।
ঈদৃশী তাদৃশী নহ ঈশানঈহিনী ॥ ৪ ॥
উমা উর উরস্থল উপরে উত্থিতা।
উপকারে উর গো উরগউপবীতা ॥ ৫ ॥
ঊর্দ্ধজটা ঊরুরম্ভা ঊষ (১) প্রকাশিকা।
ঊর্ম্মিতে (২) ফেলিয়া কৈলা ঊষর (৩) মৃত্তিকা ॥ ৬ ॥
ঋতুরূপা তুমি ঋষি ঋভুক্ষের বৃদ্ধি।
ঋণিচক্রে ঋণী আছ মোরে দেহ ঋদ্ধি ॥ ৭ ॥
ৠকার স্বর্গের নাম তুমি ৠরূপিণী।
ৠস্বরূপা রাখ মোরে ৠবাসদায়িনী ॥ ৮ ॥
ঌকার বেদের নাম তুমি সে ঌকার।
ঌ পড়িলে কি হবে ঌ কি জানে তোমার ॥ ৯ ॥
ৡকার দৈত্যের মাতা ৡভব দানব।
ৡকার স্বরূপা তবু বধিলা ৡভব ॥ ১০ ॥
এণরিপুবাহিনী এ একান্তেরে চাও।
একা আনি এখানে এখন কি এড়াও ॥ ১১ ॥
ঐশানী ঐহিক সুখ ঐকান্ত বাসনা।
ঐরাবতপতি করে ঐ পদ কামনা ॥ ১২ ॥
ওড়পুষ্পওঘ জিনি ওষ্ঠের ওজস।
ওজোগুণ তরাবার ও পদ ওকস ॥ ১৩ ॥
ঔৎপাতিকে ঔপসর্গে তুমি সে ঔষধ।
ঔরসে ঔদাস্য করি ঔর্ব্বদাহে বধ ॥ ১৪ ॥
অংস্বরূপা অংশুময়ী অংশে কংস অরি।
অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রাখ অঙ্কে করি ॥ ১৫ ॥
অঃকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে।
অঃ কি কব অঃস্বরূপা রাখ মোরে তোষে ॥ ১৬ ॥

(১) প্রভাত। (২) তরঙ্গ, ঢেউ। (৩) লোনা স্থান।

কালী কালকালকান্তা করালী কালিকা।
কাতরে করুণা কর কুণপকর্ণিকা॥ ১৭॥
খর খড়্গা খর্পর খেটকে খলনাশা।
খণ্ড খণ্ড করে খলে খলখলহাসা॥ ১৮॥
গিরিজা গিরিশী গৌরী গণেশজননী।
গয়া গঙ্গা গীতা গাথা গজারিগমনী॥ ১৯॥
ঘনঘন ঘোরঘটা ঘর্ঘরঘোষিণী।
ঘনঘন ঘুঙ্গু ঘুঙ্গু ঘাঘর ঘণ্টিণী॥ ২০॥
ঙকার ভৈরব আর বিঁষয় ঙকার।
ঙকার স্বরূপা রাখ ঙপদ আমার॥ ২১॥
চন্দ্রচূড়া চণ্ডঘণ্টা চষক (১) চূষিকা।
চাতুরীতে চোর কৈল চাহ গো চণ্ডিকা॥ ২২॥
ছায়ারূপা ছাবালেরে ছাড় ছদ্ম ছল।
ছলে লোক ছিছি বলে আঁখি ছল ছল॥ ২৩॥
জয় জয় জয়াবতী জলদবরণী।
জয় দেহ জয়ন্তি গো জগতজননী॥ ২৪॥
ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিত।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিত॥ ২৫॥
ঞকার ঘর্ঘরধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকার করিয়া এস ঞকারে আমার॥ ২৬॥
টঙ্কিনী টমক টাঙ্গী টানিয়া টঙ্কার।
টিকি ধরি টানে গো টুটাহ টিটিকার॥ ২৭॥
ঠাকুরাণী ঠেকাইলা একি ঠকঠকে।
ঠেঠায় করিল ঠেঠা ঠক কৈল ঠকে॥ ২৮॥
ডাকিনী ডমরু ডম্ফে ডাকিয়া ডাগর।
ডামর বিদিত ডঙ্কা দূর কর ডর॥ ২৯॥

(১) মদ্যপান পাত্র।

ঢক্কনাশা ঢাক ঢোল ঢেমসা বাদিনী।
ঢেসা দিয়া ঢেকা মারে ঢাক গো ঢক্কিনী ॥ ৩০ ॥
ণত্ব ণয়ে জ্ঞান ণত্ব ণকারে নির্ণয়।
ণস্বরূপা রক্ষা কর ণ হইল ক্ষয় ॥ ৩১ ॥
ত্রিপুরা ত্রিগুণা ত্রিলোচনী ত্রিশূলিনী।
তাপিত তনয়ে তব তারহ তারিণী ॥ ৩২ ॥
থকারে পাথর তুমি থকারের মেয়ে।
থির কর থর থর কাঁপি ভয় পেয়ে ॥ ৩৩ ॥
দাক্ষায়ণী দয়াময়ী দানবমর্দ্দিনী।
দুঃখ দূর কর দুর্গা দুর্গতিদলনী ॥ ৩৪ ॥
ধরিত্রী ধাতার ধাত্রী ধূর্জ্জটির ধন।
ধন ধান্য ধরা তার ধ্যানের কারণ ॥ ৩৫ ॥
নারসিংহী নৃমুণ্ডমালিনী নারায়ণী।
নগেন্দ্রনন্দিনী নীলনলিননয়নী ॥ ৩৬ ॥
পরমেশী পার কর পড়িয়াছি পাপে।
পতিত পবিত্র পদ প্রসঙ্গ প্রতাপে ॥ ৩৭ ॥
ফলরূপা ফলফুলপ্রিয়া ফণিপ্রিয়া।
ফাঁফর করিলা ফেরে ফাঁদেতে ফেলিয়া ॥ ৩৮ ॥
বিশালাক্ষী বিশ্বনাথ বনিতা বিশেষে।
বিদ্যা দিয়া বিড়ম্বিয়া বধিলা বিদেশে ॥ ৩৯ ॥
ভীমা ভীমপ্রিয়া ভীমভীষণ ভাষিণী।
ভয় ভাঙ্গ ভবানী গো ভবের ভাবিনী ॥ ৪০ ॥
মহামায়া মাহেশ্বরী মহেশ মহিলা।
মোহিয়া মদনমদে মিছা মজাইলা ॥ ৪১ ॥
যশোদা যমুনা যজ্ঞরূপা যদুসুতা।
যমালয় যাই প্রায় এস যবযুতা ॥ ৪২ ॥
রক্তবীজ রক্তরসে রসিতবসনা।
রাখ গো রঙ্গিণি রণে রৌরবরটনা ॥ ৪৩ ॥

লহ লহ লক লক লোলে লোলজিহী।
লটপট লম্বিত ললিতলটলিহী॥ ৪৪॥
বারাহী বৈষ্ণবী ব্রাহ্মী বালা বালা বলা।
বদ্ধ হৈনু বৰ্দ্ধমানে বাঁচাও বিমলা॥ ৪৫॥
শক্তি শিবা শাকম্ভরী শশিশিরোমণি।
শুভ কর শুভঙ্করী শমনশমনী॥ ৪৬॥
ষড়ানন মাতা ষড়রাগ বিহারিণী।
ষটপদ বরণী ষড় ঋতু বিলাসিনী॥ ৪৭॥
সারদা সকলসারা সর্ব্বত্র সঞ্চার।
সকলে সমান সদা সন্তের সুসার॥ ৪৮॥
হৈমবতী হেরম্বজননী হরপ্রিয়া।
হায় হায় হত হই রাখ গো হেরিয়া॥ ৪৯॥
ক্ষেমঙ্করী ক্ষমা কর ক্ষণেক চাহিয়া।
ক্ষুব্ধ হই ক্ষোভ পাই ক্ষীণাঙ্গী ভাবিয়া॥ ৫০॥
সুন্দর করিলা স্তুতি পঞ্চাশ অক্ষরে।
ভারত কহিছে কালী জানিলা অন্তরে॥

দেবীর সুন্দরে অভয়দান।

বরপুত্র চোর হৈল, কোটাল মশানে লৈল,
কালীর অন্তরে হৈল রোষ।
সাজ বলি কৈলা রব, ধাইল যোগিনী সব,
অট্টহাস ঘর্ঘর নির্ঘোষ॥
ডাকিনী হাকিনী ভূত, শাঁখিনী পেত্নিনী দূত,
ব্রহ্মদৈত্য ভৈরব বেতাল।
পিশাচ ভৈরব চলে, যক্ষ রক্ষ আগুদলে,
ঘণ্টাকর্ণ নন্দী মহাকাল॥
দোলে জটা কেশপাশ, অট্ট অট্ট অট্ট হাস,
চক্রসম রাঙ্গা ত্রিনয়ন।

লোল জিহ্বা লক্ লক্, ভালে অগ্নি ধক্ ধক্,
কড়মড় বিকট দশন ॥
মুখ অতি সুবিস্তার, সৃক্কেতে রক্তের ধার,
শবশিশু শ্রবণে কুণ্ডল।
খড়্গ মুণ্ড বরাভয়, চারি হস্ত মোহময়,
গলে মুণ্ডমালা দলমল ॥
দৈত্যনাড়ী গাঁথা থরে, কিঙ্কিণী দৈত্যের করে,
অস্থিময় নানা অলঙ্কার।
রুধির মাংসের লোভে, চারিদিকে শিবা শোভে,
ফে রবে ভুবন চমৎকার ॥
পদভরে টলমল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
অকাল প্রলয় নিবারণে।
শিব শবরূপ হয়ে, হৃদয়ে সে পদ লয়ে,
ধ্যানে শুয়ে মুদিত লোচনে ॥
এইরূপে বর্দ্ধমানে, রহিলা আকাশ-যানে,
সুন্দরেরে করিয়া অভয়।
মাভৈষীঃ মাভৈষীঃ বেটা, তোরে বা বধিবে কেটা,
তবে আজি করিব প্রলয় ॥
তোরে রাজা বধে যদি, রুধিরে বহাব নদী,
বীরসিংহে সবংশে বধিয়া।
তোরে পুনঃ বাঁচাইয়া, বিদ্যা দিব রাজ্য দিয়া,
ভয় কিরে বিদ্যাবিনোদিয়া ॥
দেবীর আকাশবাণী, শুনিলা সুন্দর জ্ঞানী,
আর কেহ শুনিতে না পায়।
উর্দ্ধমুখে কবি চায়, দেবীরে দেখিতে পায়,
পুলকে পূরিল সব কায় ॥
কালিকার অনুগ্রহে, সুন্দর [illegible]
দূর হৈল যতেক [illegible]

কোটালে সৈন্যের সনে, বান্ধিলেক জনে জনে,
ডাকিনী যোগিনী ভূতগণ ॥
এরূপে সুন্দর আছে, ওথায় রাজার কাছে,
গঙ্গাভাট হৈল উপনীত।
ভারত সরস ভণে, শুন সবে একমনে,
ভাটভূপে কথা সুললিত ॥

ভাটের প্রতি রাজার উক্তি।

গঙ্গা কহো গুণসিন্ধু মহীপতিনন্দন সুন্দর
কৈঁয্যা নহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি ধোঁ নহি তঁহা
সমঝায় শুনায়া ॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সুধি ভুল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্টহো অব ভণ্ড ভয়া কবিতাই ভটাই মে
দাগ চঢ়ায়া ॥
য্যার কহা বহু প্যার কিয়া গজবাজি দিয়া
শির তাজ ধরায়া।
ঢাল দিয়া তলবার দিয়া জরপোষ কিয়া
সব কাব্য পঢ়ায়া ॥
গামহুঁ ধাম মহাকবি নাম দিয়া মণিদাম
বড়াই বঢ়ায়া।
কাম গয়া বরবাদ সবে অরু ভারতীকে
নহে ভেদ জানায়া ॥

ভাটের উত্তর।

ভূপ মৈ তিহারি ভট্ট কাঞ্চিপুর যায়কে।
ভূপকো সমাজ মাঝ রাজপুত্র পায়কে ॥

হাত জোরি পত্র দীহ্ন শীষ ভূমিনায়কে।
রাজপুত্রিকী কথা বিশেষ মৈ শুনায়কে॥
রাজপুত্র পত্র বাঁচি পূছি ভেদ ভায়কে।
এক মে হজার লাখ মৈ কহা বনায়কে॥
বুঝকে সুপাত্র রাজপুত্র চিত্ত লায়কে।
আয়নে ভয়া মহাবিয়োগিচিত্ত ধায়কে॥
য়্যাহি মে কহা ভয়া কহা গয়া ভুলায়কে।
বাপ মা মহাবিয়োগী দেখ্‌নে না পায়কে॥
শোচি শোচি পাঁচ মাহ মৈ তঁহা গমায়কে।
আশুহী কহাহুঁ বাত বর্দ্ধমান আয়কে॥
য়্যাদ নাহি মৈ মহীপ মৈ গয়া জনায়কে।
পূছহু দিবানজীসো বথসিকো মঙ্গায়কে॥
বুঝকে কহে মহীপ ভট্টকো মনায়কে।
চোর কৌন হৈ তু চিহ্ন দেখ দেখ যায়কে॥
ভূপকে নিদেশ পায় গঙ্গা যায় ধায়কে।
চোরকো বিলোকি চিহ্ন শীঘভূমি নায়কে॥
বেগমে কহা মহীশ পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঞ্চিরাজ রায়কে॥
ভাগ হৈ তিহারি ভূপ আপ এহি আয়কে।
বাসমে রহা তিহারি পুত্রিকো বিহায়কে॥
চোরকে মশান মে কহা দিও পাঠায়কে।
ভাগ মানি আপ যায় লায়হু মনায়কে॥
ভট্টকো কহে মহীপ চিত্তমোদ লায়কে।
লায়নে চলে মশান ভারতী বনায়কে॥

সুন্দর প্রসাদন।

শুনিয়া ভাটের মুখে, বীরসিংহ মহাসুখে,
ভাটেরে শিরোপা দিল হাতি।

কুঠার বান্ধিয়া গলে, আপনি মশানে চলে,
পাত্র-মিত্রগণ সব সাতি ॥
মশানেতে গিয়া রায়, সুন্দরে দেখিতে পায়,
ঊর্দ্ধমুখে দেবতা ধেয়ায়।
কোটাল সৈন্যের সনে, বান্ধা আছে জনে জনে,
কে বান্ধিল দেখিতে না পায় ॥
শূন্যেতে হুঙ্কার দিয়া, ভূত নাচে ধিয়া ধিয়া,
ডাকিনী যোগিনী হুহুঙ্কার।
ভৈরবের ভীম রব, নৃত্য গীত মহোৎসব,
মশানে শ্মশান অবতার ॥
দেব অনুভব জানি, রাজা মনে অনুমানি,
সুন্দরে বিস্তর কৈলা স্তব।
না জানি করিনু দোষ, দূর কর অভিরোষ,
জানিনু তোমার অনুভব ॥
বিনয়েতে কবিরায়, শ্বশুর জ্ঞেয়ানে তায়,
কহিলেন প্রসন্ন বদনে।
আপনি হইনু চোর, দুঃখ নহে সুখ মোর,
তুমি মাত্র দয়া রেখো মনে ॥
নৃপ বীরসিংহ কয়, শুন বাপা মহাশয়,
কোটালের কি হবে উপায়।
কিসে হবে বন্ধমুক্তি, বলহ তাহার যুক্তি,
সুন্দর কহেন শুন রায় ॥
বিশেষিয়া শুন কই, কালিকা আকাশে অই,
অই অনুভবে এ সকল।
পূজা কর কালিকার, রক্ষা হবে সবাকার,
ইহ পরলোকের মঙ্গল ॥
বীরসিংহ এত শুনি, মহাপুণ্য মনে গুনি,
গুরু পুরোহিত আদি লয়ে।

সুন্দরসহ রাজার মশানে কালী দরশন।
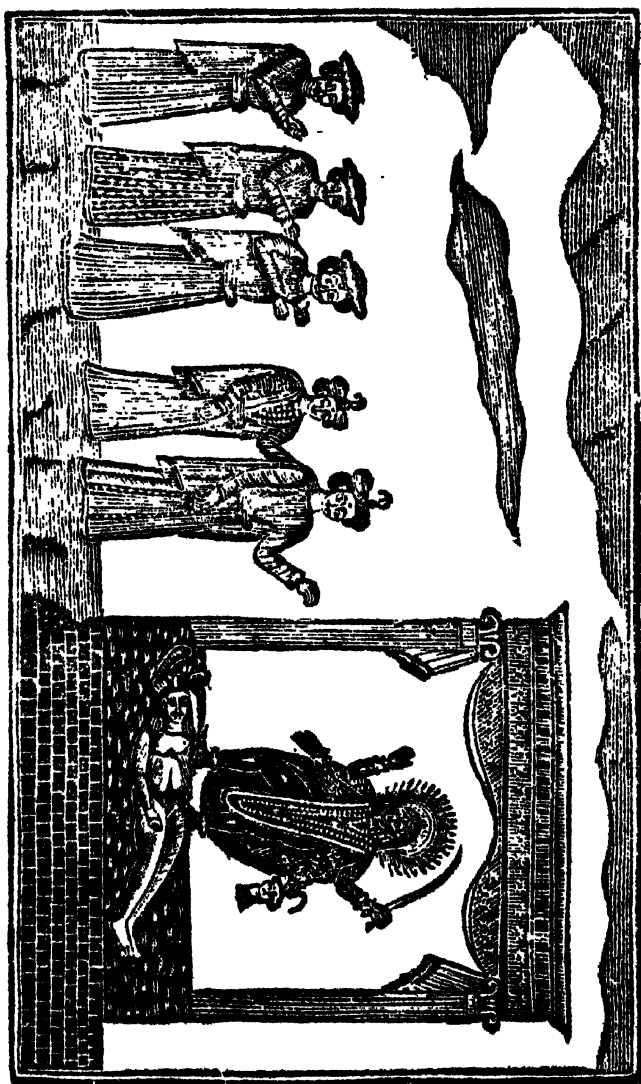
আনি নানা উপহার, পূজা কৈল অন্নদার,
স্তুতি কৈলা সাবধান হয়ে॥
বীরসিংহ পুনঃ কয়, শুন বাপা মহাশয়,
অই যে কহিলা কালী কই।
যত্তপি দেখিতে পাই, তবেত প্রত্যয় যাই,
তোমার কৃপায় ধন্য হই॥
হাসিয়া সুন্দর রায়, অঙ্গুলে ছুঁইলা তায়,
বীরসিংহ পায় দিব্যজ্ঞান।
দেখি কাল রাঙ্গা পায়, আনন্দে অবশ কায়,
ভবানী করিলা অন্তর্দ্ধান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ, সঙ্গে গেল সর্ব্বজন,
কোটালের বন্ধন ছাড়িয়া।
রাজা রাজ্য জ্ঞান পায়, সুন্দরে লইয়া যায়,
নিজপুরে উত্তরিলা গিয়া॥
সিংহাসনে বসাইয়া, বসন ভূষণ দিয়া,
বিদ্যা আনি কৈলা সমর্পণ।
করিল বিস্তর স্তব, নানামত মহোৎসব,
হুলাহুলি দেয় রামাগণ॥
সুন্দর বিত্তারে লয়ে, চোর ছিলা সাধু হয়ে,
কত দিন বিহারে রহিলা।
পূর্ণ হৈল দশ মাস, শুভদিন পরকাশ,
বিত্তা সতী পুত্র প্রসবিলা॥
ষষ্ঠীপূজা সমাপিলা, ছয় মাসে অন্ন দিলা,
বৎসরের হইল তনয়।
সুন্দর বিদ্যারে কন, যাব আমি নিকেতন,
ভারত কহিছে যুক্তি হয়॥

সুন্দরের স্বদেশ গমন প্রার্থনা।

ওহে পরাণবঁধু যাই গীত গায়ো না।
তিল নাহি সহে তালে বেতাল বাজায়ো না॥
তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন মাতালে নাচায়ো না।
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
বারে বারে কয়ে কয়ে মুরখে শিখায়ো না॥
অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভূমি,
না দেখিলে অন্ধকার আন্ধার দেখায়ো না।
ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না ঠেলিয়ো ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না॥ ধ্রু॥

সুন্দর বলেন রামা যাব নিকেতন।
তুষ্ট হয়ে কহ মোরে যেবা লয় মন॥
তোমার বাপেরে কয়ে বিদায় করহ।
যদি মোরে ভালবাস সংহতি চলহ॥
বিদ্যা বলে হোক প্রভু পারিব তাহারে।
বিধিকৃত স্ত্রী পুরুষ কে ছাড়ে কাহারে॥
কৃপা করি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ।
এই দেশে প্রভু আর দিন কত রহ॥
শুনিয়াছি সে দেশের কাঁহি মাহি কথা।
হায় বিধি সে কি দেশ গঙ্গা নাই যথা॥
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গাতীর।
সে দেশের সুধা সম এ দেশের নীর॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট।
ন পুনঃ গঙ্গার দূরে ভূপতি প্রকট॥
সুন্দর কহেন ভাল কহিলা প্রেয়সী।
জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরীয়সী॥

বিদ্যা বলে এত দিন ছিলা চোর হয়ে।
সাধু হয়ে দিন কত থাক আমা লয়ে॥
সুন্দর কহেন রামা না বুঝ এখন।
চোর নাম আমার না ঘুচিবে কখন॥
কালিকা তোমার চোর করিলা আমারে।
তুমি কি আমারে পার সাধু করিবারে॥
তোমার বাপের কাছে তোমারি লাগিয়া।
করিয়াছি যাতায়াত সন্ন্যাসী হইয়া॥
তুমিহ না জান তাহা না জানে মালিনী।
এমনি তোমার আমি শুন লো কামিনী॥
বিদ্যা বলে এমন সন্ন্যাসী তুমি বেই।
সন্ন্যাসিনী করিতে চাহিয়াছিলা তেঁই॥
পুরুষ হইয়া ঠাট তোমার এমন।
নারী হৈলে না জানি বা করিতে কেমন॥
কেমনে হইয়াছিলা কেমন সন্ন্যাসী।
দেখিতে বাসনা হয় শুনি পায় হাসি॥
রায় বলে সন্ন্যাসী হইতে কোন দায়।
তার মত সন্ন্যাসিনী পাইব কোথায়॥
কোথায় পাইব আর সে সকল সাজ।
চোর দায়ে লুঠিয়া লইলা মহারাজ॥
শুনি বিদ্যা সুলোচনা সখীরে পাঠায়।
সারী শুক খুঙ্গী পুথি তখনি আনায়॥
খুঙ্গী হৈতে বাহির করিয়া সেই সাজ।
পূর্ব্বমত সন্ন্যাসী হইলা যুবরাজ॥
ভারত কহিছে শুন ভারতী গোঁসাই।
পেয়েছ মনের মত ভিক্ষা ছেড়ো নাই॥

বিদ্যাসুন্দরের সন্ন্যাসীবেশ।

নব নাগরী নাগর মোহনিয়া।
রতি কাম নটী নট সোহনিয়া॥
কত ভাব ধরে, কত হাব করে,
রসসিন্ধু তরে ভব তারণীয়া।
নূপুর রণ রণ, কিঙ্কিণী কণ কণ,
ঝঞ্চন ঝননন্ কঙ্কণিয়া॥
লপট্ লটপট, ঝপট্ ঝটপট,
রচিত কচজট কমনিয়া।
কুটিল কটুতর, নিমিষ বিষভর,
বিষমশর শর দমনিয়া॥
সখী সকল মিলিত, মধুমঙ্গল গায়ত,
ততকার তরঙ্গত, সঙ্গত নাচত,
দন বিবিধ মধুর রব, যন্ত্র বাজাবত,
তাল মৃদঙ্গ বনী বনিয়া।
ধিধি ধিকুট ধিকুট, ধিধিকট ধিধি ধেই,
ঝিঝি তক ঝিমতক, ঝিমি ঝমক ঝমক ঝেঁই,
তত তত্তত তা তা, থুং থুং থেই থেই,
ভারত মানস মানসিয়া॥ ধ্রু॥
সন্ন্যাসীর শোভা দেখি মোহিলা কুমারী।
সন্ন্যাসিনী হইতে বাসনা হৈল তারি॥
পূর্ব্বকথা মনে করি হৈল চমৎকার।
নমঃ নারায়ণ বলি কৈল নমস্কার॥
রায় বলে নারায়ণী কিবা ভিক্ষা দিবা।
বিদ্যা বলে গোঁসাই অদেয় আছে কিবা॥
ভিক্ষাছলে একবার হৈল কামযাগ।
পুনশ্চ কহিছে কবি বাড়াইয়া রাগ॥

তোমার বপের কাছে সভায় বসিয়া ।
শুনিয়াছ কহিয়াছি প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥
সভায় তোমার ঠাঁই হারিলে বিচারে ।
মুড়াইয়া জটাভার সেবিব তোমারে ॥
জিনিলে তোমারে তীর্থব্রতে লয়ে যাব ।
বাঘছাল পরাইব বিভূতি মাখাব ॥
সকলে জানিল আমি জিনিনু এখন ।
সন্ন্যাসিনী হও যদি তবে জানি পণ ॥
বিদ্যা বলে উপযুক্ত যুক্তি বটে এই ।
সন্ন্যাসী যাহার পতি সন্ন্যাসিনী সেই ॥
হাসিয়া ধরিলা বিদ্যা সন্ন্যাসিনীবেশ ।
জটাজূট বানাইল বিনাইয়া কেশ ॥
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দূর উপর ।
শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর ॥
ছি বলিয়া ছাই হেন চন্দন ফেলিয়া ।
সোণা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া ॥
হীরা নীল পলা মুক্তা যে ছিল গলায় ।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥
বসিলেন সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসীর বামে ।
দেখিয়া সে সাজ লাজ হয় রতিকামে ॥
হরগৌরী বলি ভ্রম হয় পঞ্চবাণে ।
ফুলধনু টান দিয়া ফুলবাণ হানে ॥
মাতিল মদনে মহাযোগী মহাভাগ ।
কব কত যত মত হৈল কামযাগ ॥
পূরণ আহুতি দিয়া কহে কবিরায় ।
দক্ষিণে আমার দেহ দক্ষিণে বিদায় ॥
এ কথা শুনিয়া বিদ্যা লাগিলা ভাবিতে ।
এত করিলাম তবু নারিনু রাখিতে ॥

একান্ত যদ্যপি কান্ত যাবে নিজ বাস।
মোর উপরোধে থাক আরো বার মাস॥
বার মাসে মাসে মাসে যে সেবা পতির।
যে নারী না করে তার বিফল শরীর॥
বার মাসে সুখ রামা শুনায় বিস্তর।
ভারত কহিছে তাহে ভুলে কি সুন্দর॥

বার মাস বর্ণন।

কি লাগিয়া যাই যাই কহ হে। প্রাণনাথ !
এইখানে বার মাস রহ হে॥
বার মাসে ঋতু ছয়, লোকে তিন কাল কয়,
কাল হয় একালে বিরহ হে।
কোকিলের কলধ্বনি, ভ্রমরের গণগণি,
প্রলয় মলয়গন্ধ বহ হে॥
বিজুলী জলের ছাট, মত্ত ময়ূরের নাট,
মণ্ডূকের কৌতুক দুঃসহ হে।
মজিবে কমলকুল, সাজাবে মূলার ফুল,
ভারতের এ বড় নিগ্রহ হে॥ ধ্রু॥

বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুলগন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয়॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয়-সরোবরে।
কোকিলের ডাকে কামে নিদাঘে কি করে॥ ১॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্র এ দেশে বিস্তর।
সুধা ছাড়ি খেতে আশা করে পুরন্দর॥
মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া॥ ২॥
আষাঢ়ে নবীনমেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধন॥

ক্রোধে কান্তা যদি কান্তে পীঠ দিয়া থাকে।
জড়াইয়া ধরে ডরে জলদের ডাকে॥ ৩॥
শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম॥
ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝনী বিদ্যুত চকমকি।
শুনিবে শিখির নাদ ভেক মকমকি॥ ৪॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাঁটি॥
ঝরঝরি জলের বায়ুর তরতরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি॥ ৫॥
আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।
কে জানে তোমার দেশে তাহার সঞ্চার॥
নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু (১) আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥ ৬॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।
দেখিবে আদ্যার মূর্ত্তি অনন্ত মহিমা॥
ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস॥ ৭
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার॥
নূতন সুরস অন্ন দেবের দুর্লভ।
সদ্যোঘৃত সদ্যোদধি রসের বল্লভ॥ ৮॥
পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিনমান অতি অল্প রাত্রিমান বড়॥
সে দেশে যে সব ভোগ জানহ বিশেষে।
এবার করহ ভোগ যে সুখ এ দেশে॥ ৯॥

(১) উত্তর কবিতা, যাহাকে কবি কহে

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি॥
শিশিরে কমলবনে বধয়ে পরাণে।
মূলাফুলে ফুলবাণ কামীজনে হানে॥ ১০॥
বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন॥
কোকিল হুঙ্কার আর ভ্রমর ঝঙ্কার।
শুষ্কতরু মুঞ্জরিবে কত কব আর॥ ১১॥
মধুর সময় বড় চৈত্র মধুমাস।
জানাইব নানামত মদন বিলাস॥ ১২॥
আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।
ক্ষীরোদে থাকিলা হরি হিমালয়ে হর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এ যুক্তি সুন্দর।
তেঁই পাকে বলি চল শ্বশুরের ঘর॥
অবাক হইলা বিদ্যা মহাকবি রায়।
শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায়॥
বিস্তর নিষেধ বাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর॥
মালিনী মাসীরে মনে পড়িল তখন।
রাজারে কহিয়া তারে দিলা নানা ধন॥
ভারত কহিছে সুখে চলিলা [illegible]।
কহিব কতেক আর মেয়ের [illegible]॥

বিদ্যাসহ সুন্দরের স্বদেশ যাত্রা।

সুন্দর বিদ্যারে লয়ে, ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে,
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে, পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে,
মহোৎসবে মগন হইলা॥
সুন্দরের পূজা লয়ে, কালী মূর্ত্তিমযী হয়ে,
দম্পতীরে কহিতে লাগিলা।
তোরা মোর দাস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি,
আমার মঙ্গল প্রকাশিলা॥
অন্ত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
নানামতে আমারে তুষিলা।
এত বলি জ্ঞান দিয়া, মায়াজাল ঘুচাইয়া,
অষ্টমঙ্গলায় বুঝাইলা॥
দেবী দিলা দিব্যজ্ঞান, দুহে হৈলা জ্ঞানবান,
পূর্ব্ব সর্ব্ব দেখিতে পাইলা।
দেবীর চরণ ধরি, বিস্তর বিনয় করি,
দুইজনে অনেক কান্দিলা॥
বাপ মায়ে বুঝাইয়া, পুত্রে রাজ্যভার দিয়া,
দুইজনে সত্বর চলিলা।
আনন্দে দেবীর সঙ্গে, স্বর্গেতে চলিলা রঙ্গে,
রাজা রাণী শোকেতে মোহিলা॥
বিদ্যাসুন্দরেরে লয়ে, কালিকা কৌতুকী হয়ে,
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
ইতিহাস হৈল সায়, ভারত ব্রাহ্মণ গায়,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আদেশিলা॥

মানসিংহ।

বর্দ্ধমান হইতে মানসিংহের প্রস্থান।

জয় জয় গঙ্গে জয় গঙ্গে।
হরিপদকমল কমলকলদঙ্গে॥
টল টল ঢল ঢল, চল চল ছল ছল,
কল কল তরলতরঙ্গে।
পুটকিত (১) শিরজট, বিঘটিত সুবিকট,
লট পট কমঠ (২) ভুজঙ্গে॥
তরুণ অরুণবর, কিরণ বরণ কর,
বিধি কর নিকরকরঙ্গে (৩)।
ভুবন ভবন (৪) লয়, ভঞ্জন ভবিকময়, (৫)
ভারত ভবভয়ভঙ্গে॥ ধ্রু॥
সাঙ্গ হৈল বিদ্যাসুন্দরের সমাচার।
মজুন্দারে মানসিংহ কৈলা পুরস্কার॥
মজুন্দারে কহিলা করিব গঙ্গাস্নান।
উত্তরিলা পূর্ব্বস্থলী নদে সন্নিধান॥
আনন্দে গঙ্গায় জলে স্নান দান কৈলা।
কনকঅঞ্জলি দিয়া গঙ্গা পার হৈলা॥

---

(১) আবদ্ধ। (২) কুর্ম্ম, কচ্ছপ।
(৩) করঙ্গ—জলপাত্র। (৪) উৎপত্তি।
(৫) মঙ্গলময়।

পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ।
ভারতীর (১) রাজধানী ক্ষিতির প্রদীপ॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলেরে নানাধন দিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
কোথায় তোমার ঘর দেখাও আমারে॥
মজুন্দার কহিলা সে দূর বাগোয়ান।
মানসিংহ কহে চল দেখিব সে স্থান॥
মজুন্দার সঙ্গে রঙ্গে খড়ে পার হয়ে।
বাগোয়ানে মানসিংহ যান সৈন্য লয়ে॥
মজুন্দার ঘরে গেলা বিদায় হইয়া।
অন্নপূর্ণা যুক্তি কৈলা বিজয়া লইয়া॥
মানসিংহে আপনার মহিমা জানাই।
দুঃখ দিয়া সুখ দিলে তবে পূজা পাই॥
তবে সে জানিবে মোরে পড়িয়া সঙ্কটে।
বিনা ভয় প্রীতি (২) নাই জয়া বলে বটে॥
ঝড় বৃষ্টি করিবারে মেঘগণে কও।
জলে পরিপূর্ণ করি অন্ন হরি লও॥
ভবাইর ভাণ্ডারেতে দিয়া শুভদৃষ্টি।
শেষে পুনঃ অন্ন দিবা মিটাইয়া বৃষ্টি॥
শুনি দেবী আজ্ঞা দিলা যত জলধরে।
ঝড় বৃষ্টি কর মানসিংহের লস্করে॥
দেবীর আদেশে ধায় যত জলধর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

(১) সরস্বতী। (২) প্রেম।

মানসিংহের সৈন্যে ঝড়বৃষ্টি।

ঘন ঘন ঘন (১) ঘন (২) গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড়, ঝড় বহে ঝড় ঝড়,
হড়মড় কড়মড় বাজে॥ ধ্রু॥
দশদিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
দুণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন॥
ঝঞ্জনার (৩) ঝঞ্জনী বিদ্যুৎ চক্‌মকী।
হড়মড়ী মেঘের ভেকের মক্‌মকী॥
ঝড়ঝড়ী ঝড়ের জলের ঝরঝরী।
চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরী॥
থরথরী স্থাবর (৪) বজ্রের কড়মড়ী।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ী॥
ঝড়ে উড়ে কাণাৎ (৫) দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট (৬) ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতি।
পাকে গাড়া গেল (৭) গাড়ী উট তার সাথি॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরদু বাজার॥ (৮)

(১) অবিরত। (২) মেঘ।
(৩) বজ্র। (৪) অচল বস্তু।
(৫) তাঁবু।
(৬) কাঠাম।
(৭) প্রোথিত হইল।
(৮) সৈন্য সমভিব্যাহারি বাজার।

বকরী বকরা মরে কুকড়ী-কুকড়া ।
কুজড়ানী (১) কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥ (২)
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে ।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হা ভাবে ॥ (৩)
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোঁসাই ।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥
বৎসর পোনর ষোল বয়স আমার ।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥
ছেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া ।
অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া ॥
ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি ।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায় ।
উভরায় (৪) কাঁদে লোক প্রাণ যায় যায় ॥
কাঙ্গাল হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে ।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥
এইরূপে লস্করে দুষ্কর হৈল বৃষ্টি ।
মানসিংহ বলে বিধি মজাইলা সৃষ্টি ॥
গাড়ী করে এনেছিল নৌকা বহুতর ।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেক মানসিংহ রায় ।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তাহারে সহায় ।
ভাণ্ডারের দ্রব্য তার ব্যয়ে না ফুরায় ॥

---

(১) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রয়কারিণী ।
(২) ফল মূল ইত্যাদি বিক্রেতা ।
(৩) কথা কয় । (৪) উচ্চৈঃশব্দে ।

নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাৎ ॥
দেখি মানসিংহ রায় তুষ্ট হৈলা বড়।
বাঙ্গালায় জানিলাম তুমি বন্ধু দড় ॥
কে কোথা বাহির হয় এমন দুর্য্যোগে।
বাঁচাইলা সকলেরে নানামত ভোগে ॥
বাঁচাইয়া বিধি যদি দিল্লী লয়ে যায়।
অবশ্য আনিব কিছু তোমার সেবায় ॥
এইরূপে মজুন্দার সপ্তাহ যাবত।
যোগাইলা যত দ্রব্য কি কব তাবত ॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসিলা কহ মজুন্দার।
কি কর্ম্ম করিলে পাব এ বিপদে পার ॥
দৈববল কিছু বুঝি আছয়ে তোমার।
এত দ্রব্য যোগাইতে শক্তি আছে কার ॥
মানসিংহে বিশেষ কহেন মজুন্দার।
অন্নপূর্ণা বিনা আমি নাহি জানি আর ॥
মানসিংহ বলে তাঁর পূজার কি ক্রম। (১
কহিলেন মজুন্দার যে কিছু নিয়ম ॥
অন্নপূর্ণা পূজা কৈলা মানসিংহ রায়।
দূর হৈল ঝড় বৃষ্টি দেবীর কৃপায় ॥
মানসিংহ গেলা মজুন্দারের আলয়।
দেখিলা গোবিন্দদেবে মহানন্দময় ॥
আসরফি (২) বস্ত্র অলঙ্কার আদি যত।
দিলেন গোবিন্দদেবে কব তাহা কত ॥
মজুন্দার সে সকল কিছু না লইলা।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণে বিতরিয়া দিলা ॥

(১) বিধি। (২) স্বর্ণমুদ্রা বিশেষ।

ইতঃপর শুন সবে ভারত রচিলা ।
সৈন্য লয়ে মানসিংহ যশোরে চলিলা ॥

মানসিংহের যশোর যাত্রা ।

ধাঁ ধাঁ গুড় গুড় বাজে নাগারা ।
বাজে রবাব মৃদঙ্গ দোতারা ॥
পয়দল (১) কলবল, ভূতল টলমল,
সাজল দলবল, অটল সোয়ারা । (২)
দামিনী (৩) তক তক, ধানকী ধক ধক,
ঝক মক চক মক, খর তরবারা ॥
ব্রাহ্মণ রজপুত, ক্ষত্রিয় রাহুত,
মোগল মাহুত, রণ অনিবারা ।
ভাঁড় কলাবত, নাচত গায়ত,
ভারত অভিমত, গীত সুধারা ॥ ধ্রু ॥
চলে রাজা মানসিংহ যশোর নগরে ।
সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতি পিঠে নাগারা নিশান ।
গাড়িতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ ॥
হাতির আমারী ঘরে বসিয়া আমীর ।
আপন লস্কর লয়ে হইল বাহির ॥
আগে চলে লালপোশ খাশবরদার ।
সিপাই সকল চলে কাতার কাতার ॥

(১) পদাতিক সৈন্য ।
(২) অশ্বারোহী সৈন্য ।
(৩) সৌদামিনী, বিদ্যুৎ ।

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে (১) মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল॥
আগে পাছে হাজারীর হাজার হাজার।
নটী নট হরকরা উরুহু বাজার॥
সানাই কর্ণাল বাজে রাগ আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া॥
ধাড়ী গায় কড়খা ভাঁড়াই করে ভাঁড়।
বালে করে মালাম (২) চোয়াড়ে লোফে কাঁড়॥
আগে পাছে দুই পাশে দুসারি লস্কর।
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর॥
মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়া চড়াইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া॥
এইরূপে যশোর নগরে উত্তরিয়া।
থানা দিলা চারি দিকে মুরুচা করিয়া॥
শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমান (৩) বেড়ী তলবার॥
প্রতাপ আদিত্য রাজা তলবার লয়ে।
বেড়ী ফিরা পাঠাইয়া পাঠাইল কয়ে॥
কহ গিয়া অরে চর মানসিংহ রায়ে।
বেড়ী দেউক আপনার মনিবের পায়ে॥
লইলাম তলবার কহ গিয়া তারে।
যমুনার জলে ধুব এই তলবারে॥
শুনি মানসিংহ সাজে করিতে সমর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

(১) লাঠিয়াল।
(২) মল্লখেলা।
(৩) পাতশার হুকুমনামা।

মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ।

ধুধু ধুধু ধু নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ (১) ভম ভম, দামামা দমদম,
ঝনর ঝম ঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর ফর, নিনাদ ধর ধর,
কামান গর গর গাজে।
সব জুবান রজপুত, পাঠান মজবুত,
কামান শরযুত সাজে॥
ধরি অনেক প্রহরণ, (২) জরীর পহিরণ, (৩)
সিপাইগণ রণ মাঝে।
পরি কলাইবথতর, পোষাক বহুতর,
সুশোভি শিরোপর তাজে॥
বসি অমারী (৪) ঘর পর, আমীর বহুতর,
হুলায় গজবর রাজে।
পুর যশোর চমকত, নকীব শত শত,
হুঁসার ফুকরত কাজে॥
হয় (৫) গজের গরজন, সেনার তরজন,
পয়োধি ভরছন লাজে।
দ্বিজ ভারত কবিবর, বনায় উঁহিপর,
প্রতাপ দিনকর সাজে॥ ধ্রু॥
যুঝে প্রতাপ আদিত্য, যুঝে প্রতাপ আদিত্য।
ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার,
সংসার সব অনিত্য॥

---

(১) পুরী। (২) অস্ত্র। (৩) পরিধান বস্ত্র।
(৪) হস্তীর পৃষ্ঠের উপর বসিবার আসন বিশেষ।
(৫) অশ্ব।

মানসিংহ ও প্রতাপ আদিত্যের যুদ্ধ।

শিলাময়ী নামে, ছিলা তার ধামে,
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ফিরিয়া, বসিলা রুষিয়া,
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত, গুরু পুরোহিত,
মিলে মানসিংহ রাজে।
লস্কর লইয়া, সত্বর হইয়া,
প্রতাপ আদিত্য সাজে॥
ধূ ধূ ধম ধম, ঝাঁ ঝাঁ ঝম ঝম,
দমামা দমদম বাজে।
হুড় হুড় হুড়, দুড় দুড় দুড়,
কামানের গোলা গাজে॥
সিন্দূর সুন্দর, মণ্ডিত মুদ্গর,
ষোড়শ হলকা হাতি।
পতাকা নিশান, রবিচন্দ্র বান,
অযুতেক ঘোড়া সাতি॥
সুন্দর সুন্দর, নৌকা বহুতর,
বায়ান্ন হাজার ঢালী।
সমরে পশিয়া, অন্তরে রুষিয়া,
দুই দলে গালাগালি॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায়, (১) যুঝে পায় পায়,(২)
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে, খর তরবারে,
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥

(১) অশ্বারোহি সৈন্যের সহিত অশ্বারোহি সৈন্যের।
(২) পদাতিক সৈন্যের সহিত পদাতিক সৈন্যের।
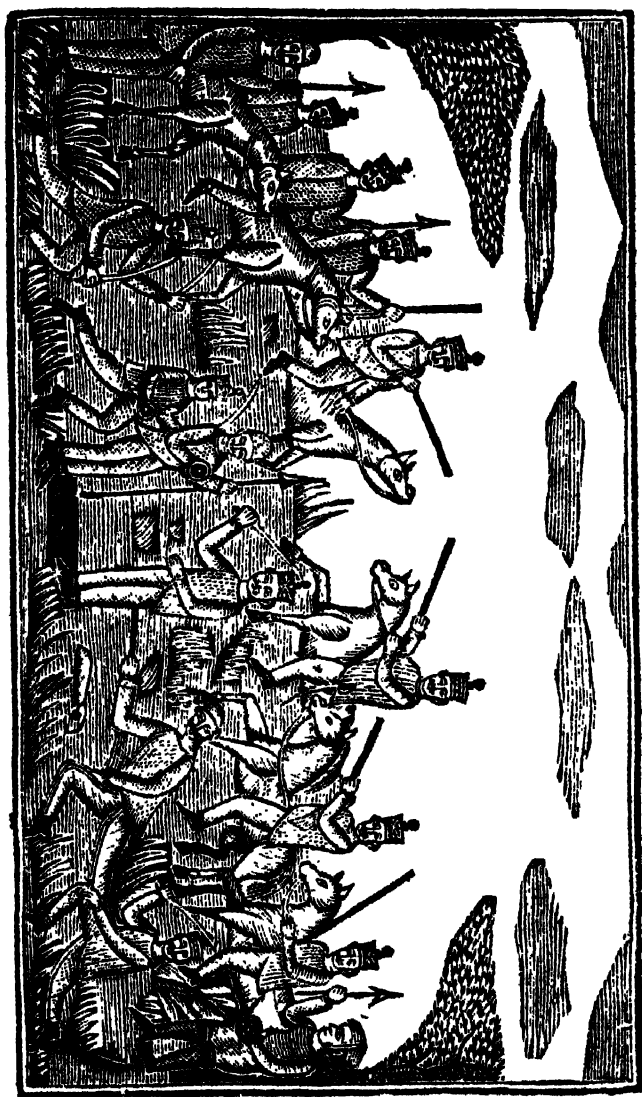
হান হান হাঁকে, খেলে উড়া পাকে,
পাইকে পাইকে যুঝে।
কামানের ধূমে, তম রণভূমে,
আত্ম পর (১) নাহি শুঝে ॥
তীর শন্‌শনি, গুলি ঠন্‌ঠনি,
খাঁড়া ঝন্‌ঝন্ ঝাঁকে।
মুচড়িয়া গোঁফে, শূল শেল লোফে,
ক্রোধে হান হান হাঁকে ॥
ভালায় ফুটিয়া, পড়িছে লুঠিয়া,
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে,
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥
পাতশাহি ঠাটে, (২) কবে কেবা আঁটে,
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া,
প্রতাপ আদিত্য হারে ॥
শেষে ছিল যারা, পলাইল তারা,
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া, পিঞ্জরে ভরিয়া,
প্রতাপ আদিত্যে লৈল ॥
দল বল সঙ্গে, পুনরপি রঙ্গে,
চলে মানসিংহ রায়।
ললিত সুছন্দে, পরম আনন্দে,
রায় গুণাকর গায়।

(১) আত্মপক্ষ ও পরপক্ষ।
(২) সৈন্য।

মানসিংহের ভবানন্দ বাটী আগমন।

রণজয়ভেরী বাজে রে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড় ঝাঁঝ ঝাঁজে রে॥
রণজয় করি, মুণ্ডমালা পরি,
কালী সাজে রে।
শ্বেত অলি শিব, সে নীলরাজীব, (১)
রাজী রাজে রে॥ (২)
গাইছে যোগিনী, নাচিছে ডাকিনী,
দানা গাজে রে।
মহোৎসব যত, কি কবে ভারত,
সেনামাঝে রে॥ ধ্রু॥
প্রতাপ আদিত্য রায়ে পিঁজরা ভরিয়া।
চলে রাজা মানসিংহ জয়ডঙ্কা দিয়া॥
কচুরায় পাইল যশোরজিত নাম।
সেই রাজ্যে রাজা হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
মজুন্দারে মানসিংহ কহিলা কি বল।
পাতশার হুজুরে আমার সঙ্গে চল॥
পাতশার সহিত সাক্ষাৎ মিলাইব।
রাজ্য দিয়া ফরমানী রাজা করাইব॥
অন্নপূর্ণা ভগবতী তোমারে সহায়।
জয়ী হয়ে যাই আমি তোমার দয়ায়॥
নানামতে অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া।
চলিলেন মজুন্দারে সংহতি লইয়া॥
অন্নপূর্ণা দেবীরে পূজিয়া মজুন্দার।
মানসিংহ সংহতি চলিলা দরবার॥

(১) নীলপদ্ম। (২) রাজী—শ্রেণী। রাজে—শোভা পায়

মহামায়া মাহেশ্বরী মহিষমর্দ্দিনী।
মোহরূপা মহাকালী মহেশমোহিনী॥
কৃপাময়ী কাতর কিঙ্করে কৃপা কর।
তোমা বিনা কেবা আর করুণা আকর॥
রাজার মঙ্গল কর রাজ্যের কুশল।
যে শুনে এ গীত তার করহ মঙ্গল॥
এত দূরে পালা গীত হৈল সমাপন।
অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হৈল সায়॥
ইতি বৃহস্পতিবারের দিবা পালা।

ভবানন্দের দিল্লী যাত্রা।

দিয়া নানা উপচার, পূজা করি অন্নদার,
দিল্লী যাত্রা কৈল মজুন্দার।
জননী তাহার সীতা, রাম সমার্দ্দার পিতা,
সমর্পিলা পদে অন্নদার॥
শিরে চীরা হীরা তায়, বিলাতী খেলাত গায়,
নানা বন্ধে কোমর বান্ধিলা।
বিল্বপত্র প্রাণ লয়ে, বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে,
গোবিন্দ দেবেরে প্রণমিলা॥
বাপ মায় প্রণমিয়া, দুই নারী সম্ভাষিয়া,
আরোহিলা পালকী উপর।
জয় অন্নপূর্ণা কয়ে, চলিলা সত্বর হয়ে,
মঙ্গল দেখেন বহুতর॥
ধেনু বৎস একস্থানে, বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে,
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণ অনল।

অশ্ব গজ পতাকায়, রাজা মানসিংহ রায়,
আগে আগে সকল মঙ্গল ॥
পূর্ণঘট বাম পাশে, রামাগণ (১) যায় বাসে,
গণিকারে মালা বেচে মালী।
ঘৃত দধি মধু মাসে, রজত লইয়া হাসে,
কুজড়ানী দেখাইয়া ডালী ॥
শুক্লধান্যে গাঁথি হার, কাঞ্চন সুমেরু তার,
আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন সীতা।
নকুল সহিত যান, বামদিকে ফিরে চান,
শিবারূপে (২) শিবের বনিতা ॥
নীলকণ্ঠ উড়ি ফিরে, মণ্ডলী দিছেন শিরে,
অন্নপূর্ণা ক্ষেমঙ্করী হয়ে।
দেখি যত সুমঙ্গল, মজুন্দারে কুতূহল,
চলিলা দেবীর গুণ কয়ে ॥
শিরে চীরা জামা গায়, কটি আঁটি পটুকায়, (৩)
দাস্থ বাস্থ সঙ্গে দুই দাস।
সুতেরে বিদায় দিয়া, সীতাদেবী ঘরে গিয়া,
নানামতে ভাবেন হুতাশ ॥
বাড়ীর নিকটে খড়ে, (৪) পার হৈলা নায়ে চড়ে,
অগ্রদ্বীপে গেলা কুতূহলে।
অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে, প্রণমিয়া গোপীনাথে,
স্নান দান কৈলা গঙ্গাজলে ॥
মনে করি অনুভব, গঙ্গারে করিল স্তব,
কৃতাঞ্জলি হয়ে মজুন্দার।

(১) স্ত্রীলোক সকল।
(২) শৃগালরূপে। (৩) বলিষ্ঠ শরীর।
(৪) নদীবিশেষ।

ব্রহ্মকমণ্ডলুবাসি, বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি, (১)
শিব জটাজূটে অবতার ॥
বরসিংহ তব তীরে, শরট (২) করট (৩) ফিরে,
ন পুনঃ ভূপতি তব দূরে।
রাজ্যলোভে দূরে যাই, তব তীরে রাজ্য পাই,
এই মনস্কাম যেন পূরে ॥
স্তবে হয়ে তুষ্ট মন, গঙ্গা দিলা দরশন,
মজুন্দারে কহেন সরসে।
ধন্য তুমি মজুন্দার, ব্রতদাস অন্নদার,
আমি ধন্যা তোমার পরশে ॥
মহাসুখে দিল্লী যাবে, মনোমত রাজ্য পাবে,
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত, সবে হবে অনুগত,
অনেক হইবে রাজা তার ॥
দিয়া এই বর দান, গঙ্গা কৈলা অন্তর্দ্ধান,
মজুন্দার হৈলা গঙ্গাপার।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়,
অন্নপূর্ণা সহায় যাহার ॥

দেশবিদেশ বর্ণন।

চল চল যাই নীলাচলে। (৪) রে অরে ভাই।
ঘটাইল বিধি ভাগ্যবলে ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
দেখিব অক্ষয়বট-তলে।

(১) জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।
(২) জন্তুবিশেষ। (৩) জন্তুবিশেষ
(৪) জগন্নাথপুরী।

খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছিব হাত,
নাচিব গাইব কুতূহলে ॥
ভবসিন্ধু (১) বিন্দু (২) জানি, পার হৈনু হেন মানি,
সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে।
দেখিয়া সে চাঁদমুখ, পাইব কৈবল্য সুখ,
সুধন্য ভারত ভূমণ্ডলে ॥ ধ্রু ॥

গঙ্গা পার হইয়া চলিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার ॥
জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
সঙ্গে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥ (৩)
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥
রহে চম্পা নগর ডাহিনে কতদূর।
চাঁদবেণে ছিল যাহে ধনের ঠাকুর ॥

(১) সংসার সাগর। (২) জলকণা।

(৩) শ্রীমন্ত যখন তাহার মাতার গর্ব্ভে, তখন তাহার পিতা ধনপতি সদাগর সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া, সমুদ্রপথে কালীদহে "কমলেকামিনী" দর্শন করিয়া সিংহলাধিপতির নিকট তাহা বর্ণন করিয়াছিলেন। সিংহলরাজ তাহার "কমলেকামিনী" দর্শনের কথায় অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চক বোধে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। পরে শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া সিংহলে গিয়া দেবী ভগবতীর কৃপায় পিতাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিলেন।

জাহু মাহু ছিল যাহে মনসার দাস।
হাসন হোসন গিয়া যথা কৈলা বাস॥
আমিলা মোগলমারি উচালন গিয়া।
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া॥
মল্লভূমি কর্ণগড় দক্ষিণে রাখিয়া।
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া॥
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণ গড়ে।
দাঁতন এড়ায়ে জলেশ্বরে ডেরা পড়ে॥
রাজঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম।
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম॥
ডাহিনে ভুবনেশ্বর বামে বালেশ্বর।
বালিহস্তা পাছু করি চলিলা সত্বর॥
এড়ায়ে আঠার নালা গেলা নীলাচলে।
দেখিলেন জগন্নাথ মহা কুতূহলে॥
দিন দশ বার তথা করিয়া বিশ্রাম।
দেখিল সকল স্থান কত কব নাম॥
কৃতার্থ হইয়া মহাপ্রসাদ খাইয়া।
বিমললোচন হৈলা বিমলা দেখিয়া॥
মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলা মজুন্দারে।
ক্ষেত্রের মহিমা কিছু শুনাহ আমারে॥
বিশেষিয়া কহিতে লাগিল মজুন্দার।
রায় গুণাকর কহে সে কথা অপার॥

জগন্নাথপুরীর বিবরণ।

জয় জয় জগন্নাথ, সুভদ্রা বলাই সাথ,
জয় লক্ষ্মী জয় সুদর্শন।

সুধন্য অক্ষয় বট, সুধন্য সিন্ধুর তট,
ধন্য নীলাচল তপোবন ॥
পূর্ব্বে ছিলা অযোধ্যায়, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন রায়,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।
কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইলা ভেদ,
নীলমাধবের এই স্থান ॥
পুরোহিতে পাঠাইল, দেখি গিয়া সে কহিল,
নীলমাধবের বিবরণ।

মূর্ত্তিমান ভগবান, দেখিলাম অন্ন খান,
সেবা করে ব্যাধ একজন ॥
করি তার কন্যা বিয়া, তাহারি সংহতি গিয়া,
দেখিলাম কৃষ্ণের চরণ।
রোহিণী কুণ্ডের কথা, কি কব দেখিনু তথা,
কাক মরি হৈল নারায়ণ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন এত শুনি, বড় ভাগ্য মনে গুণি,
রাজ্যশুদ্ধ এখানে আইল।
দশ অশ্বমেধ করি, বৈতরণী জলতরি,
বন কাটি আসি প্রবেশিল ॥
দেখে সেই পুরী নাই, বালি পূর্ণ সর্ব্ব ঠাঁই,
শত অশ্বমেধ আরম্ভিল।
স্বপ্ন হৈল গোবিন্দের, সে পুরী না পাবে টের,
আর পুরী গড়িতে হইল ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন তুষ্ট হৈল, স্বর্ণময় পুরী কৈল,
ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে গেল সেই।
রূপা তামাময় আর, পুরী কৈল দুইবার,
শেষে পুরী পাথরের এই ॥
গোদানে গোরুর খুরে, মাটি উড়ে যায় দূরে,
তাহে এই ইন্দ্রদ্যুম্ন হ্রদ।
শ্বেতগঙ্গা মার্কণ্ডেয়, স্নান কৈলে যম জেয়,
পুনর্জ্জন্ম না হয় আপদ ॥
হরি বৃক্ষরূপে আসি, সমুদ্রের জলে ভাসি,
চতুঃশাখ হয়ে দেখা দিলা।
জগন্নাথ বলরাম, ভদ্রা সুদর্শন নাম,
চারি মূর্ত্তি বিশাই গড়িলা ॥
দারুব্রহ্ম সর্ব্বাদৃত, বিষ্ণুপঞ্জরেতে কৃত,
ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপিত সম্পন্ন।

লক্ষ্মী রান্ধি দেন যাহা, জগন্নাথ খান তাহা,
ব্রহ্মরূপ সেই এই অন্ন ॥
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় বুলায় হাত,
আচার বিচার নাহি তায়।
পঞ্চক্রোশ পুরী এই, প্রদক্ষিণ করে যেই,
শমন সহিত নাহি দায় ॥
শুষ্ক কিবা পর্য্যুষিত, দূরদেশে সমানিত,
কুকুরের বদন গলিত।
এই অন্ন সুধাময়, ভক্তি মাত্র মুক্তি হয়,
উৎকল খণ্ডেতে সুবিদিত ॥
শুনি মানসিংহ রায়, পুলকে পূরিত কায়,
প্রণাম করিল নীলাচলে।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, রায় গুণাকর গায়,
জগন্নাথ-চরণ-কমলে ॥

মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি।

চল চল রে ভাই চল চল।
অন্নপূর্ণা অন্নপূর্ণা বল বল ॥ ধ্রু ॥
চলিলেন নীলাচলে হয়ে দণ্ডবত।
কতদূরে এড়াইলা চড়িয়া পর্ব্বত ॥
স্বর্ণরেখা পার হয়ে গেলা সীতাকোল।
কতদূরে সেতুবন্ধ শ্রীরামের পোল ॥
কৃষ্ণা আদি নদী নদ কাঞ্চী আদি দেশ।
এড়াইলা কৌতুক দেখিয়া সবিশেষ ॥
মারহট্ট বরগির দেশ এড়াইয়া।
কত গিরি বন নদ নদী ছাড়াইয়া ॥
গুজরাট দেখিয়া সন্তোষ হৈল অতি।
কালকেতু যেখানে দেখিলা ভগবতী ॥

কতদূরে রহিল মথুরা বৃন্দাবন।
নানা স্থানে নানা দেব করি দরশন॥
প্রতাপ আদিত্য রাজা মৈল অনাহারে।
ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে॥
কত দিনে দিল্লীতে হইয়া উপনীত।
সাক্ষাৎ করিলা পাতশাহের সহিত॥
ঘৃতে ভাজা প্রতাপ আদিত্যে ভেট দিলা।
কব কত যত মত প্রতিষ্ঠা পাইলা॥
পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপ আদিত্যে ভাসাইলা যমুনায়॥
মজুন্দারে লয়ে গেল পাতশার পাশে।
ইনাম কি চাহ বলি পাতশা জিজ্ঞাসে॥
মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যবানী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥
রায় গুণাকর কহে শুন সভাজন।
মানসিংহ পাতশায় কথোপকথন॥

পাতশার নিকট বাঙ্গালার বৃত্তান্ত কথন।

কহ মানসিংহ রায়, গিয়াছিলা বাঙ্গালায়,
কেমন দেখিলা সেই দেশ।
কেমন করিলা রণ, কহ তার বিবরণ,
না জানি পাইলা কত ক্লেশ॥

মানসিংহ যোড়হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাথে,
কহে জাহাঁপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে, মহিম হইল ফতে,
কেবল তোমারি কেরামত ॥
হুকুম শাহনশাহী, আর কিছু নাহি চাহি,
জের হৈল নিমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কয়েদ হৈল,
বাহাদুরী সাহেবের নাম ॥
পাতশা হইল খুসি, কহিতে লাগিলা তুষি,
কহ রায় কি চাহ ইনাম।
কহে মানসিংহ রায়, গোলাম ইনাম চায়,
ইনাম সে যাহে রহে নাম ॥
গিয়াছিনু বাঙ্গালায়, ঠেকেছিনু বড় দায়,
সাত রোজ দারুণ বাদলে।
বিস্তর লস্কর মৈল, অবশেষ যাহা রৈল,
উপবাসী সহ দলবলে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার, নাম খুব হুশিয়ার,
বাঙ্গালি বামন এই জন।
সপ্তাহ খোরাক দিল, সকলেরে বাঁচাইল,
ফতে হৈল ইহার কারণ ॥
অন্নপূর্ণা নামে দেবী, তাঁহার চরণ সেবি,
কেরামত কামাল ইহার।
সে দেবীর পূজা দিয়া, ঝড় বৃষ্টি মিটাইয়া,
যোগাইল সকলে আহার ॥
রাজ্য দিব কহিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে আনিয়াছি,
গোলাম কবুলে পায় পায়।
স্বদেশে রাজাই পায়, দোয়া দিয়া ঘরে যায়,
ফরমান ফরমাহ তায় ॥

খোঁ কৈল হজরতে, বজা আনে খেদমতে,
গোলামের এ বড়ই নাম।
শুনিয়া এ কথা তার, ক্রোধ হৈল পাতশার,
ভারত ভাবিছে পরিণাম॥

পাতশাহের দেবতানিন্দা।

এ ফের বুঝিবে কেবা।
তারে শুঝে বুঝে যেবা॥
নিত্য নিরঞ্জন, সত্য সনাতন,
মিথ্যা যত দেবী দেবা।
নিরূপ যে ভাবে, স্বরূপ প্রভাবে,
বুঝি কিছু বুঝে সেবা॥
ঈশ্বরের নামে, তরি পরিণামে,
কেবা গয়া গঙ্গা রেবা।
ভারত ভূতলে, যে করে যে বলে,
সব ঈশ্বরের সেবা॥ ধ্রু॥
পাতশা কহেন শুন মানসিংহ রায়।
গজব (১) করিলা তুমি আজব কথায়॥
লস্করে দু তিন লাখ আদমী তোমার।
হাতী ঘোড়া উট গাধা খচর যে আর॥
এ সকলে ঝড় বৃষ্টি হৈতে বাঁচাইয়া।
বামণ খোরাক দিল অন্নদা পূজিয়া॥
শয়তান দিল দাগা ভূতেরে পূজায়।
আল চাউল বেড়ে কলা ভুলাইয়া খায়॥
আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দুপতি পাইবে সরম॥

(১) সর্ব্বনাশ, কোপ, রাগ

শয়তানে বাজি দিল না পেয়ে কোরাণ।
ঝুট মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ॥
গোঁসাই মর্দ্দের মুখে হাত বুলাইয়া।
আপনার নূর (১) দিলা দাড়ী গোঁফ দিয়া॥
হেন দাড়ী বামণ মুড়ায় কি বিচারে।
কি বুঝিয়া দাড়ী গোঁপ সাঁই দিল তারে॥
আর দেখ পাঁঠা পাঁঠি না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোঁসাই॥
হালাল (২) না করি করে নাহিক হালাক্। (৩)
যত কাম করে হিন্দু সকলি নাপাক॥ (৪)
ভাতের কি কব পান পানীয় আয়েব। (৫)
কাজী নাহি মানে পেগম্বরের নায়েব॥
আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়॥
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে॥
মাটী কাঠ পাথরের গড়িয়া মূরত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত॥
আদমীতে বনাইয়া জীউ দেয় যারে।
ভাব দেখি সে কি তারে তরাবারে পারে॥

(১) জ্যোতি, মুসলমানেরা দাড়ীকে পরমেশ্বর বলিয়া থাকে
(২) মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে পশু পক্ষ্যাদির টুটি
[illegible]।
(৩) [illegible], হত্যা।
(৪) অপবিত্র, অশুদ্ধ।

বিশেষ বামণ জাতি বড় দাগাদার। (১)
আপনারা এক জপে আরে বলে আর ॥
পরদার পাপ বলি বাঁদী রাখে নাই।
দুঃখ ভোগ হেতু হিন্দু করেছে গোঁসাই ॥
বন্দগী করিবে বন্দা জমীনে ঠুকিয়া।
করিম (২) দিয়াছে মাথা করম (৩) করিয়া ॥
মিছা ফাঁদে পড়ি হিন্দু তাহা না বুঝিয়া।
যারে তারে সেবা দেই ভূমে মাথা দিয়া ॥
যতেক বামণ মিছা পুথি বনাইয়া।
কাফর (৪) করিল লোকে কোকর পড়িয়া ॥
দেবী বলে দেই গাছে ঘড়ায় সিন্দুর।
হায় হায় আখের কি হইবে হিন্দুর ॥
বাঙ্গালীরে কত ভাল পশ্চিমার ঘরে।
পান পানী খানা পিনা আয়েব না করে ॥
দাড়ী রাখে বাঁদী রাখে আর জবে খায়।
কাণ কোঁড়ে টিকী রাখে এইমাত্র দায় ॥
আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত (৫) দেওয়াই আর কলমা (৬) পড়াই ॥
জন কত তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানী ॥

(১) বিশ্বাসঘাতক। (২) করুণায়, ঈশ্বর।

(৩) অনুগ্রহ, ভাগ্য।

(৪) নাস্তিক, পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, মুসলমানেরা স্বীয় ধর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে কাফর বলিয়া থাকে।

(৫) মুসলমানদিগের বাল্যকালে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক ছেদন সংস্কার। (৬) মুসলমানদিগের অঙ্গ শুদ্ধিকর কোরাণোক্ত ভজনা বিশেষ।

দেহ জলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামণেরে রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া॥
প্রতাপ আদিত্য হিন্দু ছিল বাঙ্গালায়।
গালিমী করিল তাহে পাঠায়ু তোমায়॥
কাফর বাঙ্গালি হিন্দু বেদীন (১) বামণ।
তাহারে রাজাই দিতে নাহি লয় মন॥
বুঝিলাম অন্নপূর্ণা ভূত দেখাইয়া।
ভুলাইল বামণ তোমারে বাজী দিয়া॥
এমন হিন্দুর ভূত দেখেছি বহুত।
মোরে কি ভুলাবে হিন্দু দেখাইয়া ভূত॥
আর কিছু ইনাম মাগিয়া লহ রায়।
বামণেরে বল ভূত দেখাকু আমায়॥
আগু হয়ে মজুন্দার কহিতে লাগিলা।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিলা॥

পাতশার প্রতি মজুন্দারের উত্তর।

একথা কই কেমনে। নর নিন্দে নারায়ণে॥
যেই নিরাকার, সেই সে সাকার,
তার(ই) রূপ ত্রিভুবনে।
তেজঃ ভাবে যোগী, দেবী ভাবে ভোগী,
কৃষ্ণ ভাবে ভক্ত জনে॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম, মোক্ষের বিশ্রাম,
কেবল তারে ভজনে।
ভারতের সার, গোবিন্দ সাকার,
নিত্যানন্দ বৃন্দাবনে॥ ধ্রু॥

---

(১) অধর্ম্মী, পাপী।

মজুন্দার কহে জাহাঁপনা (১) সেলামত।
দেবতার নিন্দা কেন কর হজরত॥
হিন্দু মুসলমান আদি জীব জন্তু যত।
ঈশ্বর সবার এক নহে দুই মত॥
পুরাণের মত ছাড়া কোরাণে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ীর যতন।
টিকি কাটী নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন॥
কর্ণবেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার॥
মাটী কাঠ পাথর প্রভৃতি চরাচর।
পুরাণে কোরাণে দেখ সকলি ঈশ্বর॥
তাঁহার মূরতি গড়ি পূজা করে যেই।
নিরাকার ঈশ্বর সাকার দেখে সেই॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার।
সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার॥
দেব দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায়॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া॥
দেবী ভাবি হিন্দুরা সিন্দুর দেই গাছে।
শূন্য ঘরে নমাজ কি কায তাহে আছে॥
খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
একে ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড়॥
ঈশ্বরের বাক্য বেদ আগম পুরাণ।
শয়তান বাজী সেই এ যদি প্রমাণ॥

(১) পৃথিবীর আশ্রয়, ভূপতি

সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরাণ যে কয়।
সেই শয়তান বাজী কহিতে কি ভয়॥
হিন্দুরে সুন্নতা দিয়া কর মুসলমান।
কাণে ছেঁদা মুদে যদি তবে সে প্রমাণ॥
কারসাজী (১) বলি কর্ণবেধে বল বাজী।
ভেবে দেখ সুন্নত বিষম কারসাজী॥
বেদমন্ত্র না মানিয়া কলমা পড়ায়।
তবে জানি সেইক্ষণে সে মন্ত্রে ভুলায়॥
প্রণাম করিতে মাথা দিল সে গোঁসাই।
সংসারে যে কিছু মূর্ত্তি তাহা ছাড়া নাই॥
ভেদজ্ঞানী নহে হিন্দু অভেদ ভাবিয়া।
যারে তারে সেবা দেয় ভূমে মাথা দিয়া॥
সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয়॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ॥
ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণ সে ব্রহ্মার নায়েব।
না মানে না করে খানাপিনার আয়েব॥
বাম হস্ত নাপাক তসবী জপে তায়।
হিন্দুরে নাপাক বলে এত বড় দায়॥
উত্তম হিন্দুর মত তাহে বুঝে ফের।
হায় হায় যবনের কি হবে আখের॥
যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত।
কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়।
কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥

---

(১) ছলনা।

মজুন্দার কৈলা যদি এ সব উত্তর।
ক্রুদ্ধ হৈলা জাহাঙ্গীর দিল্লীর ঈশ্বর॥
নাজিরে কহিলা বন্দী কর রে বামণে।
দেখিব হিন্দুর ভূত বাঁচায় কেমনে॥
ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ চলিলা বাসায়।
বিরচিল পাঁচালি ভারতচন্দ্র রায়॥

দাসু বাসুর খেদ।

পাতশার আজ্ঞা পায়, নাজির সত্বরে ধায়,
মজুন্দারে কয়েদ করিল।
দিলেক হাবশি থানা, অন্ন জল কৈল মানা,
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল॥
কাহার প্রভৃতি যারা, ছুটিয়া পলায় তারা,
দাসু বাসু কান্দে উভরায়।
হায় হায় মরি মরি, বিদেশে বিপাকে মরি,
ঠাকুরের কি হইল দায়॥
দাসু বলে বাসু ভাই, পলাইয়া চল যাই,
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরী পাব, বিস্তর পরিব খাব,
কোনরূপে পরাণ থাকিলে॥
যুবতী রমণী আছে, না রয়ে তাহার কাছে,
কেন আসু বামণের সাতে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে, তবু আসু মাটি খেয়ে,
তার(ই) ফল পাসু হাতে হাতে॥
দিবসে মজুরী করে, রজনীতে গিয়া ঘরে,
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে, যেই থাকে পরবাসে,
তার বড় কেবা আছে দুঃখী॥

কান্দিয়া কহিছে বামু, উচিত কহিলা দামু,
এই দুঃখে মোর প্রাণ কাঁদে ।
মার তাহে দুঃখ নাই, নারী রৈলা কোন ঠাঁই,
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে ॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া, নূতন করিনু বিয়া,
এক দিনো শুতে না পাইনু ।
কাদাগেঁড় হইয়াছে, পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে,
মাটী খেয়ে বিদেশে আইনু ॥
হেদে বামুণের ছেলে, আগু পাছু নাহি চেলে,
দিল্লী আইল রাজাই করিতে ।
দুধে ভাতে ভাল ছিল, হেন বুদ্ধি কেটা দিল,
পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥
মানসিংহ সঙ্গ পেয়ে, রাজ্য হৈতে এল ধেয়ে,
এখন সে মানসিংহ কই ।
গাঁজাখোর রজপুত, আফিঙ্গেতে মজবুত,
ব্রহ্মহত্যা করিলেক অই ॥
মোগলে রহিল ঘেরি, সদা করে তেরি মেরি,
রাঙ্গা আঁখি দেখে ভয় পাই ।
খোট্টা মোট্টা বুঝি নাই, লুকাইব কোন ঠাঁই,
ছাতি ফাটে জল দেরে খাই ॥
উজ্জ্বল কজ্জল বাসে, ঘেরিয়াছে চারি পাশে,
রোহেলাজল্লাদ আদি যত ।
কামড়ায়ে খেতে যায়, জাতি লৈতে কেহ চায়,
কত জনে কহে কতমত ॥
অরে রে হিন্দুকে পুত, দেখলাও কাঁহা ভুত,
নাহি তুঝে করেঙ্গা দোটুক ।
না হোয় সুন্নত দেকে, কলমা পড়াও লেকে,
জাতি লেউ খেলায়কে থুক ॥

ধরিবারে কেহ ধায়, কাটিবারে কেহ চায়,
অন্নদা ভাবেন মজুন্দার।
অন্নদা ধ্যানের বলে, তেজঃ যেন অগ্নি জ্বলে,
ছুঁইতে যোগ্যতা হয় কার॥
স্তুতিপাঠে অন্নদায়, বসিলেন মজুন্দার,
চৌদিকে যবনে ধূম করে।
সিংহ যেন বসি থাকে, চারি দিকে শিবা ডাকে,
কাছে যেতে নাহি পারে ডরে॥
ভুরিশিটে মহাকায়, নৃপতি নরেন্দ্র রায়,
তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায়, অন্নদামঙ্গল গায়,
নীলমণি প্রথম গায়ন॥

মজুন্দারের অন্নদার স্তব।

প্রসীদ মাতরন্নদে ধরাপ্রদে ধনপ্রদে।
পিনাকিপদ্মপাণিপদ্মযোনিসদ্মসম্মদে॥
করস্থ রত্নদর্ব্বিকা সুপানপাত্র শর্ম্মদে।
পুরস্থভুক্তভক্তশম্ভু নর্ত্তনে কটাক্ষদে॥
সুধান্বিতপ্রভাতভানুভানুদস্তকচ্ছদে।
স্মিতপ্রকাশিতক্ষণপ্রভাংশু মুক্তিকারদে॥
বিলোললোচনাঞ্চলেন শাস্তরক্তপারদে।
প্রসীদ ভারতস্য কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিসম্পদে॥ ধ্রু॥

অন্নদার মজুন্দারে অভয়দান।

স্তুতি কৈলা মজুন্দার, স্তুতি হৈল অন্নদার,
আসিয়া দিল্লীতে উত্তরিলা।

জয়া বিজয়ারে লয়ে, আকাশ ভারতী কয়ে,
মজুন্দারে অভয় করিলা॥

ভয় কিরে অরে ভবানন্দ।
মোর অনুগ্রহ যারে, কে তারে বধিতে পারে,
দুঃখ যাবে পাইবে আনন্দ॥
পাপী পাতশার পুত, আমারে কহিল ভূত,
ভালমতে ভূত দেখাইব।
পাতশাহী সরঞ্জাম, যত আছে ধুমধাম,
ভূত দিয়া সব লুঠাইব॥
যতেক বেদের মত, সকলি হইল হত,
নাহি মানে আগম পুরাণ।
মিছা মালা ছিলিমিলি, মিছা জপে ইলিমিলি,
মিছা পড়ে কলমা কোরাণ॥
যত দেবতার মঠ, ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ,
নানামতে করে অনাচার।
বামণ পণ্ডিত পায়, থুথু দেয় তার গায়,
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর॥
এত বলি মহামায়া, দিয়া তারে পদছায়া,
রক্ষা হেতু জয়ারে রাখিলা।
ডাকিনী যোগিনী ভূত, ভৈরব বেতাল দূত,
সঙ্গে লয়ে সহরে চলিলা॥
জয়া নিজগণ লয়ে, রহিল রক্ষক হয়ে,
আনন্দে রহিলা মজুন্দার।
মোগলে ছুঁইতে যায়, ভূতে ঢেকা মারে তায়,
ব্রহ্মদৈত্য করয়ে প্রহার॥
যবনের ধুমধাম, ভূতে হাকে হুম হাম,
মহামারি পড়িল মশানে।

কহে রায় গুণাকর, অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিত তনু ভগবানে।(১)

অন্নপূর্ণার সৈন্য বর্ণন।

ধূ ধূ ধম ধম, ঝমক ঝমক ঝম,
ঘন ঘন নৌবত বাজে।
ঝাঁগড় ঝাঁগড়, গড় গড় গড়,
দগড় রগর ঘন ঝাঁজে॥
হান হান হাঁকা, শত শত বাঁকা,
বাঁক কটার বিরাজে।
কত কত হাজী, কত কত কাজী,
ধাইল ছাড়ি নমাজে॥
বড় বড় দাড়ী, চামর ঝাড়ী,
গোঁপ উঠে শিরতাজে।
গোলা ধম ধম, গোলী ঝম ঝম,
গম গম তোপ আবাজে॥
ঝন্ ঝন্ ঝননন, ঠন্ ঠন্ ঠননন,
বরিখত বরকন্দাজে।
পদ নখ হননে, বধিছে যবনে,
খগগণ যেমন বাজে॥
মারিয়া লাথী, বধিছে হাতি,
ঘোড়া অনলে ভাজে।
শোণিত পানা, সহিতে দানা,
চর্ব্বই যেমন লাজে॥

(১) ভারতচন্দ্র রায়ের তিনপুত্র—পরীক্ষিত রায়, রামতনু রায় এবং ভগবান রায়।

ভৈরব লম্ফে, ধরণী কম্পে,
বাসুকি নতশির লাজে।
ভারত কাতর, কহিছে মুরহর,
রিপুবধ কর অব্যাজে ॥ ধ্রু ॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত।

ডাকিনী যোগিনী, শাঁখিনী পেতিনী,
গুহ্যক দানব দানা।
ভৈরব রাক্ষস, বোক্কস খোক্কস,
সমরে দিলেক হানা ॥
লপটে ঝপটে, দপটে রপটে,
ঝড় বহে খরতর।
লপ লপ লম্ফে, ঝপ ঝপ ঝম্ফে,
দিল্লী কাঁপে থর থর ॥
টাকরে চাপড়ে, আঁচড়ে কামড়ে,
মরিছে যবন-সেনা।
রক্তের পাথারে, ভৈরব সাঁতারে,
গগনে উঠিছে ফেণা ॥
তা থই তা থই, হো হো হই হই,
ভৈরব ভৈরবী নাচে।
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
মত্তপিশাচী পিশাচে।
তুরঙ্গ ধরিয়া, গণ্ডুষ করিয়া,
মাতঙ্গ পূরিয়া গালে।
সিপাহী ধরিয়া, ফেলিয়া লুফিয়া,
খেলিছে তাল বেতালে ॥
রথ রথি সঙ্গে, মুখে পুরি রঙ্গে,
দশনে করিছে গুঁড়া।

হুকার ছাড়িয়া, ফুঁকে উড়াইয়া,
খেলিছে আবির উঁড়া ॥
নরশির মালা, সমর বিশালা,
শোণিত তটিনী তীরে।
রণজয় তালী, ঘন দিয়া কালী,
শৃগালী বেষ্টিত ফিরে ॥
এইরূপে দানা- গণ দিল হানা,
যবনে হইল দায়।
ললিত বিধানে, রচিয়া মশানে,
রায় গুণাকর গায় ॥

একি ভূতগত দেশে রে।
না জানি কি হবে শেষে রে ॥
উত্তম অধম, না হয় নিয়ম,
কেহ নাহি ধর্ম্ম লেশে রে।
দাতা ছিল যারা, ভিক্ষা মাগে তারা,
চোর ফিরে সাধুবেশে রে ॥
যবনে ব্রাহ্মণে, সমভাবে গণে,
তুল্য মূল্য গজ মেষে রে।
ভারতের মন, দেখি উচাটন,
না দেখিয়া হৃষীকেশে রে ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে দিল্লীতে পড়িল মহামার।
যবনের হাহাকার ভূতের হুঙ্কার ॥
ঘরে ঘরে সহরে হইল ভূতাগত।
মিয়ারে কহিছে বান্দী শুন হজরত ॥
বিবীরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল।
পেশবাজ ইহার ধমকে ছিঁড়ি দিল ॥

দিল্লীতে ভূতের উৎপাত।

চিৎপাত হয়ে বিবী হাত পা আছাড়ে।
কত দোয়া দবা (১) দিনু তবু নাহি ছাড়ে॥
শুনি মিয়া তসবী (২) কোরাণ ফেলাইয়া।
বড় বড় রস্ত দিলা ওঝারে লইয়া॥
ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
কতমাবিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড়॥
ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা॥
আর বিবী বান্দিরে ধরেছে আর ভূতে।
ওঝারে কিলায় কেহ কেহ মুখে মুতে॥
ধূলা ঝাড়ি গুড়ি গুড়ি পলাইল ওঝা।
মিয়া হৈলা মিয়ানী ওঝার ঘাড়ে বোঝা॥
এইরূপে ভূতাগত হইল সহরে।
হাহাকার হুহুঙ্কার প্রতি ঘরে ঘরে॥
শূন্যপথে সিংহরথে অন্নদা রহিলা।
সহরের যত অন্ন কটাক্ষে হরিলা॥
পাতশার ভাণ্ডার কি আর আর ঠাঁই।
হাট ঘাট বাজারে দোকানে অন্ন নাই॥
ধান চাল মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর॥
দেধান মাড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনার প্রভৃতি গম আদি আর সব॥

---

(১) ঔষধ। (২) জপমালা।

মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য ।
ঘাস পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥
কিনিতে বেচিতে কেহ কোথাও না পায় ।
সবে বলে আচম্বিতে একি হৈল দায় ॥
নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায় ।
মিশালে বিস্তর হিন্দু ঠেকে গেল দায় ॥
উপোষে উপোষে লোক হৈল মৃতপ্রায় ।
থাকুক অন্নের কথা জল নাহি পায় ॥
বকরা বকরী আদি নানা জন্তু কাটি ।
খাইবারে সকলেতে মাস লয় বাঁটি ॥
নানামতে লোক আহারের চেষ্টা পায় ।
হাতে হৈতে হরিয়া ভৈরবে লয়ে যায় ॥
এইরূপে সপ্তাহ সহরে অন্ন নাই ।
ছেলে পিলে বুড়া রোগা মৈল কত ঠাঁই ॥
পাতশার কাছে গিয়া উজির নাজির ।
সহরের উপদ্রব করিল জাহির ॥
পাতশা কহেন বাবা কি হৈল গোঁসাই ।
সাত রোজ মোর ঘরে খানা পিনা নাই ॥
মামুর (১) হইল মোর বাবরুচি খানা ।
ঘরে হৈতে নিকলিতে না পারে জানানা ॥
গোহাড় ইটাল ইট শূন্য হৈতে পড়ে ।
ভূচালায় (২) মত চালা কোটা সব নড়ে ॥
আন্ধারে কি কব রোজ (৩) রৌশনে (৪) আন্ধার ।
হুপ হাপ দুপ দাপ হুকার হুঁকার ॥

---

(১) শেষ, অন্ত ।

(২) ভূমিকম্প ।

(৩) দিবা । (৪) আলোক ।

দেখিতে না পাই কেহ করে ধুমধাম।
শবো (১) রোজ হাঁকে হুব হাম খুব খাম ॥
যুবতী সহেলী বান্দী ধরিয়া পাছাড়ে।
বেহোঁশ হইয়া তারা হাত পা আছাড়ে ॥
খবিশ (২) পাইল বলি ডাকি আনে ওঝা।
লিখি দিনু গলায় তাবিজ বোঝা বোঝা ॥
এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ (৩) ছিঁড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ॥
ভারত কহিছে ভূতনাথের এ ভূত।
খবিশের খবিশ যমের যমদূত ॥

পাতশার নিকটে উজীরের নিবেদন।

ফিরিয়া চাও মা অন্নদা ভবানী।
জননী না শুনে কোথা বালকের বাণী ॥
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম, সাধন তোমার নাম,
বিধি হরি হর ভাবে ও পদ দুখানি।
তুমি যারে দয়া কর, অন্নে পূর্ণ তার ঘর,
না থাকে আপদ কিছু আমি ইহা জানি ॥
পানপাত্র হাতা হাতে, রতন মুকুট মাতে,
নাচাও ত্রিশূলপাণি দিয়া অন্ন পানি।
ভারত বিনয় করে, অন্নে পূর্ণ কর ঘরে,
হরিভক্তি দেহ মোরে তবে দয়া জানি ॥ ধ্রু ॥
কাজি কহে জাহাঁপনা কত কব আর।
কোরাণ টানিয়া কাজী ফেলিল আমার ॥
মাহি মানে কোরাণ তাবিজ মজবুত।
এ কভু খবিশ নহে হিন্দুর এ ভূত ॥

---

(১) রাত্র। (২) মুসলমানের ভূত। (৩) মাদুলী।

উজীর কহিছে আলম্পনা (১) সেলামত। (২)
আমি বুঝি সেই বামণের কেরামত॥ (৩)
মানসিংহ কহিয়াছে দেবী পূজে সেই।
যখন যে চাহে তাহে দেবী তাহা দেই॥
তুমি তার দেবীরে হিন্দুর ভূত কয়ে।
ভূত দেখা বলি বন্দী কৈলা ক্রুদ্ধ হয়ে॥
সেই দেবী এত করে মোর মনে লয়।
আনাও সে বামণেরে মিটিবে প্রলয়॥
উজীরের বাক্যে জাহাঙ্গীর জ্ঞান পায়।
ষড় বড় ডাকাইল মানসিংহ রায়॥
মানসিংহ আসিয়া করিল নিবেদন।
ভূত জানে তুমি জ্ঞান জানে সে বামণ॥
আমি দেখিয়াছি বামণের কেরামত।
অন্নপূর্ণা ভবানীর মহিমা যেমত॥
ভাল হেতু করেছিনু হজুরে আরজ।
নহিলে কহিতে মোর কি ছিল গরজ॥
ভূত বলি দেবীরে সাহেব গালি দিলা।
সহরে কহর (৪) এত আপনি করিলা॥
এখনো সে বামণের কর পরিতোষ।
তবে বুঝি তার দেবী মাপ করে রোষ॥
মানসিংহ রায়ের কথায় অনুসারে।
মজুন্দারে আনিতে কহিলা দরবারে॥
যোড়হাতে কহে নাজিরের লোক জন।
বামণের কাছে যাবে কে আছে এমন॥

---

(১) জাহাঁপনা। (২) মঙ্গল।
(৩) দৈবশক্তি ক্ষমতা।
(৪) কোপ, দণ্ড।

মশানেতে মশান করিল যত ভূত।
হাতী ঘোড়া উট আদি মরিল বহুত॥
মারা গেল কত শত আমীর ওমরা।
কেবল ভক্তের বক্তে বাঁচিলা তোমরা॥
যমুনার লহর (১) লহুতে হৈল লাল।
এখনো বাবশে মান মিটুক জঞ্জাল॥
শুনি জাহাঁগীর বড় দিলগির (২) হয়ে।
মশানে চলিলা ভয়ে দস্তবস্ত (৩) হয়ে॥
অন্তরযামিনী দেবী অন্তরে জানিয়া।
দয়া হৈল জাহাঁগীরে কাতর দেখিয়া॥
ভূত দেখা বলি ভবানন্দে বন্দী কৈল।
বাঞ্ছাকল্পতরু আমি দেখা দিতে হৈল॥
সহরের উপদ্রব বারণ করিয়া।
দেখা দিল জাহাঁগীরে মায়া প্রকাশিয়া॥
আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

অন্নপূর্ণার মায়াপ্রপঞ্চ।

কে তোমা চিনিতে পারে গো মা।
বেদে সীমা দিতে নারে গো মা॥ ধ্রু॥
রক্ত শতদল তক্তে পাতশা অভয়া।
উজির হইলা জয়া নাজির বিজয়া॥
মহাবিদ্যাগণ যত হৈলা পরিবার।
আমীর ওমরা হৈল যত অবতার॥

(১) স্রোত।
(২) দুঃখিত, ভাবিত।
(৩) বদ্ধকর, বদ্ধাঞ্জলি।

বিশ্ব বাড়ী মরুচা-বুরুজ যার রাশি।
গোলন্দাজ নবগ্রহ নক্ষত্র সুভাশি॥
বিষ্ণু বক্শী ব্রহ্মা কাজী মুন্শী মহেশ।
সেনাপতি শাহাজাদা কার্ত্তিক গণেশ॥
ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরী শিবদূতী।
নারসিংহী বারাহী কৌমারী পৌরহুতী॥
আট দিকে আনন্দে নায়িকা আট জন।
শিরে ছত্র ধরে করে চামর ব্যজন॥
সন্ধ্যা হৈল বরুণ পবন ঝাড়ু কশ।
চন্দ্র সূর্য্য মশালচী মশাল ওজস॥
মজুন্দারে রাজা করি রাখিলা সমুখে।
দেবরাজ রাজছত্র ধরিয়াছে সুখে॥
জাহাঁঙ্গীর যেমন এমন কত আর।
চারিদিকে মজুন্দারে করে পরিহার॥
কোনখানে মধুকৈটভের মহারণ।
কোনখানে মহিষাসুরের নিপাতন॥
কোনখানে সুগ্রীব দূতের রায়বার।
কোনখানে ধূম্রলোচনের তিরস্কার॥
কোনখানে উগ্রচণ্ডা চণ্ডমুণ্ড কাটি।
কোনখানে রক্তবীজ যুদ্ধ পরিপাটি॥
কোনখানে শুম্ভ নিশুম্ভের বিনাশন।
কোনখানে সুরথ সমাধি দরশন॥
কোনখানে রাম রাবণের মহারণ।
কোনখানে কংস বধ আদি বিবরণ॥
কোনখানে মনসা শীতলা ষষ্ঠিগণ।
পূড়াশূর ঘাঁটু মহাকাল পঞ্চানন॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি যত আছে আর।
আশে পাশে অদ্ভুত ভূতের বাজার॥

যোগিনী যোগান দেয় পশারী ডাকিনী।
কাঙ্গালী হইয়া মাগে শাঁখিনী পেত্নিনী॥
রক্ষক রাক্ষসগণ যক্ষগণ বেণে।
সহরের দ্রব্য যত ভূতে দেয় এনে॥
কিনে লয় ব্রহ্মদৈত্য দানা লয় কেড়ে।
ভৈরব হৈ হৈ রবে লয় ফিরে তেড়ে॥
সিদ্ধগণ দোকানী চারণ (১) গণ চোর।
প্রেতগণ প্রহরী হাঁকিনী হাঁকে ঘোর॥
নৃত্য করে গীত গায় বাজায় বাজন।
বিদ্যাধর কিন্নর গন্ধর্ব্ব আদিগণ॥
ঋষিগণেরে ধরি আনে যত চণ্ড।
যমদূতগণে তারে করে যমদণ্ড॥
শূন্যেতে হইল এক মায়াজলনিধি।
হর নৌকা হরি মাঝী পার হন বিধি॥
তাহাতে কমলদহ অতি সুশোভন।
শীতল সুগন্ধ মন্দ বহিছে পবন॥
ছয় ঋতু ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।
মধুকর কোকিল শিখণ্ডি শিখণ্ডিনী॥
একদল দ্বিদল সহস্র লক্ষ দল।
অধোমুখে নানাজাতি ফুটিছে কমল॥
এক আদি লক্ষ অন্ত দন্ত কর্ণ পায়।
উর্দ্ধপদে হেটপিঠে হাতী নাচে তায়॥
তার পিঠে অধঃশিখে অনল জ্বলিছে।
মোমের পুত্তলী তাহে সুরতি খেলিছে॥
উর্দ্ধপদে হেঁটমাথে তাহে নাচে নারী।
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে বিনা বাদ্যকারী॥

(১) নট বিশেষ, নর্ত্তক।

সেই রামা চন্দ্র সূর্য্য অঞ্জলি করিয়া।
অন্নদার পদে দেই অজপা জপিয়া॥
মৃদুহাসে জল হৈতে অনল তুলিয়া।
গিলিয়া উগারে পুনঃ অঞ্জলি করিয়া॥
হাসি হাসি হাই ছাড়ে কি কব সে কাণ্ড।
একেবারে খেতে পারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড॥
তার পাশে আর এক কমলে-কামিনী।
গিলিয়া উগারে গজ গজেন্দ্র-গামিনী॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকর।
ছয় পদে ধরিয়াছে ছয় করীবর॥
আর দিকে আর পদ্মে এক মধুকরী।
নর সঙ্গে রতিরঙ্গে প্রসবে কেশরী॥
আর দিকে এক পদ্মে নাগিনীকুমারী।
অর্দ্ধ অঙ্গ নাগ তার অর্দ্ধ অঙ্গ নারী॥
একেবারে একজন পাতশারে চায়।
সবে দেখে সর্ব্বশুদ্ধ ধরি যেন খায়॥
একবার বিষদৃষ্টে প্রাণ লয় হরি।
আর দৃষ্টে প্রাণ দেয় সুধা বৃষ্টি করি॥
ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন।
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে নমাজে যেমন॥
প্রেমে ভয়ে মোহ স্তব করিবারে চায়।
মুখে না নিঃসরে বাণী ভূমে গড়ি যায়॥
ভক্ত হৈলা জাহাঁগীর অন্তরে জানিয়া।
যত মায়া মহামায়া হরিলা হাসিয়া॥
জ্ঞান পেয়ে জাহাঁগীর প্রাণ পাইল হেন।
মজুন্দারে স্তুতি করে দাস্থ বাস্থ যেন॥
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র রাজরাজেশ্বর।
রচিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দে পাতশার বিনয়।

জাহাঁঙ্গীর কহে শুন বামণ ঠাকুর।
না জানি করিনু দোষ রোষ কর দূর॥
দেবীপুত্র দয়াময় মোরে কর দয়া।
তোমার প্রসাদে আমি দেখিনু অভয়া॥
অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মেরে ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি॥
তবে যে আমারে দেখা দিলা মহামায়া।
তার মূল কেবল তোমার পদছায়া॥
অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্পসঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে॥
তবে যে পাইলে দুঃখ দুঃখ নাহি ইথে।
রাহুগ্রস্ত হন চন্দ্র লোকে পুণ্য দিতে॥
ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোণা করিবারে॥
মজুন্দার কন কেন এত কথা কও।
জাহাঁপনা সামান্য মানুষ তুমি নও॥
তবে মোরে বড় বল দেবীভক্ত জানি।
আমা হৈতে তুমি বড় ভক্ত অনুমানি॥
যে রূপে তোমারে দরশন দিলা দেবী।
এ রূপ না দেখি আমি এতদিন সেবি॥
ইথে বুঝি আমা হৈতে তুমি তাঁর প্রিয়।
এই নিবেদন করি কৃপাদৃষ্টি দিয়॥
পাতশা কহেন শুন বামণ ঠাকুর।
দেবীপূজা করি মোর পাপ কর দূর॥
যে পদ পূজিলে পাব সেই পদে ঠাঁই।
হায় রে পূজিব কিসে কোন চীজ নাই॥

অন্তরযামিনী দেবী দানা হস্ত দিয়া।
পূজার সামগ্রী যত দিলা পাঠাইয়া॥
দেখিয়া সবারে আরো বাড়িল বিস্ময়।
সাক্ষাৎ দেবীর পুত্র মজুন্দারে কয়॥
জাহাঁগীর কহেন ঠাকুর মোরে বাঁচা।
ভালমতে বুঝিনু তোমার দেবী সাঁচা॥
জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে॥
সেইখানে মজুন্দার মুদিয়া নয়ন।
উদ্দেশেতে অন্নদারে কৈলা নিবেদন॥
দেশ কাল পাত্র বুঝি পূজার নিয়ম।
অন্তরযামিনী তুমি জান সব ক্রম॥
পাতশা অধ্যক্ষ দরবার পূজা স্থান।
সদস্য কেবল দস্যু মোগল পাঠান॥
কাজী ছাড়ে কলমা কোরাণ ছাড়ে কারী।
হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী॥
এমন পূজার ঘটা কবে হবে আর।
নিবেদিনু অন্নপূর্ণা যে ইচ্ছা তোমার॥
অন্নে পূর্ণ করি দিল্লী সকলে বাঁচাও।
পাতশা প্রণাম করে কটাক্ষেতে চাও॥
কাজী হাজী কারী আদি যবন যাবত।
সর্ব্বশুদ্ধ পাতশা হইলা দণ্ডবত॥
মধুর নৌবত বাজে নাচে রামজনী।
মজুন্দার মানসিংহ পড়িলা অবনী॥
পূজা পেয়ে অন্নপূর্ণা দিলা কৃপাদৃষ্টি।
সকলের উপরে হইল পুষ্পবৃষ্টি॥
সেই ফুল চালু কলা প্রসাদ বলিয়া।
প্রেত ভূতগণ সবে লইল লুঠিয়া॥

পূর্ব্বমত অন্নে পূর্ণ হইল সহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে করে প্রতি ঘরে॥
পূজা লয়ে অন্নপূর্ণা মহাহৃষ্টা হয়ে।
কৈলাস শিখরে গেলা নিজগণ লয়ে॥
মহানন্দে জাহাঁঙ্গীর গুণাগীর হয়ে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দারে লয়ে॥
পাতশা বসিলা গিয়া তক্তের উপরে।
মানসিংহ বিদায় হইলা নিজ ঘরে॥
মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ী নাগরা নিশান॥
পাতশার নিকটেতে হইয়া বিদায়।
বিস্তর সামগ্রী দিলা মানসিংহ রায়॥
দাস্থ বাস্থ আদি যত পলাইয়া ছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল॥
দিল্লী হৈতে মজুন্দার দেশেতে চলিলা।
ত্রিবেণীর স্নান হেতু প্রয়াগে আইলা॥
করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাস্থ বাস্থ নিবেদন করে ধীরে ধীরে॥
ইহাঁর মহিমা কিছু কহ নিমা সীমা।
কার অধিষ্ঠানে এত ইহাঁর মহিমা॥
জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলা।
চক্ষু কাণ আছে মোরা তবু কাণা কালা।
শুন ওরে দাস্থ বাস্থ কন মজুন্দার।
গঙ্গার প্রভাবে এত মহিমা ইহাঁর॥
ভারতেরে দয়া কর গঙ্গা দয়াময়ী।
এই ছলে গঙ্গার মহিমা কিছু কই॥

গঙ্গা বর্ণন ।

দাসু বাসু কর অবধান ।

সেই দেব নিরঞ্জন, চিৎস্বরূপী জনার্দ্দন,

এই গঙ্গা সেই ভগবান ॥

মহাদেব এক-কালে পঞ্চমুখে পঞ্চতালে,

গীতে তুষ্ট কৈলা ভগবানে ।

নারায়ণ দ্রব হৈলা, বিধি কমণ্ডলে লৈলা,

বেদব্যাস বর্ণিলা পুরাণে ॥

তার কত দিন পরে, বলি ছলিবার তরে,

নারায়ণ বামন হইলা ।

ত্রিপাদ ধরণী লয়ে, ত্রিবিক্রম রূপ হয়ে,
এক পদে স্বর্গ আচ্ছাদিলা ॥
বিধি সেই পদতলে, পাদ্য দিলা সেই জলে,
শিব দিলা জটাজূটে ধাম। (১)
বিমল চপলভঙ্গা, সেই জল এই গঙ্গা,
এই হেতু বিষ্ণুপদী নাম ॥
ত্রিলোকে ত্রিলোক তারা, তিনি হৈলা তিনধারা,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল বিশ্রাম।
স্বর্গে মন্দাকিনী মন্দা, ভূতলে অলকনন্দা,
পাতালেতে ভোগবতী নাম ॥
ইনি সে অলকনন্দা, নরলোকে মহানন্দা,
ইহাঁরে আনিল ভগীরথ।
সগর-সন্তান যত, ব্রহ্মশাপে ছিল হত,
এই গঙ্গা দিলা মুক্তিপথ ॥
শিবজটামুক্ত হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে,
এথা আসি ত্রিবেণী হইলা।
সরস্বতী যমুনারে, মিলাইয়া দুই ধারে,
মধ্যভাগে আপনি রহিলা ॥
ভগীরথে লয়ে সঙ্গে, বারানসী দেখি রঙ্গে,
যান গঙ্গা দক্ষিণের বাটে। (২)
জহ্নু মুনি পিয়াছিল, কাণে উগারিয়া দিল,
জাহ্নবী হইলা জহ্নু ঘাটে ॥
রাজা ভগীরথ রায়, আগে আগে নাচি যায়,
সাধু সাধু কহে দেবগণ।
পূর্ব্বে গেলা পদ্মা হয়ে, ভাগীরথী নাম লয়ে,
মোর দেশে দিলা দরশন ॥

(১) স্থান। (২) পথ।

গিরিয়া মোহনা দিয়া, অগ্রদ্বীপ নিরখিয়া,
নবদ্বীপে পশ্চিমবাহিনী।
পুনশ্চ ত্রিবেণী হৈলা, দক্ষিণ প্রয়াগ কৈলা,
ত্রিবেণীতে ত্রিলোকতারিণী॥
শতমুখীরূপ ধরি, সাগর সঙ্গম করি,
মুক্ত কৈলা সগরসন্তানে।
দেব যার বিজ্ঞ নহে, কে তার মহিমা কহে,
ভারত কি কবে কিবা জানে॥

অযোধ্যা বর্ণন।

জানকীজীবন রাম। নবদূর্ব্বাদল শ্যাম॥
ভব পারাবারে, পার করিবারে,
তরণী রামের নাম।
চারু জটাজূট, রচিত মুকুট,
তাহে বনফুল দাম॥
হাতে শরাসন, দক্ষিণে লক্ষ্মণ,
ধ্যানে সুখমোক্ষধাম।
হনুমান সঙ্গে, পুলকিত অঙ্গে,
ভারত করে প্রণাম॥ ধ্রু॥
প্রয়াগ হইতে যাত্রা কৈলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
দাস দাসী নিবেদয়ে শুনহ ঠাকুর।
এথা হৈতে অযোধ্যানগর কত দূর॥
দেখিব রামের বাড়ী এ বড় বাসনা।
কৃপা করি মো সবার পূরাহ কামনা॥
কহিলেন মজুন্দার কিছু ফের হয়।
যে হোক সে হোক তথা যাওন নিশ্চয়॥

দেখে যেই জন রামজনম ভবন।
ধরায় ধরিয়া তনু ধন্য সেই জন॥
জিজ্ঞাসিয়া পথিকে পথের ভেদ জানি।
উত্তরিল অযোধ্যা রামের রাজধানী॥
অযোধ্যায় গিয়া দেখিলেন মজুন্দার।
যে যেখানে রামচন্দ্র করিলা বিহার॥
অযোধ্যানিবাসী যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
মজুন্দারে আসি সবে মিলিলা ত্বরিত॥
নানাধনে মজুন্দার তুষিলা সবারে।
সাধু সাধু তারা সবে কহে মজুন্দারে॥
মহানন্দে মজুন্দার নানা কুতূহলে।
করিলেন স্নান দান সরযূর জলে॥
দিনকত সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া।
অযোধ্যানিবাসী লোক সংহতি লইয়া॥
সকল অযোধ্যাপুরী করি দরশন।
শুনিলেন বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ॥
দাস্থ বাস্থ বিনয়ে কহিছে মজুন্দারে।
ভাষা করি এই কথা বুঝাও আমারে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ সংক্ষেপে ভাষায়।
এই ছলে কহিছে ভারতচন্দ্র রায়॥

রামায়ণ কথন।

দাস্থ বাস্থ শুন মন দিয়া।
বাল্মীকি পুরাণ মত, রামের চরিত যত,
সংক্ষেপে কহিব বিবরিয়া॥
এই দেশে মহারথ, ছিল রাজা দশরথ,
সূর্য্যবংশে সূর্য্যের সমান।

কৌশল্যা প্রথম নারী, কেকয়ী দ্বিতীয়া তারি,
তৃতীয়া সুমিত্রা অভিধান॥ (১)
হরি চারি অংশ লয়ে, চরু (২) ভাগে ভাগ হয়ে,
তিন গর্ব্ভে হৈলা চারি জন।
কৌশল্যা প্রসবে রাম, কেকয়ী ভরত নাম,
সুমিত্রা লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন॥
লক্ষ্মী মিথিলায় গিয়া, যজ্ঞকুণ্ডে জনমিয়া,
জনকের সুতা সীতা হৈলা।

(১) নাম। (২) যজ্ঞীয় পায়স

সীতাপতি রামে জানি, জনক পরম জ্ঞানী,
হরধনুর্ভঙ্গ পণ কৈলা ॥
বিশ্বামিত্র যজ্ঞ করে, যজ্ঞ রাখিবার তরে,
রাম লক্ষ্মণেরে গেলা লয়ে।
শ্রীরামের এক শরে, তাড়কা রাক্ষসী মরে,
মারীচ পলায় দ্রুত হয়ে ॥
যজ্ঞ রাখি প্রভু রাম, গিয়া জনকের ধাম,
ধনু ভাঙ্গি সীতা বিয়া কৈলা।
অযোধ্যা যাইতে রঙ্গে, পরশুরামের সঙ্গে,
পথে রণে রাম জয়ী হৈলা ॥
ঘরে এলা সীতারাম, সিদ্ধ হৈল মনস্কাম,
দশরথ রাজ্য দিতে চায়।
কেকয়ী হইল বাম, বনবাসে গেলা রাম,
শোকে দশরথ ছাড়ে কায় ॥
জানকী লক্ষ্মণে লয়ে, রাম যান দ্রুত হয়ে,
গুহক চণ্ডালে কৈলা সখা।
শ্রীরাম দণ্ডকবাসী, তথা উত্তরিলা আসি,
রাবণ-ভগিনী সূর্পণখা ॥
রামেরে ভজিতে চায়, সীতারে লঙ্ঘিতে যায়,
লক্ষ্মণ কাটিলা নাক তার।
সেই হেতু রাম শরে, খর দূষণাদি মরে,
সূর্পণখা করে হাহাকার ॥
শুনি সূর্পণখা মুখে, রাবণ মনের দুঃখে,
বনে গেল মারীচে লইয়া।
মায়ামৃগরূপ হয়ে, মারীচ রামেরে লয়ে,
দূরে গেল মায়া প্রকাশিয়া ॥
রামবাণে হত হয়ে, হায় রে লক্ষ্মণ কয়ে,
মায়ামৃগ মারীচ মরিল।

লক্ষ্মণ সীতার বোলে, তথা গেলা উতরোলে,
সীতা হরি রাবণ লইল ॥
রাম মায়ামৃগ নাশি, লক্ষ্মণ সহিত আসি,
পর্ণশালে না দেখিয়া সীতা।
সীতার উদ্দেশে যান, পথে মিলে হনূমান,
সুগ্রীব বানর হৈল মিতা ॥
সুগ্রীবের পক্ষ হৈলা, সপ্ততাল ভেদ কৈলা,
মহাবলি বালিরে বধিলা।
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিয়া, হনূমানে পাঠাইয়া,
জানকীর সংবাদ জানিলা ॥
কপিগণে পাঠাইয়া, শিলা তরু আনাইয়া,
সিন্ধু বান্ধি ভবানী পূজিলা।
সিন্ধু পার হৈলা রাম, মনে মানি পরিণাম,
বিভীষণ আসিয়া মিলিলা ॥
অনেক সমর হৈল, কুম্ভকর্ণ আদি মৈল,
ইন্দ্রজিত প্রভৃতি মরিল।
রাবণ রুষিয়া মনে, যুঝে শ্রীরামের সনে,
শক্তিশেলে লক্ষ্মণে বিন্ধিল ॥
রাম কন হনূমানে, সে গন্ধমাদন আনে,
তাতে ছিল বিশল্যকরণি। (১)
পাইয়া তাহার ঘ্রাণ, লক্ষ্মণ পাইলা প্রাণ,
দেবগণ করে জয়ধ্বনি
রাবণ আইলা রণে, রঘুনাথ ক্রোধমনে,
ব্রহ্ম অস্ত্রে তাহারে বধিলা।
বিভীষণে দিলা লঙ্কা, ইন্দ্রের ঘুচিল শঙ্কা,
পরীক্ষায় সীতা উদ্ধারিলা ॥

---

(১) ঔষধ বিশেষ।

রাক্ষস বানর সঙ্গে, পুষ্পকে চড়িয়া রঙ্গে,
রাজা হৈলা অযোধ্যা আসিয়া।
সীতা হৈলা গর্ভবতী, লোকবাদে রঘুপতি,
বনবাসে দিলা পাঠাইয়া॥
সীতা তপোবনে রৈলা, লব কুশ পুত্র হৈলা,
রাম অশ্বমেধ আরম্ভিলা।
বাল্মীকির সঙ্গে গিয়া, কুশ লব বিবরিয়া,
রামে রামায়ণ শুনাইলা॥
কুশ লব পরিচয়ে, সীতা আনি নিজালয়ে,
পরীক্ষা দিবারে পুনঃ চান।
সীতা কৈলা ধরা ধ্যান, ধরা কৈল অধিষ্ঠান,
সীতা কৈলা পাতালে প্রয়াণ॥ (১)
মুগ্ধ রাম সীতাশোকে, হেনকালে সুরলোকে,
যুক্তি করি কাল গেলা তথা।
লক্ষ্মণে বর্জ্জিয়া রাম, চলিলা বৈকুণ্ঠধাম,
ভারতের অসাধ্য সে কথা॥

ভবানন্দের কাশী গমন।

জয়তি জননী অন্নদা।
গিরিশনয়ননর্ম্মদা॥
অখিল ভুবন ভক্ত ভক্ত ভক্তি মুক্তি শর্ম্মদা।
কর বিলসিত (২) রত্নদর্ব্বী পানপাত্র সারদা॥
তরুণ কিরণ কমল কোষ নিহিত চরণ চারদা।
ভব নিপতিত ভারতস্য ভব জলনিধি পারদা॥ ধ্রু॥
অযোধ্যা হইতে যাত্রা কৈল মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥

---

(১) গমন। (২) শোভিত।

অন্নপূর্ণা দেখিবারে কৈলা মনোরথ।
ধরিলা কাশীর পথ কৈলাসের পথ॥
শোক দুঃখ পাপ তাপ পলাইল দূরে।
শুভক্ষণে প্রবেশিলা বারাণসী পুরে॥
মণিকর্ণিকার জলে করি স্নানদান।
দর্শন করিলা বিশ্বেশ্বর ভগবান॥
এক মাস কাশী মাঝে করিয়া বিশ্রাম।
দেখিলা সকল স্থান কত কব নাম॥
অন্নপূর্ণাপুরে অন্নপূর্ণার প্রতিমা।
বিশ্বকর্ম্মা নিরমিত অতুল মহিমা॥
শিব কৈলা যাঁর পূজা দেবগণ লয়ে।
করিলা তাঁহার পূজা সাবধান হয়ে॥
ষোড়শোপচার উপহার কত আর।
পুঁথি বেড়ে যায় আর কত কব তার॥
ব্রতদাস পূজা কৈলা কাশীতে আসিয়া।
সাক্ষাৎ করিয়া দেবী কহিলা হাসিয়া॥
অরে বাছা ভবানন্দ বরপুত্র তুমি।
তোমার পরশপুণ্যে ধন্য হৈল ভূমি॥
তুমি হৈলা ধরাপতি ধন্যা হৈল ধরা।
বিলম্ব না কর ঘরে চল করি ত্বরা॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী মোর ব্রত দাসী।
তুমি মোর ব্রত দাস বড় ভালবাসি॥
গোপাল গোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকুমার।
তিন জন সদা তিন লোচন আমার॥
সুখে গিয়া রাজ্য কর তা সবারে লয়ে।
করিহ আমার পূজা সাবধান হয়ে॥
সেখানে তোমারে দেখা দিব আর বার।
সেইকালে কব কথা যত আছে আর॥

এত বলি অন্নপূর্ণা কৈলা অন্তর্দ্ধান।
মূর্চ্ছা হৈল মজুন্দারে পুনঃ হৈল জ্ঞান॥
বিস্তর করিয়া স্তুতি প্রতিমা সমুখে।
দেশেতে চলিলা অন্নপূর্ণা ভাবি সুখে॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচি কবিবর।
শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের স্বদেশে উপস্থিতি।

ভাই চল চল রে ভাই চল চল।
ঘরে যাব অন্নপূর্ণা বল বল॥ ধ্রু॥

কাশী হৈতে প্রস্থান করিলা মজুন্দার।
ডানি বামে যত গ্রাম কত কব তার॥
বনপথে চলিলেন পঞ্চকূট দিয়া।
নাগপুর কর্ণগড় পশ্চাৎ করিয়া॥
বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথ করি দরশন।
বক্রেশ্বর দেখিয়া সানন্দ হৈল মন॥
বনভূমি এড়াইয়া রাঢ়ে উপনীত।
দেখিয়া দেশের মুখ মহাহরষিত॥
অজয় (১) হইয়া পার করিলা গমন।
ডানি বামে যত গ্রাম কে করে গণন॥
কাটোয়া রহিল বামে গঙ্গার সমীপ।
গঙ্গাপার হইয়া পাইলা অগ্রদ্বীপ॥
গঙ্গাস্নান করিয়া দেখিলা গোপীনাথ।
করিল বিস্তর স্তব করি যোড়হাত॥
সেইখানে নানা রসে ভোজন করিলা।
বাড়ীতে সংবাদ দিতে বার্ত্তা পাঠাইলা॥

(১) নদ বিশেষ

ত্বরা করি আসি বাসু দিল সমাচার।
ঠাকুর আইলা জয় করি দরবার॥
রাজাই পাইলা ঘড়ী নাগরা নিশান।
কি কহিব বিশেষ দেখিবে বিদ্যমান॥
শিরোপা (১) আমারে দেহ যোড় আর শাড়ী।
মাথায় বান্ধিয়া আমি আগে যাই বাড়ী॥
শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি॥
সাবী মাবী দুই দাসী আইল ধাইয়া।
সমাচার দিল বাসু নিকটে ডাকিয়া॥
দুই ঠাকুরাণীরে সংবাদ দেহ গিয়া।
রাজা হয়ে ঠাকুর আইলা ডঙ্কা দিয়া॥
দুজনার পরিবার দুই শাড়ী লয়ে।
আগে আমি ঘরে যাই রাঙ্গা চোঙ্গা হয়ে॥
শুভ সমাচার শুনি দুই ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা শাড়ী দুই খানি॥
শাড়ী লয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী গেল বাসু।
বাসুর জননী বলে কোথা মোর বাসু॥
নেচে ফিরে বাসুর রমণী সুখ পেয়ে।
চোর হেন দাসুর রমণী রৈল চেয়ে॥
নাগরা নিশান ঘড়ী সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া॥
পরদিনে বাসু অগ্রদ্বীপে উত্তরিলা।
মজুন্দার মাতবর উকীল রাখিলা॥
লিখাইয়া পঞ্জা ফরমানের নকল।
নানামতে সাবধানে রাখিলা আসল॥

(১) পুরস্কার।

ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকীল।
ডঙ্কা দিয়া বাগোয়ানে হইলা দাখিল॥
অন্নপূর্ণা মঙ্গল রচিলা কবিবর।
শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর॥

ভবানন্দের বাটী উপস্থিতি।

আনন্দ বড় রে।
সব ধামে (১) সব গ্রামে সব যামে॥ (২)
জয় শব্দ পড় রে।
শ্রুতিসামে অবিশ্রামে কুলদামে॥
সব লোক জড় রে।
শুভকামে অভিরামে অবিরামে॥
ভারত দড় রে।
পরিণামে হরিনামে পরণামে॥ ধ্রু॥
প্রথমে গোবিন্দদেবে প্রণাম করিলা।
জনকের জননীর চরণ বন্দিলা॥
সীতা ঠাকুরাণী যত এয়োগণ লয়ে।
পুত্রের নিছনি কৈলা মহাহৃষ্টা হয়ে॥
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বাজে বিবিধ বাজন।
হুলু হুলু ধ্বনি করে যত রামাগণ॥
রাজাইর ফরমানে বহিত্র (৩) বরণে।
বরিয়া লইলা অন্নপূর্ণার ভবনে॥
পাইয়া সিন্দূর তৈল গেল রামাগণ।
ভাবিছেন মজুন্দার কি করি এখন॥
দুই নারী দুই ঘরে কোথা যাব আগে।
মনে এই আন্দোলন কোন্দল পাছে লাগে॥

(১) গৃহে। (২) প্রহরে। (৩) জলযান, নৌকা।

এত ভাবি জননীর নিকটে বসিলা।
বিদেশের দুঃখ যত কহিতে লাগিলা॥
দেখা হেতু বন্ধুবর্গ এসেছিল যারা।
ক্রমে ক্রমে সকলে বিদায় হৈল তারা॥
দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতীযোড় পরিবার॥
সায়ংসন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
সাধী দাসী মনে মনে করে অনুমান॥
ছোট মার কাছে পাছে আগে যান জানি।
ধেয়ে গেল যথা বসি বড় ঠাকুরাণী॥
এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

বড় রাণীর নিকটে সাধীর বাক্য।

বড় ঠাকুরাণী গো।
ঠাকুর হইলা রাজা তুমি রাণী গো॥
দুয়া সুয়া বুড়া দুয়া সবে জানি গো।
সুয়া যদি হবে শুন মোর বাণী গো॥
মাধী লয়ে ছোট করে কাণাকাণি গো।
তোমারে না দিবে হেন অনুমানি গো॥
মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী (১) গো॥
ছোট যুবা প্রভু তাহে যুবগানি (২) গো।
আধবুড়া তাহে তুমি অভিমানী গো॥
ছোটর ঘরেতে হবে রাজধানী গো।
তার ঘরে ঠাকুরের আমদানী গো॥

---

(১) বিলাসিনী। (২) যুবতীর পতি।

ছোটয়ে বলিবে লোকে মহারাণী গো।
তোমারে বলিবে খুড়া ঠাকুরাণী গো॥
হাত তোলা মত পাবে অন্ন পানি গো।
বড় হয়ে ছোট হবে মানহানি গো॥
পুত্রবতী গুণবতী বট জানি গো।
যৌবনে সে পতিমন লবে টানি গো॥
রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী (১) গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডাকি আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনে টুনে বাঁধ ছাঁদ খোপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরাম খানি গো॥
সেহুড়ীর কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥
ভারত কহিছে এত জানাজানি গো।
পতি লয়ে দু সতিনে হানাহানি গো॥

ছোট রাণীর নিকটে মাধীর বাক্য।

মাধীর বচন শুনি, চন্দ্রমুখী মনে গুণি,
বটে বটে বলিয়া উঠিলা।
মন করে ধড় ফড়, বেশ কৈলা দড়বড়,
পতি ভুলাইতে মন দিলা॥
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি, পরিয়া চিকণ শাড়ী,
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া (২) তৈল মুখে মাখি, পড়া ফুল চুলে রাখি,
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা॥

---

(১) সরস্বতী। (২) মন্ত্র পড়া।

পরি পড়া গন্ধ চুয়া, মুখে পড়া পান গুয়া,
হাস বেশ নাগার ঝাঁপান।
গলিত হয়েছে কুচ, কেমনে সে হবে উচ,
ভাবিয়া উপায় নাহি পান॥
ছেলে কেন্দে উঠে কোলে, তোষেন মধুর বোলে,
কান্দনা রে অই তোর বাপা।
তোর বাপে আনি গিয়া, থাক বাছা চুপ দিয়া,
অই ডাকে কাণকাটা হাপা॥
সাধীরে বালক দিয়া, দেহড়ীর কাছে গিয়া,
রহিলা প্রহরী যেন রেতে।
প্রভু আসিবেন যেই, ধরে লয়ে যাব তেই,
না দিব সতার ঘরে যেতে॥
ওথা পদ্মমুখী লয়ে, মাধী রসে মগ্ন হয়ে,
নানামতে বেশ করি দিল।
পতি ভুলাবার কলা, জানে নানামত ছলা,
ক্রমে ক্রমে সব শিখাইল॥
সতিনী তোমার যেটা, কোলে তার তিন বেটা,
ঘর দ্বার সকলি তাহার।
শ্বশুর শাশুড়ী যারা, তাহারি অধীন তারা,
এই মাধী কেবল তোমার॥
দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে,
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই, মোর মনে লয় এই,
তুমি হবে দাসীর সমান॥
একে তার তিন বেটা, তাহারে আঁটিবে কেটা,
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে, তোমার কি দশা হবে,
আমার ভাবনা বড় এই॥

দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক, আঁখি ঠার দিয়া ডাক,
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি, তোমারে ত করি রাণী,
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি॥
এত বলি তাড়াতাড়ি, চলিল বাহির বাড়ী,
মাধী যেন মাতাল মহিষী।
চূড়া ছাঁদে বাঁধাচুল, তাহাতে চাঁপার ফুল,
আঁচল লুটায় মাটি মিশি॥
নাপান ঝাঁপানে যায়, ডানি বামে নাহি চায়,
উত্তরিল যথা মজুন্দার।
দাঁড়াইয়া এক পাশে, কথা কহে মৃদুহাসে,
রায় গুণাকর কহে সার॥

ভবানন্দের অন্তঃপুর প্রবেশ।

মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেনকালে মাধী এল গালভরা পান॥
ছোট মার ঘরে আসি পান খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয়॥
মাধী যদি ঝারি বাটা অমৃত লইল।
বিধাতা মনের মত সংযোগ করিল॥
রাখিতে কে পারে আর মাধী দিল টান।
ঘাড় ফিরে আড়ে আড়ে মার দিকে চান॥
মায়ের পোয়ের ভাব রহে না কি ছাপা।
সতী কন ঘরে গিয়া পান খাও বাপা॥
আশা বুঝি বাম্ন আগু খড়ম যোগায়।
হাসি হাসি মাধী দাসী আগে আগে যায়॥

দেহড়ীর পার মাত্র হৈলা মজুন্দার ।
সমুখেতে চন্দ্রমুখী কৈলা নমস্কার ॥
জিজ্ঞাসিলা মজুন্দার বাড়ীর কুশল ।
চন্দ্রমুখী নিবেদিলা সকলি মঙ্গল ॥
এই ঘরে আসি বসি খাউন পান জল ।
দেখিবারে ছেলে পিলে হয়েছে বিকল ॥
শুনি মজুন্দার বড় উন্মনা হইলা ।
কার ঘরে আগে যাব ভাবিতে লাগিলা ॥
যাইতে ছোটর ঘরে বড় মনোরথ ।
বড় কৈলা বাদহাটা আগুলিয়া পথ ॥
এক চক্ষু কাতরায়ে ছোট ঘরে যায় ।
আর চক্ষু রাঙ্গা হয়ে বড় জনে চায় ॥
সন্ধ্যাকালে চক্রবাক চাহে যেন লক্ষে ।
এক চক্ষে তরুণী তরণি আর চক্ষে ॥
মাধী বলে আগে যান ছোট মার ঘরে ।
তার পরে যাবেন যেখানে মন ধরে ॥
সাধী বলে মাধী তোরে সাক্ষী কেবা মানে ।
ঠাকুর যাবেন বুঝি আপনার স্থানে ॥
ঠাকুরাণী ঠাকুরে যখন কথা হয় ।
দাসী হয়ে কথা কৈস বুকে নাহি ভয় ॥
আগে বড় পিছে ছোট নিধির এ কট । (১)
তুই কি করিবি তাহে উলট পালট ॥
কোন্দল লাগায়ে ঘর মজাইবি বুঝি ।
রামায়ণে ছিল যেন কেকয়ীর কুঞ্জী ॥
মাধী বলে আলো সাধী চুপ করি থাক ।
আমি জানি বিস্তর এমন এঁড়ে ডাক ॥

---

(১) নিয়ম ।

সাধী সঙ্গে করিয়া কথায় হুটাহুটী।
ছোটর সঙ্গেতে সাধী গেল ছুটাছুটি॥
কহিছে ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
দু সতিনা ঘরে দাসী অনর্থের ঘর॥

মাধীকৃত সাধীর নিন্দা।

কি কর চল তাড়াতাড়ি। গো ছোট মা।
তোমার নাম করে, ঠাকুরে আমু লয়ে,
বড় মা করে কাড়াকাড়ি॥
সে যদি আগে লৈল, সেইত রাণী হৈল,
তবে ত বড় বাড়াবাড়ি।
সে পতি লয়ে রবে, তুমি পাইবে কবে,
ঘুচিল শেজি পাড়াপাড়ি॥
ভুলিয়া তার ভাবে, পতি না তোরে চাবে,
কথাও হবে ভাঁড়াভাঁড়ি।
রান্ধিয়া দিবে ভাত, ফেলাতে আঁটুপাত,
ঘুচিল হাত নাড়ানাড়ি॥
সাধী হারামজাদী, এখনি হৈল বাদী,
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।
সাধী যে কথা কৈল, মোরে সে শেল রৈল,
দিয়াছি খুব ঝাড়াঝাড়ি॥
করিনু যত তন্ত্র, পড়িনু যত মন্ত্র,
কোন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।
ঠাকুরে ভুলাইব, তোমারে আনি দিব,
আনিয়া গাছ সাঁড়াসাঁড়ি॥

দু সতিনের ঘর, পতিরে ঘুচে ডর,
কোন্দলে হয় বাড়াবাড়ি।
দুজনে দ্বন্দ্ব করে, দাসী আনন্দে চরে,
ভারত কহে আড়াআড়ি॥

পতি লয়ে দুই সতীনের ব্যঙ্গোক্তি।

কি হেরিনু অপরূপ রূপের বাজার।
রাধা চন্দ্রাবলী বলে গোবিন্দ সাজার॥ (১)
রাধা পীত ধরা ধরে, চন্দ্রাবলী ধরে করে,
চৌদিকে বেড়িয়া গোপী ষোড়শ হাজার।
কেহ বা যোড়য়ে অঙ্গ, কেহ করে ভুরুভঙ্গ,
হাব অনুভবে ভাব কহে যেবা যার॥
সকলে সমান ভাব, সকলে সমান হাব,
বিশ্বপতি শ্যামরায় কহে কেবা কার।
সব গোপী এক সাথে, লুঠিবেক গোপীনাথে,
ভারত দোহাই দেয় মদন রাজার॥ ধ্রু॥

মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেহড়ীয় কাছে গিয়া হৈল উপনীতা॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈল নমস্কার।
আঁখিঠারে সম্ভাষ করিলা মজুন্দার॥
পদ্মমুখী তুষ্ট হৈলা ইসারা পাইয়া।
হাসিয়া কহেন প্রভু কেন দাঁড়াইয়া॥
বড় দিদী দাঁড়াইয়া কেন দুঃখ পান।
উচিত যে উহারি মন্দিরে আগে যান॥
মজুন্দার বুঝিলেন পদ্মমুখী ধীরা।
দুজনে সমুখে করি দাঁড়াইলা ফিরা॥

---

(১) ভাগের ধন।

দু সতিনে কোন্দল নহিলে রস নহে।
দোষ গুণ বুঝা চাই কে কেমন কহে॥
রসিকের স্থানে হয় রসের বিস্তার।
সাধী মাধী দুজনে কহিলা মজুন্দার॥
দুজনার ঘরে গিয়া দুই জন থাক।
ডাকাডাকি না কর সহিতে নারি ডাক॥
কামের করাতে ভাগ করি কলেবরে।
সমভাবে রব গিয়া দুজনার ঘরে॥
দুটায় মরিস কেন ডাকাডাকি করি।
তারি কাছে আগে যাব যে লইবে ধরি॥
এত শুনি সাধী মাধী অন্তর হইল।
দুজনার ঘরে গিয়া দুজনা রহিল॥
পদ্মমুখী কহে ভাল আজ্ঞা দিলা স্বামী।
ধরি লৈতে তোমারে ত না পারিব আমি॥
বড় দিদী বড় সুয়া সব কাজে বড়।
ধরি লৈতে উনি বিনা কেবা হবে দড়॥
চন্দ্রমুখী কন বুনি ব্যঙ্গ কৈলা বড়।
দড় ছিনু যখন তখনি ছিনু দড়॥
তিন ছেলে কোলে আর দড় হবে কবে।
আটে পীটে দড় যেই সেই দড় হবে॥
দড় বেলা ফিরিয়াছি কত ঠাট করি।
ধরিতে না হৈত প্রভু আনিতেন ধরি॥
এখনি ধরিতে চাহি ধরা দিলে পারি।
ধরাধরি যার সঙ্গে ধরাধরি তারি॥
তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥

চন্দ্রমুখী কথায় বুঝিয়া আবিকায়।
ধূর্ত্তপনা করিয়া কহেন মজুন্দার॥
চন্দ্রমুখী তব মুখচন্দ্রের উদয়।
পদ্মমুখী মুখপদ্ম প্রকাশ কি হয়॥
ক্ষণেক বদনচন্দ্র ঢাকহ অম্বরে।
শুন দেখি পদ্মমুখী উত্তর কি করে॥
চন্দ্রমুখী কহে প্রভু গিয়াছে সে দিন।
এখন পদ্মেরে দেখে চন্দ্রমা মলিন॥
মজুন্দার কন প্রিয়ে এমন কি হয়।
চন্দ্র পদ্মে যে সম্বন্ধ কভু মিথ্যা নয়॥
হাসি চন্দ্রমুখী মুখে ঝাঁপিয়া অম্বর।
পদ্মমুখী মুখ পদ্মে হৈলা মধুকর॥
ভারত কহিছে ধন্য ধূর্ত্ত মজুন্দার।
সমান রাখিলা মান জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার॥

ভবানন্দের উভয় রাণী সম্ভোগ।

সোহাগে হইয়া সুখী, ঘরে গেলা পদ্মমুখী,
মজুন্দার বড় ঘরে গেলা।
কোলে লয়ে বড় রাণী, করি তায় মনোহারি,
ক্ষণেক করিল কামখেলা॥
ছেলে পিলে নিদ্রা গেলা, চন্দ্রমুখী লয়ে খেলা,
রাত্রি হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
যাইতে ছোটর কাছে, মনের বাসনা আছে,
সমাপিলা বড়র বাসর॥
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা হয়ে, ছুয়ে ছিলা দুঃখ সয়ে,
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে, উৎকণ্ঠিতা এই রাগে,
দেহড়ীকে অভিসার কৈলা॥

কায়ো ঘরে নাহি গিয়া, রহিলাম দাঁড়াইয়া,
বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে।
এখন ইহারে লয়ে, থাকিলাম সুখী হয়ে,
পদ্মমুখী কি ভাবিছ মনে॥
স্বাধীন ভর্ত্তৃকা ইনি, প্রোষিত ভর্ত্তৃকা তিনি,
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
তারে গিয়া হৃদে ধরি, স্বাধীন ভর্ত্তৃকা করি,
নহে হব কামিনী-ঘাতক॥
রাত্রি শেষে গেলে তথা, • ক্রোধে না কহিবে কথা,
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
খেদাইবে কটু কয়ে, কলহান্তরিতা হয়ে,
কান্দিবেক হয়ে বড় দুঃখী॥
তার কাছে গালি খেয়ে, এখানে আসিব ধেয়ে,
ইনি পুন হবেন খণ্ডিতা।
সেইখানে যাহ কয়ে, খেদাইবে ক্রুদ্ধ হয়ে,
একে দুই কলহান্তরিতা॥
রাত্রি যাবে এইরূপে, ডুবে রব কামকূপে,
কেহ নাহি করিবে উদ্ধার।
এখন যদ্যপি যাই, তবে দুই কুল পাই,
সম হয় দুহার বিহার॥
দুই প্রহরের ঘড়ী, গজরের তড়তড়ী,
মজুন্দার বাহির হইলা।
ওথা ঘরে পদ্মমুখী, ভাবেন অন্তরে দুঃখী,
বুঝি প্রভু আসিতে নারিলা॥
সোহাগেতে ভুলাইয়া, মোরে ঘরে পাঠাইয়া,
• আনন্দে রহিলা বড় লয়ে।
গেল রাত্রি দুই পর, এখনো না এল ঘর,
এ দুঃখ কেমনে রব সয়ে॥

ফুলবাণ (১) বাণকলে, অঙ্গ দেই ধরাতলে,
ঘর বাহির করে কতবার।
এই অবসর পেয়ে, মন পলাইল ধেয়ে,
শরের ঝুঝিয়া খরধার॥
হেনকালে মজুন্দার, বেগে ঘরে এল তার,
মন আইল বেগে শিখিবারে।
মদন প্রহরী ছিল, খর শর ছাড়ি দিল,
দুজনে বিধিল একধারে॥
কথায় না সহে ভর, দুহে কামে জর জর,
কামক্রীড়া করিল বিস্তর।
ভারত কহিছে সার, বিস্তর কি কব আর,
বর্ণিয়াছি বিস্তার বাসর॥

মজুন্দারের রাজ্য।

ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজেরে।
বরপুত্র অন্নদার, ভবানন্দ মজুন্দার,
রাজা হৈল বাগুয়ান মাঝে রে॥
ভোঁ ভোঁ ভোরঙ্গ বাজে, ধাঁ ধাঁ ধামসা গাজে,
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝমঝম ঝাঁজে রে।
ঘড়ী বাজে ঠন ঠন, ঘণ্টা বাজে রন রন,
গন গন গজঘণ্টা বাজে রে॥
ভাঁড়াই করিছে ভাঁড়, চোয়াড়ে লুফিছে কাঁড়,
সেপাই সমুখে পুর সাজে রে।
ভবানী সহায় হাঁকে, নকীব সেলাম ডাকে,
দেয়ান বসিল রাজকাজে রে॥

---

(১) মদন।

নব গুণে নব রসে, ভুবন ভরিল যশে,
চাঁদের কলঙ্ক হৈল লাজে রে।
অন্নপূর্ণা মহামায়া, দেহ রাঙ্গা পদছায়া,
ভারতের কৃষ্ণচন্দ্র রাজে রে ।। ধ্রু ।।

পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুন্দার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ।।
ঘড়িয়াল ঠন্‌ঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি ।।
দেওয়ান আমীন বক্সী মুন্সী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ।।
সহবতী হিসাব নিকাশ বাজে দফা।
মুহুরির রাখিল হিসাব করি রফা ।।
ফরমান মত সব সনন্দ লিখিয়া।
মফঃস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ।।
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈলা যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ।।
শিরোপা (১) দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ।।
এইরূপে রাজত্বের যে কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা যতেক উপক্রম ।।
হায়ণের (২) অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভদিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ।।
পৌষ মাঘ ফাল্গুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্রমাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ।।
আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধর[illegible] ঈশ্বর।
রচিলা ভারতচন্দ্র রায় গু[illegible] ।।

(১) পুরস্কার।
(২) বৎসরের

অন্নদার এয়োজাত।

চল চল সব ব্রজকুমারি।
তরুতলে গিয়া ভেটি মুরারি॥
রাধা রাধা করে মোহন মন্ত্রে,
নিমন্ত্রিল শ্যাম মুরলী যন্ত্রে,
কি করে কুটিল কুলের তন্ত্রে,
যাইতে হইল রহিতে নারি॥
ত্বরাপর সবে করহ সাঁজ,
কি করিবে মিছা ঘরের কাজ,
সাজিয়া আইল মদন রাজ,
তিলেক রহিতে আর না পারি॥
কেহ লহ পড়া পঞ্জরশুয়া,
কেহ লহ পান কর্পূর গুয়া,
কের লহ গন্ধ চন্দন চুয়া,
কেহ লহ পাখা জলের ঝারী॥
সে মোর নাগর চিকণকালা,
তারে সাজে ভাল বকুলমালা,
আমি বয়ে লব পূরিয়া থালা,
ভারতচন্দ্র বলে বলিহারি॥ ধ্রু॥
অন্নপূর্ণা পূজা আরম্ভিলা মজুন্দার।
চন্দ্রমুখী পাইলেন এয়োজাতে ভার॥
ঘরে ঘরে সাধী দাসী নিমন্ত্রণ দিল।
সারি সারি এয়োগণ আসিয়া বসিল॥
অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রাণী ঈশ্বরী ইন্দুমুখী ইন্দুকলা॥
সুলোচনা সুমিত্রা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা॥

রোহিণী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরুনী উর্ব্বশী ঊষা উমা ॥
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মাহেশ্বরী ॥
তিলোত্তমা তরু তারা ত্রিপুরা তারিণী।
কমলা কল্যাণী কৃষ্ণী কালিন্দী কামিনী ॥
কৌষিকী কৌশল্যা কালী কিশোরী কুমারী।
রাজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী শিবেশ্বরী সারী ॥
হৈমবতী হরিপ্রিয়া হীরা হারাবতী।
পরশী পরমা পদ্মা পরাণী পার্ব্বতী ॥
ভাগ্যবতী ভগবতী ভৈরবী ভবানী।
রুক্মিণী রাধিকা রাণী রমণী রুদ্রাণী ॥
শারদা সুনীলা শামী সুমতী সর্ব্বাণী।
বিশালাক্ষী বিনোদিনী বিশ্বেশ্বরী বাণী ॥
ললিতা ললনা লক্ষ্মী লীলা লজ্জাবতী।
খেমী হেমী চাঁদরাণী সূর্য্যরাণী সতী ॥
সোণা রূপা পলা মুক্তা মাণিকী রতনী।
মল্লিকা মালতী চাঁপী ফুলী মূলী ধনী ॥
গৌরী গঙ্গা গুণবতী গোপালী গান্ধারী।
নিবী তেকী ছকী লকী হেলী ফেলী বারী ॥
বিধুমুখী শীধু সাধু শচী মন্দোদরী।
সীতা রামা সত্যভামা মদনমঞ্জরী ॥
সোহাগী সম্পত্তি শান্তি সয়া সুরধুনী।
কুঞ্জী কাত্যায়নী কুন্তী কুড়ানী করুণী ॥
দুলালী দ্রৌপদী দুর্গা দয়াময়ী দেবী।
জায়তী ভুবনেশ্বরী টিকা টুনী টেবী ॥
নারায়ণী নয়নী নর্ম্মদা নন্দরাণী।
জয়ন্তী জাহ্নবী জুভী জিতী যাদু জানি ॥

কুশলী কনকলতা কুচিলা কাঞ্চনী।
অন্নপূর্ণা অভয়া অহল্যা অকিঞ্চনী॥
আনন্দী আমোদী অধী আতুলী আদরী।
সাতী ষাঠী সুধামুখী সর্ব্বাণী সুন্দরী॥
চিত্রলেখা মনোরমা মসী মৌনবতী।
শ্রীমতী নলিনী নীলা ভূতি ভানুমতী॥
শশিমুখী সত্যবতী সুখী সুরেশ্বরী।
মধুমতী মায়া দময়ন্তী পারীপরী॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দিব্যা বৃন্দা মুদিতা মঙ্গলী।
মেনকা কেকয়ী চন্দ্রমুখী চন্দ্রাবলী॥
কার কোলে ছেলে কার ছেলে চলে যায়।
কার ছেলে কান্দে কার ছেলে মারি খায়।
বুড়া আধবুড়া যুবা নবোঢ়া গর্ভিণী।
ঘন বাজে ঘুণু ঘুণ্ কঙ্কণ কিঙ্কিণী॥
কেহ বলে এস সই চল সেঙাতিনী।
ঠাকুরাণী ঠাকুরঝী নাতিনী মিতিনী॥
বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া॥
কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী॥
কার বেণী কার খোঁপা কারো এলো চুল
কুলি কুলি কলরব শুনি কুল কুল॥
চন্দ্রমুখী কৈলা এয়োজাতের ব্যাপার।
দেখিয়া সানন্দ ভবানন্দ মজুন্দার॥
তার মধ্যে কতকগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষা দিয়া॥
সবাকারে দিলা তৈল সিন্দূর চিরুণী।
কুতূহল কোলাহল হুলু হুলু ধ্বনি॥

নিজ বাসে গেলা সবে করি প্রণিপাত।
রচিলা ভারত অন্নদার এয়োজাত॥

রন্ধন।

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া॥
তোমার অন্নের বলে, অদ্যাবধি আছে গলে,
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
এক হাতে পানপাত্র, আর হাতে হাতা মাত্র,
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ (১) ঈষদ হাসিয়া॥
তুমি অন্ন দেহ যারে, অমৃত কি মিঠা তারে,
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পরশিয়া অন্ন সুধা, ভারতের হর ক্ষুধা,
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া॥ ধ্রু॥
ভোগের রন্ধন ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি ঘণ্ট ভাজা নানামত শাক॥
ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে॥
বড়া বড়ী কলা মুলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শুক্তানি ঘণ্ট ভাজা॥

(১) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

কাঁটালের বীজ রান্ধে চিনি রসে গুড়া।
তিন পিটালিতে লাউ বার্ত্তাকু কুমুড়া॥
নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে॥
কাতলা ভেকুট কই ঝাল ভাজা কোল।
শীকপোড়া ঝুরী কাঁটালের বীজে ঝোল॥
ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই॥
ময়া শোণা খড়কীর ঝোল ভাজা সার।
চিঙ্গড়ীর ঝাল বাগা অমৃতের তার॥
কণ্ঠা রান্ধি রান্ধে কই কাতলার মুড়া।
তিত দিয়া পচা মাছে রান্ধিলেক গুঁড়া॥
আম্র দিয়া শৌলমাছে ঝোল চড়চড়ী।
আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী॥
রুই কাতলার তৈল রান্ধে তৈলশাক।
মাছের ডিমের বড়া মৃতে দেয় ডাক॥
বাচার করিলা ঝোল খয়রার ভাজা।
অমৃত অধিক বলে অমৃতের রাজা॥
সুমাছ মাছের বাছ আর মাছ যত।
ঝাল ঝোল চড়চড়ী ভাজা কৈলা কত॥
বড়া কিছু সিদ্ধ কিছু কাছিমের ডিম।
গঙ্গাফল তার নাম অমৃত অসীম॥
কচি ছাগ মৃগ মাংসে ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা॥
অন্য মাংস শীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পূরিয়া॥
মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।
মুগের মুলা বড়া বড়ী চিনি আদি দিলা॥

আম আমসত্ত আর আমসি আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার॥
অম্বল রাধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা॥
বড়া এলো আসিকা পিষুষী পুরী পুলি।
চুষি রুটী রামরোট মুগের সামুলী॥
কলাবড়া ঘিয়র পাপড় ভাজা পুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি॥
পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা রাজবর চালু দিলা॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন॥
মোটা সরু ধান্যের তণ্ডুল তরতমে।
আসু বোরো আমন রান্ধিলা ক্রমে ক্রমে॥
দলকচু ওলকচু খিকলা পাতরা।
মেঘহাসা কালামনা রায় পানিতরা॥
কালিন্দী কনকচুর ছায়াচুর পুঁদি।
শুয়া শালী হরিলেবু গুয়াথুরি সুঁদী॥
ঘিশালী পোয়াল ঝিড়া কলামোচা আর।
কৈজুড়ি খাজুরেছড়ী চিনা ধলবার॥
দাসুসাহি বাঁশ ফুলছিলাট করুচি।
কেলেজিরা পদ্মরাজ দুদরাজ লুচি॥
কাঁটারাঙ্গি কোঁচাই কপিলভোগ রান্ধে।
ধুলে বাঁশ গজাল ইন্দ্রের মন বান্ধে॥
বাজাল মরীচশালি ভুরা বেনাফুল।
কাজলা শঙ্করচিনা চিনি সমতুল॥

খাকু ঝেটে মধিলোট শিবজটা পরে।
দুধপনা গঙ্গাজল মুনি মন হরে॥
সুধা দুধকমল খড়িকামুটি রান্ধে।
বিষ্ণুভোগ গন্ধেশ্বরী গন্ধভার কান্দে॥
রান্ধিয়া পায়রারস রান্ধে বাঁশমতী।
কদমা কুসুমশালি মনোহর অতি॥
রমা লক্ষ্মী আলতা দানায়া গুঁড়া রান্ধে।
জুতী গন্ধমালতী অমৃতে ফেলে বান্ধে॥
লতামউ প্রভৃতি রাঢ়ের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলু থালু॥
অন্নদার রন্ধন ভারত কিবা কয়।
মৃত হয় অমৃত অমৃত মৃত হয়॥

অন্নদা পূজা।

অশেষ উপচার, আনিয়া মজুন্দার,
পূজেন অন্নদা চরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত, পণ্ডিত পুরোহিত,
পূজয়ে বিধান যেমন॥
ষোড়শ উপচার, সামগ্রী কত আর,
কি কব তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ, প্রভৃতি বলি ভাগ,
বসন ভূষণ সন্দেশ॥
বাজয়ে বাদ্য কত, নাচয়ে নট যত,
নায়ক নটী রামজনী।
যতেক রামাগণ, পরম হৃষ্টমন,
করয়ে হুলু হুলু ধ্বনি॥
পড়িয়া সূর্য্য সোম, পূজান্তে অন্নহোম,
ভোগের অন্ন আনি দিলা।

করিয়া দক্ষিণান্ত, লইয়া দান্ত শান্ত,
জাগিয়া নিশা পোহাইলা ॥
হইয়া যোড়পাণি, পড়েন স্তুতিবাণী,
পরম জ্ঞানী মজুন্দার।
কি কব ভাগ্য লেখা, অন্নদা দিলা দেখা,
ধরিয়া ধ্যানের আকার ॥
দেখিয়া অন্নদায়, পুলকে পূর্ণকায়,
মোহিত হৈলা মজুন্দার।
অন্নদা কন কথা, যে কেহ ছিল তথা,
কেহ না দেখে শুনে আর ॥
কহেন দেবী সুখী, কোথা লো চন্দ্রমুখী,
এস লো পদ্মমুখী রামা।
আছিলা স্বর্গবাসী, শাপে ভূতলে আসি,
ভুলিয়া নাহি চিন আমা ॥
এই যে ভবানন্দ, পাইলা মহানন্দ,
মনে না করে পূর্ব্ব কথা।
আমার ইতিহাস, করিল পরকাশ,
এখন চল যাই তথা ॥
অষ্টাহ গীত কথা, কহেন দেবী তথা,
শুনেন ভবানন্দ রায়।
অন্নদার পদতলে, বিনয় করিয়া বলে,
ভারত অষ্টমঙ্গলায় ॥

অষ্টমঙ্গলা।

শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়,
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥

প্রথম মঙ্গল শুন, সৃষ্টি করি তিন গুণ,
বিধি বিষ্ণু হরে প্রসবিনু।
দক্ষের দুহিতা হয়ে, পতিভাবে হরে লয়ে,
দক্ষযজ্ঞে সে তনু ছাড়িনু॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ ইত্যাদি।

দ্বিতীয়ে হেমন্ত ধামে, জনমিনু উমা নামে,
মোর বিয়া হেতু কাম মৈল।
বিয়া হৈল হর সঙ্গে, হরগৌরী হৈনু রঙ্গে,
গণেশ কার্ত্তিক পুত্র হৈল॥
শুন শুন ইত্যাদি।

তৃতীয়ে শিবের সঙ্গে, কোন্দল করিয়া রঙ্গে,
ভিক্ষা হেতু তাঁরে পাঠাইনু।
পানপাত্র হাতা লয়ে, অন্নপূর্ণারূপ হয়ে,
অন্ন দিয়া শিবে নাচাইনু॥
কাশী মাঝে ত্রিলোচন, লয়ে যত দেবগণ,
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত মন্দিরে।
করিয়া তপস্যা ঘোর, পূজা প্রকাশিলা মোর,
অন্নে পূর্ণ করিনু ভূমিরে॥
শুন শুন ইত্যাদি।

চতুর্থেতে বেদব্যাস, নিন্দা কৈলা কৃত্তিবাস,
ভুজস্তম্ভ হয়েছিল তার।
শেষে অন্ন নাহি পায়, আমি অন্ন দিনু তায়,
কাশীখণ্ডে আছয়ে প্রচার॥
সেই ব্যাস তার পরে, ব্যাস বারাণসী করে,
মোর উপাসনা করে বসি।

বুড়ীরূপে আমি গিয়া, বাক্যছলে শাপ দিয়া,
করিনু গর্দ্দভ বারাণসী ॥
কুবেরের অনুচরে, বসুন্ধরা বসুন্ধরে,
শাপ দিয়া ভূতলে আনিনু ।
হরিহোড় নাম দিয়া, বুড়ীরূপে আমি গিয়া,
খুঁটে বেচা ছলে বর দিনু ॥
শুন শুন ইত্যাদি ।

পঞ্চমে শাপের ছলে, আনিনু ধরণীতলে,
নলকুবরেরে এই গ্রামে ।
ভবানন্দ তুমি যেই, চন্দ্রিণী পদ্মিনী এই,
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নামে ॥
পরে হরিহোড়ে ছাড়ি, আইনু তোমার বাড়ী,
ঝাপী হাতে পার হয়ে নায় ।
শুনি পাটুনীর মুখে, তুমি নিজ ঘরে সুখে,
ঝাপী রূপে পাইলা আমায় ॥
আসিয়াছি তোর ঘরে, শুন কহি তার পরে,
প্রতাপ আদিত্য ধরিবারে ।
এল মানসিংহ রায়, দেখা হেতু তুমি তায়,
বর্দ্ধমানে গেলা আগুসারে ॥
মানসিংহ শুনি তথা, বিদ্যা সুন্দরের কথা,
জিজ্ঞাসিলা বিশেষ তোমায় ।
ইতিহাস ছলে সুখে, শুনিনু তোমার মুখে,
আদ্যরস সুন্দর বিদ্যায় ॥
পূজি মোর কালীরূপ, সুকবি সুন্দর ভূপ,
উপনীত হৈল বর্দ্ধমান ।
হীরা নাম মালিনীর, ঘরে উত্তরিল ধীর,
শুনিল বিদ্যার রূপ গান ॥

গাঁথিয়া দিলেক মালা, ভুলে বিদ্যা রাজবালা,
দুহে দেখা রথের নিকটে।
মোর বরে সন্ধি হৈল, গান্ধর্ব্ব বিবাহ কৈল,
বাসর বঞ্চিল অকপটে॥
শুন শুন ইত্যাদি।

ষষ্ঠেতে সুন্দর কবি, বিদ্যাপদ্মিনীর রবি,
অশেষ চাতুরী প্রকাশিল।
কপট সন্ন্যাসী হৈল, রাজার সাক্ষাত কৈল,
নানামতে বিহার করিল॥
বিদ্যা হৈল গর্ভবতী, ক্রুদ্ধ হৈল নরপতি,
কোটাল ধরিতে গেলা চোরে।
নারীবেশে চোর ধরে, রাজার সাক্ষাত করে,
সুন্দর ঠেকিল দায় ঘোরে॥
শুন শুন ইত্যাদি।

সপ্তমেতে আমি গিয়া, কালীরূপে দেখা দিয়া,
বাঁচাইনু কুমার সুন্দরে।
বীরসিংহ পূজা কৈল, মোর অনুগ্রহ হৈল,
বিদ্যা লয়ে কবি গেল ঘরে॥
এই ইতিহাস সুখে, শুনিয়া তোমার মুখে,
মানসিংহ এল তোর ঘরে।
সপ্তাহ বাদলে তারে, নানামত উপহারে,
তুষ্ট কৈলা তুমি মোর বরে॥
ভেদ পেয়ে তোর মুখে, মোর পূজা দিয়া সুখে,
মানসিংহ যশোরে আইল।
প্রতাপ আদিত্যে ধরি, রাইল পিঞ্জরে ভরি,
তোমা লয়ে দিল্লীতে চলিল॥

তুমি মোর পূজা দিয়া, কুতূহলে দিল্লী গিয়া,
পাতশার ক্রোধে বদ্ধ হৈলা।
তুমি পাতশার ডরে, নত হয়ে ভক্তিভরে,
একমনে মোর স্তুতি কৈলা ॥
আমি তোরে তুষ্ট হয়ে, ডাকিনী যোগিনী লয়ে,
উপদ্রব করিনু সহরে।
পাতশা মানিয়া মোরে, রাজাই দিলেক তোরে,
মহাসুখে তুমি এলা ঘরে ॥
শুন শুন ইত্যাদি।

অষ্টমেতে তুমি সেই, মোর পূজা কৈলা এই,
আমি অষ্টমঙ্গলা কহিনু।
ব্রত হৈল পরকাশ, এবে চল স্বর্গবাস,
এই বর পূর্ব্বে দিয়াছিনু ॥
শুন শুন অরে ভবানন্দ।
মোর অষ্টমঙ্গলায়, অমঙ্গল দূরে যায়,
শুনিলে না হয় কভু মন্দ ॥
অন্নদা অষ্টাহ গীত, রচিবারে নিয়োজিত,
কৈলা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
বন্দিয়া গোবিন্দ-পায়, রায় গুণাকর গায়,
পরিপূর্ণ অষ্টমঙ্গলায় ॥

রাজার অন্নদার সহিত কথা।

মোরে তারহ তারিণী।
অভয়া ভয়বারিণী ॥
অম্বিকা অন্নদা, শঙ্করী শারদা,
জয়ন্তী জয়কারিণী ॥

চামুণ্ডা চণ্ডিকা, করালী কালিকা,
ত্রিপুরা শূলধারিণী ॥
মহিষমর্দ্দিনী, মহেশ মোহিনী,
দুর্গা দৈত্যবিনাশিনী।
ভৈরবী ভবানী, সর্ব্বাণী রুদ্রাণী,
ভারত চিত্তচারিণী ॥ ধ্রু ॥

এইরূপে পূর্ব্ব কথা বিশেষ কহিয়া।
মহামায়া মায়াজাল দিলা ঘুচাইয়া ॥
মোহ গেল জাতিস্মর হৈলা তিন জন।
দেখিতে পাইলা সর্ব্ব পূর্ব্ব বিবরণ ॥
মজুন্দার কন আর এথা নাহি কায।
অব্যাজে দেখিব গিয়া বাপ যক্ষরাজ ॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী কান্দে নানাছান্দে।
শ্বশুর শাশুড়ী দেখিবারে প্রাণ কান্দে ॥
দেবীর চরণে ধরি কান্দে তিন জন।
লয়ে চল এথা আর নাহি প্রয়োজন ॥
অন্নদা কহেন চল ব্যাজ নাহি আর।
প্রিয়পুত্র যেই তারে দেহ রাজ্যভার ॥
মজুন্দার কন আমি কি জানি তাহার।
উপযুক্ত বুঝিয়া নিযুক্ত কর ভার ॥
অন্নদা কহেন তবে ভবিষ্যত কই।
মোর প্রিয় গোপাল ভূপাল হবে অই ॥
সমাদরে মোর ঝাঁপী রাখিবেক এই।
যার স্থানে ঝাঁপী রবে রাজা হবে সেই ॥
গোপালের পুত্র হবে বড় ভাগ্যধর।
রাঘব হইবে নাম রাঘব সোসর ॥
দেগাঁয়ে আছিল রাজা দেপাল কুমার।
পরশ পাইয়াছিল বিখ্যাত সংসার ॥

আমার কপটে তার হয়েছে নিধন।
রাঘবেরে দিব আমি তার রাজ্যধন॥
গ্রাম দীঘি নগর সে করিবে পত্তন।
দীঘি কাটি করিবেক শঙ্কর স্থাপন॥
তার পুত্র হইবেক রাজা রুদ্ররায়।
বাড়িবেক অধিকার আমার দয়ায়॥
গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে শঙ্কর স্থাপিবে।
পৃথিবীতে কীর্ত্তি রাখি কৈলাসে যাইবে॥
তিন পুত্র রুদ্রের হইবে নিরুপম।
রামচন্দ্র বড় রামজীবন মধ্যম॥
রামকৃষ্ণ ছোট তার বড় ব্যবহার।
রামচন্দ্র নিধনে রাজাই হবে তার॥
জিনিবেক সভাসিংহ আদি রাজরাজী।
সোম যাগ করি নাম হবে সোম যাজী॥
এই ঝাঁপী হেলন করিবে অহঙ্কারে।
সেই অপরাধে আমি ছাড়িব তাহারে॥
নিধন করিব তারে দরবারে লয়ে।
রাজ্য দিব রামজীবনেরে তুষ্ট হয়ে॥
অবিরোধে তার ঘরে থাকিব সচ্ছন্দে।
রাজাই করিবে রামজীবন আনন্দে॥
তিন পুত্র হবে তার প্রথম ভার্য্যায়।
রাজা রামকৃষ্ণ রায় রঘুরাম রায়॥
ভূমিদান দয়া দর্প রাজধর্ম্ম-বলে।
রঘুবীর খ্যাত হবে ধরণীমণ্ডলে॥
তার পুত্র হবে কৃষ্ণচন্দ্র মতিমান।
কাশীতে করিবে জ্ঞানবাপীর সোপান॥
বিগ্রহ ব্রহ্মণ্যদেব মূর্ত্তি প্রকাশিয়া।
নিবাস করিবে শিবনিবাস করিয়া॥

আমার প্রতিমা পূজা প্রকাশ তাহাতে।
কত কব তার যশ বুঝিবা ইহাতে॥
শকে আগে মাতৃকা যোগিনীগণ শেষে। (১)
বরগীর বিভ্রাট হইবে এই দেশে॥
আলিবর্দ্দি কৃষ্ণচন্দ্রে ধরি লয়ে যাবে।
নজরানা বলি বার লক্ষ টাকা চাবে॥
বন্ধ করি রাখিবেক মুরশিদাবাদে।
মোরে স্তুতি করিবেক পড়িয়া প্রমাদে॥
স্বপ্নে দেখা দিব অন্নপূর্ণারূপ হয়ে।
এই গীতে পূজার পদ্ধতি দিব কয়ে॥
সভাসদ্ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥
ভূরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্র রায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরসী॥
জ্ঞানবান হবে সেই আমার কৃপায়।
এই গীত রচিবারে স্বপ্ন কব তায়॥
কৃষ্ণচন্দ্র আমার আজ্ঞার অনুসারে।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥
সেই এই অষ্টমঙ্গলার অনুসারে।
অষ্টাহ মঙ্গল প্রকাশিবেক সংসারে॥

---

(১) মাতৃকা ১৬ ষোড়শ ও যোগিনী ৬৪ চৌষট্টি, অর্থাৎ ১৬৬৪ এক হাজার ছয় শত চৌষট্টি শকে বরগীর হাঙ্গাম হইবে।

উঁইসাঁই নীলমণি কণ্ঠ আভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন॥
শুনিয়া কহিল ভবানন্দ মজুন্দার।
জগতঈশ্বরী তুমি যে ইচ্ছা তোমার॥
যা জান তা করিবে কি কাজ মোরে কয়ে।
তিলেক বিলম্ব নাহি চল মোরে লয়ে॥
বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। (১)
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥

মজুন্দারের স্বর্গযাত্রা।

ভবানন্দ মজুন্দার, সুতে দিয়া রাজ্যভার,
বাপ মায় প্রবোধ করিয়া।
পূর্ব্ব কথা মনে করি, বসিলেন ধ্যান ধরি,
স্বর্গে যান শরীর ছাড়িয়া॥
সীতারাম মজুন্দার, করিছেন হাহাকার,
প্রজাগণ কান্দিয়া বিকল।
অমাত্য অপত্যগণ, সবে শোকে অচেতন,
ক্রন্দনে উঠিল কোলাহল॥
চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী, স্বর্গে যাইবারে সুখী,
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।
চড়িয়া পুষ্পক রথে, চলিলা অলকা পথে,
যক্ষগণে বেষ্টিত হইয়া॥
অন্নপূর্ণা আগে আগে, সখিগণ চারিভাগে,
পিছে নলকুবর চলিলা।
কুবের যক্ষের পতি, শোকেতে পীড়িত অতি,
পুত্র দেখি আনন্দ পাইলা॥

---

(১) বেদ ৪, ঋষি ৭, রস ৬, ব্রহ্ম ১, অর্থাৎ ১৬৭৪ শক।

পুত্র পুত্রবধূ লয়ে, কুবের সানন্দ হয়ে,
পূজা কৈলা অন্নদাচরণ।
কুবেরের পূজা লয়ে, দেবী গেলা তুষ্ট হয়ে,
কৈলাসে যেথানে পঞ্চানন॥
অন্নপূর্ণা অজার্চ্চিতা, অপর্ণা অপরাজিতা,
অনাদ্যা অনন্তা অম্বা অমা।
অবিকারা অনুপমা, অরুন্ধতী অনুত্তমা,
অনির্ব্বাচ্য অরূপা অসমা॥
ক্ষুধাহরা ক্ষামোদরা, ক্ষান্তি ক্ষিতি ক্ষমা করা,
ক্ষুদ্র আমি কি আছে ক্ষমতা।
ক্ষিপ্ত আমি ক্ষোভ কত, ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি ক্ষত,
ক্ষমারূপা ক্ষীণেরে ক্ষমতা॥
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি, করিলেন অনুমতি,
সেই মত রচিয়া বিধানে।
ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর,
পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥

সমাপ্ত।

চোরপঞ্চাশৎ।

স্বর্গীয় মহাত্মা শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যা-সুন্দরোপাখ্যানে কেহ কেহ প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশিক গ্রন্থ সন্নিবেশিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা ন্যায়সিদ্ধ নহে, যেহেতু তাহা ভারতের রচিত নহে, ইহা তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন।

কেহ কেহ কহেন, বিদ্যাসুন্দরের অপরূপ কাণ্ড বর্দ্ধমানে না হইয়া অপর কোন প্রদেশে হইয়াছিল, তাহা রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বররুচি কর্ত্তৃক কাব্যাকারে তৎকালে বিরচিত হয়, কিন্তু এ বিষয় কেহই নিশ্চয় বলিতে পারেন না এবং সেই কাব্যও কোন স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহা হউক, রাজা বীরসিংহের নিকট সুন্দরের পরিচয় ছলে ভারত-চন্দ্র রায় চৌরপঞ্চাশিকের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া, আমরা সেই পঞ্চাশৎ শ্লোক অত্র গ্রন্থের পরিশেষে প্রকাশ করিলাম।

অদ্যাপি তাং কনকচম্পকদামগৌরীং
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুলোমরাজীম্।
সুপ্তোত্থিতাং মদনবিহ্বললালসাঙ্গীং
বিদ্যাং প্রমাদগণিতামিব চিন্তয়ামি॥ ১॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে পড়ে হারাই জীবন।
তথাপি বারেক চিন্তা বিদ্যার কারণ॥

সুবর্ণচম্পকদাম তুল্যরূপ তার।
গৌরাঙ্গ তেমতি শোভা তব তনয়ার॥
অরুণ উদয়ে যেন প্রফুল্লকমল।
বিদ্যার বদন শোভে তেমতি বিমল॥
গৌরদেহে কিবা শোভে কৃষ্ণ লোমাবলি।
সিন্দূরের বিন্দু মাঝে অলকা আবলী॥
যখন শয়ন হৈতে নিদ্রা হয় ভঙ্গ।
কামরসে বিহ্বল লালস হয় অঙ্গ॥
প্রমাদেতে পড়ে আমি পরাণ হারাই।
মুহূর্ত্তেকে বিদ্যারূপ চিন্তা করে যাই॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কনকচম্পকদাম মুদ্রা দক্ষকরে।
আশীর্ব্বাদ বরাভয়যুক্ত সব্যে ধরে॥
যে গুণে বিভব নাম হয়েছে অভয়া।
নিজ গুণে কৃপা করি কর মোরে দয়া॥
অগৌরী শব্দেতে মহামেঘপ্রভা জানি।
নীলপদ্ম প্রকাশিত বদন খানি॥
শিবের বচনে যোগতন্ত্রমতে বলি।
নাভিদেশে আছে তব নীল লোমাবলী॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
তদুপরি দিগম্বরী কর আরোহণ॥
কার্ত্তিকের জন্মকালে শুনেছি পুরাণে।
উপস্থিত হল কাম শিব সন্নিধানে॥
ভ্রুকুটি লোচনে ভস্ম হইল মদন।
মদন বিহ্বল নাম হইল তখন॥
তাঁহার সহিত যেবা লালসিত অঙ্গ।
প্রমাদেতে পড়ে করি তাঁহার প্রসঙ্গ॥

চোরপঞ্চাশৎ।

বিদ্যা নামে দশ মহাবিদ্যার বর্ণনা।
তন্ত্রসারে আগে যাঁরে করেছে গণনা॥ ১॥

অদ্যাপি তাং শশিমুখীং নবযৌবনাঢ্যং
পীনস্তনীং পুনরহং যদি গৌরীকান্তিং।
পশ্যামি মন্মথশরানলপীড়িতানি
গাত্রাণি সংপ্রতি করোমি সুশীতলানি॥ ২॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি অশেষ ক্লেশ রজ্জুর বন্ধনে।
বিশেষত শরানলে দহিছে মদনে॥
এ তাপ নাশের হেতু সেই সুলোচনা।
নবযৌবনেতে পূর্ণচন্দ্র নিভাননা॥
তাহে উচ্চ স্তনভার গৌরবর্ণ কান্তি।
কামবাণ পীড়িতের সুমঙ্গল শান্তি॥
এখন বারেক যদি পাই দরশন।
সকল শরীরে হয় সুধা বরিষণ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

যেমন আমারে পূর্ব্বে করেছিলে দয়া।
অদ্যাপি সে রূপ যদি দেখি গো অভয়া॥
কিবা রূপ চন্দ্র তুল্য আস্য শোভে যাঁর।
শশীমুখী বলি তেঁই স্তুতি করি তাঁর॥
অরি বলি মহাকালী বীজ প্রকরণে।
চন্দ্রমুখে চন্দ্রবিন্দু তন্ত্রের কথনে॥
উপমার কথা শুন এক মত নয়।
কখন সদৃশ কোথা গুণে গণ্য হয়॥

পুনরপি শ্যামরূপ করে বিবেচনা।
চিরকাল বিদ্যমানে নূতন যৌবনা॥
পীন শব্দ উচ্চ আর স্তন শব্দে রব।
বড় ঘোর শব্দযুক্ত বুঝায় ভৈরব॥
অভিধানে গৌর শব্দে শ্বেতবর্ণ কয়।
সেই বর্ণযুক্ত শিব বুঝায় নিশ্চয়॥
সেই দেবকান্ত যাঁর নাম গৌরকান্তি।
কৃপা করি মাহেশ্বরী মোরে কর শান্তি॥
দেব আদি সবাকার হরে লয় মন।
তাহাতে মন্মথ নাম ধরিল মদন॥
মন্মথের শর করে শর শব্দে নাশ।
হইল মন্মথ শর নামের প্রকাশ॥
সেই নামে শক্তি হয় অগ্নিরূপ যাঁর।
এমন শিবের কাছে সদা ক্রীড়া তাঁর॥
সেরূপ সংপ্রতি যদি পাই দরশন।
সুশীতল তনু তবে করি এইক্ষণ॥ ২॥

অদ্যাপি তাং যদি পুনঃ কমলায়তাক্ষীং
পশ্যামি পীবরপয়োধরভারখিন্নাং।
সংপীড্য বাহুযুগলেন পিবামি বক্ত্র-
মুন্মত্তবন্মধুকরঃ কমলং যথেষ্টং॥ ৩॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

যে সুখেতে এত কাল সুখী ছিল মন।
অদ্যাপি মরণকালে হতেছে স্মরণ॥
পুনরপি যদি পাই কমললোচনী।
ইহ জন্ম মত সাধ সাধিব এখনি॥

কিবা উচ্চ পয়োধরভারে দেহ ক্ষীণ।
তিলেক অন্তরে যারে নাহি ভাবি ভিন॥
সেই উচ্চ কুচ দৃষ্ট হয় এ সময়।
সংপীড়নে সুখী তবে বাহুযুগ হয়॥
তার মুখপদ্মে নিজ মুখ মিশাইয়ে।
পুরাব মনের আশা তার মধু খেয়ে॥
উন্মত্ত অলিতে বহু করে অন্বেষণ।
সম্মুখেতে পায় যদি কমলকানন॥
যেমন সে মধুকর হয়ে হর্ষবান।
উদর পুরিয়ে অলি করে মধু পান॥
তেমতি হরিষযুক্ত হয় মোর মন।
মরণকালেতে সুধা করিব ভোজন॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে

যাঁর লীলা পূর্ব্বকালে পাষাণ তনয়া।
অদ্যাপি উদয় মনে সে রূপে অভয়া॥
অবোধ তনয়ে কৃপা কর গো প্রকাশ।
সঙ্কটে অভয় দেহ পাইয়াছি ত্রাস॥
প্রফুল্ল কমল তুল্য চক্ষু যাঁর জানি।
কমলায়তাক্ষী বলে তাঁহারে বাখানি॥
কমলা শব্দেতে হয় বিষ্ণুর রমণী।
সেই বিষ্ণু নিজ চক্ষু দিলেন আপনি॥
দান পায়ে মহাদেব করেন ধারণ।
সে বড় অদ্ভুত কথা কহি সে কারণ॥
পুরাণেতে উক্ত আছে হর পুজে হরি।
সহস্রেক পদ্ম তাহে নিরূপণ করি॥
এক দিন হরিভক্তি পরীক্ষা কারণে।
যোগেশ্বর এক পদ্ম রাখিলা গোপনে॥

পূজাকালে এক পদ্ম অমিলন হৈল ।
উঠায়ে আপন চক্ষু শিবে পূজা কৈল ॥
কমলাক্ষ নাম শিব হইল তখনি ।
কমলায়তাক্ষী কালী তাঁহার রমণী ॥
পীবর শব্দেতে পুষ্ট পয়োধর তাঁর ।
মহামেঘ সম প্রভা হইয়াছে যাঁর ॥
অদ্য যদি সেই রূপ পাই দরশন ।
এ সঙ্কটে হয় তবে সফল জীবন ॥
সংপীড়া নামেতে কালী শুন ত্যজি ভ্রম ।
যে কালে হইল নাম ক্রমে বলি ক্রম ॥
সং শব্দেতে সমুদয় পীড়ার জনন ।
সংসার মধ্যেতে করিলেন ত্রিনয়ন ॥
তাহাতে সংপীড় নাম ধরে ত্রিপুরারি ।
সংপীড়িতা হয় নাম পাষাণকুমারী ॥
অ শব্দে বিষ্ণুর নাম পুরাণে বিদিত ।
বাহুযুগে চতুর্ভুজ অতি সুশোভিত ॥
বিষ্ণুর জননী রূপে যথা বিষ্ণুমুখে ।
অতি স্নেহে চুম্বন করিল মহাসুখে ॥
বালকের অতিশয় স্নেহের কারণে ।
অলি যেন মধুপান করে পদ্মবনে ॥
সেইরূপ কৃপা যদি কর গো জননি ।
গর্ব্বধারিণীর রূপ ধর মা আপনি ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনক্লমনিঃসহাঙ্গী
মাপাণ্ডুগণ্ডপতিতালককুন্তলাক্ষীং ।
প্রচ্ছন্নপাপকৃতমন্থরপাবয়ন্তীং
কণ্ঠাবসক্তমৃদুবাহুলতাং স্মরামি ॥ ৪ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

নিধুবন শব্দে রতি বিহার বুঝায়।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সয়েছেন তায়॥
আর এক শোভা তার কিবা মনোহর।
অলকা শোভিছে পাণ্ডু গণ্ডের উপর॥
তাহাতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়িয়াছে কেশ।
কমলেতে ভ্রমে যেন ভ্রমর বিশেষ॥
তাহার নিকটে কিবা শোভা চমৎকার।
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি দেখিছে তাহার॥
পুনরপি শুন বলি মনের বেদনা।
অনিবার প্রেমরসে ছিল যে যাতনা॥
বিদ্যার সে রূপ যদি অন্তরেতে আসে।
ছন্ন ছন্ন হয়ে পাপ পলায় তরাসে॥
সুকোমল বাহুলতা বদ্ধ ভুজপাশে।
কণ্ঠে অবসক্ত আছি প্রেমের আবাসে॥
এখন বধিবে যদি জীবন আমার।
সে প্রেমে করহ রাজা আগেতে উদ্ধার॥
ক্ষণেক বিলম্ব কর শুন নরপতি।
বিদ্যার স্মরণে আমি স্থির করি মতি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

অদ্ভুত শৃঙ্গারে যথা নিধুবন জানি।
তাহার যে ক্লম ক্লেশ সহে শূলপাণি॥
বিপরীত রতাতুর হইয়া মহেশ।
অধেতে পুরুষ উর্দ্ধে নারী তেঁই . . .
এমন শিবের সহ হয়েছে অর্দ্ধাঙ্গী।
তাহাতে শ্যামার নাম ক্লমনিঃসহা . . .

কিবা কালিকার শোভা উপমা কি দিব।
পাণ্ডুবর্ণ আভা পদতলে পড়ে শিব॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ শরণাভিলাষে।
আলুয়ে পড়েছে কেশ শ্যামাপদ পাশে॥
সেই যে পতিত কেশ শিবগণ্ডে শোভে।
মত্ত অলিগণ যেন ভ্রমে মধুলোভে॥
ধবল বর্ণেতে কেশ অলকা আবলি।
সেই কেশ হতে মাকে মুক্তকেশী বলি॥
শ্বেত কৃষ্ণ মধ্যে দেখ অরুণ বরণ।
কিবা শোভা হতেছে শিবের ত্রিনয়ন॥
এখন শিবের নারী হয়েছেন যিনি।
ইহাতে অলকাবলি কুন্তলাক্ষী তিনি॥
অন্তরের যত পাপ করেন প্রকাশ।
সে দেবে আচ্ছন্ন করি করিছেন রাস॥
কণ্ঠে আবরণ শব মুণ্ডমালা পরি।
অবলা হইয়া রামা বিক্রমে কেশরী॥
অসুরের বাহুলতা কটিতে বিরাজে।
কিবা শোভা হতেছে কিঙ্কিণী রূপ সাজে॥

অদ্যাপি তাং সুরতজাগরঘূর্ণমানাং
তির্য্যগ্‌গলত্তরলতারকমাবহন্তীং।
শৃঙ্গাররসারকমলাকররাজহংসীং
ব্রীড়াবনম্রবদনামুরসি স্মরামি॥ ৫॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

যে যাতে অপূর্ব্ব রত সেইত সুরত।
সুরতেতে জাগরণ করে অবিরত॥

নিদ্রাবশে কামরসে হয়ে পতিপ্রাণা।
এই হেতু সুরত জাগরঘূর্ণমানা॥
কামোল্লাসে প্রেমরসে হয়ে বিবসনা।
সচঞ্চল ঝলমল সুহাস্য বদনা॥
সে সময় কিবা হয় বদনের শোভা।
গ্রাসমান শশী হেন হয় মধুলোভা॥
ভালে সিন্দূরের বিন্দু বিজলি খেলায়।
বিমানেতে তারাগণ পতনের প্রায়॥
কমল শব্দেতে জন্মস্থান পদ্মাকর।
এই হেতু বুঝালেক নাম সরোবর॥
শৃঙ্গারের সারাৎসার সরোবর মাঝে।
রাজহংসী রূপ ধরে অদ্ভুত বিরাজে॥
কামিনীস্বভাবধর্ম্ম সলজ্জিতা হয়।
মধুদান দিয়া অধোবদনেতে রয়॥
আমার হৃদয়ে সেই অদ্যাপি তেমন।
অতুল শঙ্কটে তবু না ভুলিল মন॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সুরত শব্দেতে জেনো এ সব সংসার।
তাহার সংহাররূপে জাগরণ যার॥
সুরতজাগর রূপ ধরেন মহেশ।
তাহার সহিত ক্রীড়া যে করে বিশেষ॥
বিপরীত রতাতুরা হয়েছে শিবানী।
অতিব্যস্তরূপা তেঁই ঘূর্ণমানা জানি॥
বিমানেতে মহামেঘ ঘটা মধ্যভাগে।
তারাগণ পতন যেমন শোভে আগে॥
বক্রগতি ভ্রমে অতি চপলা যেমন।
সিন্দূর বিন্দুর পাশে শোভিছে চন্দন॥

উপাদান করে সার শৃঙ্গার রসের।
হয়েছে শৃঙ্গারসার নাম মদনের॥
তাহার কমলাকর কান্তি যে শোভার।
সে শোভা বিনাশে প্রভা দেখি হেন যার॥
তথাপি শৃঙ্গারসার করি ত্রিলোচন।
ক্রীড়া পক্ষিরূপা যেবা তাহাতে মগন॥
অকথ্য ঐশ্বর্য্য যাঁর কে করে গণনা।
অশেষ বিশেষরূপে করে বিবেচনা॥
লজ্জামাত্র লজ্জা পেয়ে করেছে পয়ান।
দিগম্বর নাম তাহে হয়েছে বিধান॥
সেই শিবে অবলম্ব বদন যাঁহার।
এমন শ্যামার পদযুগ করি সার॥ ৫॥

অদ্যাপি তাং সুরততাণ্ডবসূত্রধারীং
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং মদনবিহ্বলাঙ্গীং।
তন্বীং বিশালজঘনাং স্তনভারনম্রাং
ব্যালোলকুন্তলকলাপবতীং স্মরামি॥ ৬॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

কন্দর্পের লীলা ছল কত কব আর।
গীত বাদ্য নাট্য আদি নানারস তার॥
পৌর্ণমাসী শশিমুখী মনোবিহারিণী।
কামরস নর্ত্তনের সূত্র বিধায়িনী॥
স্থূলাকার জঙ্ঘা তার উচ্চ পয়োধর।
সুশোভনা কৃষ্ণকেশী মধ্য ক্ষীণতর॥
এইরূপ গুন ভূপ দেখিয়া বিদ্যারে।
আকুল হয়েছে প্রাণ অকুল পাথারে॥

এখন আমাকে কর লক্ষ অপমান।
বিদ্যার কারণে হয় সুখ সম জ্ঞান॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

পুরাণেতে ব্যক্ত আছে ত্রিপুরারি লীলা।
ভ্রুকুটি ভঙ্গিমা করি নৃত্য আরম্ভিলা॥
পদাঘাতে মহী তাতে যায় রসাতল।
ইন্দ্র আদি বিধি বিষ্ণু হইল অবল॥
নর্ত্তনের মূলসূত্র বিধি করে দিয়া।
অচেতন ত্রিভুবন সকলি রাখিয়া॥
তাহাতে আপনি রক্ষা কর ত্রিলোচনী।
ধরিয়া মোহিনীরূপ হরসম্মোহিনী॥
ভালে আসি বসি শশী হৈল দীপ্তকর।
সুশোভনা মধ্যক্ষীণা পুষ্ট পয়োধর॥
আলুয়ে পড়েছে কেশ আপাদ অবধি।
কোটি কামদেব লজ্জা পায় নিরবধি॥
এ বেশে মহেশে স্থির করেছে অমনি।
বন্ধুহীনে অকিঞ্চনে তার গো জননি॥
অদ্যাপি আশায় করি শুন মহামায়া।
বিপদে পড়েছি মাগো দেহ পদছায়া॥ ৬॥

অদ্যাপি তাং মসৃণচন্দনচর্চ্চিতাঙ্গীং
কস্তুরিকাপরিমলেন বিসর্পিগন্ধাং।
অল্পেন্দুরেখপরিশীলিতভালরেখাং
মুগ্ধাতিবামনয়নাং শয়নে স্মরামি॥ ৭॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

সুচারু চন্দন সর্ব্বদেহে লিপ্ত করে।
কুঙ্কুম কস্তুরী গন্ধ আদি যুক্ত পরে॥

চন্দ্রখণ্ড সম রেখা কপালে ভূষণ।
শুভ্র মল্লিকার মাল্য গলেতে শোভন ॥
শুক্লবর্ণে সর্ব্ব গাত্র রাখে মিশাইয়া।
মুগ্ধবেশে দ্বারদেশে শরণ করিয়া ॥
লুকায়ে রাখিল তনু পরম যতনে।
আমাকে দর্শন দিল বহু অন্বেষণে ॥
সেই দিন সেই রূপ হল চমৎকার।
অদ্যাপি স্মরণ মনে হয় বার বার ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

এক দিন ভক্তিভাবে পরীক্ষার তরে।
ছল করি আসিছিলে ছদ্মবেশ ধরে ॥
কালীরূপে ভাবে মোরে সতত কুমার।
অন্যরূপ আজি দেখি কি ভাব তাহার ॥
সে দিন যে রূপে মোরে দিলা দরশন।
এ সঙ্কটে সেই রূপ করি যে ভাবন ॥
এত বলি আর বার করুণা করণ।
কালীপদে কবিতার অর্থ নিরূপণ ॥
মেঘ কাদম্বিনী রূপ করিতে উত্ত্যক্ত।
অগুরু চন্দনে দেহ করে শোভা ব্যক্ত ॥
কস্তূরী কক্কোল আদি লেপন করিয়া।
কেশাদির কৃষ্ণবর্ণ গোপনে রাখিয়া ॥
ভালে অর্দ্ধশশী ভাল হইল উদিত।
মালতী শিরীষ পুষ্প দেহেতে ভূষিত ॥
শঙ্করের সতত জানিবে সমাচার।
অতিশয় তেঁই অতি বাম নাম তাঁর ॥
অতিশয় বামে শিবে যাঁহার লোচন।
মগ্ধ হয় এই বামনয়না লক্ষণ ॥

পুনরপি বলি আর তন্ত্রের লিখন।
সেই শিরোপরি যার হয়েছে শয়ন ॥
শিবশক্তি করি ভক্তি ডাকি একবারে।
শয়নে স্মরণ করি তার গো আমারে ॥ ৭ ॥

অদ্যাপি তাং নিধুবনে মধুপানপাত্রীং
লীঢ়াম্বরাং কৃশতনুং চপলায়তাক্ষীং।
কাশ্মীরকর্দ্দমমৃগনাভিকৃতাঙ্গরাগাং
কর্পূরপুগপরিপূর্ণমুখীং স্মরামি ॥ ৮ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

তব কন্যা নিধুবনে শৃঙ্গারের স্থানে।
মধুপানপাত্রী হয়ে তোষে মধুদানে ॥
পুনরপি সেই কালে তোমার যে সুতা।
পানে অতি স্বাদুবতী হলো রসযুতা ॥
মদনের মত্ত গজ শাসনের তরে।
অপূর্ব্ব অঙ্কুশ চিহ্ন তনু শোভা করে ॥
চঞ্চল খঞ্জন আঁখি বিজলির প্রায়।
মেঘ সম শোভা করে কজ্জল তাহায় ॥
মৃগনাভি আদি করি সুগন্ধ যাহার।
কর্পূরাদি পূর্ণমুখী সুধার আধার ॥
তার মধুপানে মোর না হবে মরণ।
তেঁই করি এ সঙ্কটে তাহারে স্মরণ ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

নিধুবন বলি মম শৃঙ্গার বিধান।
মধুপানপাত্রী হয়ে কর অধিষ্ঠান ॥
মধুবন ব্যক্ত আছে তন্ত্রের বচনে।
তাহার দৃষ্টান্ত এই শুনেছি শ্রবণে ॥

সর্ব্বদেব তেজোময় হন যে সময়।
দেবগণ ভূষণ দিলেন অতিশয়॥
মধুপানপাত্র দিল কুবের যখন।
মহিষমর্দ্দনে মধুপানযুক্ত হন॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে ব্যক্ত সমুদায়।
সেই হেতু মধুপানপাত্রী বলে কয়॥
অতিশয় আস্বাদনে হইয়া নিযুক্ত।
মুখের বাহিরে জিহ্বা করে পরিমুক্ত॥
বামাঙ্গনা সুবদনা পিঙ্গললোচনা।
কাশ্মীর কস্তুরী আদি সুগন্ধমোহিনী॥
লবঙ্গ কর্পূর মুখ মিলিত তাম্বুল।
পরিপূর্ণ মুখে আভা হতেছে অতুল॥
সেই শশীমুখী চিন্তা করি বারে বারে।
অন্তকালে যেন শ্যামা নিস্তার আমারে॥ ৮॥

অদ্যাপি তৎক্রমপতন্মদিরাপরাগ-
প্রস্বেদবিন্দুবিততং বদনং প্রিয়ায়াঃ।
অন্তে স্মরামি রতিখেদবিলোলনেত্রে
রাহূপরাগ পরিমুক্তমুখং স্মরামি॥ ৯॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্রমে ক্রমে যার, সুধা মধু সার,
ধারা পতনের শোভা।
যেই ইন্দুকণা, শোভে সুবদনা,
চকোরের মনোলোভা॥
রাহুমুক্ত শশী, বদন হরষি,
লোচনের কি ভঙ্গিমা।
যার দেখা তরে, রতি খেদ করে,
রূপের নাহিক সীমা॥

এই অন্তকালে, যা থাকে কপালে,
প্রাণ চায় দেখিবারে।
শুন নরবর, কম্পে কলেবর,
রায় ভাবে কালিকারে॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সুরাপানে যত, ক্রমাগত তত,
হতেছে কত পতন।
ধারা সম করে, সুধাবিন্দু ঝরে,
ইন্দুখণ্ড সুবদন॥
শরদিন্দু মত, সে বদনে কত,
কিবা শোভা সুলোচনে।
রতি অভিলাষ, করে সর্ব্বনাশ,
মহেশে রাখে মোহনে॥
মুখ ইন্দীবর, নিন্দি সুধাকর,
স্মরণে মরণ যায়।
কাল সম রায়, বধে বা আমায়,
না দেখি কোন উপায়॥ ৯।

অদ্যাপি তন্মুখশশী পরিবর্ত্ততে মে
রাত্রৌ ময়ি ক্ষুতবতি ক্ষিতিপালপুত্র্যা।
জীবেতী মঙ্গলবচঃ পরিহৃত্য কোপাৎ
কর্ণেকৃতং কনকপত্রমৃণালপন্ত্যা॥ ১০॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

মানে মৌনী হয়ে দুঃখী, বিরসেতে শশিমুখী,
একা বসিয়াছ ক্রোধাগারে।

মান করি অতি ভার, ত্যজে নিজ অলঙ্কার,
সখিগণ প্রবোধিতে নারে॥
আলু থালু করে কেশ, হয়ে অতি ছিন্নবেশ,
অর্দ্ধ অঙ্গে আছয়ে বসন।
হয়ে অতি অভিমানী, গণ্ডে দিয়া সব্য পাণি,
নিশ্বাস ছাড়য়ে ঘনেঘন॥
এ বেশে দেখিয়া তায়, ভাবি কত ভাবনায়,
কখন না দেখি যে এমন।
আমি বলি একি ধনী, সেতো নাহি করে ধ্বনি,
তাহাতে দুঃখিত মোর মন॥
যত বলি অপরাধ, তত ঘটে পরমাদ,
কটাক্ষ দর্শনে নাহি চায়।
হেট করি রহে মুণ্ড, বিধৃত হয়েছে তুণ্ড,
বিচ্ছেদ অনল জলে তায়॥
আমি নহি অপরাধী, মিথ্যা মানে কর বাদী,
ক্ষমা কর নিজ দাস বলে।
হলে তব মতে মত, নহে কোন অন্য মত,
প্রতিফল তারি মত ফলে॥
যার সঙ্গে বার মাস, করি একত্রেতে বাস,
তার সনে বিরোধে বারেক।
তাহাতে না কবে কথা, আমি যাব যথা তথা,
প্রাতে উঠি ধরি কোন ভেক॥
এরূপে কুণ্ঠিত হয়ে, সাধিলাম কত কয়ে,
মৌনে রয় হয়ে অভিমানী।
তবে আমি সে সময়ে, নাসিকাতে তৃণ লয়ে,
হাঁচিলাম বলিবারে বাণী॥
ক্ষুৎপতঙ্গ জন্তু সব, জীবতিষ্ঠাঙ্গুলী রব,
ব্রহ্মবধ পাপ না বলিলে।

না কহিল সে বচন, ত্যজে ছিল আভরণ,
কর্ণফুল কর্ণমূলে দিলে ॥
দেখিলাম বিধিমতে, পতির কল্যাণ মতে,
জীব বলা হইল প্রকারে।
সুবুদ্ধি এরূপ যার, তারে মোর পরিহার,
কি করিব মান ভাঙ্গিবারে ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কৃতাঞ্জলি করে কই, নাহি জানি তোমা বই,
ছাড়িলে কি সে সকল মায়া।
বাঞ্ছাকল্পতরু বলে, পূর্ব্বেতে সদয় হলে,
সে দয়া লুকালে মহামায়া ॥
কৃপাদৃষ্টি আমা পানে, তখন এ সব স্থানে,
মূর্ত্তিভেদ করিলে অশেষ।
একদিন রাত্রিভাগে, শ্মশানে প্রকট আগে,
ক্রোধবশে করি কৃপালেশ ॥
অতিশয় প্রয়োজনে, প্রাণপণ আবাহনে,
ডাকি গো শ্মশানে হয়ে বাসী।
না আইলে শীঘ্রগতি, ভ্রান্ত হলো মোর মতি,
ক্রোধ কৈলে পুনরপি আসি ॥
তখনি অমনি দেখা, ভালে শশিখণ্ড রেখা,
কালান্তক বিকট দশন।
করালবদনী ভীতি, পদভরে কাঁপে ক্ষিতি,
কোকনদ ছবি ত্রিনয়ন ॥
ভয়ে জ্ঞান পরিহরি, ভাবি কি উপায় করি,
বিধি হর হরি পরিহারে।
এক যুক্তি সে সময়, মনেতে উদয় হয়,
আশীর্ব্বাদ লইব প্রকারে ॥

শুনি লোক ব্যবহারে, শাস্ত্রমত অনুসারে,
যে কর্ম্মেতে জীব বাক্য বলে।
ক্ষুৎকার করিলে পর, না করিলে প্রত্যুত্তর,
আশীর্ব্বাদ করিলে মা ছলে॥
তার মূল কথা বলি, কর্ণে ছিল যে পুতলি,
ভূতলে ত্যজিলে তায় রাগে।
পতিত সে শিশুদ্বয়, কৃপাদৃষ্টি পুনঃ হয়,
উঠায়ে রাখিলা কর্ণভাগে॥
শিশু সবে দয়া করে, দেখাইয়া মায়া পরে,
আমাকে করিলা কৃপা শেষে।
শঙ্কিত হই শঙ্করি, এত দিন রক্ষা করি,
পারণ কি হারাব বিদেশে॥
অদ্যাপি আমার মন, না ভুলিবে ও চরণ,
যা কর মা তোমার উচিত।
সুন্দর সুরস ভাষে, থাকি কালীপদ আশে,
মায়াবশে হয়েছি মোহিত॥ ১০॥

অদ্যাপি তৎকনককুণ্ডলঘৃষ্টমাল্যং
তস্যাঃ স্মরামি বিপরীতরতাভিযোগে।
আন্দোলনশ্রমজলস্ফুটসান্দ্রবিন্দু
মুক্তাফলপ্রচয়বিচ্ছুরিতং প্রিয়ায়াঃ॥ ১১॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

এক দিবসের কথা, এক দিবসের কথা,
তব কন্যা বিপরীত রতে হয়ে রতা।
শুন অপূর্ব্ব কথন, শুন অপূর্ব্ব কথন,
রমণ করিল মোরে করি আরোহণ।

সে যে ক্ষণেক রমণে, সে যে ক্ষণেক রমণে,
স্বভাবতঃ নারীজাতি শ্বাস বহে ঘনে।
দোলে কর্ণের কুণ্ডল, দোলে কর্ণের কুণ্ডল,
পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডে যেন চন্দ্রের মণ্ডল।
শোভা কি কব তাহার, শোভা কি কব তাহার,
ললাটে ঘর্ম্মের বিন্দু যেন মুক্তাহার।
সিঁতি আভরণ তায়, সিঁতি আভরণ তায়,
ঘর্ম্মবিন্দু মতি তাহে কিবা শোভা পায়।
অল্প সিন্দূরের বিন্দু, অল্প সিন্দূরের বিন্দু,
মুকুতা সহিত শোভে যেন পূর্ণ ইন্দু।
সেই প্রেয়সীবদন, সেই প্রেয়সীবদন,
অদ্যাপি মরণ দিনে করি গো স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

আমি নিধনের কালে, আমি নিধনের কালে,
কালিকা স্মরণ করি যা থাকে কপালে।
যোগতন্ত্রেতে শুনেছি, যোগতন্ত্রেতে শুনেছি,
কালিকাপুরাণ মত ধ্যানেতে দেখেছি।
যথা পুরুষ প্রকৃতি, যথা পুরুষ প্রকৃতি,
পুরুষে উত্থিত নারী রমণ বিকৃতি।
বিপরীত রতিকালে, বিপরীত রতিকালে,
কিবা শোভা সালঙ্কার সাজিয়াছে ভালে।
আরো কর্ণের কুণ্ডল, আরো কর্ণের কুণ্ডল,
দোলান ঘর্ষণে মুখ করেছে উজ্জ্বল।
কিবা কবরী বন্ধন, কিবা কবরী বন্ধন,
মণি মুক্তাযুক্ত তাহে সিঁতি আভরণ।
আছে সীমন্ত মাঝারে, আছে সীমন্ত মাঝারে,
সিন্দূরের বিন্দু যেন ইন্দু নিন্দিবারে।

আর দেখ তার পাশে, আর দেখ তার পাশে,
চন্দনের কণা যেন চপলা প্রকাশে।
রতি আন্দোলন শ্রমে, রতি আন্দোলন শ্রমে,
প্রতি লোমে ঘর্ম্ম দেখা দিল ক্রমে ক্রমে।
ভালে অর্দ্ধখণ্ডশশী, ভালে অর্দ্ধখণ্ডশশী,
ঈষৎ মিশালে ঘর্ম্ম মুক্তাশ্রেণী বসি।
দেখি কি কব শোভায়, দেখি কি কব শোভায়,
অদ্যাপি জাগিছে সদা অন্তরে আমায়।
আমি ডাকি অকিঞ্চনে, আমি ডাকি অকিঞ্চনে,
করুণা করিয়া রাখ এ ঘোর বন্ধনে ॥ ১১ ॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং,
তস্যাঃ স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গং।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিধর্ষি পয়োধরান্তং,
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডমণ্ডনঞ্চ ॥ ১২ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

কিবা তার চমৎকার নয়ন-ভঙ্গিমা।
কুটিল ভ্রুকুটি যার দিতে নাই সীমা ॥
সজল জলদ ভুলা কজ্জল তাহায়।
কন্দর্পের ধনু যেন ভুরু শোভা পায় ॥
দশন কুন্দের পাতি ইন্দুর কিরণ।
নয়নের তারা তাহে হয়েছে মিলন ॥
সেই নয়নেতে যেন হয় দৃষ্টিপাত।
বলবুদ্ধিহীন হয় যেন অকস্মাৎ ॥
কৃশাঙ্গ কুরঙ্গ যেন শরজালে জরে।
একদৃষ্টে চাহি থাকে ব্যাধের উপরে ॥

কে করিতে পারে তার দৃষ্টির বর্ণন।
যার দৃষ্টিপাতে হয় সাহস ভঞ্জন॥
পুনর্ব্বার শুন বলি স্বতন্ত্র লক্ষণ।
যখন করেন তিনি আলস্য মোক্ষণ॥
গাত্রভঙ্গ হলে হয় তনু দীর্ঘাকার।
কটি কণ্ঠ জানু ঈষদ্বক্রের আকার॥
সে কালীন ভুজদ্বয় উর্দ্ধে অবসরে।
অল্প উন্মীলন চক্ষু পার্শ্ব দৃষ্টি করে॥
বিরসের তুল্য হয় বদনের ছটা।
ঘন ঘন উঠে মুখে জৃম্ভণের ঘটা॥
নাসাগ্রেতে সুদীর্ঘ নিশ্বাস করে গতি।
এলোকেশ শুষ্ক বেশ মনোহর অতি॥
তৃতীয় সৌন্দর্য্য আর করি বিবরণ।
সুন্দরীকে কিবা শোভা করেছে বসন॥
হেমাদি জড়িত চিত্র বিচিত্র বরণ।
কোটি বিধু ভানু যেন উদিত তখন॥
হৃদিপরে উচ্চ কুচ কাঁচলি উপরে।
বস্ত্রের অঞ্চল তাহে কিবা শোভা করে॥
আর এক স্বভাব স্ত্রীলোকমাত্র আছে।
তাম্বূল চর্ব্বণ করি দেখে তার পাছে॥
জিহ্বা মোর রক্তবর্ণ কিম্বা আছে ভিন্ন।
খদিরাদি ভোজনের দেখে তার চিহ্ন॥
সে সময় দুই ওষ্ঠ দুই দিকে রয়।
মধ্যদেশে কিবা শোভা করে দন্তচয়॥
সিন্দূর বরণ সব মেঘের মাঝারে।
চন্দ্রের মণ্ডল তাহে লাজে পরিহারে॥
এই চারি শোভা তার করি নিরূপণ।
অদ্যাপি আমার মন করিছে চিন্তন॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কাতরে করুণাময়ি চাহ আমা পানে।
কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণামাত্র দানে॥
ভবানী ভরসা মাত্র সঙ্কটে এবার।
এ সঙ্কটে ভবজায়া কর গো নিস্তার॥
কিবা চারু শোভা দেহে আছয়ে বিদিত।
দিবানিশি সেইরূপ অন্তরে গ্রথিত॥
প্রণয় শব্দেতে বহু সাহস বাখানি।
তারে ভঙ্গ করে তব দৃষ্টিপাত জানি॥
ঘোরতর ভয়ঙ্কর রাঙ্গা ত্রিনয়ন।
শশী ভানু কৃশানুকে করেছ সৃজন॥
প্রজাপতি প্রভৃতি নম্রতা ভাব যাতে।
সুরাসুর সুনির্ম্মূল যেই দৃষ্টিপাতে॥
সদা সশঙ্কিত প্রভা দর্শনেতে যাঁর।
অন্তকালে সেই দৃষ্টি চিন্তি বারেবার॥
দনুজদলনে বহু শ্রমযুক্তা হয়ে।
আলস্য ভঞ্জন কর অবকাশ লয়ে॥
গাত্রভঙ্গে কি ভঙ্গিমা লাঞ্ছিত চন্দ্রিমা।
ঈষৎ বক্রেতে দেহ রূপ নাহি সীমা॥
নয়নের কোণে কর কটাক্ষ দর্শন।
পরিশ্রম শ্রমে ভুজ করয়ে ভ্রমণ॥
চালন সকল তব হয় অলঙ্কার।
তড়িতের প্রায় যেন শোভে চমৎকার॥
সরোজে বিকট মূর্ত্তি মুখের আভাস।
রিপু বিমোচনে যেন সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস॥
অরুণ উদয় দিকে প্রভা কিবা হয়।
সেই দিগ্বসনে সবে দিগম্বরী কয়॥

দিগ্বসন বিশেষতঃ হৃদয় উপর।
বস্ত্রের অঞ্চল যেন শোভে মনোহর॥
আর এক শোভা বড় দেখেছি শ্যামার।
মুখ হৈতে মুক্ত জিহ্বা হয়েছে তাঁহার॥
বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর যেন নব রবি।
নখরেন্দু কুন্দ সম দন্তপাঁতি ছবি॥
কিবা শোভা কালীপদে রক্ত ইন্দীবরে।
মুখেতে সুধার ধারা ধরিছে অধরে॥
দন্তচয় রিপুক্ষয় করে অজস্রয়।
অদ্যাপি চিন্তনে শ্যামা দিবেন অভয়॥ ১২॥

অদ্যাপ্যশোক নবপল্লবরক্তহস্তাং,
মুক্তাফল প্রচয় চুম্বিত চুচকাগ্রাং।
অন্তঃস্মিতেন্দু সিতপাণ্ডুরগণ্ডদেশাং,
তাং বল্লভাং রহসি সম্বলিতাং স্মরামি॥ ১৩॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অশোক পল্লব নব সম পাণিতলে।
চুচকাগ্রে শোভিত হয়েছে মুক্তাফলে॥
অন্তরে ঈষদ্ হাস গণ্ডে বিকসিত।
শরদের চন্দ্র যেন ত্রিলোক মোহিত॥
নির্জ্জনেতে বসি করি সদা সম্ভাবনা।
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে নিতান্ত কামনা॥
তথাপি বিদ্যার নাহি পাই দরশন।
বিদ্যা তত্ত্র মন্ত্র করি ত্যজিব জীবন॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

রুধির খর্পর হস্তে দিবানিশি যাঁর।
রক্তবর্ণ করতল হয়েছে শ্যামার॥

উচ্চ পয়োধরোপরে বন্ধিত কাঁচলী।
হীরক জড়িত হারে শোভে মুক্তাবলী॥
অন্তরে গভীর হাস্য ঈষদ্ধাস্যকালে।
কিরণে আছয় গণ্ড পাণ্ডুবর্ণা ভালে॥
অন্তর জগতে দেখি আলোকে বিরাজে।
কি শোভা প্রকাশে কুলকুণ্ডলিনী মাঝে॥
স্ববল্লভ সম্বলিতা বিশ্বের কারিণী।
নিদানে গর্জ্জনে স্মরি তার গো তারিণী॥ ১৩॥

অদ্যাপি তৎ কুসুমরেণু সুগন্ধিমিশ্রং,
ন্যাস্তং স্মরামি নখরক্ষত লক্ষ্ম তস্যাঃ।
আকৃষ্ট হেমরুচিরাম্বরমুত্থিতায়াঃ,
লজ্জাবশাৎকরবৃতং কুটিলং ব্রজন্ত্যাঃ॥ ১৪

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

শুন হে শুন হে বিচ্ছেদ বিরহে।
বসনে বদন আবৃত কর হে॥
সরমে ভরম জানায় আমারে।
শিশুকালে হলো বড় লাজ তারে॥
কি কব বিভব বসনের কত।
মল্লিকা মালতী আর পুষ্প যত॥
চন্দনে চর্চ্চিত গন্ধিত প্রখরা।
কাঞ্চনের রুচি অতি মনোহরা॥
এমন বসন ললাট হইতে।
ধনি টান দিল মুখ আচ্ছাদিতে॥
বায়ুবেগে আসি ধরে দক্ষ করে।
নখাঘাতে ক্ষত হলো বক্ষোপরে॥

চলে ধীরে ধীরে অতি লাজ ভরে।
মুখে বাক্য হরি মৌনব্রত করে॥
মুখপদ্মদেশে নখছিন্ন বাসে।
মাণিকের ছটা যেন ধ্বান্ত নাশে॥
একে প্রেমে জরা অভিমানে ভরা।
তাহে লজ্জাকরা শশিকান্তিহরা॥
পদ নাহি চলে চলে শীঘ্রতরে।
দেখে ফিরে ফিরে জ্বলে প্রেমজ্বরে॥
পদযুগভরে রেণু নাহি সরে।
রাজহংসশ্রেণী যেন কেলি করে॥
নীরবেতে ধনী চলে প্রেমভাবে।
অজ্ঞানত মত যেন চৌর্য্যভাবে॥
বলি শুন ধনি আমি যুড়ি পাণি।
ছার ছদ্মবেশ ভাষ রসবাণী॥
শুনে মান বাড়ে আরো দীর্ঘাকারে।
চলে রোষভরে বলে কেবা কারে॥
পরিহার মানি আমি পায় ধরে।
বাঁধা তার গুণে জীবনের তরে॥
সঙ্কটেতে সদা মনে ভাবি যারে।
এত দুঃখে তবু নাহি ভুলি তারে॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে

অগো ভদ্রকালি মুণ্ডমালি উমে।
পদতলে শূলী ছিন্নমস্তা ধূমে॥
পট্টবস্ত্রপরা রবি দীপ্তিহরা।
মণিমুক্তাযুতা নানা চিত্রকরা॥
জিনি সূর্য্যলোকে ঠেকে মৌলী তব।
গুণ নাহি জেনে পদ ভাবে ভব॥

অতি উচ্চতর ধর ভীম কায়া।
ত্রিলোকী বিজয়ী মহামোহ মায়া॥
বাম হস্তে ধৃত শবমুণ্ড নত।
হয়ে আন্দোলিত নখচিহ্ন ক্ষত॥
শ্মশানেতে সদা গতিযুক্ত রত।
কর দৈত্য কত অনায়াসে হত॥
হয়ে লজ্জাযুত আছে মোর মতি।
নাহি শক্তি কিছু করিবারে নতি॥
রতি সঙ্গ করে বাঁধা যুগ্ম করে।
মোরে চোর করে শেষে প্রাণ হরে॥
ক্রিয়াদোষী আমি পড়ি চৌর্য্যদোষে।
নাহি কোন গতি অতি ভূপ রোষে॥
তছে আছে শুন তন্ত্রসারে জানা।
বিনা মাতৃযোনি নাহি আর মানা॥
সে যে অর্থ আর লেখে তন্ত্রসার।
যোগিমতে মত নাহি ব্যবহার॥
শ্যামা লজ্জা বীজে আছে তার মাঝে।
যদি মন মজে সেই মন্ত্ররাজে॥
কর মোরে দয়া ওহে যোগমায়া।
পদযুগছায়া দিবে ভবজায়া॥
করি সেই আশা বর্দ্ধমানে আসা।
মুখে কালী বিনা নাহি অন্য ভাষা॥ ১৪॥

অদ্যাপি তাং কজ্জললোলনেত্রাং,
পৃথ্বিং প্রভিন্নকুসুমাকুলকেশপাশাং।
সিন্দুরবিন্দুকৃতমৌক্তিকচক্রমিশ্রাং,
প্রাবদ্ধ হেমকটিকাং রহসি স্মরামি॥ ১৫॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

কজ্জল কিরণে শোভা করেছে নয়ন।
মেঘের আবলী মাঝে শোভে তারাগণ॥
কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন।
অলিগণ ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলোকেশ মধ্যে ভালে সিন্দূর প্রকাশে॥
বিমানে বিদ্যুত যথা হয় চমকিত।
হেমচন্দ্রহারে তার নিতম্ব শোভিত॥
সুকোমল দেহে কিবা শোভে আভরণ।
অদ্যাপি তাহার লাগি চিন্তা করে মন॥
ত্যজে সব ধর্ম্ম কর্ম্ম সদা ভাবি মনে।
দিবানিশি সেই রূপ ভাবি হে গোপনে॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কালিকা খর্পরধরা কজ্জলনয়নী।
পৃষ্ঠদেশ ব্যাপ্ত কেশ পরশে অবনী॥
কপালেতে কিবা শোভা সিন্দূরের বিন্দু।
দশদিক করে আলো পৌর্ণমাসী ইন্দু॥
কাঞ্চন কিঙ্কিণী কটিদেশ শোভাকর।
অদ্যাপি সে রূপ আমি ভাবি নিরন্তর॥
আলোকে অচিন্ত্যরূপ দেখি নিরবধি।
ঘুচাইল বিধি বুঝি তাহা অদ্যাবধি॥
তবু যেন অন্তে সেই রূপ হয় প্রাপ্ত।
পঞ্চদশ শ্লোক অর্থ হইল সমাপ্ত॥ ১৫॥

অদ্যাপি তাং ধবলবেশ্মনি রত্নদীপং,
মালাময়ুখ পটলৈর্গলিতান্ধকারাং।
সুপ্তোত্থিতাং রহসি হাস্যমুখীং প্রসন্নাং,
লজ্জাভয়ার্দ্রনয়নাং পরিচিন্তয়ামি ॥ ১৬।

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রজ্বলিত স্বর্ণদীপ অট্টালিকা মাঝে।
অন্ধকার ধ্বংশ করে অদ্ভুত বিরাজে ॥
তাহার সমান শোভা তোমার কন্যার।
বিস্তার রূপের কথা কহা কিছু ভার ॥
সুমুখী শয়নে যদি থাকেন নীরবে।
অভিপ্রায় নাহি হয় না জানি কে হবে ॥
সুপ্রসন্না হাস্যমুখী প্রফুল্লবদনা।
লজ্জাভরে আর্দ্র হয়ে ললিত নয়না ॥
তন্ত্র মন্ত্র জপ যজ্ঞ পূজা যেইরূপ।
সত্য কথা কহি রাজা নাহি অন্যরূপ ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

ধবল শব্দেতে শুভ্র অভিধানে জানি।
তাহাতে ধবল নাম ধরে শূলপাণি ॥
রজত পর্ব্বত আভা ধ্যানেতে বাখানে।
তাহার বসতি হয় নিয়ত শ্মশানে ॥
শিবের সহিত বাস করে কাত্যায়নী।
তেঁই তাঁর চিন্তা করি ধবলবেশ্মনি ॥
সুবর্ণের দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হলে।
তিমির বিনাশে যেন রবির মণ্ডলে ॥
হৃদিপদ্ম মাঝে থাকি চৈতন্যরূপিণী।
অশেষ তিমির নাশে মহেশমোহিনী ॥

শয়নে আছেন শিব তাহে ত্রিলোচনা।
প্রসন্নবদনা কালী ভৈরবী ভীষণা॥
লজ্জা যাতে লজ্জা পায়ে পরিহার মানে।
লজ্জাভার নাম ধরে তন্ত্রের বিধানে॥
লজ্জাভরে শিবে হেরে আর্দ্রিতনয়না।
কালিকাকে বুঝা যায় দেখি বিবেচনা॥
এমন জননী যার আছেন ভুবনে।
নিজ দাসে দুঃখ তিনি দেখেন কেমনে॥
কৃপা করি যদি মা বন্ধন দেহ মুক্তি।
দেশে চলে যাই কালী কালী করি উক্তি॥ ১৬॥

অদ্যাপি তাং গলিতবন্ধনকেশপাশাং,
শ্রুগ্রন্থ তাং স্মিতসুধামধুরাধিরোষ্ঠিং।
পীনোন্নত স্তনযুগোপরিচারু চুম্বন্মুক্তা-
বলিং রহসি পদ্মমুখীং স্মরামি॥ ১৭॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

কুঞ্চদেশ শোভা করে ত্যজিয়া বন্ধন।
পুরাণাদি গ্রন্থ যার শুনেছ শ্রবণ॥
সমুদ্রমন্থন সুধা অধিকতা পায়।
দুই ওষ্ঠ আছে অতি মধুরতা তায়॥
মুক্তাবলি শোভে পুষ্ট পয়োধরোপরি।
কমলনয়নী বিদ্যা বিপদেতে স্মরি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

অভয়াচরণে কিছু করি নিবেদন।
যে চরণ মহিমা জানেন ত্রিলোচন॥
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁকে সতত ধেয়ায়।
বেদান্ত বেদেতে যাঁর মহিমা জানায়॥

ও পদ পাবার লাগি করিয়া যতন।
মস্তক হইতে কেশ ত্যজিল বন্ধন॥
গলিত বন্ধন কেশ হয়েছে ভূষণ।
আগম নিগম গ্রন্থ তোমার শ্রবণ॥
সর্ব্ব বিদ্যাময়ী তুমি পুরাণেতে কয়।
সেই হেতু গ্রন্থ যত তব কর্ণ নয়॥
সুধাধারা রসে আর্দ্র ওষ্ঠ হয় যাঁর।
বদন মাঝারে আছে সুমধুর সার॥
উচ্চ কুচযুগোপরে শোভে মতিহার।
ললিতনয়নী কালী চিন্তি বারেবার॥ ১৭॥

অদ্যাপি তাং বিরহবহ্নিনিপীড়িতাঙ্গীং,
তন্বীং কুরঙ্গনয়নাং সুরতৈলপাত্রীং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমাবহন্তীং তাং,
তাং রাজহংসগমনাং সুদতীং স্মরামি॥ ১৮

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

বিরহ অনল সব সকলেতে বলে।
অধিকতা গুণ আছে বিরহ অনলে॥
অনল প্রবেশে ভস্ম করে একবারে।
তখনি তদন্ত হয় নিস্তারে তাহারে॥
বাড়বানলের মত বিরহ আগুন।
তার সনে চিন্তানল বাড়য়ে দ্বিগুণ॥
চিন্তানলে ক্ষুধানলে অনুগত হয়ে।
প্রভাকরে একেবারে একত্তরে রয়ে॥
এমন যখন যার কি কব তুলনা।
যে জান ইহার ভাব কর বিবেচনা॥
বিরহ বহ্নিতে যার পীড়িত শরীর।
সে তাপ নিবারি যেবা করয়ে সুস্থির॥

তনু কৃশা মধ্য ক্ষীণা বিশালনয়না।
মোর মনে যার আর না দেখি তুলনা ॥
নানা চিত্র বিচিত্র মণ্ডল প্রভা যার।
রাজহংস মত গতি হইয়াছে তার ॥
শতদল পদ্মমাঝে সূক্ষ্মদল সাজে।
বিদ্যামুখপদ্মে দন্ত তেমতি বিরাজে ॥
যে দেখেছি বারবার না ভুলি তিলেক।
অদ্যাপি স্মরণ যেন পাষাণের রেখ ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

বিরহ অনল রূপ হতেছে মদন।
তাহার পীড়নকর্ত্তা দেব ত্রিলোচন।।
সে দেবে সর্ব্বদা যাঁর অঙ্গ শোভা করে।
এমন শ্যামার পদ চিন্তিত অন্তরে ॥
গুরুভার জঘনেতে ক্ষীণদেহ তায়।
সভৈরব ঘোর ভাষা মুখে শোভা পায় ॥
বিচিত্র মণ্ডল শোভা কুরঙ্গনয়না।
গমনেতে দেখ রাজহংসের তুলনা ॥
রাজহংস গমনের অর্থ শুন আর।
সংক্ষেপে গোপন অর্থ লেখে তন্ত্রসার ॥
ভূতশুদ্ধি সময়ে জানিবে ব্রহ্মপুরে।
সহস্র কমলদল কর্ণিকা ভিতরে ॥
চতুর্থ বিংশতি তত্ত্ব করিয়া স্থাপন।
সর্ব্ব দেহ ভস্মরাশি করিলে তখন ॥
পুনর্ব্বার সেই দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
যে মন্ত্র বলিয়া প্রতিষ্ঠিত কর প্রাণ ॥
সেই যে মন্ত্রের নাম শুন রাজহংস।
অধিষ্ঠাত্রীরূপেতে বিরাজে যেই অংশ ॥

সর্ব্ব জীবে গতি উক্তি মন্ত্র আরোহণা।
অতএব কালী রাজহংস সুগমনা ॥
দিবা নিশি স্নিগ্ধরস করেন ভোজন।
সে রসে মগন থাকে সতত দশন ॥
তাই কালীপুরাণে শীতল দন্ত কয়।
মতান্তরে আর কিছু শুনেছি নিশ্চয় ॥
রুধির সংযোগ আর কৃষ্ণ রেখা লেশ।
শ্বেতবর্ণ দন্তে কিবা হয়েছে সুবেশ ॥
মতান্তে দন্তুরা বলি শ্যামাকে বর্ণনে।
সেইরূপ ধ্যান করি অদ্যাপি মরণে ॥ ১৮ ॥

অদ্যাপি তাং বিহসিতাং কুচভারনম্রাং,
মুক্তাকলাপবিমলীকৃতকণ্ঠদেশাং।
তৎকেলিমন্দিরগতাং কুসুমায়ুধস্য,
কান্তাং স্মরামি রুচিরোজ্জ্বলধূমকেতুং ॥ ১৯

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অতি হাস্যমুখী বিদ্যা প্রসন্নবদনী।
উচ্চ কুচভারে সদা নম্র সেই ধনী ॥
মতিহার শোভা যার করে কণ্ঠদেশে।
প্রভাকর কণ্ঠে যেন নির্ম্মলতা বেশে ॥
শয়নমন্দিরে দেখি শোভা অতিশয়।
রতিকেলিস্থল বলি সদা ভ্রম হয় ॥
শ্বেতবর্ণ আভা তার চপলা প্রকাশে।
ধূমকেতু হয় যেন উজ্জ্বল আকাশে ॥
এমন সুন্দর মোর বিবাহিতা নারী।
সঙ্কটেতে পড়ি আমি চিন্তা করি তারি ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

দেবদেব বরে ইন্দ্র হল বৃত্রাসুর।
স্বর্গ হতে দেবাদিকে করিলেক দূর॥
মর্ত্ত্যে আসি দেবদেবী করেন ভ্রমণ।
শিববীর্য্যে সন্তানের উৎপত্তি কারণ॥
ঘোর তপে তখন আছেন ত্রিলোচন।
কিরূপে হইবে তাঁর তপস্যা ভঞ্জন॥
যুক্তি সার করি কাম গেলেন তথায়।
কোপ দৃষ্টিপাতে তিনি হন ভস্মকায়॥
মদনমন্দিরে রতি বসি একা রয়।
লোকমুখে শুনে কাম হৈল ভস্মময়॥
আকুলা হইলা অতি ধৈরজ না ধরে।
কোথা গেলে প্রাণনাথ রতি প্রাণে মরে॥
উচ্চরবে ডাকে তবে অভীষ্ট দেবতা।
আত্মাকার্য্য সাধিয়া ঘুচালে পতিব্রতা॥
রতির রোদন বড় শুনি ভগবতী।
তৎ কেলিমন্দিরে কালী করিলেন গতি॥
রতির প্রণামে তুষ্ট হইলেন অতি।
কিছুকাল থাক তুমি পাবে নিজ পতি॥
বহুকাল হয়ে থাক সাবিত্রী সমান।
আশীর্ব্বাদ করি শ্যামা হন অন্তর্দ্ধান॥
মুক্ত জিহ্বা হয়ে রতি করিছে বিনয়।
কপাল ভেঙ্গেছে মোর শুন পরিচয়॥
ত্রিলোচন কোপানলে মারা গেছে স্মর।
এখন কি হবে বল করি যুক্তি সার॥
দয়া করি দয়াময়ি বরদাত্রী হলে।
অনঙ্গরূপেতে কাম রাখিল কুশলে॥

শব্দার্থ প্রমাণ অর্থ এই পুরাণেতে।
ইহার গোপন অর্থ আছে গোপনেতে॥
বীজমাত্র আছে যত জাগ্রতরূপিণী।
তদ্রূপে বসতি তাতে করগো তারিণী॥
বীজ নাম ধর তুমি জীবে দিতে জ্ঞান।
কাম বীজে সদা তুমি কর অধিষ্ঠান॥
সেই হেতু কামকেলি মন্দির সঙ্গতা।
তদ্বীজের উদ্ধারের কহি কিছু কথা॥
কুসুম শব্দের আদি বর্ণ বিবরণ।
নাম বিন্দু যুক্ত হলে বীজের কারণ॥
রতিবাসে গমনের কি বর্ণিব আর।
কণ্ঠদেশে কিবা শোভা করে মুক্তাহার॥
কুচকুম্ভভরে নম্র কিঞ্চিৎ জানায়।
সুপ্রসঙ্গে হাস্যমুখী বিহার তাহায়॥
কান্তা শব্দে নারী মাত্র বলে অভিধানে।
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে বিশেষ বাখানে॥
ত্রিজগতে আছে যত সমস্ত প্রকৃতি।
সকলে বলিছে তুমি শক্তি একাকৃতি॥
আর এক শুনিয়াছি কালিকা পুরাণে।
ধূম্রবর্ণ বহু শোভা করিছে নিশানে॥
স্থানে স্থানে বহুরূপা কামরূপা কালী।
অদ্যাপি সঙ্কটে ত্রাণ কর মুণ্ডমালী॥ ১৯॥

অদ্যাপি চাটুবচনোল্লসিতাস্মিতূর্ণং,
তস্যাঃ স্মরামি সুরতক্লমবিহ্বলায়াঃ।
অব্যাজনিস্তিমিতকাতর কাকুকণ্ঠ,
সংকীর্ণবর্ণরুচিরং বদনং প্রিয়ায়াঃ॥ ২০

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

কামেতে বিহ্বল হয়ে, সুশোভন রত হয়ে,
সম্ভোগ দিলেন নৃপসুতা।
মদনে হয়েছে জ্ঞান, না দেখিয়া অনুষ্ঠান,
সহে ক্লেশ হয়ে দুঃখযুতা ॥
মিথ্যা বাক্য প্রিয় করে, শুনিয়া উল্লাস ভরে,
যথা হয় সুহাস্যবদন।
তেমনি ছিল বয়ান, ক্লেশ পেয়ে হল ম্লান,
শুন বলি উপমা যেমন ॥
অকস্মাৎ মেঘ রব, শুনিয়া সভয় সব,
বজ্রাঘাতে মরিবার তরে।
হইয়া ব্যাকুল মনে, স্থানে স্থানে পলায়নে.
পরস্পরে কাকুবাদ করে ॥
কেহ হয়ে গলাগলি, শ্রীহরির নামাবলি,
স্মরণ করিছে একেবারে।
কেহ কহে রাম রাম. কেহ বা জৈমিনী নাম.
কেহ ভজে ইষ্ট দেবতারে ॥
মনে জান সে সময়, বদন যেমন হয়,
তদ্রূপ বিদ্যার মুখ শশী।
যেমন আকাশে আসি, পেয়ে রাহু পৌর্ণমাসী,
গ্রাসিতেছে যেন পূর্ণশশী ॥
মনে হলে সেই মুখ, অদ্যাপি বিদরে বুক,
দেখা হলে করি উপকার।
ইষ্ট জননের মত, মনে রৈল শত শত.
বিধিকৃত না হল আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

শিব উক্তি তন্ত্রসার, ধ্যানেতে প্রকাশ তার,
বিপরীত রতাতুরা বলে।

সুরত শব্দেতে শিব, কি তার উপমা দিব,
সম্ভোগ করিলে কিবা ছলে ॥
সম্ভোগেতে বহু সুখী, পরে হলে ম্লানমুখী,
সে সুখের নাহিক তুলনা।
ঈষৎ যে ছিল হাস, ক্লেশেতে করিল নাশ,
হলে যেন বিরস বদনা ॥
ভূমিকম্পে উল্কাপাতে, কিম্বা দেখি বজ্রাঘাতে,
ম্লানমুখ যেন হয় প্রাণী।
সে ভাব কে জানে আর, কেবল সে সারাৎসার,
যে হয় জানেন শূলপাণি ॥
দেখিবারে সে বদন, অদ্যাপি আমার মন,
মরণেতে চিন্তা সদা করি।
যদি না নিস্তার তারা, নিস্তারিণী ভবদারা,
নামের গুণেতে ভবে তরি ॥
অপাঙ্গে বারেক তারা, দেখ চেয়ে ভবদারা,
ভব দাস মশানেতে মরে।
শুনিয়াছি বেদাগমে, কাল নাহি কোনক্রমে,
কালী নামে ভবসিন্ধু তরে ॥ ২০ ॥

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং,
স্রস্তাঙ্গযষ্টিবসনং কৃশকেশবস্ত্রাং।
শৃঙ্গারবারিকমলাঙ্কুররাজহংসীং,
জন্মান্তরে নিধুবনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি ॥ ২১ ॥

অস্যার্থ বিদ্যাপক্ষে।

কামরসে উন্মীলন ঘূর্ণিত নয়ন।
কুশের সদৃশ কেশ জলদ বরণ ॥

শৃঙ্গারের জল মধ্যে কমল মাঝারে।
রাজহংসী রাজহংস যেমন বিহরে॥
হাতে নিধি দিয়া বিধি ঘুচালে আমারে।
দেহান্তরে নিধুবনে লইব তাহারে॥
সে শরীরে মন প্রাণ করে সমর্পণ।
দণ্ডচারী আসে যেন করিয়া ভ্রমণ॥
অদ্যাপি আমার মনে সেই মুখশশী।
জন্মান্তরে মম আশা পূরাইব বসি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

পাষাণনন্দিনী তুমি হয়েছ পাষাণী।
তথাপি জননী বিনা আর নাহি জানি॥
জন্মের যে অন্তকাল মৃত্যু বলি তাকে।
তদবধি রমণের অভিলাষ থাকে॥
অতএব জন্মান্তর শব্দে নিধুবন।
শিবের সহিত যথা করেন ক্রীড়ন॥
সুরত শব্দেতে জেনো দেব ত্রিলোচন।
তাহে নিমীলিত যার ঘূর্ণিত নয়ন॥
কু শব্দে পৃথিবী তাতে করিয়া শয়ন।
কুশ ইতি নাম শিবে হল নিরূপণ॥
তদুপরি দিগম্বরী হইয়া মগন।
পদতলে শিব অঙ্গে কেশের পতন॥
শৃঙ্গ শব্দে পরভাষা শিঙ্গা বলে থাকে।
তাতে রব করে ভব সদা সুখে থাকে॥
তাহাতে শৃঙ্গার রব হয় তাঁর নাম।
সে দেবের অরি হইয়াছে যেন কাম॥
তাহার ক্রীড়ন সদা হৃদিপদ্মে সাজে।
তাহে রাজহংসী রূপা কালিকা বিরাজে॥

অদ্যাপি শ্যামার পদ চিন্তা করি সার।
এ ঘোর সঙ্কটে কালী কর গো নিস্তার ॥ ২১ ॥

অদ্যাপি তাং প্রণয়িনীং মৃগশাবকাক্ষীং,
পীযূষপূর্ণকুচকুম্ভযুগং বহন্তীং।
পশ্যাম্যহং যদি পুনর্দিবসাবসানে,
স্বর্গাপবর্গ নবরাজ্য সুখং ত্যজামি ॥ ২২ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রাণের অধিক প্রিয়ে মোর প্রণয়িনী।
মৃগদার মত চক্ষু খঞ্জরীট জিনি ॥
পীযূষ পূরিত কুচকুম্ভ বিধায়িনী।
এমন সময় যদি দেখা দেন তিনি ॥
যদি বা দর্শন পাই দিবসাবসানে।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্য সব ত্যজি তুচ্ছজ্ঞানে ॥
অদ্যাপি আমার মনে হতেছে বাসনা।
সতত বিদ্যার লাগি করিতেছে কামনা ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

অতি স্নেহ শব্দকে প্রণয় করে বলে।
প্রণয় জননী তাই প্রণয়িনী বলে ॥
কুরঙ্গনয়না কালী ব্রহ্মাণ্ডবাসিনী।
সুধাপরিপূর্ণ কুচকুম্ভ বিধায়িনী ॥
দিনান্তে বারেক যদি পাই দরশন।
স্বর্গ মোক্ষ রাজ্যসুখে নাহি প্রয়োজন ॥
অদ্যাপি আমার মনে না হয় সংশয়।
তারিণীর বাক্য কভু প্রতারণা নয় ॥ ২২ ॥

অদ্যাপি তাং স্তিমিতবস্ত্রমিবাবলগ্নং,
প্রৌঢ়প্রতাপমদনানলতপ্তদেহাং।
বালাং মদেকশরণামনুকম্পনীয়াং,
প্রাণাধিকাং ক্ষণমহং নহি বিস্মরামি ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রবল প্রতাপ রাখে মদন অনল।
তার দেহ প্রভাবে না হয় সুশীতল ॥
সে অনলে তপ্ত হয়ে রাজার নন্দিনী।
আমার দেহের তাপ নাশে বিনোদিনী ॥
স্নিগ্ধ হয়ে দেহ যেন জল মধ্যে থাকে।
বিদ্যার উলঙ্গ দেহ তেমতি আমাকে ॥
অতুলনা নিরুপমা কি বলিব আর।
যাহার তুলনা দিতে সংসারেতে ভার ॥
প্রাণের অধিক প্রিয়া দয়াযুক্তা তায়।
ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরণে মরি হায় হায় ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

ত্রিজগৎ তপ্তকারী হয় যে মদন।
তার দেহ তপ্ত করে দেব ত্রিলোচন ॥
সে দেহেতে দেহ যার লগ্ন হয়ে রয়।
তাহার রূপের আর শুন পরিচয় ॥
স্তিমিত শব্দেতে সন্ধ বস্ত্র উপাসনে।
কৃত্তিবাস দিগম্বর শোভে ত্রিভুবনে ॥
তাঁহার কামিনী হয়ে সে বসন পরে।
দিগম্বরী নাম তাঁর সংসার ভিতরে ॥
অদ্বিতীয় দয়াময়ী প্রাণের ঈশ্বরী।
ক্ষণমাত্র আমি যেন নাহিক বিস্মরি ॥

অদ্যাপি আমার মন করিছে ঘোষণ।
প্রাণ বিমোচনে যেন পাই ও চরণ ॥ ২৩ ॥

অদ্যাপি তাং ক্ষিতিতলে বরকামিনীনাং,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া প্রথমৈক রেখাং।
সংসার নাটকরসোত্তমরত্নপাত্রীং,
কান্তাং স্মরামি কুসুমায়ুধবাণশিখাং ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষিতিতলে পৃথিবীতে যতেক সুন্দরী।
একে একে সব জনে গণনাকে করি ॥
বিদ্যার নামেতে রেখা পড়ে অগ্রভাগে।
সে কথা সর্ব্বদা মোর হৃদিমাঝে জাগে ॥
সংসারের মধ্যে নিত্য নৃত্যকারী হয়ে।
নর্ত্তন করেন সব হৃদিমাঝে রয়ে ॥
সংসার নাটক তাই কন্দর্প বুঝায়।
তাহাতে উত্তম রস হয় অভিপ্রায় ॥
যে রসে মোহিত হয় দেবাদি দানব।
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ মানব ॥
সেই রস ধারণের সুবর্ণের পাত্র।
সৃজন করিছে বিধি জানি সেই মাত্র ॥
পুষ্প ধনু সহ পঞ্চবাণ অনুপম।
কুসুম আয়ুধ বলে মদনের নাম ॥
সেই বাণাঘাতে খিন্ন দেহ হয় যার।
এমন কান্তাকে সদা স্মরণ আমার ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

ক্ষিতি যার তলে আছে সেই স্বর্গ হয়।
ক্ষিতিতল শব্দে তাই স্বর্গকে নিশ্চয় ॥

ক্ষিতির তলেতে আছে রসাতল জানি।
ক্ষিতিতল বলে তাতে পাতাল বাখানি॥
স্বভাবতঃ ভূমণ্ডল বলে ক্ষিতিতলে।
ত্রিভুবন বোধ হয় ক্ষিতিতল বলে॥
এক দিন দেবগণ সকলেতে মিলে।
ত্রিভুবন মধ্যে যত সুন্দরী গণিলে॥
ক্রমে ক্রমে একে একে রেখাপাত করে।
প্রথম রেখাতে আগে কালী নাম ধরে॥
তার পর আর যত করে নিরূপণ।
পুরাণে লিখেছি আমি করেছি শ্রবণ॥
আর এক কথা বলি শঙ্করের লীলা।
উল্লাসিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করিলা॥
পদাঘাতে মহী তাহে করে টলমল।
গেল গেল শব্দ হলো যায় রসাতল॥
বাহর গসারে যত স্বর্গলোকে ছিল।
আলু থালু হয়ে কত ভূমিতে পড়িল॥
পুনরপি মোহ যায় স্বর্গ সে আপনি।
জটার তাড়নে কণ্ঠ হইল তখনি॥
উত্তর দিকেতে হল দক্ষিণের গতি।
পশ্চিম দিকেতে পূর্ব্ব দিকের বসতি॥
চন্দ্র সূর্য্য খসে পড়ে পৃথিবীর তলে।
তারাগণ অচেতন কোথা যাব বলে॥
আসুরিকগণ যায় পর্ব্বত গহ্বরে।
অন্ধ জীব পিতা মাতা বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
পাতালবাসীর বড় ঘটিল প্রমাদ।
শঙ্ক মাত্র শুনে কিন্তু হইল বিষাদ॥
সে দেবে সুস্থির তুমি করিলে ভবানি।
এ সকল কথা ব্রহ্মপুরাণেতে জানি॥

সংসার নাটক নাম ধরেন মহেশ।
সে দেশে উত্তম রস আছে সবিশেষ॥
সে রস ধারণে তুমি সুবর্ণ আধার।
ব্রহ্মপুর মাঝে আমি চিন্তা করি তাঁর॥
মার্কণ্ডেয় পুরাণেতে লেখে স্বর্ণাধার।
তাহার অন্তরা কথা শুন চমৎকার॥
শুম্ভ আর নিশুম্ভ যে দুই মহাসুর।
শিব বরে যুদ্ধে হরে নিল ইন্দ্রপুর॥
দিক্‌পাল দেবতাগণে দিলে দূর করে।
সূর্য্যাদি দেবস্ব যত সব নিল হরে॥
নিজগণে প্রেরণ করিল স্থানে স্থানে।
ভ্রমণ করিছে বেগে নাহি কারে মানে॥
বনমধ্যে ছিলে তুমি সিংহের উপরে।
সেখানেতে শুম্ভ দূত দেখিল তৎপরে॥
রূপেতে করেছে আলো চমকে ভুবন।
নৃপতির নারী হৈতে বলিল তখন॥
কহিল যে ইন্দ্র মোর বহু রত্ন যোগী।
নারী রত্ন হয়ে হও তাহাকে সম্ভোগী॥
সেই হেতু রত্নপাত্র বলিবারে পারি।
কান্তা বলি অভিধানে বাখানেছে নারী॥
অদ্যাপি সে পদে মন মজিয়াছে যার।
তথাপি আমাকে দুঃখ দেহ বারম্বার॥ ২৪॥

অদ্যাপি তাং প্রথমতো বরসুন্দরী সে,
স্নেহৈকপাত্রঘটিতাবনিনাথ পুত্রী।
হে হে জনা মম বিয়োগ হুতাশতাপান্,
সোঢ়ুং শক্যত ইতি প্রতি চিন্তয়ামি॥ ২৫॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

প্রথম কালেতে সেই প্রেয়সী সুন্দরী।
স্থাপন করেছে মোরে সযতন করি ॥
নৃপের নন্দিনী তিনি কি বলিতে পারি।
এখন হুতাশে মরি অদর্শনে তারি ॥
তথাপিহ কিছুকাল থাকিতে জীবন।
জ্বালায় জ্বলিত করে নিশাচরগণ ॥
হে হে মহাশয় সব সভাসদ জন।
কোটালিয়া বেটাদিগে করনা বারণ ॥
প্রাণে মোর নাহি সহে দেখ সুকুমার।
সকলেতে বলে কয়ে করনা উদ্ধার ॥
তোমরা তিলেক যদি কর নিবারণ।
দণ্ড দুই করি আমি বিদ্যার চিন্তন ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

বর শব্দে মহাদেব তাঁহার কামিনী।
আগেতে অধিক দয়া করেছ তারিণী ॥
গিরিরাজ সুকুমারি বরদাত্রী হয়ে।
মরণকালেতে দেখা না দিলে অভয়ে ॥
না দেখে হুতাশ তাপে না বাঁচি জীবনে।
দ্বিগুণ অনল জ্বলে কোটাল বচনে ॥
নৃপতির কোপানলে দুঃখীত শরীর।
সভ্যগণ বচনে না হতে দেয় স্থির ॥
না সহে প্রাণেতে মোর শুন গো অভয়া।
কি জানি কেমন তুমি ছাড়িয়াছ দয়া ॥
ওহে স্বর্গবাসিগণ করি এ নিয়োগ।
আমারে একান্ত কালী হয়েছে বিয়োগ ॥ ২৫ ॥

অদ্যাপি বিস্ময়করী ত্রিদশান্ বিহায়,
বুদ্ধির্বলার্চ্চলতি তং কিমহং করোমি।
জানন্নপি প্রতিমুহূর্ত্তমিবান্তকালে,
রুষ্টাতু বল্লভতরে মরি সাতিধীরা ॥ ২৬ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

সুন্দর কহিছে বড় দেখি বিপরীত।
সতত বুদ্ধি যে মোর হতেছে বিস্মিত ॥
জেনে শুনে ভাল মন্দ না করে বিচার।
দেবতারে প্রতি মতি নাহি থাকে আর ॥
যদি বা বারেক শুভ চিন্তিবারে চায়।
তখনি বিদ্যার পানে ধরে লয়ে যায় ॥
ক্ষণে ক্ষণে পলায়ন করে ঘট হতে।
কি করিব বারণ না মানে কোন মতে ॥
প্রাণাধিকা প্রেয়সীকে বহু যত্নে পায়।
তার অতি ক্রোধমতি হয়েছে বুঝায় ॥
কোপের কারণ তার করি অনুমান।
গোপনে রোপন প্রীতি এমতি বিধান ॥
সে যখন জন্মে যেন বিমান হইতে।
বিমান দেখায় সেই প্রকাশ পাইতে ॥
তার জোরে নিত্য যারে আরাধনা করি।
সে কোথা পড়িয়া থাকে অপমানে মরি ॥
এই যে বিদ্যার দেখি অপমান সার।
গর্ব্বিত ভর্ৎসনে তার প্রাণ বাঁচা ভার ॥
প্রাণপণে জ্বালাতন হয়েছে শরীর।
চিন্তানলে বারেবার করিছে অস্থির ॥
বাপে মায়ে বন্ধুজনে দিতেছে গঞ্জনা।
ব্যাপিত হইল তার কলঙ্ক লাঞ্ছনা ॥

বিধবা হইবে বলে বড় পায় ভয়।
সন্তান করিয়া কোলে বিবাহ বা হয়॥
মরণ না হয় কেন করিনু এমন।
পীরিতের দায়ে ঠেকে ভাবিছে এখন॥
এ সকল ভেবে যদি মোরে দেয় দোষ।
কি জানি আমাকে যদি করে থাকে রোষ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

মনে মনে করে রায় কালিকা ভজন।
কি করিলে নৃপ দূত কি করে শমন॥
কালীর কিঙ্কর আমি কালী মাত্র জানি।
কালীপদে সমর্পণ আছে মোর প্রাণী॥
কালিকা কৃপার কথা কি বলে বর্ণিব।
শত মুখে কথা নয় আমি কি করিব॥
ক্ষণে ক্ষণে যত আমি আরাধনা করি।
তখনি সেখানে দেখি ত্রিপুরাসুন্দরী॥
কহেছেন কত বার আমাকে আপনি।
তব হেতু দেবগণ ত্যজিব এখনি॥
দেবগণে আরাধনে পূজা করে ছিল।
মম সন্নিধানে ইষ্ট সাধিতে বসিল॥
এমন সময় তুমি পূজিলে আমায়।
তখনি ত্যজিয়া সব আইনু হেথায়॥
আমাকে এমন দয়া ছিল চিরদিন।
মৃত্যুকালে ত্যজিলেন হয়ে দয়াহীন॥
নির্দ্দয় দেখিয়া বুদ্ধি হতেছে বিস্ময়।
পূর্ব্বমত দয়া মায়া কিছুই কি নয়॥
তাতে অভিপ্রায় হয় করেছেন রোষ।
হলে হতে পারে আমি করেছি মা দোষ॥

ভজনেতে ভঙ্গ দিয়ে প্রেমে ছিল মতি।
ক্ষম অপরাধ মোর হীনবুদ্ধি অতি॥
তাতে এক সন্দেহ হতেছে মোর মনে।
উমা বুঝি ব্রহ্মলোকে স্থিত বা নির্জ্জনে॥
মনের গমন নাই হয় তত দূরে।
শ্যামার কি দোষ আছে আমি আছি দূরে॥
না হবে এমন বুঝি গেলে সেই স্থান।
অবশ্য যতন পায়ে করিয়া সন্ধান॥
শুনেছি যে বুদ্ধি যত সকলি ব্রাহ্মণী।
তাতে অনুগত হয়ে আছে কি অমনি॥
সেই যে আমার বুদ্ধি বড় প্রিয়তরা।
ঘটে হতে গেল যদি হব বুদ্ধিহরা॥
বুদ্ধি ছাড়া হলে হয় পাগলের মত।
তাই সকলের কাছে বলি শত শত॥ ২৬॥

অদ্যাপি তাং গমনমিত্যুদিতাং মদীয়ং,
শ্রুত্বৈব ভীতহরিণীশিশুচঞ্চলাক্ষীং।
অত্যাকুলাং বিগলদশ্রুকলা কুলাক্ষং,
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাং॥ ২৭॥

অস্যার্থ বিদ্যাপক্ষে।

যেখানে গোপনে, আছেন নির্জ্জনে,
সেখানেতে লোকে যায়ে।
সুন্দরের কথা, কহিছে সর্ব্বথা,
সে কি করে লজ্জা খায়ে॥
শুনে সমাচার, কি বলিব তার,
সে যে সহজে অবলা।

শিশু মৃগী সমা, নয়ন উপমা,
ভীতা আছে সে চঞ্চলা ॥
যেন দেখি তারে, সাক্ষাতে আমারে,
মনেতে উদয় কত।
গুমুরে অন্তরে, অশ্রুধারা ক্ষরে,
ম্লানমুখ অবিরত ॥
করে দুঃখ ভোগ, অন্তরে বিয়োগ,
অধোমুখে বসি রয়।
এমন সুন্দরী, তারে চিন্তা করি,
মরণে নাহিক ভয় ॥
অদ্যাপি আমার, এত দুঃখ সার,
তথাপি ভাবিছি তায়।
কি করি উপায়, প্রয়োজন তায়,
বিধি বাদী হল তায় ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

মা হয়ে কখন, ত্যজে সুতগণ,
এমন না দেখি কারে।
যদি কুসন্তান, তথাপি সন্ধান,
করেন অবশ্য তারে ॥
আমার মরণ, শুনে একক্ষণ,
স্নেহের কারণ হয়।
অতি ক্লেশে থাকি, শিশু মৃগী আঁখি,
নিরবধি চায়ে রয় ॥
হয়ে শিশুহারা, নয়নের ধারা,
পড়িছে অবনীতল।
শোকেতে গম্ভীর, হইয়া অস্থির,
অধোবদনে বিকল ॥

আমার এমন, সদা হয় মন,
সকরুণা দয়াময়ি।
অদ্যাপি আমাকে, যদি দয়া থাকে,
স্মরণেতে হব জয়ী ॥ ২৭ ॥

অদ্যাপি বাসগৃহতো ময়ি নীয়মানে,
দুর্ব্বারভীষণকরৈর্যমদূতকল্পৈঃ।
কিং কিং তয়া বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে,
কর্ত্তুং ন পার্য্যত ইতি ব্যথতে মনো মে ॥২৮॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন বিদ্যা সহ শয়ন আগারে।
স্বপন দেখিয়া মরি বিপদ পাথারে ॥
সে দিনের স্বপনের কি কব তাহার।
প্রাণ যায় মরি মরি বড়ই বিস্তার ॥
বিবরণ শুন তার শুয়ে আছি সুখে।
দৈবাধীন পদাতিক দেখিনু সম্মুখে ॥
ভয়ঙ্কর বেশ তার ঘূর্ণিত নয়ন।
অসি চর্ম্মধারী আর বিকট দশন ॥
অঙ্গার হইতে আর কাল তার অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে চায় করে ভ্রুকুটি ভ্রূভঙ্গ ॥
কেশের অগ্রেতে মোরে ধরিবারে যায়।
অস্ত্রাঘাত করিবে বুঝিনু অভিপ্রায় ॥
কম্পিত হৃদয়ে আমি ভাবিলাম তবে।
বুঝিলাম এই লোক যমদূত হবে ॥
তবে তারে ভাল করে করি দরশন।
দেখি যেন তার সনে আর কত জন ॥

কেহ বা রক্তের ভার করিয়াছে কাঁধে।
কেহ বা কতেক জনে রাখিয়াছে বাঁধে॥
কেহ বা প্রাণীর অস্থি করিছে চর্ব্বণ।
কেহ করতালি দিয়া করিছে নর্ত্তন॥
তাহা দেখে প্রাণ মোর অচেতন প্রায়।
উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠি প্রাণ যায় যায়॥
তখনি ধরিয়া মোরে বিদ্যা কোলে করে।
কর্ণে মোর কালীনাম শুনাঁলে তৎপরে॥
ব্যাকুল হইয়া তোবে নানা মত রীতে।
তাহার তুলনা আমি পারি কিসে দিতে॥
তার সমুচিত করা মনেতে আছিল।
না করিতে পারি বড় বেদনা রহিল॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

এক দিন জপকালে বসিয়া শ্মশানে।
বিভীষিকা ভয় পেয়েছিলাম অজ্ঞানে॥
মৃত তুল্য হয়ে যেন শবের আকার।
শিবাগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত আমার॥
মৃত সম দেহ দেখে মাংস খেতে যায়।
যমদূত সম তারা অনিবার তায়॥
সে সকল নিবারণ করিলে তারিণী।
অচেতনে হলে যেন চৈতন্যরূপিণী॥
প্রাণ দান দিলে মোর বহু যতনেতে।
সে দিন করেছে রক্ষা ঘোর বিপদেতে॥
এমন কালীর পদ ভজনা না হয়।
হায় বৃথা দিন হল বিফলেতে ক্ষয়॥
এখন শঙ্করি কিসে হব গো উদ্ধার।
প্রাণ যায় এই দায় কর ভবে পার॥ ২৮॥

অদ্যাপি তাং ক্ষণবিয়োগনিমীলিতাক্ষীং,
শঙ্কে পুনর্বহুতরামৃতশোকধারাং।
সঞ্জীবনধারণকরীং মদনালসাঙ্গীম্,
কিম্ ব্রহ্মকেশবহরেঃসুদতীং স্মরামি ॥ ২৯

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

ক্ষণমাত্র অদর্শনে মৃতের আকার।
মৃত্যু শোক ধারা রূপা হয়েছে বিদ্যার।।
জীবন ধারণ হেতু সেই সুলোচনা।
হরি হর ব্রহ্ম আদি না করি গণনা ॥
বিদ্যার দর্শন শোভা তুল্য করি কার।
অদ্যাপি সঙ্কটে আমি চিন্তা করি তার ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কি হেতু করুণাময়ি ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া ॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শতকোটি বর্ষ।
হরি হর ত্যজে যারে জেনেছি নিষ্কর্ষ ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোকবিধায়িনী।
কালকূট পানে ভবে নিস্তারকারিণী ॥
মম জীব ধারণের হেতু নিস্তারিণী।
সঙ্কটেতে স্মরি তাই তার গো তারিণী ॥ ২৯ ॥

অদ্যাপি তাং চলচকোরবিলোলনেত্রাং,
শীতাংশুমণ্ডলমুখীংকুটিলাগ্রকেশাং।
মত্তেভকুম্ভসদৃশস্তনভারনম্রাং,
বন্ধুকপুষ্পসদৃশোষ্ঠপুটাম্ স্মরামি ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

চকোরের কোমল সদৃশ নেত্র যার।
চন্দ্রের মণ্ডল শোভা মুখেতে বিদ্যার॥
কি শোভা পেয়েছে তাতে কুটিলাগ্র কেশে।
মত্ত গজ কুম্ভ কুচ ভারে নম্রাবেশে॥
জবা পুষ্প সম দুই ওষ্ঠ জানি যার।
এমন বিদ্যাকে মোর পাসরণ ভার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

চকোরনয়নী শ্যামা সুধাংশুবয়ানী।
করিকুম্ভ সম স্তন ভারে নম্রা জানি॥
অসুর রুধির ধারা পান নিরন্তর।
ওড়পুষ্প সম ওষ্ঠ উত্তম অধর॥
মৃত্যুকালে সদা তারে চিন্তি বারে বার।
এ দুঃখ সাগরে তিনি করেন উদ্ধার॥ ৩০॥

অদ্যাপি সা নিশিদিবা হৃদয়ং দুনোতি,
পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখী মম বল্লভা যা।
লাবণ্যনির্জিতমনো গুরুকামদর্পা,
ভূয়ঃ পুনঃ প্রতিমুহূর্নাবলোকতে যৎ॥ ৩১॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

যার লাগি দিবা নিশি ধৈর্য্য নাহি ধরে।
পূর্ণশশীমুখী বিনা হৃদয় বিদরে॥
অতিশয় প্রিয়তমা সম্মোহকারিণী।
পুনঃ পুনঃ কামরসাক্ষেপ নিবারিণী॥

আশ্বাস সদৃশ যার নিবারণ নাই।
ক্ষণে ক্ষণে সুধা পান পাই যার ঠাঁই॥
এমন বিদ্যারে আমি কি করে ভুলিব।
তথাপি স্মরণ করি যতক্ষণ জীব॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

পূর্ণেন্দু সদৃশ মুখী প্রাণের ঈশ্বরি।
দিবা নিশি চিন্তা যাঁর হৃদয়েতে করি॥
জগত বিজয়ী কামে করি দর্প শেষ।
কাম দর্পহারি নাম হইল মহেশ॥
তাঁহার রমণী যিনি মমেষ্ট দেবতা।
সেই পদ চিন্তা করি করে তৎপরতা॥ ৩১॥

অদ্যাপি তামরহিতাং মনসা চ নিত্যং,
সংচিন্তয়ামি সততং মম জীবিতেশাং।
লাবণ্যভোগনবযৌবনভারসারাং জন্মান্তরে-
ঽপি মম সৈব গতির্যথা স্যাৎ॥ ৩২॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

যদি থাকি শত কোটি লক্ষ যোজনেতে
নেত্রের অঞ্জন যেন দেখি নিকটেতে॥
মনের মাঝারে নিত্য অবস্থিত হয়ে।
সকলি সাক্ষাৎ যেন ভোগ দেন রয়ে॥
জন্ম অবসানে মনোযোগ যে সন্ধানে।
সেই ফল দেহান্তরে শুনেছি পুরাণে॥
সেহেতু অনেক চিন্তা বিদ্যা করি সার।
দেহান্তরে সেই গতি হইবে আমার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

অন্তরীক্ষে থাকি না দিলেন দরশন।
মনোমাঝারেতে সদা করি নিরীক্ষণ॥
জীবের জীবন তুল্য আশারূপ তাতে।
সুখ মোক্ষ ভোগদাতা জীবের যাহাতে॥
পরাণ পয়ানকালে কালী বলে যাই।
পুনর্ব্বার দেহে যেন অই গতি পাই॥ ৩২॥

অদ্যাপি তাং মলয়পঙ্কজগন্ধলব্ধ,
ভ্রম্যদ্দ্বিরেফচয়চুম্বিতগণ্ডদেশাং।
কেশাবধৃতকরপল্লব কঙ্কণাঢ্যাং,
সংদ্যোতয়ত্যতিরাং সুরতং মদীয়ং॥ ৩৩॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

সঙ্কেত বচনে কবি করিছে বর্ণন।
সহচরী সহিত বিদার বিবরণ॥
মলয় পঙ্কজ গন্ধে হয়ে আমোদিত।
মত্ত অলিকুল সব হইয়া মোহিত॥
ভ্রমে ভুলে মুখপদ্ম গণ্ডদেশে শোভে।
সুধারস গন্ধ পেয়ে থাকে মধু লোভে॥
গৌরগণ্ডে মধুকর কিবা মনোহর।
অলকা আবলি যেন হয় শোভাকর॥
কেশের বিন্যাস যবে করে সখিগণ।
কর পল্লবেতে হয় কঙ্কণের স্বন॥
সেই সখিগণ সব কিবা নিরুপমা।
রম্ভাকে বিজয়ী তারা যেন তিলোত্তমা॥

মদীয়সুরত চিত্র কঙ্কণের রবে।
চমৎকার পাইয়াছে বিদ্যার বৈভবে॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

ইন্দ্র আদি পারিজাতে পূজে দেবী যবে।
পুষ্প হতে মকরন্দ গণ্ডদেশে স্রবে॥
সেই মধুলোভে গণ্ডে শোভে অলিগণ।
মলয় পঙ্কজ গন্ধ লোভেতে মগন॥
আর যত দেবিগণ আছে আবরণ।
করপল্লবেতে করে জটা নিবন্ধন॥
যোগিনী যতেক তার কুল্যা আদি যত।
তাদের কঙ্কণ রব চমৎকার মত॥
আমার হৃদয় তায় সুরত হইয়া।
আবরণ দেবিগণ সহিত বন্দিয়া॥ ৩৩॥

অদ্যাপি তন্নখপদং স্তনমণ্ডলেষু,
দত্তং ময়ৈব মধুপানবিমোহিতেন।
উদ্ভিন্নরোমপুলকৈর্বহুভিঃ সমন্তাজ্জাগর্ত্তি,
রক্ষতি বিলোকয়তি প্রযত্নাৎ॥ ৩৪॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

মদন মোহিত হয়ে মধুপানে মত্ত।
সেইকালে নাহি রয় গুণাগুণ তত্ত্ব॥
কর প্রদানেতে হল কুচে নখাঘাত।
সুখভোগ ছাড়ি দেখ দুঃখ অকস্মাৎ॥
বিদ্যার শরীরে হল কোপের উদয়।
লোমহর্ষ তন্ত্রে তায় তথা মৌনে রয়॥
আমার কুকর্ম্ম হতে রসহীন হয়।
দীন হীন স্বভাবেতে থাকিনু নিশ্চয়॥

সে দুঃখ বদন মোর হেরে সুলোচনা।
তৎক্ষণে আমার প্রতি করে বিবেচনা॥
পুনর্ব্বার যতনেতে রক্ষা করে প্রাণ।
সমস্ত করিল সব ত্যজ্য করে মান॥
সেই অপরাধ মোর যবে হয় মনে।
যেরূপে বঞ্চনা করি কব কার সনে॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

শ্মশানেতে প্রতি দিন জপ করি তাঁর।
উপহার নাহি কিছু মানসোপচার॥
খপদ নামেতে শূন্য তাও নাই দান।
স্তনেতে মণ্ডল কিবা বাক্যের বিধান॥
বিশেষতঃ মধুপানে মত্তরূপ হয়ে।
পূজার নৈবেদ্য বিধি কেবা আনে লয়ে॥
তন্ত্রের লিখন আছে যে যার পূজক।
তাঁর প্রসাদেতে সে যে অবশ্য সূচক॥
অতএব দেখি পূজা অঙ্গহীন হয়ে।
কুপিত করুণাময়ী অবোধ তনয়ে॥
দেহে লোমাবলি যত ঊর্দ্ধমুখ হয়।
করিয়ে অনেক স্তুতি দয়া উপজয়॥
করিলা আমারে রক্ষা অনেক যতনে।
অদ্যাপি স্মরণ মোর অভয়া-চরণে॥ ৩৪॥

অদ্যাপি সা শশিমুখী কৃতরাগভারা,
সোচ্চৈর্ব্বচঃ প্রতিদদাতি যদৈব নক্তং।
চুম্বামি রোদিমি ভৃশং পতিতোস্মি পাদে,
দাসস্তব প্রিয়তমে ভজ মাং স্মরামি॥ ৩৫॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

এক দিন দিবসেতে, বিদ্যা নিজ মন্দিরেতে,
শয়নে ছিলেন রসবতী।
নিশি করে জাগরণ, রতিরঙ্গ ক্লেশ মন,
ঘোর নিদ্রা পেয়েছেন অতি॥
সুড়ঙ্গের পথ দিয়ে, আমি উপস্থিত গিয়ে,
একাকী শয়নে দেখে তারে।
কাছে নাই দাসীগণ, নিদ্রাবশে বিবসন,
হস্ত পদ পালঙ্কে পসারে॥
সে রূপে হরিল মন, দেখিলাম অচেতন,
মদনের যাগ আরম্ভিনু।
নিদ্রাবশে রতি সঙ্গে, সুখেতে পরম রঙ্গে,
শেষে কিছু লজ্জিত হইনু॥
রতিরঙ্গ রাগভরে, নিদ্রা হতে উঠে পরে,
রাগে করে গর্ব্বিত ভর্ৎসন।
দেখি কোপে কম্পমান, ত্যজিলাম সেই স্থান,
সিঁদপথে করিনু গমন॥
পুনরপি রাত্রিযোগে, আইলাম কোন যোগে,
তবু দেখি তেমতি কুপিত।
পায়ে পড়ি দাস মত, রোদন করিনু কত,
প্রিয়তমা না ছাড়ে নিশ্চিত॥
চুম্বনাদি আলিঙ্গন, কত মান বিমর্দ্দন,
করিলাম না হয় গণন।
তবে বিধুমুখী তায়, আহা মরি হায় হায়,
অদ্যাপিও হয় সে স্মরণ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

একদিন দিবসেতে, প্রয়োজন শ্মশানেতে,
ভক্তিভাবে বসিনু পূজাতে।

যে সময় যোগমায়া, ভব সঙ্গে ভব জায়া,
আছিলেন রহস্য কথাতে॥
পাইয়া আমার ধ্যান, করিবারে অপমান,
ক্রোধমুখে আগমন করে।
কোপযুক্তা উচ্চভাষে, প্রথমে শুনিয়া ত্রাসে,
পলায়ন করিনু অন্তরে॥
অস্ত গেল দিবাকর, হইলাম সকাতর,
অপরাধ ভঞ্জন কারণে।
পড়িলাম পদতলে, যা কর মা দাস বলে,
দুঃখ লেশ জানাই রোদনে॥
চুম্ব যে কুম্ভক শ্বাস, ব্রহ্মতত্ত্ব অভিলাষ,
বাঁধিলাম রক্ষা করিবারে।
বিধুমুখী অতঃপরে, কৃপা করি দেখি পরে,
অপরাধ নিস্তারে আমারে॥
অদ্যাপি আমার মন, করিতেছে সুস্মরণ,
দিবানিশি না ভুলি অন্তরে।
হয়েছি জননী হারা, কোথা ভুলে আছ তারা,
প্রাণ যায় পড়ে দেশান্তরে॥ ৩৫॥

অদ্যাপি ধাবতি মনঃ কিমহং করোমি,
সার্দ্ধং সখীভিরিতি বাস গৃহে সুকান্তে।
কান্তাসুগীত পরিহাসবিচিত্রবাদ্য,
ক্রীড়াসুখৈরিহ তৃষাতু মদীয় কালঃ॥ ৩৬॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সঙ্কটে তবু লজ্জা ভয় নাই।
সতত ধাবন মন বিদ্যা যেই ঠাঁই॥
কি করিতে পারি মন ধৈরয না ধরে।
বিদ্যার বসতি গৃহে সদা বাস করে॥

যেমন সম্পদ সুখে পূর্ব্বে সুখী ছিল।
সখী সহ গীতবাদ্যে রজনী বঞ্চিল ॥
সে সকল সুখলেশ না ভুলি কখন।
পাষাণের চিহ্ন মত হৃদয়ে যেমন ॥
সে সুখ বঞ্চিয়া মন হয়েছে পাগল।
আমি কি করিব তাই সতত চঞ্চল ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

রতি শব্দে মহাদেব তাঁহার ভবনে।
শ্মশানে বসতি অষ্ট নায়িকার সনে ॥
সেইখানে বেদধ্বনি মঙ্গল গায়ন।
করতালি নূপুরাদি কিঙ্কিণী বাদন ॥
তত্র সন্নিধানে বসি করি আরাধন।
চিত্ত মোর শ্যামাপদে হয়েছে মগন ॥
অদ্যাপি পড়েছি দেখ সঙ্কট-সাগরে।
তথাপি ধাবন সেই শ্মশানের তরে ॥
হয়েছে স্বভাব দেখ আমি বা কি করি ॥
নিস্তার করুণাময়ী ভবে হয়ে তরি ॥ ৩৬ ॥

অদ্যাপি তাং ন বেদ্মি কিমীশপত্নী,
সা বা শচী সুরপতেরথ কৃষ্ণলক্ষ্মীঃ।
ধাত্রৈব কিং ত্রিজগতাং পরিমোহনায়,
সৃষ্টা কুলে যুবতীরাজিদিদৃক্ষয়ৈব ॥ ৩৭ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

শুন নরপতি কিছু করি নিবেদন।
অদ্যাপি না জানি বিদ্যাবতী সে কেমন ॥
কি কব রূপের কথা না হয় উপমা।
মহেশ মহিষী হবে কিম্বা হবে রমা ॥

ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিম্বা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
এ সব হইতে রূপ অধিক বাখানি॥
ত্রিজগত মোহ যায় মুনি মন টলে।
এমত যুবতি আর না দেখি ভূতলে॥
অতএব মহারাজ শুন সে কাহিনী।
রূপে গুণে নিরুপমা তোমার নন্দিনী॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

দিবানিশি কালী বলে করি স্তুতি নতি।
নাহি জানি কালীরূপ কালার বসতি॥
কিছুই নিশ্চয় তাঁর না পারি করিতে।
ক্ষণে ক্ষণে বিতর্ক হইছে মোর চিতে॥
মহেশমোহিনী কিম্বা শক্রের রমণী।
বারেক মনেতে দেখি কৃষ্ণের ঘরণী॥
কভু জানি বিধাতার সাবিত্রী বাহন।
ভুবনমোহিনী রূপে জগত-মোহন॥
কখন অভেদ রূপ পুরুষ প্রকৃতি।
জগতজননী চিরযৌবনা আকৃতি॥
দিগম্বরী বেশ কিন্তু লজ্জারূপা তিনি।
সুকোমল অঙ্গ তাঁর পাষাণনন্দিনী॥
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপ ধ্যানে দেখা ভার।
হরিহর ব্রহ্মা আদি পদ ভাবে যার॥ ৩৭॥

অদ্যাপি তাং জগতি বর্ণয়িতুং ন কোপি,
শক্নোত্যদৃষ্টসদৃশপ্রতিরূপলক্ষ্মীং।
দৃষ্টং তথা সদৃশরূপমনুক্ষণং চেৎ,
শক্তো ভবেদপি স এব পরো নচান্যঃ॥ ৩৮॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

সংসারেতে বিদ্যাকে বর্ণিতে কে পারিবে।
নিশ্চয় তাহার গুণ কেমনে জানিবে॥
স্থূল মূল যত কিছু করয়ে বর্ণন।
অদৃষ্ট সমান প্রতি রূপের লক্ষণ॥
তবে সেই রূপে গুণে বিজ্ঞ কেহ হয়ে।
চিরদিন সেই রূপ সতত চিন্তয়ে॥
নতুবা অন্যের কর্ম্ম কোনমতে নয়।
সেই রূপ গুণ জ্ঞান কাঁহার বিষয়॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

শ্যামারূপ বর্ণনের সাধ্য নাহি কার।
বিধি বিষ্ণু আদি যাঁরে মানে পরিহার॥
স্তুতিবাক্যে যদি কয় জ্ঞান অনুসারে।
আকাশ বর্ণন যথা হয় নিরাকারে॥
যথার্থ কি রূপ গুণ গগনমণ্ডল।
কে করিবে নিরূপণ অবস্ত সকল॥
আর যথা প্রথা আছে ললাটের লেখা।
শুনেছে সকল লোক কার আছে দেখা॥
এই রূপ অনুমানে যে যত বাখানে।
তবে তায় তুল্য যদি থাকে কোন স্থানে॥
বর্ণিতে পারিবে সেই ধরে মোর মনে।
অপরে না জানে শুনি বেদের বচনে॥ ৩৮॥

অদ্যাপি নির্ম্মলশরচ্ছশিগৌরকান্তিং,
চেতোমুনেরপি হরেৎ কিমুতাস্মদীয়ং।
বক্তুং সুধাময়মহং যদি তৎ প্রপদ্যে,
চুম্বামি চাপ্য বিরতং ব্যথতে ন চেতঃ॥ ৩৯॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

নির্ম্মল শারদ শশী গৌরকান্তি যার।
নিতান্ত হতেছে দেখ যে মুখ শোভার॥
ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণে যে মুনি থাকিলে।
সে মন হরণ হয় এ মুখ দেখিলে॥
কি ছার আমার মন ভুলিতে কি পারে।
যে মুখ উপমা হয় সুধার আধারে॥
অবিরত সে বদন করিলে চুম্বন।
নতুবা ঘুচিবে নাই মনের বেদন॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

ভূতশুদ্ধি কালেতে জানিবে বিবরণ।
ললাটে যে চন্দ্রবীজ করিবে স্থাপন॥
সে বীজ মুখের শোভা তন্ত্রেতে বাখানে।
শরতের শশী যেন নির্ম্মল বিধানে॥
চক্রভেদ ভাবেন যখন যোগিগণ।
তাহাদের চিত্ত হরে আমি কোন জন॥
ভস্মীকৃত দেহ যবে নির্ম্মাইতে চায়।
ও বীজ তখন সুধা সাগরের প্রায়॥
সে সুধা লইয়া করে দেহের নির্ম্মাণ।
চুম্বনাদি চতুর্থ বিংশতি অধিষ্ঠান॥
সে আনন্দে শ্যামারসে থাকি গো সর্ব্বথা।
না হয় যখন বড় মনে পাই ব্যথা॥ ৩৯॥

অদ্যাপি তে প্রতিমুহু প্রতি ভাব্যমানা
শ্চেতোবহন্তি হরিণীশিশু লোচনায়াঃ।
অন্তর্নিমগ্ন মধুপাকুল কুন্দবৃন্দ,
সন্দর্ভসুন্দররুচো নয়নোর্দ্ধপাতাঃ॥ ৪০॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

অদ্যাপি সে প্রতিক্ষণে হতেছে ভাবনা।
নিরবধি করে চিত্ত কামিনী কামনা॥
শাবক মৃগের সম নয়নভঙ্গিমা।
কি শোভা হতেছে তার নাহি যার সীমা॥
অন্তরে নিমগ্ন রূপ আছে অবিরত।
যথা মধুপানে অলি না হয় বিরত॥
কুন্দশ্রেণী মত আভা হয়েছে দশন।
সুধাপানে শোভে যেন উল্কিত নয়ন॥
এমন সুন্দর রূপ না দেখি কাহার।
ভুলিতে কি পারি আমি সে রূপ বিস্তার॥
বিনামূল্যে কেনা হয়ে আছি সদা তার।
কি গুণে বান্ধিল মন তনয়া তোমার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সুষুম্নার মধ্যগত আছেন চিত্রিণী।
তাহাতে নিমগ্ন রূপা বীজ স্বরূপিণী॥
মূলাধার চক্র হতে যথা ব্রহ্মপুরে।
সর্ব্ব জীবে অধিষ্ঠান নরে সুরাসুরে॥
শিশু মৃগ লোচনীর বীজেতে আকার।
অক্ষিরূপে নাদ বিন্দু তাতে শোভা তার॥
ক্ষণে ক্ষণে ভাব্যমান হতেছে হৃদয়।
চৈতন্যরূপিণী যিনি আছেন সদয়॥ ৪০ ॥

অদ্যাপি তৎকমল রেণুসুগন্ধিগন্ধং,
সৎপ্রেমবারিনিকরধ্বজতাপহারি।
প্রাপ্নোম্যহং যদি পুনঃ সুরতৈকতীর্থং,
প্রাণাংস্ত্যজামিনিয়তং পুনরাপ্তিহেতোঃ॥৪১॥

অস্যার্থ বিদ্যাপক্ষে।

বিদ্যারূপ প্রেমসাগরেতে কিবা বারি।
অনঙ্গ তাপেতে তাপী তার তাপহারী॥
সে জলের শোভা কিবা করিব বর্ণন।
শতপদ্ম বিকসিত হয়েছে শোভন॥
সেই পদ্মরেণু সব উড়ে বায়ুভরে।
তজ্জলে পড়িয়া গন্ধে আমোদিত করে॥
পুষ্কর তীর্থের ন্যায় সংসারের মাঝে।
সর্ব্ব তীর্থ সার যেন অদ্ভুত বিরাজে॥
সেই তীর্থ পাই যদি এমন সময়।
তবে তাতে প্রাণ ত্যজে হয় সুখময়॥
অধিক বাসনা আমি কিছু করি আর।
জন্মান্তরে পাই যেন তাঁরে পুনর্ব্বার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সুশোভনা রতি যার দেব ত্রিলোচন।
সেই মহাদেব যাতে সতত মগন॥
সর্ব্ব তীর্থময়ীরূপা ভেবে ভগবান।
একান্ত হৃদয়ে যাতে করেন সন্ধান॥
ধ্যানকালে অধিষ্ঠান হৃদিপদ্ম রাজে।
হৃদি সরসিজরেণু সে পদে বিরাজে॥
পদ্মরেণুযুক্ত তেঁই সুগন্ধি পূরিত।
তত্ব চিন্তা করি অশ্রু হতেছে পতিত॥
সদা চিন্তা করে সর্ব্বপাপতাপহারী।
সংপ্রতি জননী কিছু হও উপকারী॥
বারেক দর্শন দেও প্রাণ আমি ত্যজি।
পুনরপি জন্মে যেন সেই পদে মজি॥ ৪১॥

অদ্যাপি সা যদি পুনস্তটিনী বনান্তে,
রোমাঞ্চভীতিবিলসচ্চপলাঙ্গযষ্টিং।
কাদম্বকেশররজঃ ক্ষণমাত্র সঙ্গাৎ,
কিঞ্চিৎ ক্লমং শ্লথয়তি প্রিয় রাজহংসী॥ ৪২॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

ঘোরতর মোর ক্লেশ, তাতে করে কৃপা লেশ,
কিঞ্চিৎ কষ্টের নিবারণে।
রাজহংসী প্রিয়তর, মোর সুখ ভাবি পর,
বারেক করেন যদি মনে॥
সদা আমি করি মনে, নদীতটে তপোবনে,
কোন স্থলে বসিয়া প্রান্তরে।
নিত্য তার চিন্তা করি, তাহাতে দুঃখ নিবারি,
বরদাতা হও দয়া করে॥
কবি কয় করপুটে, সভ্যগণ হেসে উঠে,
এবারে উদ্ধার হবে চোর।
বিদ্যা হতে বর নিলে, মশানেতে বলি দিলে,
এড়াবে যমের যত জোর॥
কবি ভাবে সত্য অই, আর মহাবিদ্যা বই,
কেবা আছে নিস্তারকারিণী।
পুনরপি কবি তার, শ্যামাপদে অর্থ আর,
করিলেন ভাবিয়া তারিণী॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

প্রিয় রাজহংসী তিনি, আগম পুরাণে যিনি,
তাঁর অর্থ করিতে প্রচার।
প্রিয় শব্দে মনোনীত, তাহাতে করেন হিত,
তেঁই শিব প্রিয় রসভার॥

অজ নামে যেন হরি, আর যেবা হংসোপরি,
থাকে তাতে ব্রহ্মাকে বুঝায়।
ত্রিবেদ রমণী করে, বাখানেছে একত্তরে,
প্রিয় রাজহংসী শব্দ তায়॥
কাদম্বে কেশর রজ, ত্রিগুণিত সত্ত্ব রজ,
ক শব্দেতে বিধিকে বাখানি।
অম্বক জানিবে হর, তার পরে যে ঈশ্বর,
তাহাতে কৃষ্ণের নাম জানি॥
তাঁদের যে পদরজ, ক্ষণমাত্র যদি ভজ,
নদী নদ তটে বনান্তরে।
চপলাঙ্গ যষ্টি বামা, রোমাঞ্চরী তথা শ্যামা,
দুঃখ শেষ করেন তৎপরে॥ ৪২॥

অদ্যাপি তাং নৃপতিশেখররাজকন্যাং,
সংপূর্ণযৌবনমদালসতঙ্গগাত্রীং।
গন্ধর্ব্ব যক্ষসুরকিন্নররাজকন্যাং,
স্বর্গাদি মাং নিপতিতামিব চিন্তয়ামি॥ ৪৩॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

গবাক্ষের দ্বারে কিবা শোভা নিরূপণ।
স্বর্গ হতে বুঝি এসেছেন দেবগণ॥
কিম্বা সে গন্ধর্ব্ব যক্ষ নাগ বা কিন্নর।
এদের নৃপতি কন্যা হবে নিরন্তর॥
অথবা সংসারে যত আছেন নৃপতি।
তাহার উপরে যেবা হয় অধিপতি॥
এমন যে মহারাজ কন্যা হবে তাঁর।
তাঁহার রূপের কথা বর্ণে সাধ্য কার॥
শুন শুন ঠাকুরাণি প্রার্থনা যে করি।
আজ্ঞা কর কোনমতে সঙ্কটেতে তরি॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সম্বোধনে বলে ওগো নৃপতিশেখর।
তোমার কন্যাকে চিন্তা করি বহুতর॥
বুঝে দেখ সেই কন্যা মানবী যে নয়।
স্বর্গ হতে তব গৃহে দেবীর উদয়॥
কি জানি গন্ধর্ব্বনারী যক্ষী বা কিন্নরী।
সংপূর্ণ যৌবনে কিছু সন্দেহ যে করি॥
অলস ভঙ্গনে যবে ত্রিভঙ্গিমা গাত্র।
চমৎকার চিন্তা তার মনে করি মাত্র॥

তৃতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

গিরিরাজ তনয়ার কে জানিবে লীলা।
পুরাণে শুনেছি যবে ব্রহ্মকন্যা ছিলা॥
আত্মজা কন্যাকে দেখি পরমেষ্ঠী যিনি।
মনোহরা রূপেতে মগন হন তিনি॥
পিতাকে কামুক দেখি কন্যাটি পলায়।
ওই কন্যা পাছে ব্রহ্মা ত্রিভুবন ধায়॥
মর্ত্ত্যে আসি বনবাসী মৃগীরূপ ধরে।
মৃগী হন তাতে ব্রহ্মা মৃগ হন পরে॥
এইরূপে বহুকাল ধাবমান বনে।
ব্যাধবেশে তথা শিব বিরোধ ভঞ্জনে॥
স্বর্গ হতে নিপাতন মর্ত্ত্যে আগমন।
যখন যেরূপ ইচ্ছা তখনি তেমন॥
সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর তার পতি।
নাগরাজ স্থাবর জঙ্গমে মান্য অতি॥
সে রাজার কন্যা সদা কোমল যৌবনা।
অনন্ত বিহীন অঙ্গ না পায় তুলনা॥

সদা চিন্তা করি তাঁর যা হয় উচিত।
এ ঘোর বিপদ হতে কর গো বিহিত ॥ ৪৩ ॥

অদ্যাপি তৎস্মরতকেলি নিবন্ধ বুদ্ধি,
রঙ্কোপবন্ধপতিতস্মিতশূন্যহস্তাং।
দন্তৌষ্ঠ পীড়ননখক্ষত রক্তসিক্তাং,
তস্যাঃ স্মরামি রতিবন্ধনগাত্রযষ্টিং ॥ ৪৪ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

স্মরত কেলির স্থান, যে সকল বিদ্যমান,
বিস্তার সহিত সে সময়।
বুদ্ধি হয়ে নির্ব্বন্ধন, অদ্যাপি তথায় মন,
সব ত্যজে নিরবধি রয়॥
কি কব তাহার কথা, ব্যথা লাগে হৃদে যথা,
..ন এক তার বিবরণ।
বিদ্যা হয়ে আ... ..ত, ঊর্দ্ধে বাহু প্রসারিত,
..রে দিল আলিঙ্গন॥
আমি আনন্দে ...সি, ধরে তার মুখশশী,
.. করিতে বারে বার।
তবে হয়ে ... সুবদনে দন্ত ক্ষত,
... দশে চিহ্ন হৈল তার॥
আর যে ক... ধরে আমি কুচোপরি,
..াতে রুধির পতন।
ছাড় ছা... ..., আমি মদনের জোরে,
....রে হয় বিলম্বন॥
ত্যজিলাম ..., সাধিলাম কত করে,
...াধ ক্ষমিল আমার।

সে সকল রূপ তার, মনে হলে পুনর্ব্বার,
প্রাণে কিন্তু বেঁচে থাকা ভার ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সুরত যে ত্রিনয়ন, তার কেলি যে ভবন,
শ্মশানেতে করেন বসতি।
ঊর্দ্ধে দুই বাহু যাঁর, দশনে পীড়ন আর,
ওষ্ঠ আছে সঙ্কোচেতে অতি ॥
সঙ্গ নখ ছিন্ন করে, অসুর মস্তক হরে,
সে রুধির করেছে ধারণ।
সে রুধির আভরণ, হয়ে তাতে নিমগন,
করিতেছে দনুজ দলন ॥
অদ্যাপি আমার মন, সেই পদে অনুক্ষণ,
চিন্তা করে তিলেক না ভুলে।
আমি অতি শিশুমতি, না জানি ভকতি নতি,
যা করিবে এ ভবের কূলে ॥ ৪৪ ॥

অদ্যাপি তাং নিজবপুঃকৃতবেদিমধ্যাং,
তৎসঙ্গসম্বিতসুধাস্তনভারনম্রাং।
নানাবিচিত্রকৃতমণ্ডনমণ্ডিতাঙ্গীং,
সুপ্তোত্থিতাং নিশি দিবা নহি বিস্মরামি ॥ ৪৫ ॥

অস্যার্থ। পঠিত বিদ্যাপক্ষে।

কাল্পনিক বপু তাঁর শুনহ লক্ষণ।
শুদ্ধদেহে জ্ঞানরূপে থাকে অদর্শন ॥
তাঁর অধিষ্ঠান সদা যে শরীরে থাকে।
শুন শব্দে বাক্য বধ করে নম্রতাকে ॥

নানা সুবিচিত্র যেন আভরণ প্রায়।
বিদ্যা ভূষণেতে সেই মত শোভা পায়॥
সুপ্ত শব্দে হৃদয়েতে শয়নরূপিণী।
বিচারে উত্থিত হয়ে জাগ্রতকারিণী॥
দেহের মধ্যেতে থাকি না করেন ভার।
দিবানিশি সদা আমি চিন্তা করি তাঁর॥

দ্বিতীয়ার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

বেদি পরিস্কৃত মঞ্চে সুস্থিতি বিদ্যার।
যে দেহেতে আলম্বন আছে সুধাধার॥
স্তনভারে বিনম্রা হয়েছে সে কামিনী।
বহুল বিচিত্র কত মণ্ডলরূপিণী॥
সুপ্ত শব্দে শয্যা হতে যখন উত্থিতা।
সম্মোহ কমলরূপা দেখি চমকিতা॥
এইরূপে চিন্তা মোর সদা করে মন।
দিবানিশি কখন না হয় বিস্মরণ॥

তৃতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

বিধি বিষ্ণু শিব যে খট্টাঙ্গে তিন পায়া।
সে খট্টে পরম শিব তাতে মহামায়া॥
যার স্তন সুধাভারে নম্র তাকে করে।
সে স্তনের দুগ্ধপানে মৃত্যু যার হরে॥
অশেষ বিচিত্র কৃত মণ্ডল আকারে।
শোভা বিবরণ তাঁর কে করিতে পারে॥
সুপ্ত শব্দে শয়নে আছেন ত্রিলোচন।
উত্থিতা তারিণী তাতে হইয়া মগন॥
অহর্নিশ তাঁর চিন্তা করি বারবার।
শমন দমন হয় নৃপ কোন ছার॥ ৪৫॥

অদ্যাপি তাং কনককান্তিমদালসাঙ্গীং,
ক্রীড়োৎসুকাভিজনভীষণবেপমানাং।
অঙ্কাঙ্কসঙ্গপরিচুম্বিতমোহভঙ্গাং,
সঞ্জীবনৌষধমিব প্রাণদাং স্মরামি ॥ ৪৯

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

মম জীব ধারণের ঔষধ কারণ।
মনেতে করেছি চিন্তা করিব ধারণ॥
সুবর্ণ ঘটিত যত ঔষধের সার।
বিধির সৃজন মধু অনুপান তার॥
কনক বর্ণের তুল্য কান্তির প্রকার।
মদন রসেতে দ্রব লালসাঙ্গ তার॥
কামরসে সুখী সখিগণের সহিত।
কম্পমান তনু তার সতত মোহিত॥
সেই মৃত্যুহারি মোর ঔষধ আকার।
আলিঙ্গন চুম্বন সে অনুমত তার॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

কনক ঘর্ষণ শিলা কান্তি বপু যার।
সে শিবের মদরসে অঙ্গসঙ্গ তাঁর॥
লীলা সখী আবরণ বর্গের সহিত।
ভয়ানক কম্পমান হন বিপরীত॥
অঙ্ক শব্দে কলঙ্ক অঙ্কেতে যাঁর স্থিত।
সেই চন্দ্র ললাটেতে শিবের ভূষিত॥
তাঁহার চুম্বিত মোহভঙ্গকারী যিনি।
তিনি মম জীবনের ঔষধরূপিণী॥

যদি এ সময় সে ঔষধ নাহি পাই।
তবু প্রাণ দিব বলে কালীর দোহাই ॥ ৪৬ ॥

অদ্যাপি তাং নববধূসুরতাভিযোগাং,
সংপূর্ণকালবিধিনা রচিতাং কদাচিৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখীং হরিণায়তাক্ষী
মুন্নিদ্রকোকনদপত্রনখাং স্মরামি ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

সম্পূর্ণ হয়েছে কাল বাকী নাহি আর।
পূর্ণশশিমুখী বিদ্যা স্মরি একবার ॥
হরিণের প্রসারিত চক্ষের তুলনা।
কুল্ল রক্ত পদ্মপত্র নখের বর্ণনা ॥
নব বধূ সহ যেন সুরত সংযোগ।
লীলাচলে কামরসে করেন সম্ভোগ ॥
কিছুকাল চিন্তা করি সঙ্কট জীবনে।
বিদ্যারূপ হেরি যদি কি চিন্তা মরণে ॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

সংসারের সকল সম্পূর্ণকারী যিনি।
সম্পূর্ণ নামেতে হরি হয়েছেন তিনি ॥
কাল নামে শিব কালান্তক কর্ম্ম করে।
বিধি নাম ধরে ধাতা রূপান্তর ধরে ॥
তাহাতে সম্পূর্ণ কাল বিধি তিন জন।
তৎকালেতে যাঁর পদ করেন পূজন ॥
সম্পূর্ণ সুধাংশুমুখী কুরঙ্গনয়না।
নব বধূগণ সহ সুরত মগনা ॥

প্রফুল্ল পঙ্কজদল তাহার সমান।
হয়েছে সদৃশ যাঁর নখের বিধান॥
মমেষ্ট দেবতা তাঁর চিন্তা বারেবার।
ব্রহ্মা হরিহর যারে চিন্তা করা ভার॥ ৪৭॥

অদ্যাপি তদ্বিকসিতাম্বুজগৌরমধ্যং,
গোরোচনাতি কবিবৃন্দকৃতৈকদেশাং।
ঈষন্মদালসবিঘূর্ণিত দৃষ্টিপাতং,
কান্তামুখং সখি ময়া সহ গচ্ছতীব॥ ৪৮॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

বিকসিত ইন্দীবরে, গোরোচনা তদন্তরে,
যেন কুসুমের রেণু শোভা।
গৌরবর্ণ তাহে সাজে, মধ্য হেরি মৃগরাজে,
লাজে বনে যায় অতি ক্ষোভে॥
বিঘূর্ণিত মধুপানে, ঈষৎ কটাক্ষ হানে,
মোহিত করিছে প্রতিক্ষণে।
সে মুখ হেরিয়া অলি, ভ্রমে যায় পদ্মাবলি,
মধু খাব এই করে মনে॥
সখীসহ রসবতী, গমন করিলে অতি,
হংস সমূহেতে লাজ পায়।
এমন কান্তার মুখ, না হেরে বিদরে বুক,
কেমনে ভুলিতে পারি তায়॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

স্ফুটিত পদ্মের মাঝে, গৌরবর্ণে কিবা সাজে,
গোরোচনা সম রেণু তায়।

সে রেণু গণ্ডেতে শোভে, অলিকুল মধুলোভে,
উড়ে বসে কিবা শোভা পায়॥
মধুপানে অলসেতে, বিঘূর্ণিত দর্শনেতে,
কি শোভিছে কমল বদনে।
সখী শব্দে প্রিয়তরা, তাতে সম্বোধন করা,
কৃপা কর করুণা নয়নে॥ ৪৮॥

অদ্যাপ্যহং নববধূসুরতাভিযোগাৎ,
শক্নোমি নান্যবিধিনা রচিতং কদাচিৎ।
তত্সুতরো মরণমেব হি দুঃখ শান্তৈঃ,
বিজ্ঞাপয়ামি বিনয়াৎ ত্বয়ি শক্তিহীনঃ॥ ৪৯॥

অস্যার্থ। বিদ্যাপক্ষে।

এখন হয়েছি আমি শক্তিহীন অতি।
নববধূ রতিযোগ নাহিক সম্প্রতি॥
অন্য বিধি মত তাহে রতি কদাচিত।
মরণে হতেছে শ্রম তাহাতে নিশ্চিত।
অতএব এই দুঃখ শান্তির কারণ।
তোমার সদনে কহি ইহার জ্ঞাপন॥
বিহীন হয়েছি আমি সেই সুলোচনা।
ভক্তিভাবে করি সদা বিদ্যা উপাসনা॥
অদ্যাপি আমার মন না ভুলে বিদ্যায়।
বারেক হেরিলে ঘুচে মরণের দায়॥

দ্বিতীয়ার্থ। কালীপক্ষে।

শক্তি নাহি নববধূ কুমারী সে যায়।
অন্য বিধি মতে সেবি কদাচিত তায়॥

দুঃখ দূর করিবার জ্ঞাপন কারণে।
ভক্তিভাবে স্তুতিবাদে জানাই মরণে॥ ৪৯॥

অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কালকূটং,
কূর্ম্মো বিভর্ত্তি ধরণীং খলু পৃষ্ঠকেন।
অম্ভোনিধির্ব্বহতি দুর্ব্বাহবাড়বাগ্নি
মঙ্গীকৃতং সুকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি॥ ৫০॥

অস্যার্থ। নৃপং প্রতি দৃষ্টান্ত কথনং।

সুকৃতি পুরুষ যত আছয়ে সংসারে।
সুকঠিন কর্ম্ম যদি আপনি স্বীকারে॥
প্রাণপণে হলে তবু ত্যাজ্য নহে তার।
দেবলোক অবধি আছয়ে ব্যবহার॥
প্রথমতঃ হল যবে সমুদ্র মন্থন।
দেবগণ করেছিল সুধা উপার্জ্জন॥
না জানায়ে শিবে সবে সুধা করে পান।
সে কথা শ্রবণে শিব করে অভিমান॥
পুনরপি মন্থন করিয়া পশুপতি।
প্রতিজ্ঞা করেন এতে যা হবে উৎপত্তি॥
সমুদয় তাহা আমি করিব ভক্ষণ।
কালকূট বিষ তাতে হল উপার্জ্জন॥
যোজন পর্য্যন্ত সেই বিষের জ্বালায়।
পশু পক্ষী বৃক্ষ আদি সব জ্বলে যায়॥
তথাপি সে বিষ পান করি গঙ্গাধরে।
গরল ভক্ষণ হল প্রতিজ্ঞার তরে॥
কূর্ম্ম আছে পৃষ্ঠদেশে পৃথিবীকে ধরে।
অঙ্গীকার অদ্যাবধি ত্যাগ নাহি করে॥

উদধি বাড়বানল করেছে ধারণ।
যত সুখে আছে দেখ করে বিবেচন ॥
প্রতিজ্ঞা কারণে তেঁই রেখেছে অন্তরে।
অদ্যাপি সকল লোক ঘোষণা যে করে ॥
সেই হেতু বলি মোর দুঃখ গেল দূর।
নিবেদন করিলাম শ্বশুর ঠাকুর ॥

কালীপক্ষে। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত সংযোগ।

দৃষ্টান্ত দর্শিয়া দিয়া নৃপতিকে রায়।
অন্তরেতে স্মরণ করিছে কালিকায় ॥
শুন গো করুণাময়ি ত্রিজগদীশ্বরি।
অবোধ বালক আমি নিবেদন করি ॥
ভাটমুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
তব আজ্ঞা মত লয়ে করিলাম সার ॥
বিদ্যালাভ হবে বাপু যাও বর্দ্ধমান।
বিপদেতে পড়িলে করিব পরিত্রাণ ॥
অঙ্গীকার করেছিলে ওমা ভগবতী।
এতেক উপমা তেঁই বলি তোমা প্রতি ॥ ৫০ ॥

চোরপঞ্চাশৎ সমাপ্তঃ।
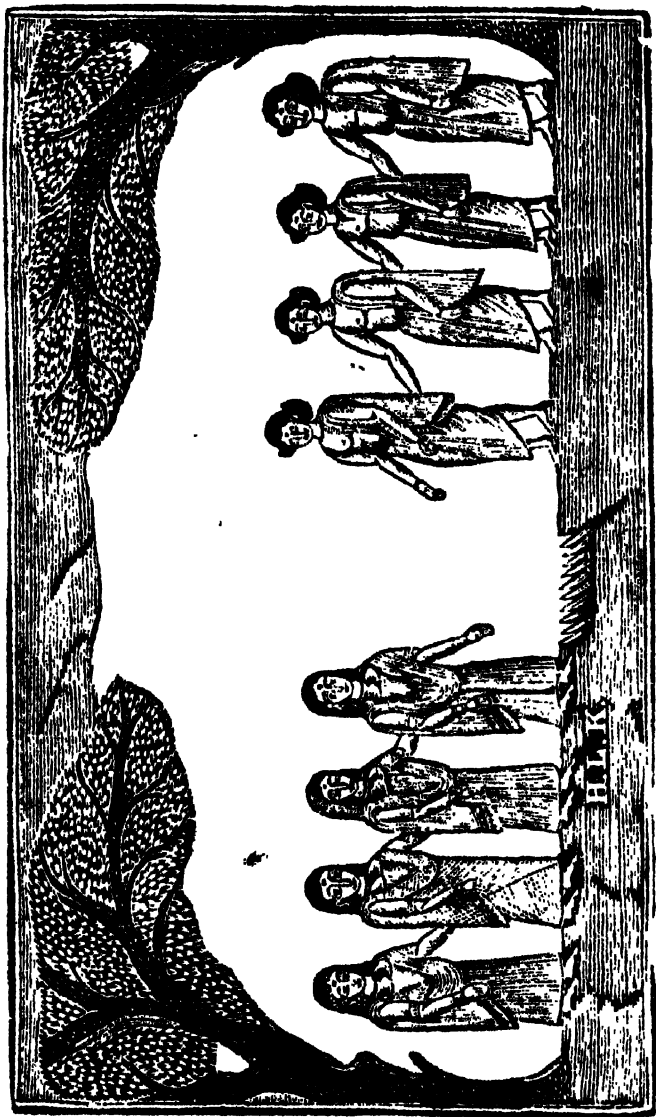
চারি জাতি পুরুষ।

চারি জাতি নারী।

রসমঞ্জরী।

জয় জয় রাধা শ্যাম, নিত্য নব রসধাম,
নিরুপম নায়িকা নায়ক।
সর্ব্ব সুলক্ষণধারী, সর্ব্ব রসবশকারী,
সর্ব্ব প্রতি প্রণয়কারক॥
বীণা বেণু যন্ত্র গানে, রাগ রাগিণীর তানে,
বৃন্দাবনে নাটিকা নাটক।
গোপ গোপিগণ সঙ্গে, সদা রাস রস রঙ্গে,
ভারতের ভক্তি-প্রদায়ক॥

রাঢ়ীয় কেশরী গ্রামী, গোষ্ঠীপতি দ্বিজ স্বামী,
তপস্বী শাণ্ডিল্য শুদ্ধাচার।
রাজ ঋষি গুণযুত, রাজা রঘুরাম সুত,
কলিকালে কৃষ্ণ অবতার॥
কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ, সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুঃখে,
যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ, ফুলের মুখটি দ্বিজ,
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভূরিশিট রাজ্যবাসী, নানা কাব্য অভিলাষী,
যে বংশে প্রতাপ নারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য,
মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।

রসমঞ্জরীর রস, ভাষায় করিতে বশ,
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া ॥
সেই আজ্ঞা অনুসরি, গ্রন্থারম্ভে ভয় করি,
ছল ধরে পাছে খল জন।
রসিক পণ্ডিত যত, যদি দেখে দুষ্ট মত,
শারি দিবা এই নিবেদন ॥

অথ নায়িকা প্রকরণ।

শৃঙ্গার বীভৎস হাস্য রৌদ্র বীর ভয়।
করুণা অদ্ভুত শান্তি এই রস নয় ॥
আদ্যরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার ॥

অথ নায়িকার স্বীয়াদি ভেদ।

স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্য বনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥

অথ স্বীয়া নায়িকা।

কেবল আপন নাথে অনুরাগ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার ॥
নয়ন অমৃত-নদী, সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্য পানে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু, ভুলায় বিদ্যুত ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না ॥
অমৃতের ধারা ভাষা, পতির শ্রবণে আশা,
প্রিয়সখী বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি, কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না ॥

অথ মুগ্ধাদি ভেদ।

মুগ্ধা মধ্যে প্রগল্‌ভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ ॥

অথ মুগ্ধা।

মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ ॥
দেখিনু নাগরী, রূপের সাগরী,
বয়স সন্ধি সময়।
শিশুগণ মিলে, ধাঁধুবাড়ু খেলে,
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয় ॥
হংস খঞ্জরীটে, দেখি পলে নিটে,
কবে হল বিনিময়।
হৃদয়-সরোজ, পূজিতে মনোজ,
পণ্ডিতে হয় সংশয় ॥

অথ নবোঢ়া।

এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হল স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয়বিশ্রব্ধ ॥

অথ স্বকীয়া নবোঢ়া।

হস্তেতে ধরিয়া, শয্যায় আনিয়া,
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্যছলে, যত্নে কলে বলে,
বাহিরে যাইতে চায় ॥
নবোঢ়াকে বশ, করণ কর্কশ,
সে রস কহিব কায়।

যেই পারা করে, স্থির করে ধরে,
সে জন ব্যামোহ পায় ॥

অথ পরকীয়া নবোঢ়া।

আপনার পতি আছে, ভয়েতে না শুই কাছে,
গায় হাত দেয় পাছে, এই ডরে ডরে হে।
প্রীতের বিষম কাজ, সে ভয়ে পড়িল বাজ,
লাজে পলাইল লাজ, আশা বাসা হরে হে ॥
সুখের বাড়াও প্রীতি, হৃদয়ের হর ভীতি,
তার পরে যেবা রীতি,রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কন্দলাঙ্কুর, লোভে না করিও চুর,
হিয়া কাঁপে দুরদুর, পাছে যাই মরে হে ॥

অথ সামান্য নবোঢ়া।

কি ছার ধনের আশে, আইনু তোমার পাশে,
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ, বুক দেখি কাঁপে বুক,
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে ॥
কেবা ইহা সহিবেক, আমা হতে নহিবেক,
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম, তারি পুণ্য পাইলাম,
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সহে হে ॥

অথ বিশ্রব্ধ নবোঢ়া।

স্তন দুটি করে ছাঁদা, উরু দুটি ভুজে বাঁধা,
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর, না না না তাহার পর,
টান টোন এখন তখন ॥

যদি থায়্যা লাজ ভয়, কিঞ্চিত সঞ্চিত হয়,
তবে আর না যায় ধারণ।
নবীন ভূষণ বাস, নব সুধা হাস ভাস,
নব রস কে করে গণন॥

অথ মুগ্ধার ভেদ।

মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা।
অজ্ঞাত যৌবনা আর বিজ্ঞাত যৌবনা॥

অথ অজ্ঞাত যৌবনা।

হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাত যৌবনা তাকে বলে কবি সব॥
সখা সখী মেলি, ধাওয়া ধাই খেলি,
হারি কহে যেন চোর।
অন্য দিনে ধাই, সবা আগ যাই,
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয়, ভারী হেন লয়,
চক্ষু কর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ, খস্যা পড়ে চীন,
বাড়ে ঘাগরার ডোর॥

অথ বিজ্ঞাত যৌবনা।

নিজ নব যৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাত যৌবনা তাকে কবিবর বলে॥
দেখিলাম ঘরে ঘরে, সকলে কাঁচলী পরে,
নানাবর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্য জন যত, নানা ছলে কহে কত,
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥

দেহের কি কব কথা, সকল শরীরে ব্যথা,
কত শত বিছার জ্বলনী।
তোরে বলি প্রিয় সই, লাজে কারে নাহি কই,
পাছে জানে জনক জননী॥

অথ মধ্যা।

লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥
রতি রসে কৃতীপতি, মোরে ভালবাসে অতি,
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে, সদা কাছে কাছে থাকে,
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥
নখাঘাত দেখি বুকে, দন্তচিহ্ন দেখি মুখে,
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে, না শুইলে পতি রোষে,
শরীর হইল ঝালাপালা॥

অথ প্রগল্ভা।

প্রগল্‌ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতি প্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার॥
শুন শুন প্রিয় সই, রাত্রির কৌতুক কই,
শুয়্যাছিনু পতি সঙ্গে নানা সুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা, মোহে দোঁহে হলো মেলা,
এ কর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম, বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম,
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস, বান্ধিলাম কেশ পাশ,
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

অথ মধ্যা প্রগল্‌ভার ধীরাদি ভেদ।

মানকালে মধ্যা প্রগল্‌ভার তিন ভেদ।
ধীরাঽধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজা সুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

অথ মধ্যা ধীরা।

আজি প্রভু দড় দড়, বেশ বন্যায়াছ বড়,
শ্বেত রক্তচন্দনের চাঁদ ভালে ধরেছ।
মন দেখি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, নয়ন হয়েছে রাঙ্গা,
বুঝি কোন দোষ দেখি মোরে রোষ করেছ॥
তোমা বিনা প্রভু নাই, যাইবার নাহি ঠাঁই,
কুমুদের চাঁদ যেন তেন মন হরেছ।
অপরাধ ক্ষমা কর, নূতন চন্দন পর,
এই লও নবমালা বাসীমালা পরেছ॥

অথ মধ্যা অধীরা।

সোহাগ করিয়া নিত্য, বলহ আমার ভৃত্য,
আজি দেখি একি কৃত্য দর্পণেতে চাও হে।
অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ,
অলক্তক ভাল ভাগ কার কাছে পাও হে॥
মোর প্রাণ বলে ডাক, অন্যের নিকটে থাক,
বুঝিলাম মন রাখ মন কলা খাও হে।

তোমা দেখে হয় ভীতি, কঠিন তোমার রীতি,
বুঝিনু তোমার প্রীতি যাও যাও যাও হে ॥

অথ মধ্যা ধীরাধীরা।

তুমি মোর প্রাণপতি, কখন করিলা রতি,
বুঝি সুখে ভুলেছিনু তেঁই নাই মনে হে।
বুকে দেখি নখচিহ্ন, অধর দশনে ভিন্ন,
ভালে আল্‌তার দাগ রক্তিমা নয়নে হে ॥
এস রাখ মুখ ধোও, ক্ষণেক শয্যায় শোও,
ছুঁয়্যা শুদ্ধ কর মালা তাম্বূল চন্দনে হে।
হত জ্ঞান ভারি ভূবি, দেখিতে দেখিতে চুরি,
পরিহার নমস্কার তোমা হেন জনে হে ॥

অথ প্রগল্‌ভা ধীরা।

কাজের সময়, যত কথা হয়,
এবে কোথা রয়, মনে না থাকে।
কেমন ধরম, কেমন করম,
কেমন মরম, কহিব কাকে ॥
ধিক্ বিধাতায়, এহেন আমায়,
দিয়াছে তোমায়, ইহারি পাকে।
দেখি যে চঞ্চল, ছোঁবে কি অঞ্চল,
একাজে কি ফল, কে তোমা ডাকে ॥

অথ প্রগল্‌ভা অধীরা।

কোন ফুলে বঁধু, পান কর্য়া মধু,
হয়্যা আলে যদু, পোড়াতে মোরে।
আল্‌তা কজ্জল, সিন্দূর উজ্জ্বল,
জাগিয়া বিকল নয়ন ঘোরে ॥

এতেক বলিয়া, ক্রোধেতে জ্বলিয়া,
কমল ফেলিয়া, মারিলা জোরে।
কাঁদয়ে নাগর, গুণের সাগর,
কোথায় আদর, থাকয়ে চোরে॥

অথ প্রগল্‌ভা ধীরাধীরা।

জাগিয়া নয়ন, তোমার যেমন,
আমার তেমন, সরল বটে।
সব কাজে সম, ফলে তারতম,
কিসে আমি কম, বুঝিলে ঘটে॥
বিধি কৈল নারী, লাজ দিল ভারী,
তেই সে না পারি তোমার হঠে।
বৃক্ষমূলে হানি, শিরে ঢাল পানী,
চরণ দুখানি, নৌকার তটে॥

অথ জ্যেষ্ঠাদি ভেদ।

এই ধীরা এ অধীরা এই ধীরাধীরা।
জ্যেষ্ঠা আর কনিষ্ঠা দ্বিভেদ হয় ফিরা॥
পতির অধিক স্নেহ যারে সেই জ্যেষ্ঠা।
অল্প স্নেহ যারে তারে বলয়ে কনিষ্ঠা॥

অথ ধীরা জ্যেষ্ঠা।

স্ত্রীর বুঝি ধীর ক্রোধ, দূরে গেল শোধ বোধ,
বন্ধু করে উপরোধ, ধীরে ধীরে কহিছে।
যদি পায়্যা থাক দোষ, তবু যুক্ত নহে রোষ,
হাস্যে কর পরিতোষ, কামানলে দহিছে॥
রক্তপদ্ম দুটি পায়, ভ্রমর নূপুর তায়,
নিত্য নানা রস খায়, আজি তাই রহিছে।

আকুল আমার প্রাণ, তবু নহে সমাধান,
কঠিন তোমার মান, পরিমাণ নহিছে ॥

অথ ধীরা কনিষ্ঠা।

ধীর দেখি স্থির মান, করিবারে সমাধান,
বন্ধু করে অপমান, ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ, কেন কর এত রোষ,
কিসে হবে পরিতোষ, বল তাই করিব ॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে, গিয়াছিনু কারো কাছে,
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে, তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া ছিলা ক্রোধ, না করিলা উপরোধ,
এতদূরে শোধ বোধ, কত সাধ্যা মরিব ॥

অথ অধীরা জ্যেষ্ঠা।

যদ্যপি অধীরা হয়্যা, গালি দিলা কটু কয়্যা,
তবু থাকিলাম সয়্যা, না সয়্যা কি করিব।
তুমি প্রাণ তুমি ধন, তোমা বিনা অন্য জন,
যদি জানে মোর মন, পরীক্ষা আচরিব ॥
রুষ্ট হলে কটু কও, তুষ্ট হলে কোলে লও,
আমা বিনা কারো নও, এই গুণে তরিব।
ছল ছুতা মিছা সাঁচা, না জানি বিস্তর প্যাঁচা,
প্রাণেশ্বরী প্রাণ বাঁচা, নহে আজি মরিব ॥

অথ অধীরা কনিষ্ঠা।

বিনা দোষে দেও গালি, মাথে কলঙ্কের ডালি,
মুখে যেন চুন কালি, কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু, কত দোষ পাই তবু,
গালি নাহি দেই কভু, কত গালি খাইব ॥

বিনয়ে না মানি রোধ, যদি নাহি ছাড় ক্রোধ,
এতদূরে শোধ বোধ, দেশ ছাড়্যা যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম, আমার তেমন কর্ম্ম,
ইশাদ থাকিও ধর্ম্ম, কার্য্যকালে পাইব॥

অথ ধীরাধীরা জ্যেষ্ঠা।

এক বাক্যে বুঝি রাগ, আর বাক্যে অনুরাগ,
হৃদয়ে হইল দাগ, বুঝিতে না পারিয়া।
কি করিলে হও তুষ্ট, কি করিলে হও রুষ্ট,
অদৃষ্ট হইল দুষ্ট, কিসে যাবে সারিয়া॥
যদি অপরাধী হই, নিতান্ত করিয়া কই,
তোমা বিনা কারো নই, দুঃখে লও তারিয়া।
তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান, তুমি মান অপমান,
তোমা বিনা নাহি আন, দেখিনু বিচারিয়া॥

অথ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

এক বাক্যে দেখি রোষ, আর বাক্যে বুঝি তোষ,
না বুঝিনু গুণ দোষ, বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে, বল তাই করি তবে,
নহে ঘর লয়্যা রবে, আমার কি বহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমর প্রিয়া, ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া,
তাহারি বিদরে হিয়া, বুঝি তাই ফলিল।
রতির সময় নউক, আমারে যে হয় হউক,
ক্রোধটি তোমার রউক, যা হবার হইল॥

অথ পরকীয়া নায়িকা।

অপ্রকাশে যার রতি পর পতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥

অথ পরকীয়া ভেদ।

উঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
উঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

অথ অনূঢ়া।

শুন শুন প্রাণ বঁধু পিয়াইয়া মুখ মধু।
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে॥
অন্য সঙ্গে যদি পিতা, করে মোরে বিবাহিতা,
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে।
এমত করিবা কর্ম্ম, নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম,
বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিভা হয়, তাবৎ এমন ভয়,
তাবতি এমন পীড়া দুজনেতে সব হে॥

অথ উঢ়া।

আপনার পতি আছে, সদা তারে পাই কাছে,
তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত তরুর মূলে, সঙ্কেত নদীর কূলে,
ঘাটে ভাঙ্গামঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল, লুকায়ে চুম্বন কোল,
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো॥

অথ পরকীয়ার অন্য ভেদ।

পর পতি রতি আশ, ঘর ছাড়ি পর বাস,
সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো॥

অথ পরকীয়ার অন্য ভেদ।

বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া নানা ভেদ প্রাচীন লিখিতা ॥

অথ বিদগ্ধা।

বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ॥

অথ বাগ্বিদগ্ধা।

চির পরবাসী স্বামী, বিরহে কাতরা আমি,
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকি।
প্রভুর কুসুমোদ্যান, বড় মনোহর স্থান,
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব ॥
ডাকে পিক অলিকুল, ফুটে নানা জাতি ফুল,
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব, হইবে যাহার সত্ত্ব,
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব ॥

অথ ক্রিয়া বিদগ্ধা।

সুখে শুয়ে পতি আছে, রামা বসে তার কাছে,
ইশারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল।
রামা বলে হলো দায়, পাছে পতি টের পায়,
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল ॥
কোকিল ডাকিছে ঘোর, কাম ভয়ে পাছে ঘোর,
শ্রান্ত আছে নিদ্রা যাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয়, কেন ডাক বনপ্রিয়,
আর কি তোমারে ভয় বল্যা দুই রাখিল ॥

অথ লক্ষিতা।

পর পতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে যে নারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণ বলে তারে॥
আজি প্রভু দেশে এলে, রতিচিহ্ন কিসে পেলে,
সোহাগ পড়ুক মরে সতিপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পায়্যে, দেখিতে আইনু ধায়্যে,
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন, বুক বল নখে ভিন্ন,
আলু থালু বেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই দুষ্ট হই, তোমা বিনা কার নই,
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে॥

অথ গুপ্তা।

হয়েছে হতেছে হবে পরসঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্তমতি॥
মুখে বুকে দেখি দাগ, শাশুড়ী করুন রাগ,
একেতো বিরহে মরি আর অই ভয় লো।
কান্দিয়া পোহাই নিশা, আবেশে হারাই দিশা,
কেমনে কেমন করে অধর হৃদয় লো॥
স্তন নিজ নখাঘাতে, অধর পীড়িয়া দাঁতে,
কোন মতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবারাতি, রাখিয়াছি কুল জাতি,
চক্ষু খায়্যে তবু লোক কত কথা কয় লো॥

অথ কুলটা।

পতি কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ॥

অরে বিধি নিদারুণ, কি তোর স্মরিব গুণ,
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কাণ, দিলি দুই দুই খান,
উড়িবারে দুইখানি পাখা দিতে নারিলি॥
চৌদ্দ ভুবনে যত, পুরুষ বিবিধ মত,
সবার বুঝিতে বল তাই বুঝি সারিলি।
এ দুঃখ বা কত সব, অন্যের কি কথা কব,
চতুর্ম্মুখ রজো গুণ তবু তুই নারিলি॥

অথ মুদিতা।

পরসঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্ন হীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই॥
প্রবাসে রয়েছে পতি, ননদী প্রসূতবতী,
বিধবা শাশুড়ী ওই দৃষ্টিহীন রয় লো।
দেবর বিলাস রায়, শ্বশুর ভবনে যায়,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো॥
অস্ত গেছে দিনমণি, যতেক রসিক ধনি,
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হতেছে মোর, খসিছে কাঁচলি ডোর,
কেন সই ওষ্ঠাধর হতেছে কম্পিত লো॥
পরকীয় সুখ যত, ঘরে ঘরে শুনি কত,
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত কর্য্যা মরি লো।
পর পুরুষের মুখ, দেখিতে যে হয় সুখ,
একি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো॥

অথ সামান্য বনিতা।

ধন লোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্য বনিতা তারে কবিগণে বলে॥

স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে, পরকীয়া প্রীতি রসে
অমূল্য যৌবন ধন পুরুষেরে দেই লো।
আমার যৌবন ধন, ভোগ করে সেই জন
নানা বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই, সেইক্ষণে যদি পাই
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি, নাগর মিলাবে আনি
আপনার মর্ম্ম কথা কয়্যা দিনু এই লো॥

অথ সামান্য বনিতার ভেদ।

অন্য ভোগ দুঃখিতা আর বক্রোক্তি গর্ব্বিতা।
মানবতী আদি ভেদে সামান্য বনিতা॥

অথ বক্রোক্তি গর্ব্বিতা।

গর্ব্বিতা দ্বি-মত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটি একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

অথ রূপ গর্ব্বিতা।

মুখ দেখে যদি আরশী ধরে।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে॥
মদন জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

অথ প্রেম গর্ব্বিতা।

অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র।
কেহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অথ অন্য সম্ভোগ দুঃখিতা।

কহ দূতী গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥
নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ় বনে কত পাইলি রে॥

অথ মানবতী।

এস পরাণ পুত্তলি এস, ঘরে যাই কিবা বেশ,
আলোতে রহ হে রূপ ভাল করে হেরি হে।
আলতা কজ্জল দাগ ভালে, অরুণ প্রকাশ রাহু গালে,
ভাবে আছ ভাল জান ভারী ভূরি ঢেরি হে॥

অথ নায়িকা সকলের অবস্থাভেদ।

এ সব নায়িকা পুনঃ অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলব্ধা সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীন ভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

অথ বাসকসজ্জা।

পতি হেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ॥
আঁচড়িয়া কেশ পাশ, পরিয়া উত্তম বাস
সখীসঙ্গে পরিহাস, গীত বাদ্য রচনা।

চামর চন্দন চুয়া, ফুলমালা পান গুয়া,
হাতে লয়্যা শারী শুয়া, কামরস পঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, বাজুবন্ধ সিঁতি টাড়,
নূপুরাদি অলঙ্কার, নিত্য নব পর না।
যোগী যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে,
কতক্ষণে বন্ধুসনে, হইবেক ঘটনা ॥

উৎকণ্ঠিতা।

স্বামীর বিলম্ব যেই ভাবে অনুক্ষণ।
উৎকণ্ঠিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ ॥
হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,
আইল কেন নাহি কালিয়া।
পিকের কলরব, ডাকিছে অলি সব,
অনলে দেও দেহ জ্বালিয়া ॥
তিমির ঘনতরে, সভয় বনচরে,
ফিরয়ে কিবা পথ ভুলিয়া।
অপর সখীরসে, রহিল পরবশে,
মদনে মোরে দিল জ্বালিয়া ॥

অথ অভিসারিকা।

স্বামীর সঙ্কেত স্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ ॥
নিকট সঙ্কেত সময় আইল, শুনে রসময়ী মুরলী গাইল
ধরি ধনুঃশর মদন ধাইল, চলে নিধুবনে কামিনী।
পিক কলকলি শারিশুক ধ্বনি, ফুটে বনফুল ভ্রমর গুনগুনি
তাহাতে মিলিত নূপুর রুণরুণী, শীঘ্র চলে মৃদুগামিনী ॥
বাছিয়া পরিলেক নীল অম্বর, মদন হেম গৃহে মেঘডম্বর
পথিকজন ডর করিতে সম্বর, ঝাঁপিল তাহে তনু দামিনী।

েন সরসিজ গন্ধযুত মন, মোহিত সহচরী ভ্রমর শিশুগণ,
তথি মলয়াচল গতি মন্দ পবন, বাওল দ্রুত সখি যামিনী ॥

অথ বিপ্রলব্ধা।

সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি ॥

তিল পরিমাণ মান, সদা করি অনুমান,
গুরুভয় লঘু ভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন, করিলাম আরোহণ,
সিন্ধু তরিনু ধরি ভেলা ॥
হরি হরি মরি মরি, উহু উহু হরি হরি,
তবু নহে হরি সনে মেলা।
পর দুঃখ পর শ্রম, পর জনে জানে কম,
অপরূপ থল জল খেলা ॥

অথ স্বাধীন ভর্তৃকা।

কোলে বসা যার পতি আজ্ঞার অধীন।
স্বাধীন ভর্তৃকা তারে বলে সুপ্রবীণ ॥

শুন শুন প্রাণনাথ, নিবেদি হে যোড়হাত,
পূরিল সকল সাধ কিছু শেষ রয় হে।
বাঁধা দেহ মুক্তকেশ, নিবাইয়া দেহ বেশ,
তুমি মোরে ভালবাস লোকে যেন কয় হে ॥
দেখিয়া তোমার মুখ, অতুল হইল সুখ,
পাসরিনু যত দুঃখ আছিল যে ভয় হে।
যত কাল জীয়া রই, তোমা ছাড়া যেন নই,
নিতান্ত করিয়া কই মনে যেন রয় হে ॥

অথ খণ্ডিতা।

অন্য ভোগচিহ্ন অঙ্গে আসে যার পতি।
খণ্ডিতা তাহার নাম বলে শুদ্ধমতি॥

আইস বঁধু দ্রুত হয়্যা, কেন আইস রয়্যা রয়্যা,
মরিবে বালাই লয়্যা, কিবা শোভা পায়্যাছে।
কপালে সিন্দূর বিন্দু, মলিন বদন ইন্দু,
নয়ন রক্তের সিন্ধু, মোর দিকে ধায়্যাছে॥
অধরে কজ্জল দাগ, নয়নে তাম্বুল রাগ,
বুঝি কেবা পায়্যা লাগ, মোর মাথা খায়্যাছে।
তোমার কি দোষ দিব, বাপ মায় কি বলিব,
হরি হরি শিব শিব, যম মোরে ভুল্যাছে॥

অথ কলহান্তরিতা।

কলহে খেদায়্যা পতি পশ্চাৎ তাপিতা।
কবিগণে বলে তারে কলহান্তরিতা।

ক্রোধে হয়্যা হতজ্ঞান, কৈনু তারে অপমান,
এখন আকুল প্রাণ, দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল,
সামালিব এই শূল, কার পানে চাহিয়া॥
কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া নতি,
চরণে ধরিল পতি, না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম,
মরুক এমত মর্ম্ম, দুঃখে যাই মরিয়া॥

অথ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।

পরবাসে পতি যার মলিনা বিরহে।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা তারে কবিগণ কহে॥

অনল চন্দন চুয়া, গরল তাম্বুল গুয়া,
কোকিল বিকল করে অতি।
বিধবার মত বেশ, অস্থি চর্ম্ম অবশেষ,
তাপে কাম পোড়ায় বসতি॥
মনোজ তনুজ মত, কোদণ্ড করিয়া হত,
হাতে লয় পিণ্ডের পদ্ধতি।
সখী মুখে মান শুনি, পতি এলো হেন গণি,
দেখিতে শ্বাসের গতাগতি॥

অথ প্রোষ্যৎ ভর্ত্তৃকা।

যার কাছে আসি পতি প্রবাস গমন।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা মধ্যে তাহার গণন॥
এ আট লক্ষণে তার না মিলে লক্ষণ।
নবমী নায়িকা হতে পারে কেহ কন॥
কিন্তু অষ্ট নায়িকা সকল গ্রন্থে কয়।
নবমী কহিতে গেলে গণ্ডগোল হয়॥
অতএব দ্বিধা বলি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা।
প্রোষিত ভর্ত্তৃকা আর প্রোষ্যৎ পতিকা॥
শুন শুন ওহে প্রাণ, পতি পরবাসে যান,
তুমি কি করিবে এবে সত্য করে কহিবে।
এবে জানিলাম দড়, তোমা হৈতে পতি বড়,
নহে কেন আগে যান তুমি পাছে রহিবে॥
যদি বড় হতে চাও, তবে আগে আগে যাও,
নহে তুমি লঘু হবে আমার কি বহিবে।
এবে সুখ দেয় যারা, পিছে দুঃখ দিবে তারা,
কয়্যা অবসর আমি কত জ্বালা সহিবে॥
ইত্যাদি কহিয়া দিল্ নায়িকা যতেক।
পতির গমনকালে সবার প্রত্যেক॥

পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝি হবে লক্ষণ মিলিতা ॥

অথ নায়িকা উত্তমাদি ভেদ

উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে ॥

অথ উত্তমা।

অহিত করিলে পতি সেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত ॥

অথ মধ্যমা।

হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত ॥

অথ অধমা।

হিত কৈলে অহিত করয়ে সেই জন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ ॥

অথ চণ্ডী নায়িকা।

পতি প্রতি করে যেই অকারণে ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ ॥

অথ সহচরী কথন।

বেশ ভূষা করে দেয় করে পরিহাস।
কথা কৈতে খাতে শুতে শিখায় বিলাস।
যার কাছে বিশ্রাম বিশ্বাস কথা কয়।
সহচরী সখী সেই পঞ্চ মত হয় ॥

সখী নিত্যসখী প্রিয়সখী প্রাণসখী।
অতিপ্রিয়সখী এই পঞ্চ মত সখী॥

অথ সখী।

আমার নিকটে রয়ে, মরম আমারে কয়ে,
এমত শিখাব কথা সুধাবৃষ্টি করিবে।
আঁচড়িয়া দিব কেশ, বানাইয়া দিব বেশ,
থাকুক পতির মন মুনি-মন ভুলিবে॥
হাব ভাব লীলা হেলা, শিখাইব নানা খেলা,
আসিতে আমার কাছে কাহারে না ডরিবে।
দোষ যত লুকাইব, গুণ যত প্রকাশিব,
বড় দায়ে ঠেক যদি আমা হতে তরিবে॥

অথ দূতীসখী।

নায়ক নায়িকা যেই করয়ে বচন।
বিরহ যাপন করে দূতী সেই জন॥
স্বয়ং দূতী আপ্তদূতী এই সে প্রকার।
আপ্তদূতী তিন মত শুন ভেদ তার॥
অমিতার্থ নিশ্চয়ার্থ আর পত্রহারী।
বিশেষ বিশেষ শুন করিয়া বিচারি॥
ইঙ্গিতে যে কর্ম্ম করে অমিতার্থ সেই।
নিশ্চয়ার্থ আজ্ঞা পায়্যে কর্ম্ম করে যেই॥
পত্র লয়্যা কার্য্য করে পত্রহারী সেই।
বিশেষিয়া বুঝ সবে কয়্যা দিনু এই॥

অথ আপ্তদূতী।

সিন্দূর চন্দন চুয়া, ফুল মালা পান গুয়া,
পড়্যা দিতে পারি যদি ভুলে চন্দ্রবদনী॥

কুমন্ত্র এমত জানি, বিষ দেখে রাজা রাণী,
অপ্রীতি করিতে পারি কাম কামকমনী ॥
যে নারী না নর জানে, যে নর না নারী মানে,
তাহারে মিলাতে পারি দিনে করে যামিনী।
নাগর নাগরী যত, হও মোরে অনুগত,
সিদ্ধি কর্য়া মনোরথ যাই দ্রুতগামিনী ॥

অথ নায়ক প্রকরণ।

নায়িকা নায়ক দুই শৃঙ্গারে প্রধান।
নায়িকা বর্ণিনু শুন নায়ক সন্ধান ॥
পতি উপপতি আর বৈশিক নাগর।
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যার বর ॥
বেদ মত বিভা করে যে জন সে পতি।
উপপতি সেই যার পিরীতে বসতি ॥
কোনরূপে ধনলোভে হয় সংঘটন।
বৈষয়িক বৈশিক নাগর সেই জন ॥

অথ পতিভেদ।

অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট শঠ চারি মত।
পতি ভেদ কেহ বলে তিনে কেহ রত ॥
একে অনুরাগ যার সেই অনুকূল।
দক্ষিণ সে যার ঘরে পরে হয় তুল ॥
ধৃষ্ট সেই দোষ করে পুনঃ করে হঠ।
কপট বচনে পটু সেই জন শঠ ॥

অথ অনুকূল।

ওলো ধনি প্রাণ-ধন, শুন মোর নিবেদন,
সরোবরে স্নান হেতু যায়ো না লো যায়ো না।

যদ্যপি বা যাও ভুলে, অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে,
কমল কানন পানে চায়্যো না লো চায়্যো না ॥
মরাল মৃণাল লোভে, ভ্রমর কমল ক্ষোভে,
নিকটে আইলে ভয় পায়্যো না লো পায়্যো না।
তোমা বিনা নাহি কেহ, ঘামে পাছে গলে দেহ,
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধায়্যো না লো ধায়্যো না ॥

অথ দক্ষিণ।

তোমার নিকটে যত, দিব্য করে কহি কত,
বাহির হইবামাত্র পর দেখি ভূলি লো।
তোমার যেমন প্রীতি, পরসঙ্গে সেই রীতি,
কহিলাম আপনার দোষ গুণ গুলি লো ॥
কি করে ধর্ম্মের ভয়, লোকলাজে কিবা হয়,
দেখিতে পরের মুখ ফিরি কুলি কুলি লো।
তুমি যদি হও রুষ্ট, অন্যা করিবেক তুষ্ট,
ইহা বুঝি গৌর সঙ্গে ছাড়্যা দেহ ঠুলি লো ॥

অথ ধৃষ্ট।

দোষ দেখ্যা একবার, কৈলে নানা তিরস্কার,
লাজ খায়্যা আনু ফিরে তবু দয়া হলো না।
ভুজপাশে বান্ধ্যা ধর, নিতম্ব প্রহার কর,
দশনেতে কর ক্ষত অভিমানে গলো না ॥
দূর কৈলে দূর নব, গালি দিলে সয়্যা রব,
আমারে সহিল সব তোমারে তো সলো না।
পুরুষ পরশ-মণি, যারে ছোঁয় সেই ধনী,
ইহা বুঝি অনুক্ষণ দূর দূর বলো না ॥

অথ শঠ।

কালি কয়েছিনু, আনিতে ভুলিনু,
ক্ষম সেই অপরাধ।
যে বল করিব, যাহা চাহ দিব,
পূরাহ সকল সাধ॥
অঙ্গেতে যে দাগ, তোমারি সোহাগ,
মিথ্যা দেহ অপবাদ।
আমার পরাণ, হরিণী সমান,
তোমার চক্ষু নিষাদ॥

অথ উপপতি।

নিজ নারী আছে ঘরে, যাহা বলি তাহা করে,
নানা রূপ গুণ ধরে তাহে মন রয় না।
করিতে অন্যায় সঙ্গ, সদাই সরস অঙ্গ,
এ বড় অপূর্ব্ব রঙ্গ ধর্ম্ম ভয় হয় না॥
যাইতে সঙ্কেত স্থান, সদত আকুল প্রাণ,
জ্ঞান মান অপমান কিছু মনে লয় না।
ব্যক্ত হলে কালামুখ, শয়নে নাহিক সুখ,
রমণেতে নানা দুঃখ তবু ক্ষমা হয় না॥

অথ বৈশিক নাগর।

গিয়াছিনু সরোবরে, স্নান করিবার তরে,
দেখিয়াছি একজন অপরূপ কামিনী।
চক্ষু মুখ পদ্ম ছন্দ, কিবা ছন্দ কিবা বন্দ,
নীলাম্বরে ঝাঁপে তনু মেঘে যেন দামিনী॥
ঈশ্বর সদয় হন, দূতী মিলে একজন,
এইক্ষণে তার কাছে যায় দ্রুতগামিনী।

যত চাহে দিব ধন, দিব নানা আভরণ,
কোনমতে মোর সঙ্গে বঞ্চে এক যামিনী ॥

অথ নায়কদিগের উত্তমাদি ভেদ।

উত্তম মধ্যম আর অধম নিয়মে।
নায়িকার যেই ক্রম নায়ক সে ক্রমে ॥
বাসসজ্জা আদি নায়িকার ভেদ যত।
নায়কে সে ভেদ হয় লক্ষণ সম্মত ॥
উপপতি বৈশিকেতে সকলি বিদিত।
পতি প্রতি রসাভাষ কেবল খণ্ডিত ॥
স্বকীয়ার রসাভাষ জান অভিসার।
পতির খণ্ডিত ভাব তেমতি প্রকার ॥
সর্ব্বজন সুসম্মত আর ভাব সব।
উদাহরণেতে দেখে কর অনুভব ॥

অথ বাসক সজ্জা।

শয়ন সময়, বন্ধু রসময়,
করে রমণীর মোহন সাজ।
অন্য কার্য্য ছলে, শয্যাঘরে চলে,
সাধিতে আপন গোপন কায ॥
হাতে লয়্যা দয়, গান কাম তয়,
মনে পায়্যা লাজ পায় এ লাজ।
ভাবে খাটে বসি, প্রাণের প্রিয়সী,
আসিতে না জানি কতেক ব্যাজ ॥

অথ উৎকণ্ঠিত নায়ক।

কেন না আইল প্রিয়া, বিরহে বিদরে হিয়া,
স্থির হব কি করিয়া, ধৈর্য্য আর রহে না।

কিবা কোন কার্য্য পাকে, ভীতা কিবা দেখে কাকে,
নহে এতক্ষণ থাকে, কামে কি সে দহে না॥
পান গুয়া গন্ধ মালা, অগ্নি সম দেয় জ্বালা,
করিলেক ঝালাপালা, তনু প্রাণ রহে না।
আসিবেক কতক্ষণে, তবে সুখ পাব মনে,
বিনা তার দরশনে, আর তাপ সহে না॥

অথ অভিসারক নায়ক।

দ্বিতীয় প্রহর রাতে, মোরে কহিয়াছে যাতে,
সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।
হৃদের কে জানে লেখা, গেলে মাত্র পাব দেখা,
অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল॥
অন্ধকারে দেখি আলো, গৌর লোক দেখি কালো,
শত্রুজনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।
রজনীতে দিবা মত, তিমির হইল হত,
কুপথে সুপথ জ্ঞান তাহে মন লইল॥

অথ বিপ্রলব্ধ নায়ক।

সুখের সময় ঘরে, স্ত্রীয়া নানারস করে,
তাহা ছাড়ি আইলাম পর আশা করিয়া।
গুরু ভয় লঘু করে, অন্ধকারে নাহি ডরে,
ছাড়িয়া আপন বেশ পর বেশ ধরিয়া॥
সঙ্কেত স্মরণ করে, আসি'ছিল বেশ ধরে,
আমার বিলম্বে বুঝি ঘরে গেল ফিরিয়া।
আসিয়া সঙ্কেত ঠাই, দেখিতে পাইল নাই,
আহা মরি অন্য কেবা লয়্যা গেল করিয়া॥

অথ স্বাধীন ভার্য্য নায়ক।

তুমি প্রাণ তুমি ধন, তুমি মন তুমি গণ,
হৃদয়ে যে ক্ষণ থাক সেই ক্ষণ ভাল লো।
যতজন আর আছে, তুচ্ছ করি তোর কাছে,
ত্রিভুবনে তুমি ভাল আর সব কালো লো॥
তোমার বদন চাঁদ, অচল চঞ্চল চাঁদ,
আমার মোহন ফাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা, আজি মোরে সাজাইবা,
আমার মাথার কিরা যদি মোরে টালো লো॥

অথ খণ্ডিত নায়ক।

আসিব বলিয়া গেলা, অন্য সঙ্গে হলো মেলা,
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়্যা, বঞ্চিলা অন্যেরে লয়্যা,
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ, আলু থালু দেখি কেশ,
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিল মনোরথ, খণ্ডিয়া পিরীতি পথ,
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥

অথ কলহান্তরিত নায়ক।

অল্প অপরাধ পায়ে, কেন বা দিনু দেখায়ে,
এবে কার মুখ চেয়ে কামজ্বালা সারিব।
বিবেচনা নাহি করি, এখন ঝুরিয়া মরি,
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব॥
পুনঃ দূতী পাঠাইব, প্রীতি করি আনাইব,
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব।

হারি মানি দ্বন্দ্ব যাউক, তার অভিমান থাউক,
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব॥

অথ প্রোষিতভার্য্য নায়ক।

কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু, ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু,
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব॥
চন্দন কমল দল, পোড়া যেন দাবানল,
সুধাকর বিষধর কত সয্যা রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার, পুরস্কার তিরস্কার,
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥

অথ প্রোষিতপত্নীক নায়ক।

যদি যাবে আমা ছাড়া, প্রাণ কেন লও কাড়া,
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিয়া তায়, ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে ব্যক্ত সম্বিত হারাবে লো।
কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম, বুঝিয়া করহ কর্ম্ম,
পদে পদে পাবে জ্বালা ক-পদ এড়াবে লো॥
ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্টমত।
উদাহরণেতে অনুভবে পাবে যত॥

অথ নায়ক সহায় কথন।

পীঠমর্দ্দ বিট বলি চেট বিদূষক।
এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥

অথ পীঠমর্দ্দ।

রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
ধর্ম্মধী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণী রত্ন সহেনা আঁচ, টুটয়ে অগ্নি পরশে কাঁচ,
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার,
জ্বলয়ে বহ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥
রস তাপে হিয়ে বিনাশে পায়, তপনে তাপ সুধায়া যায়,
রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি, প্রমদা আকর আহ্লাদেরি,
সদতে রাখহ সুযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়॥

অথ বিট।

কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥
চুম্ব আলিঙ্গন, কামের দীপন,
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ে রস,
এমত জানিবা কত॥
বেশ ভূষা বাস, সন্দেহ সম্ভাষ,
নৃত্য গীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাঁই, আর কর্ম্ম নাই,
আমার এই সতত॥

অথ চেটক।

সন্ধান চতুর যেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥

যখন বিরলে পাব, তখনি নিকটে যাব,
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি, ফল কিম্বা ফুল ধরি,
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব॥
স্নানেতে যখন যায়, ধরিতে বসন তায়,
কৌতুকে কুম্ভীর হয়্যা জলে ডুবি রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ, দেখিতে সে চাঁদমুখ,
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টি বাতে পরাঙ্মুখ নহিব॥

অথ বিদূষক।

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস;
বিদূষক তার নাম হাস্যের বিলাস॥
চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ,
অপমান এই দেখ মুখে কালি চুন লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥
করিবা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী,
দুইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো॥

অথ শৃঙ্গার নিরূপণ।

শৃঙ্গারের দুই ভেদ শুনহ প্রয়োগ।
প্রথমতঃ বিপ্রলম্ভ দ্বিতীয় সম্ভোগ॥

অথ বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভ চারি মত শুনহ প্রকাশ।
পূর্ব্বরাগ মান প্রেম বৈচিত্র্য প্রবাস॥

অথ পূর্ব্বরাগ।

অঙ্গ সঙ্গ হওনের পূর্ব্ব যে লালস।
তারে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশাদশ॥
লালস উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ।
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ॥
প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝি লবে নাগরী-নাগর॥

অথ মান।

যেই ক্রোধে দম্পতীর রসের বিচ্ছেদ।
সেই মান অহেতু সহেতু দুই ভেদ॥
অহেতু যে মান সেই অনায়াসে বধ্য।
সহেতুর তিন ভেদ গুরু লঘু মধ্য॥
অন্যার সহিত পতি যদি কথা কয়।
তাহে জন্মে লঘুমান বাক্যে দূর হয়॥
অন্য নাম গুণ পতি যদি কাণে কয়।
তাহে জন্মে মধ্য মান পরীক্ষায় ক্ষয়॥
অন্য ভোগচিহ্ন যদি দেখে পতি পায়।
তাহে জন্মে গুরু মান প্রণামেতে যায়॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নতি ত্যাগ রোষ।
এই সাতে মান ভাঙ্গে হয় পরিতোষ॥
প্রিয়বাক্যে স্তব করে তারে বলি সাম।
আত্মগুণ তার দোষ ভেদ তার নাম॥
সখী দ্বারা ভয় প্রদর্শন সেই ক্রিয়া।
দান যাহে বস্ত্র মাল্য ভূষণাদি দিয়া॥
নতি সেই যাহে পায় ধর্য্যা নমস্কার।
ঔদাস্য প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম যার॥

রোষ সেই যাহে ভয় কষ্টের বিস্তার।
মান শান্তি চিহ্ন অশ্রু লোমাঞ্চ সীৎকার॥
অবশ্য এ সব রূপে মানের বিনাশ।
অসাধ্য হইলে তারে বলি রসাভাস॥
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥

অথ প্রেমবৈচিত্র্য।

নিকটে শয়ন অনুরাগের নিমিত্ত।
ছলায় বিরহ হয় সে প্রেমবৈচিত্র্য॥

অথ প্রবাস।

প্রবাস দ্বিমত হয় নিকট ও দূর।
দশ দশা হয় তাহে বিষাদ প্রচুর॥
প্রথমেতে চিন্তা দ্বিতীয়াতে জাগরণ।
তৃতীয়াতে উদ্বেগ চতুর্থে ক্ষীণতন॥
পঞ্চমে মলিন ষষ্ঠে প্রলাপ বিষাদ।
সপ্তমেতে ব্যাধি হয় অষ্টমে উন্মাদ॥
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ।
অনুভবে বুঝে লবে দেখিয়া লক্ষণ॥

অথ সম্ভোগ।

সম্ভোগের চারি ভেদ করিয়া বাখান।
সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পূর্ণ সমৃদ্ধিমান॥
পূর্ব্বরাগ পরে অল্প চুম্ব অল্প কোল।
সংক্ষিপ্ত সে রতি তাহে চিত্ত হয় লোল॥
মানান্তে পুরুষ সঙ্গে মেলন যে হয়।
সঙ্কীর্ণ তাহার নাম কবিগণ কয়॥

কিঞ্চিৎ প্রবাস পরে হয় যে মেলন।
সম্পূর্ণ তাহার নাম কহে কবিগণ॥
সুদূর প্রবাস পরে মেলন যে রস।
সে রস সমৃদ্ধিমান দম্পতী অবশ॥

অথ সম্ভোগের প্রকার।

দর্শন স্পর্শন কথা পথরোধ বাস।
বনখেলা জলখেলা গীত হাস্য হাস॥
লুক্কাওন মধুপান আদি নানা মত।
অনন্ত অনন্তভাব বিরচিব কত॥

অথ দর্শন।

দরশন তিন মত নাগরী নাগরে।
সাক্ষাৎ স্বপন আর পটে চিত্র ধরে॥

অথ সাক্ষাৎ দর্শন।

নয়নে নয়ন, বদনে বদন,
চরণে চরণ, আদেশি রহ।
হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণ সমুদয়,
পরাণে আলয়, ভাঙ্গিয়া লহ॥
গমনে গমন, রমণে রমণ,
বচনে বচন, বিনয় কহ।
পায়্যাছি দরশ, পরম পরশ,
সকলে সরস, হইয়া রহ॥

অথ স্বপ্ন দর্শন।

নিদ্রার আবেশে, রজনীর শেষে,
মনোহর বেশে, বঁধু আসিয়া।

প্রেম পারাবার, করিল বিস্তার,
নাহি পাই পার, যাই ভাসিয়া ॥
যে রস হইল, মনেতে রহিল,
যে কথা কহিল, মৃদু হাসিয়া।
ধরম করম, সরম ভরম,
নরম মরম, গেল নাশিয়া ॥

অথ চিত্রদর্শন।

দেখিবারে মিত্র, করিলাম চিত্র,
এ বড় বিচিত্র, হইল তায়।
দেখিতে বদন, মাতিল মদন,
ছাড়িয়া সদন, চেতন যায় ॥
না পানু দেখিতে, নারিনু রাখিতে,
লিখিতে লিখিতে, হইল দায়।
চিত্রের পুতুল, করিল আকুল,
হারানু দুকুল, চিত্রের প্রায় ॥

অথ আলম্বনাদি কথন।

আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এ তিন ভাবের শুনহ বিবরণ ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকা দুই তার বিনিময় ॥
নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন ॥

অথ উদ্দীপন।

গুণস্মরা নাম লওয়া তিন রূপ দেখা।
গীত বাদ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা ॥

সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভৃঙ্গ রব।
চন্দ্র আদি নানামতে উদ্দীপন সব॥

অথ বিভাবন।

ভাব হাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি।
মধুরতা উদারতা প্রগল্‌ভতা ক্লান্তি॥
ধৈর্য্য লীলা বিলাস বিচ্ছিত্তি মৌগ্ধ ভ্রম।
কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম॥
বিব্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার।
নানামত অনুভব কত কব আর॥

অথ ভাবহাবাদির পরিচয়।

চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব।
গলা চক্ষু ভুরু আদি বিকাশেতে হাব॥
বক্ষ কাঁপে বস্ত্র খসে তারে বলি হেলা।
প্রিয় কৃত কর্ম্ম চেষ্টা তারে বলি লীলা॥
হাসে সেই হাস্য বলি রথা হয় যেই।
পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই॥
শোভা কান্তি দীপ্তি ক্রম ব্যক্ত আছে এই
শ্রম অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই॥
রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্‌ভতা।
ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা॥
ধৈর্য্য সেই দুঃখেতে প্রেমের নহে হ্রাস।
সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস॥
অল্প আভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয়।
বিভ্রম হইলে ব্যক্ত বেশ বিপর্য্যয়॥
ক্রন্দনেতে হাস্য আর অভয়েতে ভয়।
অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয়॥

প্রসঙ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেব মোট্টায়িত।
অঙ্গ ছুঁলে সুখে ক্রোধ সেই কুট্টমিত ॥
বিব্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পায়্যা অনাদর।
অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্যে সুন্দর ॥
লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়।
বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায় ॥
জ্ঞাতকে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ সেই হয়।
চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয় ॥
যৌবনাদি অভিমান জন্য মদ হয়।
কেলি তাপ আদি যত কবিগণ কয় ॥
কেশ বাস খসে অঙ্গমোড়া হাই উঠে।
লোমাঞ্চ প্রফুল্ল গদ্গদি ঘর্ম্ম ছুটে ॥

অথ সাত্বিক ভাব।

স্তম্ভ হয় ঘর্ম্ম বয় রোমাঞ্চ প্রকাশ।
বিবর্ণ কম্পন অশ্রু গদগদ ত্রাস ॥
প্রিয় বিনা সুখ যত দুঃখ সে তো হয়।
প্রিয় পাইলে দুঃখে সুখ রাগ তারে কয় ॥

অথ যৌবন কথন।

যৌবনের চারি ভেদ শুন বিবরণ।
আগে বয়ঃসন্ধি পরে নবীন যৌবন ॥
তার পরে যুবা ভাবে উন্মাদ লক্ষণ।
তার পরে বৃদ্ধ ভাব বুঝ বিচক্ষণ ॥
যৌবনের সন্ধিকাল দ্বাদশ বৎসর।
দশম নিয়ম কন ব্যাস মুনিবর ॥
যৌবন পরম ধন, স্ববশ ইন্দ্রিয়গণ,
শিশু বৃদ্ধ দেখি লোক রসকথা কহে না।

বালকের নাহি শুদ্ধি, বৃদ্ধ হলে হত বুদ্ধি,
যুবা বিনা রস আর কোনখানে রহে না ॥
যুবা সূর্য্য বলবান, যুবা চন্দ্র দ্যুতিমান,
যুবা বিনা সংসারের ভার অন্যে বহে না।
বিনা নর কিবা অন্য, যৌবনে সকল ধন্য,
যৌবন হইলে নষ্ট দেখি দেহ রহে না ॥
নারীর যৌবন বড় দুরন্ত।
শরীরের মাঝে পোষে বসন্ত ॥
বিনোদ বিননে বিনায়্যা বেণী।
পুরুষে দংশিতে পোষে সাপিনী ॥
কত কত অলি নয়নে ঘোরে।
মধুবাক্যে কত কোকিল ঝোরে ॥
মলয় বাতাস শ্বাসেতে বহে।
সৌরভে সুরভি গৌরব নহে ॥
কমল-কানন আননে থাকে।
বান্ধুলি মধুর অধরে রাখে ॥
দুখানি বিষাণ নিশান রাখি।
হৃদয়ে মলয় রাখ্যাছে ঢাকি ॥
লোহিত কমল মৃণাল সাতে।
আভরণে ঢাকি রাখ্যাছে হাতে ॥
ত্রিবলি ডোরেতে বান্ধি অনঙ্গ।
কটিতটে থুয়্যা দেখয়ে রঙ্গ ॥
সঘরে অম্বর দিয়া কান্তার।
মদন সদন রস ভাণ্ডার ॥
কিশলয় করিকরের ভয়।
চরণের তলে শরণ লয় ॥
যৌবন মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা ॥

তপ জপ জ্ঞান দান যে কিছু ।
সকলি যৌবন ধনের পিছু ॥
যৌবন এ তিন অক্ষর লেখ ।
যে জান মরম উত্তর দেখ ॥
যৌবন মরম যে জানে নাই ।
প্রথম ছাড়িয়া তাহার ঠাঁই ॥
যদ্যপি যৌবনে উত্তম করে ।
প্রথমের মত গলিয়া মরে ॥
ভারতচন্দ্রের ভারতি যোগ ।
যৌবনেতে কর যৌবন ভোগ ॥

অথ স্ত্রীজাতি কথন ।

অতঃপর চারি জাতি বর্ণিব কামিনী ।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী ॥

পদ্মিনী ।

নয়ন কমল, কুঞ্চিত কুন্তল,
ঘন কুচস্থল, মৃদুহাসিনী ।
ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা, মৃদু মন্দভাষা,
নৃত্য গীতে আশা, সত্যবাদিনী ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি, পতি অনুরক্তি,
অল্পরতি শক্তি, নিদ্রাভোগিনী ।
মদন আলয়, লোম নাহি হয়,
পদ্মগন্ধ কয়, সেই পদ্মিনী ॥

চিত্রিণী।

প্রমাণ শরীর, সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির,
নাভি সুগভীর, মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন, চিকুর চিক্কণ,
শয়ন ভোজন, মধ্যচারিণী॥
তিন রেখাযুত, কণ্ঠ বিভূষিত,
হাস্য অবিরত, মন্দগামিনী।
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
ক্ষারগন্ধ কয়, সেই চিত্রিণী॥

শঙ্খিনী।

দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন,
দীঘল চরণ, দীঘল পাণি।
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
মীনগন্ধ কয়, শঙ্খিনী জানি॥

হস্তিনী।

স্থূল কলেবর, স্থূল পয়োধর,
স্থূল পদ কর, ঘোর নাদিনী।
আহার বিস্তর, নিদ্রা ঘোরতর,
রমণে প্রখর, পর-গামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর, দন্ত নিরন্তর,
কর্ম্মেতে তৎপর, মিথ্যাবাদিনী।
মদন আলয়, বহু লোম হয়,
মদগন্ধ কয়, সেই হস্তিনী॥

পুরুষজাতি কথন ।

চারিজাতি নায়িকার শুনহ নায়ক ।
শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব সন্তোষদায়ক ॥
পদ্মিনীর শশ পতি মৃগ চিত্রিণীর ।
বৃষে শঙ্খিনীর তুষ্টি অশ্বে হস্তিনীর ॥
রূপ গুণ দোষ সব নায়িকার মত ।
চারি জাতি নায়কেতে লক্ষণ সম্মত ॥
রসভাণ্ড মত রসদণ্ড ভেদ হয় ।
ছয়, আট, দশ, বার পরিমাণ কয় ॥
নর নারী স্বভাবেতে বিশেষ যে হয় ।
কহিতে কবিতা বাড়ে ক্ষোভে এই কয় ॥